কিছু কথা

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- দ্যাখ, আমার এই *dictation*-গুলি (বাণীগুলি), এগুলি কিন্তু কোন জায়গা থেকে নোট করা বা বই পড়ে লেখা না। এগুলি সবই আমার *experience* (অভিজ্ঞতা)। যা' দেখেছি তাই। কোন *disaster*-এ (বিপর্যয়ে) যদি এগুলি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর পাবিনে। এ কিন্তু কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই আমার মনে হয় এর একটা কপি কোথাও সরিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয় যাতে *disaster*-এ (বিপর্যয়ে) নষ্ট না হয়।

(দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)

প্রেমময়ের বাণীগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি সৎসঙ্গীর চেষ্টা থাকা উচিত। সেই লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ শাখা সৎসঙ্গের তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণা বিভাগ ঠাকুরের সেই বাণীগুলোকে অবিকৃতভাবে সকলের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য কাজ করছে।

ঠাকুরের এই বাণী সম্বলিত গ্রন্থগুলো বর্তমানে সর্বত্র সহজলভ্য নয়। তাই আমরা এই গ্রন্থগুলো অনলাইনে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করেছি, যেন পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ গ্রন্থগুলো ডাউনলোড করে পড়তে পারেন। ভুলত্রুটি বা বিকৃতি এড়ানোর জন্য আমরা গ্রন্থগুলো স্ক্যান করে পিডিএফ ভার্শনে প্রকাশ করছি। কোন ব্যক্তিগত বা বানিজ্যিক স্বার্থে নয়, শুধুমাত্র প্রেমময়ের প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

'ইসলাম প্রসঙ্গে' গ্রন্থটির অনলাইন ভার্শন 'সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর' কর্তৃক প্রকাশিত ৫ম সংস্করণের অবিকল স্ক্যান কপি। এজন্য আমরা সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘরের উদ্দেশ্যে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে, পরম কারুনিক পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল চরণে সকলের সুন্দর ও সুদীর্ঘ ইষ্টময় জীবন কামনা করি।

জয়গুরু।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা কর্তৃক অনলাইন ভার্সনে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের লিঙ্ক

আলোচনা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUHRwMndkdVd2dWs

আলোচনা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIaUVGMC1SaWh0d0k

আলোচনা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISTVjZE9lU1dCajA

আলোচনা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZXlvUWZLTW9JZ1E

আলোচনা প্রসঙ্গে ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIay0yb0Q0ZHJxTkk

আলোচনা প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZ1J5WnZxWm52YkU

আলোচনা প্রসঙ্গে ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIbC0teFVrbUJHcG8

আলোচনা প্রসঙ্গে ৮ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMjJuVkl4d0VRNXc

আলোচনা প্রসঙ্গে ৯ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYUFZbmgtbXh1Vzg

আলোচনা প্রসঙ্গে ১০ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISE02akVxNGRvQXM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMFgxSkh5eldwSkE

আলোচনা প্রসঙ্গে ১২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZy16TkdNaXRIeDA

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৩শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVVI1WHVmSXY4NTQ

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৪শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIczVXa2NTVVVxTHM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৫শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFITlJXTE1EMF9xX3M

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৬শ খণ্ড
https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFINTlhR0ZVdi1mWEU

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৭শ খণ্ড
https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIWHZuTlkzOU9YWms

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮শ খণ্ড
https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIX0t6bXl4NF83U2s

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯শ খণ্ড
https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVHJNckZrQjdSYzA

আলোচনা প্রসঙ্গে ২০শ খণ্ড
https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIV2RXU2gyeW5SVWc

আলোচনা প্রসঙ্গে ২১শ খণ্ড
https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVDJkMnVhTWlaNFU

আলোচনা প্রসঙ্গে ২২শ খণ্ড
https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVFEwakV2anRXbmM

অনুশ্রুতি ১ম খণ্ড
https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVnBHUDBObEgyaEU

অনুশ্রুতি ২য় খণ্ড
https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXpRZy05NjJEQTg

অনুশ্রুতি ৩য় খণ্ড
https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIeVl0MVZJcWhPcDA

অনুশ্রুতি ৪র্থ খণ্ড
https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYmROWHFBNmhLM0U

অনুশ্রুতি ৫ম খণ্ড
https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIRDBPRWMtUjd2WG8

অনুশ্রুতি ৬ষ্ঠ খণ্ড
https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUDdoQzRQOVJBZUU

অনুশ্রুতি ৭ম খণ্ড
https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIamZac1VSUDJIdmM

পুণ্য-পুঁথি
https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVzNlWG56ZGM2Y0U

সত্যানুসরণ
https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXhIZEdUY3k2N28

সত্যানুসরণ (ইংরেজি)

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMVIxemZMdExuQWM

ভক্তবলয়

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIQXZrb1FtTU1TNUk

দীপরক্ষী ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1s8gajL0knuUoZbrdqoc5AUh1prlojIAY

দীপরক্ষী ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1qNVM34s8-WaqnISbh60BAw3lbQk5LNEP

দীপরক্ষী ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=12I_f1EiYXP5VvRSucIVgCNhEgmwppkjv

দীপরক্ষী ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1SOdENKZ2JiTJ_QnzPpR4zQmIQkdAFI8P

দীপরক্ষী ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1yFPZO6Zbt19W7idfEAb-yyVNBG_qFhOV

দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1jK3MinnthheGw3nkwuQdu84FFZmTSKyK

কথা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1VGCwgNrc0vgDF_iEiLr-wCt8uTcJE3z5

কথা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1IAerP1Ah2sVEZjKT7Z5qaBJR8dd2_Utn

কথা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1UsePVu2NpnTIKeQeO11G0TX-Km3C_7Bt

নানা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1Sbl6RdI1wOJPl2JZSVM0L9B1ErTwc8e_

নানা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1GuQ2y_oBNfVTVX0ne7vjSKrUJmcPnJTe

নানা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1zP02UQHwVkppiqmcNNM33L217OJtHHt6

নানা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=133lqE6aKIQmb1r3MDhtYtCmNmY9AB9j1

ইসলাম প্রসঙ্গে

https://drive.google.com/open?id=1hTDq4WRejj0eXfH6PzzxDjeZiaW3PeUb

অমিয় বাণী

https://drive.google.com/open?id=1t-lkBDoYrC6t_sAYbtQmSXgoEcPneUKd

অমিয় লিপি

https://drive.google.com/open?id=1zBTbYhUNi_5hbyMk4BkExcSP8mTaDU-M

নারীর নীতি

https://drive.google.com/open?id=14w4WE68UgBNXCB7xsSSHIYI-pSlC-U9h

নারীর পথে

https://drive.google.com/open?id=1wh8GH6c9G2CJYJZ2U0TS-9q-fCVQ7ql3

পথের কড়ি

https://drive.google.com/open?id=10xDHlRnij4jD8Pgk7M_Qu8ELB5PZ01Iv

চলার সাথী

https://drive.google.com/open?id=18_qDsHYSjolbP6J6S0FkO1sdCcz6lqqs

তাঁর চিঠি

https://drive.google.com/open?id=1a9v5I-s2PyrAYgiemOKNAXPIwvG6UI3e

আশীষ বাণী ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1IoohjFWI8gvmKAX8r6WqZ3ZvC0ktEbBS

আশীষ বাণী ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1LizCMjM77nC-D9tYxsOJrFQqUekfH5Vr

জীবন দীপ্তি ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1evnUYAnPVlqlnNSrNHl13QYiKOA_wEgu

জীবন দীপ্তি ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1tajL9oz221NocRozT88a2C45xfOTYsJz

জীবন দীপ্তি ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1zu1f908RV7womSrjW7ibm8_UpOsXeivq

সুরত–সাকী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্তলিপি

https://drive.google.com/open?id=1n-4e9YDVVxImDEr-oQvk7G0YuTGJTc0h

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

https://drive.google.com/open?id=1vszRjJSvBEmPeJG8tJKXGhr5MeO-DJ3-

অখণ্ড জীবন দর্শন

https://drive.google.com/open?id=1zDDiRtgcvg2unJnjBn50Fnh3wUgkn99h

The Message Vol 1

https://drive.google.com/open?id=1R14WahFzEtAnjFdt4F1SNvCeGv5co-tX

The Message Vol 2

https://drive.google.com/open?id=1xFv3hIry577W6u9e12VyprbLmKSjlGtU

The Message Vol 3

https://drive.google.com/open?id=1DEQoHn9sCOLZq374mp6X8HfQGwjjcFOz

The Message Vol 4

https://drive.google.com/open?id=1g3lXXFHnHruEF9PtbsnNGobAtWi_OPnm

The Message Vol 5

https://drive.google.com/open?id=1hMeJy2rOl37PfwXLcUge1Ik6WPWu9nr_

The Message Vol 6

https://drive.google.com/open?id=1pGMbCBKWjqN1q0qBgmou-NICOBifFGG2

The Message Vol 7

https://drive.google.com/open?id=1z4aEbbBVBfGZCqIX2tO72KAALyGijG0W

The Message Vol 8

https://drive.google.com/open?id=16N5A7em8YoC_XvTZgDp7BWDP0Wt1XcJ7

The Message Vol 9

https://drive.google.com/open?id=14803A8jigC5X15YY8ZJGTdnLh7YgiCtY

Magna Dicta

https://drive.google.com/open?id=13SmfYYHfKvIFhTiAlG9y_L_IcdBkxSiV

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ইসলাম প্রসঙ্গে

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রশ্নকর্ত্তা—মোহাম্মদ খলিলর রহমান ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম-এ

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর (বিহার)

প্রথম সংস্করণ ঃ
আষাঢ়, ১৩৪৭ সাল—১১০০
পঞ্চম সংস্করণ
বৈশাখ, ১৩৯৪ সাল—১০,০০০

প্রুফ-রীডার ঃ
দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ফটোকম্পোজিং ঃ
'পাইকা ফটোসেটার্স
১১২সি, আনন্দ পালিত রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০১৪

মুদ্রণে ঃ
ইম্প্রেসিভ ইম্প্রেশন
১০, ডাঃ কার্ত্তিক বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

আমরা আমাদের মুসলমান-ভ্রাতৃগণের সম্বন্ধে হিন্দুদিগের ভিতর এবং হিন্দু-ভ্রাতৃগণের সম্বন্ধে মুসলমানগণের ভিতর যে-সমস্ত কুৎসিত ধারণা বা সংস্কার মৌজুদ হইয়া রহিয়াছে বা চল্‌তি আছে তাহা সংগ্রহ করিয়া যতদূর সম্ভব ক্রূর প্রশ্নের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম। উদ্দেশ্য, উহাদের এমনতর মীমাংসা পাইব যাহাতে আমরা প্রত্যেকেই বুঝিতে পারি এবং আমাদের গলদগুলিকে তিরোহিত করিয়া শুদ্ধ ও সহজ চলনে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি। তা'ছাড়া, আমাদের ধর্ম্মজীবন শুধু একটা রহস্যের অলীক স্বপ্নের মতন না হইয়া থাকে, আমাদের বাস্তব জীবনে—মায় সমাজ ও রাষ্ট্র সহিত—কিভাবে আমরা উন্নতির উৎক্রমণায় চলিয়া স্বর্গের দীপ্তিতে প্রদীপ্ত হইয়া থাকিতে পারি, তদ্বিষয়েও আমাদের প্রশ্নের ভিতর-দিয়া আহরণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। জানি না, আমাদের চেষ্টা সার্থক হইয়াছে কি-না!

প্রশ্নের উত্তরগুলি যথাজ্ঞানতঃ আমরা যাহা পাইয়াছি তাহাই যথাযথরূপে অবিকৃতভাবেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি—ত্রুটি যদি থাকে তা' আমাদেরই, তাঁর নয়। প্রশ্নের মীমাংসাগুলি যাহা পাইয়াছি, তাহা শুধু হিন্দু বা মুসলমান ভ্রাতৃদের জন্যই নহে। আমাদের মনে হয়, ইহা সকল দেশের সবারই জন্য—বিশেষতঃ যাহাদের প্রেরিত-নিদেশ অবনতমস্তকে অনুসরণ করাই জন্মগত-সংস্কার।

পুনর্জ্জন্ম-সম্বন্ধে যে মীমাংসা পাইয়াছি তাহাতে অন্ততঃ আমাদের তো দ্বন্দ্বদ্বিধার সমস্ত আগলই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সর্ব্ব-বাদেরই এমনতর একটা সাম্য মীমাংসা লাভ করিয়াছি যাহাতে 'কোন্‌টা ঠিক' এমনতর দ্বন্দ্ব আমাদের একান্তভাবেই নিরস্ত হইয়াছে। আশা করি, আমাদের মতন যাহারা তাহাদেরও তাহাই হইবে।

পৃথিবীর যেখানে যে-যে প্রেরিত ও মহাপুরুষের ভিতর শ্রীশ্রীঠাকুরের মীমাংসা-বাণীরই প্রতিধ্বনি পাইয়াছি তাহা যথাসাধ্য প্রাণপণে আহরণ করিয়া পাদটিকায় সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছি এই আশায়—যাহাতে পাঠকবর্গের সমাধানে পৌঁছিতে কোনরূপ বেগ পাইতে না হয়; জানি না, আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হইয়াছে কি-না!

স্বর্গ-নিঃসৃত পরম-প্রভুর উজ্জ্বল-দীপলিখা, আমাদের বহু-বহু নতির বেদী-প্রতীক—কোরাণ-শরিফ হইতে যে-সমস্ত প্রতিবাণী সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার মৌলিক

আরবীর বাংলা প্রতিলিপি ও অর্থ আমাদের এই মূঢ় প্রচেষ্টায় যাহা সংগ্রহ করিতে পারে তাহা উদ্ধৃত করিতে সাধ্যমত ত্রুটি করি নাই এবং অন্যান্য মহামান্য প্রেরিতবাণী হইতেও যে-যে প্রতিবাণী পাইয়াছি তাহা যেখানে যেমনতর সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি পাদটিকারূপে সংযোজিত করিয়াছি।

আমরা বুঝি, পৃথিবীতে দেশকালপাত্রোপযোগী যেখানে যখন যে প্রেরিতই আসিয়াছেন, তিনি সেই একই বিশ্বনিয়ন্তারই প্রেরিত-প্রতীক—আর তিনিই আমাদের উন্নয়নের একমাত্র পথ। তাই, প্রেরিতদের ভিতর কোথাও কোন কালে দ্বন্দ্ব থাকিতে পারে না ;—আর যাহার ভিতর দ্বন্দ্ব সেখানেই মন্দ, অন্ততঃ সে একমেবাদ্বিতীয়মের প্রেরিত কি-না সন্দেহযোগ্য—এই আমাদের সহজ বোধ।

যদি কোন অনুসন্ধিৎসু আমাদের এই প্রশ্নের আহরণী মীমাংসায় আলোক লাভ করেন, সেই আলোকই আমাদের মহান্ সম্বল—যাহার দীপ্তিতে আমরা দুর্ভেদ্য তমসাকেও অতিক্রম করিয়া সেই পরম আলোককে স্পর্শ করিতে পারিব।

যদি আমাদের কোন ত্রুটি থাকে, ঈশ্বর তাহা মার্জ্জনা করুন—আমাদের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টাই তাঁহার পূজার নৈবেদ্য—তাহা যত মলিনই হউক, আমাদের আপ্রাণ শ্রদ্ধার আহরণ ইহা নিশ্চয়।

বিনয়াবনত—

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

মোহাম্মদ খলিলর রহমান

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'ইসলাম-প্রসঙ্গে' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় আঠার বৎসর পূর্ব্বে। তখন সারা বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলছে। বাংলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির হাতে 'ইসলাম-প্রসঙ্গে' তুলে দেওয়া হয়। তাঁরা এই পুস্তক পাঠে বিভিন্ন ধর্ম্মমতের অভিন্নতা ও প্রেরিতপুরুষগণের এক-বার্ত্তাবাহিতা সম্বন্ধে সচেতন হন এবং ইসলামের মর্ম্ম আরও গভীরভাবে অনুধাবন করেন। তাঁদের অনেকের মুখেই 'ইসলাম-প্রসঙ্গে' সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা শুনেছি। তাঁরা অকপটে বলেছেন—'সাম্প্রদায়িকতার এমন সুষ্ঠু সমাধান আর কিছু হ'তে পারে না এবং মাত্র এই ভিত্তিতেই পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, বিরোধ ও ভ্রান্তধারণার নিরসন হ'য়ে জাতিধর্ম-নির্ব্বিশেষে সমগ্র জনমণ্ডলী ভাগবত ঐক্যের অমৃত সূত্রে গ্রথিত হ'য়ে উঠতে পারে।' আর এ প্রয়োজন চিরন্তন। তাই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 'ইসলাম-প্রসঙ্গে'র ব্যাপক প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

আমরা কোরাণ, হাদিস ও রসুলের জীবনেতিহাস কিছু-কিছু পড়েছি, জ্ঞানী, গুণী মুসলমান বন্ধুদের কাছে ইসলাম-সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিও, কিন্তু 'ইসলাম-প্রসঙ্গে' পাঠ ক'রে ইসলামের সার্ব্বজনীন স্বরূপ-সম্বন্ধে যেমন অবহিত হয়েছি এবং রসুলের প্রতি যে বাস্তব শ্রদ্ধাবোধের উদ্বোধন হয়েছে, এমনটি আর কিছুতে হয়নি। সেদিক্ দিয়ে এ পুস্তকখানা ধর্ম্মজিজ্ঞাসু যারা, বিশেষতঃ ইসলাম-অনুরাগী যারা, তাদের কাছে অপরিহার্য্য। সাহিত্যরসিকদের কাছেও এ-পুস্তকের ভাব ও ভাষাগত বৈচিত্র্য, গাম্ভীর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও মৌলিকতার একটি বিশেষ আবেদন আছে।

'ইসলাম-প্রসঙ্গে' প্রথম সংস্করণ বহুদিন পূর্ব্বেই নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। পাঠক-সমাজের কাছ থেকে আমরা অনবরত তাগিদও পাচ্ছি, কিন্তু অনিবার্য্য কারণে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনে কিছুটা বিলম্ব হ'লো। যাহো'ক, আমরা আশা করি, 'ইসলাম-প্রসঙ্গে' প্রথম সংস্করণের মত এই দ্বিতীয় সংস্করণটিও সর্ব্বসাধারণের সমাদর লাভ করবে।

সৎসঙ্গ (দেওঘর)
৮ই আষাঢ়, ১৩৬৫
২৩শে জুন, ১৯৫৮

বিনীত—
শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

"ইসলাম প্রসঙ্গে" গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ জন্মশতবার্ষিক সংস্করণরূপে প্রকাশিত হ'ল। পূর্ব্বের সংস্করণে গ্রন্থের টীকায় উদ্ধৃত কোরাণের পাঠ আরবী হরফে হয়নি ; কেবল মাত্র বাংলা হরফে পাঠ অনুবাদ-সহ দেওয়া হয়েছিল। এই সংস্করণে প্রথম সংস্করণের মতো আরবী হরফে মূল পাঠ এবং সেই সঙ্গে অনুবাদ দেওয়া হ'ল। নূতন এই সংস্করণে আর কোনও প্রকার গ্রহণ বা বর্জ্জন করা হয় নি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও গবেষকদের কাছে এই গ্রন্থ ইসলামচর্চায় আরো সহায়ক হবে বলে আশা করি।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
১লা বৈশাখ
১৩৯৪

প্রকাশক

সত্তা সচ্চিদানন্দময়—
অসৎ-নিরোধী স্বতঃই,
সচ্চিদানন্দের পরিপোষক যা' তাই ধর্ম্ম
ধর্ম্ম মূর্ত্ত হয় আদর্শে
আদর্শে দীক্ষা আনে অনুরাগ
অনুরাগ আনে বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ
বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ আনে ধৃতি
ধৃতি আনে সহানুভূতি
সহানুভূতি আনে সংহতি
সংহতি আনে শক্তি
শক্তি আনে সম্বর্দ্ধনা ;
আর, ঐ ধৃতি আনে প্রণিধান
প্রণিধান হ'তেই আসে সমাধি,
আবার, সমাধি হ'তেই আসে কৈবল্য—
তৃষ্ণার একান্ত নির্ব্বাণ—
মহাচেতনসমুত্থান।

আমার কথাগুলি যদি তোমার -
শুধু কথা-চিত্তেরই খোরাক মাত্র হয় -
করায় বা আচরণের ভেতর দিয়ে
সার্থকে যদি -
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার -
তবে -
পাওয়া যে তোমার
অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে -
তা কিন্তু অতি নিশ্চয় -

তোমারই "আমি"

ইসলাম-প্রসঙ্গে

প্রশ্ন। হিন্দু-মুসলমানে যে সারা ভারতময় গোলমাল চলেছে, এর মীমাংসাই বা কোথায় আর তা'র সমাধানই বা কী ? এ দু'য়ের ভিতর তো কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না ! আবার কাফেরদের বাঁচতে আর বাড়তে দেওয়াও তো অধর্ম্মই—এই ভেদের সামঞ্জস্য কোন্‌খানে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ভেদ কিরে পাগল ? যা'রা বাঁচতে চায়, বৃদ্ধি পেতে চায়, তা'দের ভিতর কি-ক'রে ভেদ থাকতে পারে ? ভেদ ত' কেবল হামবড়াইয়ের ভিতর ! ভেদই যদি আমাদের বৈশিষ্ট্য হ'ত, তবে খৃষ্টানদেরই বা মানতে যাই কেন—আর শাস্ত্রেরই বা এমনতর ইঙ্গিত থাকবে কেন ?†

---

† قل امنا با لله وما أنزل علينا وما أنزل على ابرأهيم
وا سمعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما أوتى موسى
وعيسى والنبيون من ربهم لانفرق بين احد منهم ونحن
له مسلمون *

"বল (হে মহম্মদ), আমরা ঈশ্বরের প্রতি ও যাহা আমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা ইব্রাহিমের প্রতি, এসমাইলের প্রতি, এস্‌হাকের প্রতি, ইয়াকুবের প্রতি ও (তাহার) সন্তানগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং যাহা মুসাকে, ঈশাকে ও সংবাদবাহকদিগকে তাহাদের প্রতিপালক কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে সে সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, তাহাদিগের কোন ব্যক্তিকে আমরা প্রভেদ করিতেছি না, আমরা তাহাদিগের অনুগত।"

(কোরাণ শরিফ—৩ আল এম্‌রান ৮৪ র, ৯)

امن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمومنون كل
امن با لله وملئكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من
رسله *

যা'রা বাঁচতে চায়, বৃদ্ধি পেতে চায়, যেমন-ক'রেই হোক না কেন, তা'রা ধর্ম্মকে মানেই। কারণ, ধর্ম্মের আদি উপাদানই হ'চ্ছে—ঐ বাঁচা আর বৃদ্ধি-পাওয়া।* আর বাঁচতে হ'লে, বৃদ্ধি পেতে হ'লেই চাই,—যাঁ'কে ধ'রে এই দুনিয়ার পাঁচ ভূতের পঞ্চাশ রকমের কামড়ানি, পাঁচশ' রকমের বেঠক্কর ঠোকরানিকে এড়িয়ে, তা'দের কাবেজে এনে—বা ক্ষতি না করতে পারে এমনতরভাবে জব্দে রেখে চলা যায়, তাঁ'কে ধরা। তাহ'লেই এই চলাটা আমার তেমনতর হওয়া চাই তাঁ'র-মাফিক—যাঁ'কে ধরায় আমার এই বাঁচা ও

"প্রেরিত-পুরুষ তাহার প্রতিপালক ঈশ্বরের নিকট হইতে তৎপ্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করিয়াছে এবং সমুদায় বিশ্বাসী লোক ঈশ্বরকে, তাঁহার দেবলোককে ও তাঁহার পুস্তক সকলকে ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষগণকে বিশ্বাস করিয়াছে এবং তাঁহার প্রেরিত-পুরুষগণের মধ্যে প্রভেদ করে নাই।"

(কোরাণ শরিফ—২ সুরা বকরা ২৮৫ র, ৪০)

"And since according to the Holy Qur-an, prophets were raised among different nations in different ages and the religion of every true prophet was in its pristine purity no other than Islam, the scope of this religion, in the true sense of the word, extends as far back and is as wide as humanity itself, the fundamental principles always remaining the same, the accidents changing with the changing needs of humanity."

"Preface to the Holy Qur-an"
by
Moulvi Mahammad Ali., M. A., L. L. B.

* "All religion is of life and the life of religion is to do good."
—Swedenborg

"ধর্ম্মে বর্দ্ধতি বর্দ্ধন্তি সর্ব্বভূতানি সর্ব্বদা।
তস্মিন্ হ্রসতি হীয়ন্তে তস্মাদ্ধর্ম্মং ন লোপয়েৎ॥"
—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব। ৯০।১৬

"মুমূর্ষু অবস্থায়ও তোমরা মৃত্যুর জন্য ইচ্ছা বা প্রার্থনা করিবে না ; কারণ, তোমরা প্রাণত্যাগ করিলে তোমাদের সমস্ত কার্য্য বন্ধ হইবে এবং তোমরা পুরস্কার-লাভে বঞ্চিত হইবে। নিশ্চয় মুমেনের দীর্ঘায়ু তোমার সৎকাজ-বৃদ্ধির উপায়।"

—মুস্লিম।

বৃদ্ধি-পাওয়াটা মাথাতোলা দিয়ে, পরম-পরিপোষণে, মোটাসোটা হ'য়ে বেশ কায়দা-মাফিক চলতে পারে। তাহ'লেই এলো—যাঁ'কে ধ'রে আছি, তাঁ'রই প্রতিপাদ্য পথে ব্যোম্ বাজিয়ে, বেঢং ঢং-এ গাল বাজিয়ে, যাজন-ফোয়ারায় মস্‌গুল হ'য়ে এন্‌তেয়ার হওয়া !

তা'র মানে—যাঁ'কে ধ'রে আমার এই রকম জীবন সুরু হ'ল তাঁ'র প্রতিপাদ্যের ভিতর মহান্ একমাত্র খুঁটিই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে খোদা। তবেই চাই—এই ধর্ম্মের ভিতর, বাঁচা ও বৃদ্ধি-পাওয়ার উপকরণের ভিতর—ঐ খোদা, ঐ রসুল, ঐ কোরাণ—তাঁ'র মহান্, উদ্দীপ্ত, অমৃত-ছিটান, জীবন-পথে-চলার বিবেকময়ী চেরাগ।† ঐ খোদাকে যে না মানে, পয়গম্বর রসুলকে যে না মানে,

---

† قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم - والله غفور رحيم * قل أطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لايحب الكفرين *

"বল (হে মহম্মদ), যদি তোমরা ঈশ্বরকে প্রেম কর, তবে আমার অনুসরণ কর। ঈশ্বর তোমাদিগকে প্রেম করিবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন—ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। বল, পরমেশ্বর ও প্রেরিত-পুরুষের অনুগত হও,—যদি অগ্রাহ্য কর, তবে নিশ্চয় ঈশ্বর ধর্ম্মবিদ্রোহীদিগকে প্রেম করিবেন না।"

(কোরাণ—৩ আল এম্‌রান ৩১, ৩২ র, ৪)

من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلنك عليهم حفيظا *

"যে-ব্যক্তি প্রেরিত-পুরুষের আজ্ঞা পালন করে, নিশ্চয় সে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে এবং যাহারা অমান্য করে, আমি তোমাকে (হে মহম্মদ) তাহাদিগের প্রতি রক্ষক নিযুক্ত করি নাই।"

(কোরাণ—৪ সুরা নেসা ৮০ র, ১১)

তাঁ'র বা তাঁ'দের নির্দ্দেশকে যে না মানে, সে-ই মরণ-পথের যাত্রী—কাফের !†

يايها الذين آمنوا امنوا بالله و رسوله و الكتب الذى
نزل على رسوله و الكتب الذى انزل من قبل *............
الذين يتخذون الكفرين أولياء من دون المؤمنين *
آيبتغون عند هم العزة فان العزة لله جميعاً *

"হে বিশ্বাসিগণ, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষদের প্রতি ও গ্রন্থের প্রতি এবং তিনি আপন প্রেরিত-পুরুষের প্রতি ও পূর্ব্বপ্রেরিত গ্রন্থ সকলের প্রতি অবতারণ করিয়াছেন—বিশ্বাস স্থাপন কর। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি ও তাঁহার বিশ্বাসিদিগকে ছাড়িয়া কাফেরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহাদের নিকট কি তাহারা সম্মান আকাঙ্ক্ষা করে ? নিশ্চয় সমগ্র সম্মান ঈশ্বরের জন্য।"

(কোরাণ—৪ সুরা নেসা ১৩৬, ১৩৯ র, ২০)

† ضربت عليهم الذلة و المسكنة و باءوا بغضب من
الله * ذلك بانهم كانوا يكفرون بايت الله و يقتلون النبين
بغير الحق * ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون *

"সেই সকল লোক দুর্দ্দশা ও দরিদ্রতা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ঈশ্বরের আক্রোশের সঙ্গে পুনর্মিলিত হইল ; যেহেতু তাহারা ঈশ্বরবাণী অমান্য করিতে লাগিল ও তত্ত্ববাহকদিগকে অযথা বধ করিতে লাগিল। অপরাধ করিয়াছিল বলিয়া এরূপ ঘটিল এবং তাহারা সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল।"

(কোরাণ—২ সুরা বকরা ৬১ র, ৭)

أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على
من يشاء من عباده فباء و بغضب على غضب * و للكفرين
عذاب مهين *

"এই যে ঈশ্বরের নিকট হইতে যাহা অবতীর্ণ, তাহারা বিদ্বেষবশতঃ তাহার বিরোধী হইয়াছে, ঈশ্বর স্বীয় অনুগ্রহ আপন দাসদিগের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা হয় অবতারণ করেন। অতঃপর তাহারা পরমেশ্বরের ক্রোধের পর ক্রোধে নিপতিত হইল। ঈশ্বরদ্রোহীদিগের জন্য বিষম শাস্তি আছে।"

(কোরাণ—২ সুরা বকরা ৯০ র, ১১)

এই কাফেরদের সাথে আর্য্যদ্বিজ, মুসলমান, খৃষ্টান বা বৌদ্ধের—যা'রাই হোক না কেন, ঢের ফারাক থাকতে পারে ; কিন্তু এই যে ফারাক, তা' শরীর ও জীবনে নয়কো—চলার কায়দায়। তাই ভগবান্ যীশু ব'লেছেন, "পাপীকে ঘৃণা ক'রো না, পাপকে ঘৃণা কর।" আবার কোরাণেও হজরত সজোরেই ঘোষণা ক'রেছেন—"নিশ্চয় যাহারা পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতগণের সঙ্গে বিদ্রোহিতাচরণ করে এবং ইচ্ছা করে যে ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতগণের মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন করে এবং বলে যে আমরা কাহাকে বিশ্বাস করিতেছি এবং কাহার প্রতি বিদ্রোহী হইতেছি এবং ইচ্ছা করে যে ইহার মধ্যে কোন পথ অবলম্বন করে—এই তাহারা, তাহারাই প্রকৃত কাফের।"

তাহ'লেই দেখা যায়—ধর্ম্মের দিক দিয়ে, আচরণে ধর্ম্মকে যা'রা অনুভব ক'রেছে তা'দের দিক দিয়ে, বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার দিক দিয়ে, তা'র লওয়াজিমা যা'র যেমন দরকার তা'র দিক দিয়ে কোথাও কোন ফারাক দেখতে পাওয়া যায় না—আর নাই-ও। হিন্দু, মুসলমান তো দূরের কথা, মানুষে-মানুষে যে ফারাক, এই ফারাকের একমাত্র সমাধানই হ'চ্ছে ধর্ম্মে। ধর্ম্মে কোথাও দলাদলি, ভেদ,

---

ان الذين يكفرون بالله و رسله و يريدون أن يفرقوا بين الله
و رسله و يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض و يريدون
أن يتخذوا بين ذلك سبيلا * اولئك هم الكفرون حقا ـ
و اعتدنا للكفرين عذاباً مهينا *

"নিশ্চয় যাহারা পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতগণের সঙ্গে বিদ্রোহিতাচরণ করে এবং ইচ্ছা করে যে ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতগণের মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন করে এবং বলে যে আমরা কাহাকে বিশ্বাস করিতেছি এবং কাহার প্রতি বিদ্রোহী হইতেছি এবং ইচ্ছা করে যে ইহার মধ্যে কোন পথ অবলম্বন করে—এই তাহারা, তাহারাই প্রকৃত কাফের। আমি কাফেরদিগের জন্য গ্লানিজনক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি।"

(কোরাণ—৪ সুরা নেসা ১৫০-৫১ র, ২১)

বিসংবাদ থাকতে পারে না।* হিন্দুরা বলে, পূর্ব্বগুরু বা ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তককে অবলম্বন ক'রেই পরবর্ত্তীর আবির্ভাব হয়; আর এই যে পরবর্ত্তী—পূর্ব্ববর্ত্তীরই পরিণতি-মাত্র। ভগবান্ হজরত রসুলও তাঁ'র মুখনিঃসৃত কোরাণে এমনতরই ব'লে গেছেন।†

যখন বন্যায় সারা দেশ জলে ডুবে' যায়, ঘরবাড়ীতে থাকা অসম্ভব হয়, জঙ্গলে জীব, জানোয়ার তো দূরের কথা—শুনেছি বাঘ, ভালুক, বাঁদর, সাপ, মানুষ হয়তো এক গাছেই উঠে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার আগ্রহে হিংসা ভুলে যায়—কেউ কা'কেও খায় না—কেউ কা'কেও কামড়ায় না! অস্তিত্ব বা

---

* "সকল ধর্ম্মই আসলে এক।" —মৌলানা জালালুদ্দীন রুমী

"না মান্ হান্ফী, না মান্ শাফী, মা মান্ মজহাবে হাম্বলী দারাম্।
মালেকী হাম না মান্, মাগার মজহাবে এশ্‌কী দারাম॥"

(দিউয়ান—হাফেজ)

† "হে মানব, সমভাবে সকলের সঙ্গ করিবে, যেন অপর ধর্ম্মাবলম্বী তোমাকে আপন ও আত্মীয় বলিয়া মনে করিতে পারে।—ইহাই হজরত মহম্মদের আজ্ঞা।"

—এস্‌লাম ও বিশ্বনবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৬।

"স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।"

—পাতঞ্জলদর্শন।

"হিল মিল খেলা ব্রহ্মসে, অন্তর রহিন রেখ।
সমঝেকা মত এক হ্যায়, ক্যা পণ্ডিত ক্যা শেখ॥"

—মহাত্মা কবীর।

ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك *

"তোমাকে (হে মহম্মদ) তোমার পূর্ব্ব প্রেরিত-পুরুষদিগকে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা বৈ বলা যাইতেছে না।"

(কোরাণ—৪১ সুরা হাম সজ্দা ৪৩ র, ৫)

قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أُنزل إلى ابرهيم واسمعيل واسحق و يعقوب و الاسباط وما أوتى موسى و عيسى وما أوتى النبيون من ربهم - لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون *

জীবন, আর তা'র রাখবার টান জীবের এমনতরই ভীষণ।

জীবন বাঁচাবার টানে যখন জীব, জানোয়ারের এমন হ'তে পারে, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এ তো আর কি! তবে চাই, অমনতর ধর্ম্মের প্রতি হাড়ভাঙ্গা টান—তাহ'লে সব চুকে যায়! ঐ রকম টানের মানুষের ভিতর কি দেখা গেছে—হিন্দু ব'লে কোন গণ্ডী, হিন্দু ব'লে কোন ভেদ, মুসলমান ব'লে কোন গণ্ডী, মুসলমান ব'লে কোন ভেদ, কি বৌদ্ধ-খৃষ্টান ব'লে কোন গণ্ডী, বৌদ্ধ-খৃষ্টান ব'লে কোন ভেদ? জীবন-জড়িত প্রাণময় প্রেমের প্লাবনে তা'দের কি ঐ সব হামবড়াইয়ের আইনগুলি ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যায়নি? ঐ সব

"বল, আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম এবং যাহা আমাদের প্রতি, যাহা এব্রাহিমের প্রতি ও যাহা এস্‌মাইল, এস্‌হাক, ইয়াকুব এবং তাঁহাদের সন্তানগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা মুছা ও ইছাকে প্রদান করা হইয়াছে এবং অপর তত্ত্ববাহকগণের প্রতি তাহাদের ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে তৎসমুদায়ের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিলাম; তাহাদের কাহাকেও প্রভেদ করিতেছি না এবং আমরা সেই ঈশ্বরের অনুগত।"

(কোরাণ—২ সুরা বকরা ১৩৬ র, ১৬)

و الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
و بالآخرة هم يوقنون *

"এবং তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ব্বে যাহা অবতারণ করা হইয়াছে, তাহা যাহারা বিশ্বাস করে ও যাহারা পরলোকে বিশ্বাস রাখে তাহারাই বিশ্বাসী।"

(কোরাণ—২ সুরা বকরা ৪ র, ১)

قل ياهل الكتب لستم على شيء حتى تقيموا التورة
و الانجيل وما أنزل إليكم من ربكم و ليزيدن كثيراً منهم ما
أنزل إليك من ربك طغياناً و كفراً - فلا تاس على القوم
الكفرين *

"তুমি বল হে গ্রন্থধারিগণ, যে পর্য্যন্ত তোমরা তাওরাত ও ইঞ্জিলকে এবং তোমাদের প্রতিপালক হইতে যাহা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা প্রতিষ্ঠিত না কর—সে পর্য্যন্ত

গণ্ডী-ফণ্ডি—তা'দের নামের দোহাই দিয়ে আত্মম্ভরিতার সেবাহারা ফাঁকিবাজির বদমাইসি-ছাড়া কি আর-কিছু বোঝা যায় ?*

প্রশ্ন। আপনি তো বলছেন গণ্ডী নেই ; কিন্তু মুসলমান হাদিছের দোহাই দেয়, হিন্দু দেয় শাস্ত্রের দোহাই ! কেউ তো কা'কেও বরদাস্ত ক'রবার কথা বলে না ? অনেক জায়গায় হিন্দুর ধর্ম্মোপদেশগুলি মুসলমানের কাছে গুলিখুরী গল্পের মত শোনায়, আবার হিন্দুর বেলায়ও তেমনি। এর ভেতর সামঞ্জস্যের রাস্তা কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যেমন শালার হিন্দু, তেমনি মুসলমান—ওসব বাতকে বাত হিন্দু-মুসলমান ! পূর্ব্বপুরুষের হিম্মতগুলি যদি তা'দের সম্পদ হ'য়ে না থাকত—যা'র উপর দাঁড়িয়ে ওদের অত মগরামী হামবড়াই,—ঐ বেঁচে-থাকার বিরাট প্রলোভনে ছাতিফাটা তৃষ্ণার্ত্তের মতন সব বেলেল্লাগিরি ছুটে গিয়ে 'পেলেই খাই' এই ভাবে ঠাণ্ডা হ'য়ে ঠাহর হ'য়ে চলতে পারত। কোনও ভাই-ই বুঝতে

তোমরা কিছুতেই নও ; তোমার প্রতি হে মোহাম্মদ ! যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা তাহাদের অধিক-সংখ্যককে একান্তই ধর্ম্মদ্রোহিতায় ও অবাধ্যতায় পরিবর্দ্ধিত করিবে, অতঃপর তুমি ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে ক্ষুব্ধ হইও না।"

(কোরাণ—৫ সুরা মায়দা ৬৮ র, ১০)

"I come not to destroy, but to fulfil." —Jesus Christ
"I only hand on ; I cannot create new things." —Confucious.

* হজরত মহম্মদ ন্যাজরণের খৃষ্টানদিগকে যে অনুমোদন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে জানা যায় যে, অন্যধর্ম্মাবলম্বীর উপাসনায় বহু-ঈশ্বর-বাদসূচক দৃশ্যাদি থাকিলেও তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ও তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি ও Cross নষ্ট করিতে মুসলমানগণকে নিষেধ করিয়াছিলেন।"

"Spirit of Islam," p. 246-47
—Syed Amir Ali, M. A., C. I. E.
এস্‌লাম ও বিশ্বনবী, ২য় খণ্ড—পৃঃ ৩২১-৩২২।
—India in Balance, p. 132

"হজরত মহম্মদ মসজিদ, গির্জ্জা, ইহুদীগণের ভজনালয় ও অন্যধর্ম্মাবলম্বীরা যে স্থানকে মান্য করে সে সকল স্থান রক্ষা করিতে ও তজ্জন্য প্রাণ দিতে মুসলমানগণকে আদেশ করিয়াছেন।"

—Cultural Fellowship, p. 161

পারে না, কত ফাঁকিবাজী মজুদ্ ক'রে তা'রা কত ফাঁকির ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হ'য়ে বিধ্বস্ত অস্তিত্বের অধিকারী হ'চ্ছে—জীবন ক'মে দিন-দিনই মরণ-প্রবণ হ'য়ে উঠছে—পাছ-বেড়ায় পোঁদ ঠেকে গেছে, তবুও তা' হাতিয়ে দেখবার প্রবৃত্তি নেই !

যখনই আমাদের দেশে এমনতর কোন পীর বা সাধুর আবির্ভাব হ'য়েছে—যাঁ'রা মানুষের জীবন ও বৃদ্ধিকে খোদায় উন্নীত ক'রে অসীম চলার সম্পদ দান ক'রেছেন—তাঁ'দের কাছে গিয়ে কি আমরা দেখতে পাইনি যে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সব একগাট্টা হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন ? স্বাতন্ত্র্যের ভিতর-দিয়েও কি তাঁরা একপ্রাণ হ'য়ে ইষ্টে নিবিড়ভাবে গেঁথে ওঠেননি ? তবে ধর্ম্মে মিল নেই-ই বা কেমন-ক'রে হয় আর না-মানাটাই বা কেমন-ক'রে আসে ? প্রবৃত্তি-উপভোগের পোঁদপাকামো যা'র যতদিন থাকবে তা'র কাছে ওসব শাস্ত্র-ফাস্ত্র ও হাদিছের মিথ্যা দোহাই-টোহাই ততদিন গোঁফ পাকিয়েই দাঁড়িয়ে থাকবে ! কিন্তু প্রাণের ক্ষিদে জাগলে ওসব কিছু টিকতে পারে না বাবা ! যাঁ'রাই ধর্ম্মকে অবলম্বন ক'রে ভগবানের দিকে চ'লেছেন, তাঁ'দের সবারই একই কথা—অবশ্য দেশ, কাল, পাত্র-হিসেবে যা' ফারাক্ দেখা যায় তা'-ছাড়া।*

---

* নানক, কবীর, রামানন্দ স্বামী, মৌলানা জালালউদ্দিন রুমী প্রভৃতি মহাত্মাগণ হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মমতের সমন্বয় করিয়াছেন—সবাইকে এক করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তা-ছাড়া মহাত্মা কবীরের শ্রেষ্ঠ শিষ্য 'দাদু'ও হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

"Dadu admitted both Hindus and Mahammadans to his discipleship and there have been many Gurus in his sect who came from Mahammadan families. Even to-day in Rajjabji's branch of Dadu's sect, any one who attains to the height of spiritual realisation is accepted as the head of the order whether he be a Hindu or a Mahammadan."

—Kshitimohan Sastri, Principal, Vidyabhaban, Viswabharati, Santiniketan.

"হিন্দু ও মুসলমানধর্ম্ম উভয়েই আমাদিগকে উচ্চতর জীবনযাপন করিতে তুল্যরূপে সাহায্য করে।"

"মাজমা-উল্-বাহ্‌রায়েন"
—মহাপণ্ডিত দারাসিকো

শাস্ত্রের কথা বা ধর্ম্মোপদেশগুলি যদি প্রত্যেকের মনের গুলিখুরী গল্পই হ'ত, তবে প্রত্যেক পীর-পয়গম্বরদেরই বা ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তদেরই প্রত্যেক অবস্থার প্রত্যেক রকমের একই কথা হ'ত না ! পাঁচশ' বছর আগেকার কথার সাথে, পাঁচশ' বছর পরের কথার সাথে মিলই থাকত না।† ও বাবা বিজ্ঞানের পরীক্ষা বা experiment-এর data-র (ফলের) চাইতেও নিছক সত্যি ! তাহ'লেই, এমনতর বুঝলে, জলজ্যান্ত দেখতে পাবে সামঞ্জস্য কোথায় !

প্রশ্ন । হিন্দুরা অবতার-বাদ মানে, হিন্দুরা জন্মান্তরে বিশ্বাসী—তা'-ছাড়া কত পৌত্তলিকতা ও মূর্ত্তি-পূজার বিধিতে তা'দের শাস্ত্র ভরা, যা'-নাকি মুসলমানের পক্ষে একদম নিষিদ্ধ ! এখানে তবে মিল কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর । পাগল নাকি ? পৌত্তলিকতা কি ? স্মৃতি বা ভাবপ্রতীকতা বা স্মারকতার উপাসক বলুন ? আর কোন-না-কোন রকমের ভিতর-দিয়ে কেই বা

---

†"Certainly your Lord is one God. There is no God except Him."
—Quran, 6.

"God is indeed one and has no second."
—Katha Upanishad, 2 : 2 : 5.

وهو القاهر فوق عباده – وهو الحكيم الخبير *

"He is the Supreme above all creatures, and He is the wise, the aware."
—Quran, 6 : 18.

"There is none but the Supreme Being possessed of universal knowledge."
—Brihadaranyak, 4 : 4 : 19.

"God created the heaven and earth in truth, and has made the night follow the day and the day follow the night, and fixed the sun and the moon so that each of them rises and sets within fixed time."
—Quran, 45 : 22.

"God is eternal amidst the perishable universe, is the source of sensation amongst inanimate existence and He alone assigns to so many objects their respective purposes."
—Katha Upanishad of Yajurveda, 2 : 5 : 5.

"Conception of Divinity in Islam & Upanishad"
—Wahed Hussain.

তা' নয় সেটাও বলুন ? ঋষিদের কেতাবেও মূর্ত্তিপূজার কথা নাই।* কোরাণ শরিফ, বাইবেল বা বৌদ্ধ-গ্রন্থাদিতেও মূর্ত্তিপূজার কথা নাই ! যেখানে ওসব ব্যবস্থা আছে তা' দেবতা বা hero-দের পূজার কথা ! ভগবান্-পূজোর কায়দায় ওসব পুতুল-টুতুল, গরু, মোষ—ওসব নেই বাবা !†

আর দেবতা কথার মানেই হ'চ্ছে—যিনি, যে বা যাঁ'রা মানুষের প্রয়োজনকে

---

* "বৈদিকযুগে আর্য্যরা মন্ত্রদ্বারা প্রকৃতির দেবতার আরাধনা করিতেন। পরে একেশ্বরে উপনীত হইয়াছিলেন।"

"Civilisation in Ancient India" I. p. 95, 97.
—R. C. Dutt.

রমেশচন্দ্র দত্ত আরও লিখিয়াছেন—

"বৈদিকযুগে বেদের কোন দেবতাই শরীর গ্রহণ করেন নাই। বেদে বিগ্রহ বা দেবমন্দিরের উল্লেখ নাই। পৌত্তলিকতার চিহ্ন পর্য্যন্তও নাই। পূরাকালে বিগ্রহ বা মন্দির ছিল না।"

"কোন বেদে বা মূল পুরাণেও প্রতিমা-পূজার প্রসঙ্গ নাই।"

"ঋগ্বেদ-সংহিতা," ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১১
—H. H. Wilson quoted in Aini-Akbari III. p. 2 footnote.

আলবেরুণী খৃষ্টের একাদশ শতকে ভারতে ভ্রমণ করিয়া দেখিয়া লিখিয়াছেন—

"কেবল মূর্খ জনসাধারণ বহু-দেবতায় বিশ্বাস করে। শিক্ষিত হিন্দুরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, বিশ্বাস করে—তিনি এক, অদ্বিতীয়, অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান্, স্রষ্টা, পাতা ও যাহা-কিছু আছে সকলই তাঁর জন্য।"

† "যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥"

—শ্রীমদ্ভাগবত। ৩-২৯-২২

অর্থাৎ, যে-ব্যক্তি সর্ব্বভূতব্যাপী ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া মূর্খতাবশতঃ প্রতিমার পূজা করে, সে ভস্মে হোম করে।

"The heroes of mankind are the mountains, the highlands of the moral world."
—A. P. Stanley

"আল্লার নিকট হইতে প্রেরণা ও ভাববাণী-প্রাপ্ত মহামানুষগণ মানবজাতির ইহপরকালের—ধর্ম্মজীবনের ও কর্ম্মসমরের—স্বর্গীয় আদর্শ। মোসলমানেরা জগতের প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক দেশে আবির্ভূত, এই নবী ও রসুলগণকে 'সৎ ও মহৎ' বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন—ধর্ম্মতঃ তাহারা এইরূপ মান্য করিতে বাধ্য।"

"মোহম্মদ-চরিত"—মোহম্মদ আকরাম খাঁ।

পূরণ ক'রে, তা'দের পরিপোষণের স্বার্থ হ'য়ে দাঁড়িয়ে কৃতজ্ঞ অর্ঘ্যের অধিকারী হ'য়েছেন ! ঐ রকম পূজা, পার্ব্বণ যা'-কিছু হিন্দুদের—তা' ভগবৎ-অনুগ্রহ-সম্পন্নদেরই ।* ভগবান-পূজার একমাত্র চিজ্ই হ'চ্ছে জ্যান্ত পুতুল

"অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবা মনীষিণাম্ ।
কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতাঃ ।।"

—বিষ্ণুপুরাণ ।

অর্থাৎ, ইতর লোকে জলকে ঈশ্বর জ্ঞান করে, দৈবজ্ঞেরা গ্রহাদিকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে, যোগীরা আত্মাকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবে, আর মূর্খেরা কাষ্ঠ, মৃত্তিকা ইত্যাদিকে ঈশ্বর বলিয়া বোঝে ।

আবার শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে ।
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ ।।
যত্তীর্থবুদ্ধিশ্চ জলে ন কর্হিচিৎ
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ।।"

—শ্রীমদ্ভাগবত । ১০-৮৪-১৩

অর্থাৎ, যে-ব্যক্তি ত্রিধাতুময় শরীরকে আপন বলিয়া মনে করে, স্ত্রীপুত্রকে আত্মীয় বলিয়া বোধ করে, জলে তীর্থ জ্ঞান করে কিন্তু জ্ঞানিগণকে সেরূপ মনে করে না, সে ব্যক্তি গরু ।

'দেবতা' কথাটি আসিয়াছে দিব্-ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অ করিয়া । দিব্-ধাতু মানে দীপ্তি পাওয়া । যিনি স্বীয় ক্রিয়ার জন্য জনসমাজে দীপ্তিমান্ তিনিই দেবতা—যেমন শঙ্করদেব, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীবুদ্ধদেব । এই দেবমানবগণকেই সাধারণতঃ আর্য্যসমাজে 'দেবতা' আখ্যা দেওয়া হয় । মুসলমান-সমাজেও স্বীয় বীর্য্য-প্রভাবে দীপ্তিমান্ বলিয়া হাসান-হোসেনের পূজা দেবপূজার ন্যায়ই প্রচলিত রহিয়াছে ।

"অগণ্য" মুসলমান মহরম করে । পরিষ্কার আঙ্গিনার মধ্যে চারিটি কোণে চারিটা কলাগাছ গাড়ে । তাহাতে অনেক নিশান খাড়া করিয়া দেয় । ঐ সকল কলাগাছের মধ্যে উচ্চ বেদী বাঁধে ।

আর, পরিষ্কার মাটির সহিত দুগ্ধ মিশাইয়া ছানিয়া হাসান-হোসেনের দুইটি প্রতিভূ প্রস্তুত করে । তৎপরে তাহা রক্তবর্ণ ও সবুজবর্ণের দুইটি কাপড়ের থলিয়া মধ্যে রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত বেদীর উপর স্থাপন করে । তথায় দুইটি মোমবাতী ও লোবান জ্বালে । নানাবিধ খাদ্য হাসান-হোসেনের নামে উৎসর্গ করে । এইরূপে নয় দিন অতিবাহিত করিয়া দশম দিন হাসান-হোসেনের ঐ প্রতিভূ তাজিয়ার মধ্যে স্থাপন করিয়া ঢাক-ঢোল বাজাইয়া, যুদ্ধের অভিনয় করিতে করিতে শোভাযাত্রা করে । সন্ধ্যার সময় কারবালার মাঠে গিয়া ঐ দুই প্রতিভূর কবর দেয় । তৎপরে তাজিয়া জলে বিসর্জ্জন দেয় ।

শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও যেমন বহু অজ্ঞ হিন্দু পৌত্তলিক—অর্থাৎ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত প্রতীকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করে, তেমনি কোরাণ-বিরুদ্ধ হইলেও বহু অজ্ঞ মুসলমান পৌত্তলিক ।"

"হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয়"—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী ।

ঐ পয়গম্বর, পীর, ঋষি, আদর্শ বা ইষ্ট ।* এঁর বা এঁদের অনুসরণ না করলে, পূজা না করলে, ভক্তির টানে আনত না হ'লে, পোষণ ও বৰ্দ্ধনের সেবায় আপ্রাণ না হ'লে,—বিন্যস্ত জ্ঞানের, বিন্যস্ত ভূয়োদর্শনের অধিকারী কিছুতেই হওয়া যাবে না ! আর এই দর্শন বিশেষ সূক্ষ্ম, বিশেষ তীক্ষ্ণ না-হ'লে খোদাকে উপলব্ধি করা কিছুতেই যাবে না ! এ বাবা কঠোর সত্য—সব মাণিকের এক জেল্লা—সবাই ঐ কথাই ব'লেছেন ।† বাহ্য-পূজার কথা আর্য্যঋষিরা অবজ্ঞার সুরে কেমন-ক'রে বিনিয়ে-বিনিয়ে ব'লেছেন, এই দেখুন তা'র একটা শ্লোক—

"উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবশ্চ মধ্যমঃ ।
অধমস্তপোজপশ্চ বাহ্যপূজাঽধমাধমঃ ।।"**

---

* "When one talks of the love of God, it means very little, for God is intangible and cannot be sensed. That is why there must be some representative of God who will appear as Man and who will evoke from man this feeling of love, by the noble life he will lead, for example, Buddha, Jesus Christ, Moses, Mahammad."

—Islamic Culture

† "কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ।।
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্ ।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ।।"

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ৭-২০, ২৩

"The condition laid down is that to love Allah and to get His love in return the only way in Islam is to follow the Holy prophets, rules and examples."

—Islamic Culture

"Hundred passages prove that Islam does not confine salvation to the followers of Muhammad alone, 'To every one have we given a law and a way...... and if God had pleased He would have made you all one people. But He hath done otherwise, that He might try you in that which He hath severally given unto you : Wherefore, press forward in good works'." (Sura V. 56.)

"Spirit of Islam," p. 154
—Syed Amir Ali, M. A., C. I. E.

** অর্থাৎ, সকলস্থলে ব্রহ্মদর্শন সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট । ধ্যান মধ্যম, স্তুতি ও জপ অধম, বাহ্যপূজা অধমেরও অধম ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

এর মানে কী বুঝলেন ? এই অস্তি যাঁ'তে বিরাট হ'য়ে উঠেছে তাঁ'র প্রতি যে প্রাণঢালা টান—যা'-নাকি শত বিপ্লব-বিধ্বস্তির ভিতরেও একটা নিবিড় তৃপ্তির অনুসরণ সৃষ্টি ক'রে চলার আনন্দে চালায়,—সেই ভাবই হ'চ্ছে উত্তম ! আর পরপর ওগুলি সব তা'র চাইতে অনেক কম—আবার টান-ফান নেই, অথচ কেবল বাইরের পূজোপালি নিয়ে মত্ত, এতে কিছু হয়-টয় না বাবা—ওতে শুধু যা' হবার তাই-ই হয় !

আবার হিন্দুর জন্মান্তরের মুসলমান কি খৃষ্টানের সাথে কি কোন গোল আছে ? বুঝের গোলই সব গোল এনে দেয় ।† খোদার কাছে কি কোন দিন-ফিন

বৃহদারণ্যকেও আছে—

"যে-ব্যক্তি ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে-ব্যক্তি দেবতাদের পশু ।"

"বেদান্তও বলেন, 'প্রতিমাদ্বারা ঈশ্বরের পূজা করিবে না । মূর্ত্তি অপেক্ষা ঈশ্বরের উপাসনা শ্রেষ্ঠ' ।"

—রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী । পৃঃ ১০৫/১১৫/৯৫

"এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্ ॥"

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র ।

† পুনর্জন্মের কথা কোরাণে আছে ।

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة
أخرى *

"From out of the earth have I now given birth to you, and I will send you into it again, and bring you forth from it again, repeatedly until the end."

(কোরাণ—২০ সুরা তাহা ৫৫ র, ৩)

كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم
ثم يحييكم ثم إليه ترجعون *

অর্থাৎ, "কেমন করিয়া তোমরা ঈশ্বরদ্রোহী হও ? অবস্থা তো এই—তোমরা নির্জীব ছিলে, পরে তিনি তোমাদিগকে জীবিত করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদের মৃত্যু হইবে, পুনর্বার তিনি জীবন

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

আছে—দিনরাত ব'লে কিছু আছে ? না এখন পাঁচটা বাজল, তখন সাতটা বাজল ব'লে কিছু আছে ? যখন যা' হয়, তা'-ই তখন তাঁ'র দিন। 'রোজ-কিয়ামৎ' বা re-surrection মানেই হ'চ্ছে—রোজ কায়ামৎ বা re-rise—কায়াম হওয়ার

দান করিবেন—অবশেষে তাঁহার দিকেই তোমাদের প্রতিগমন।"

(কোরাণ—২ সুরা বকর ২৮ র, ৩)

"Like grass have I grown over and over again,
Seven hundred seventy bodies have I seen."

"Masnavi"—Maulana Rum.

"Sufis generally believe in rebirth, *rijat,* and they have more technical distinctions and terms than the Vaidikas on this point. Thus re-incarnation as man is *naskh ;* as animal is *maskh ;* as vegetable is *faskh ;* as mineral is *raskh."*

"The Unity of Asiatic Thought"
—Bhagavan Das

তা'-ছাড়া জন্মান্তরবাদ আজ আর শুধু বাদ নহে, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। আর, বিজ্ঞান হিন্দু, মুসলমান উভয়েরই, বিজ্ঞান কোন সম্প্রদায়বিশেষের সম্পত্তি নহে। আধুনিক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিতেছেন—

"The first thing we learn, perhaps the only thing we clearly learn in the first instance is *continuity*. There is no such sudden break in the conditions of existence as may have been anticipated ; and no break at all in the continuous and conscious indentity of genuine character and personality. Essential belongings, such as memory, culture, education, habits, character and affection—all these, and to a certain extent, tastes and interests—for better for worse, are retained. Terrestrial accretions, such as worldly possessions, bodily pain and disabilities, these for the most part naturally drop away.

The visions of Swedenborg, divested of their exuberant trappings, are not wholly unreal, and are by no means wholly untrue. There is a general consistency in the doctrines that have thus been taught through various sensitives, and I add my testimony to the rational character of the general survey of the universe made by Myers in his great and eloquent work."

"Survival of Man"—Sir Oliver Lodge.

রোজ বা আবার হওয়ার দিন।* কর্ম্মফল অনুযায়ী এ তো দুনিয়ায় হরদমই হ'চ্ছে ! যে দিন সে হয় তা'রই দিন—ধাতার বিধানের বিচারে তা' যে অনবরত আপনা-আপনি চলছে। তা' তাঁ'রা তো আর আমাদের মতন অল্পদৃষ্টিসম্পন্ন একটা যা'-তা' বলার কেউ ছিলেন না যে কারু সাথে কারু মিল থাকবে না ? আমরা আমাদের বুঝ-মাফিক মারামারি করি। ঐ মারামারির ভয়ে বাস্তব যা' তা' তো আর অস্তিত্ব-প্রকৃতিহারা হ'তে পারে না ? যা' আছে তা' আছেই—যতদিন যা' থাকবার তা' থাকবেই।

---

* "এই প্রকার পুনর্জীবন ও উত্থান-ব্যাপারকে 'কেয়ামত' বলে।"
—কোরাণ শরিফের ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদের পাদটীকা।

يايها الناس ان كنتم فى ريب من البعث فانا
خلقنكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة
مخلقة وغيرمخلقة لنبين لكم ونقر فى الارحام ما نشاء
الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا *

"কেয়ামত অর্থাৎ বিশ্বধ্বংস, তৎপর অজড় নব বিশ্বের প্রকাশ, তৎপর পরলোকগত আত্মা সকলের আবির্ভাব, পার্থিব জীবনের কর্ম্মের শেষফল নির্ণয়, এই সকল ঘটনা নিশ্চয় নিশ্চয় ঘটিবে ; অনেকে এই সকল সম্বন্ধে তথাপি অবিশ্বাসী ; পুনরুত্থান তাঁহার শক্তি-বহির্ভূত ঘটনা নহে। আহার্য্য-পদার্থের মূল উপাদান ক্ষিতি—তাহা হইতে তিনি রেতঃ উৎপন্ন করেন, ঐ রেতঃ মাতৃগর্ভে প্রথমতঃ একখণ্ড রক্তপিণ্ড, তৎপর ভ্রূণ, তৎপর শিশুর আকার ধারণ করে, তৎপর গর্ভলোক হইতে ইহলোকে আগমন করে ;... ... ... মরণের পর অবস্থা যেন আত্মার মাতৃগর্ভে অবস্থান, সমুত্থান তাহার এক নবলোকে জন্ম।"

(সুরা হজ—কাবাতীর্থদর্শন, ১ম রুকু)
খান বাহাদুর মৌলবী তসলীমুদ্দিন আহমদ্, বি-এল্ কর্ত্তৃক
কোর্-আণের বঙ্গানুবাদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৮

ولله غيب السموت والارض * وما امر الساعة الا كلمح
البصر او هو اقرب * ان الله على كل شئ قدير *

আর অবতারবাদের কথা যা' বল্লেন—দুনিয়ায় যা-কিছু সবই তো তাঁ'র অবতার—তাঁ'-থেকে তো সবই অবতরণ ক'রেছে! আর অবতরণ ক'রেও সর্ব্বতোভাবে তাঁ'তেই তো সবাই আছে। তবে হিন্দুরা তাঁ'দিগকেই অবতার ব'লে থাকেন—খোদায় যাঁ'রা চেতন আছেন বা থাকেন—আর তাঁ'রাই হ'চ্ছেন, ঐ খৃষ্টানরা যাঁ'কে বলেন ঈশ্বরের সন্তান, মুসলমানরা যাঁ'কে বলেন খোদার দোস্ত।* আবার এঁরা যেমনই হোন বা যা'-ই হোন না কেন, ঋষি তো বটেনই ? কারণ, খোদার দর্শন বা চেতনা এঁদের প্রত্যেকের ভিতরেই মস্‌গুল বিদ্যমান।† কোরাণের ভিতরও তো দেখতে পাওয়া যায় এমনতর বহুৎ আছে। এঁদেক যাঁ'রা

"স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের গুপ্ততত্ত্ব ঈশ্বরেরই, কেয়ামতের কার্য্য চক্ষুর নিমেষ বৈ নহে—অথবা তাহা নিকটতম, নিশ্চয় ঈশ্বর সমুদায় বিষয়ের উপর ক্ষমতাশালী।"

(কোরাণ—১৬ নহল ৭৭ র, ১১)

* "এবং শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমুখ হইতে শেষবাণী উচ্চারিত হইল—হে আল্লাহ্, হে আমার পরম-সুহৃদ ! হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার আত্মা সেই পরম-সুহৃদের সন্নিধানে মহাপ্রস্থান করিল।"—মৌলানা মোহাম্মদ আক্রাম খাঁ।

"সেই দয়াময়ের ইচ্ছা যে, আমরা তাঁহার উপাসনা করিয়া ইহ ও পরকালে ফললাভ করি। তজ্জন্য তিনি দয়া করিয়া আমাদের উদ্ধারের জন্য তাঁহার প্রিয়বন্ধু হজরত মহম্মদ মস্তাফা সাল্লাল্লাহকে এ জগতে প্রেরণ করেন।"

(নামাজ-শিক্ষা)—শেখ আবদর রহিম

"দয়াময় আল্লাহ্ বলিতেছেন—আমার যে বান্দা নোয়াফিল দ্বারা আমার সামীপ্য লাভ করে, সে অমর হয় এবং তাহাকে আমি দোস্ত করি এবং আমার দোস্ত হওয়ার পর আমি তাহার কাণ হই যাহাদ্বারা সে শুনে, আমি তাহার চক্ষু হই যাহা দ্বারা সে দেখে, আমি তাহার হাত হই যাহাদ্বারা সে ধরে, আমি তাহার জিহ্বা হই যাহাদ্বারা সে বলে, আমি তাহার পা হই যাহা দ্বারা সে চলে।"

(হাদিছ কুদ্‌ছি)

† "আমি খোদাকে দেখিয়াছি—অতি সুন্দর ছুরাত !" (মেশকাত হাদিস্)

فالذين امنوابه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى انزل
معه اُولئك هم المفلحون *

মানেন না, কোরাণের কথায় তাঁ'রা তো মুসলমানই নন্ ।* একটা লাঠি সোজা ক'রে ধরলেই লাঠি হয়, আর ফেরালেই তা'কে কোঁৎকা বলে । লাঠিই বল আর কোঁৎকাই বল, যা' ইচ্ছা বলতে পার, কিন্তু জিনিস যা' তা' থাকবেই ; তা'র যা' গুণ, তা'-দিয়ে যা' হয়, তা' কিছুতেই তুমি মুছে ফেলতে পারবে না । তা'হ'লে

"যাহারা তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহাকে সম্মান করে ও তাহাকে সাহায্য করে এবং সেই জ্যোতির অনুসরণ করে যাহা তাহার সঙ্গে অবতারিত হইয়াছে—ইহারাই তাহারা যাহারা মুক্তি পাইবে ।"

(কোরাণ—৭ আরাফ-১৫৭ র, ১৯)

و ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً او من ورائ
حجاب أو يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء *

"অনুপ্রাণনদ্বারা বা যবনিকার অন্তরাল হইতে ভিন্ন মনুষ্যের অধিকার নাই যে ঈশ্বর তাহার সঙ্গে কথা বলেন, অথবা তিনি প্রেরিত-পুরুষ (স্বর্গীয় দূত) প্রেরণ করেন ; পরে সে তাঁহার আজ্ঞাক্রমে ইচ্ছানুরূপ অনুপ্রাণন করিয়া থাকে ।"

(কোরাণ—৪২ শোরা-৫১ র, ৫)

* "মুছলমানগণ জগতের সকল মহাজনকেই—তাহা তিনি যে যুগের ও যে দেশের হউন না কেন—ভক্তি করিয়া থাকেন, ধর্ম্মতঃ তাহারা ঐরূপ করিতে বাধ্য ; এই প্রকার বিশ্বাস তাহার ইমানের অংশ—এস্‌লামের বীজমন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত, অন্যথায় কেহ মুসলমান হইতে ও থাকিতে পারে না ।"

"মোস্তাফা-চরিত," ৪৪৩ পৃঃ
—মৌলানা মোহাম্মদ আক্রাম খাঁ ।

ان الذين يكفرون بالله و رسله و يريدون أن يفرقوا بين
الله و رسله و يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض و يريدون أن
يتخذوا بين ذلك سبيلا * اولئك هم الكفرون حقاً *

"নিশ্চয় যাহারা পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতগণের সঙ্গে বিদ্রোহিতাচরণ করে এবং ইচ্ছা করে যে ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিতগণের মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন করে এবং বলে যে আমরা কাহাকে বিশ্বাস করিতেছি ও কাহার প্রতি বিদ্রোহী হইতেছি এবং ইচ্ছা করে যে ইহার মধ্যে কোন পথ অবলম্বন করে—এই তাহারা, অহারাই প্রকৃত কাফের ।" (কোরাণ—৪ নেসা-১৫০-১৫১ র, ২১)

أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله
على من يشاء من عباده * فباءو بغضب على غضب

গরমিল কোথায় তা' তো ঠাওর পাওয়া গেল না ? না, ঠাওর পেয়েছে এ কথা কেউ বলতে পারে ? তা'হ'লে মীমাংসা কী, বুঝবার কি কিছু বাকী আছে ?

খোদাকে এ দুনিয়া কেন, দুনিয়ার প্রত্যেকটিকে যে নিয়মের ভিতর-দিয়ে সৃষ্টি করতে হ'য়েছে, এ দুনিয়ায় আমাদের উদ্ধাতারূপে আসতে হ'লেও তেমনি শরীরী হ'য়েই, আমাদের মতন সুখ-দুঃখের বোদ্ধা হ'য়েই, জীবন ও বর্দ্ধনের পোষণলিপ্সু হ'য়েই তাঁ'র পরম-অস্তিকে আবৃত ক'রে শরীরী হ'তে হ'য়েছে।* আর তা' না-হ'লে এই বেভুল-স্বত্বশালীদের উপায় কি হ'ত ? তা' না-হ'লে এরা পথহারা, দিক্‌বিদিক্‌হারা, বিভ্রান্ত, শুধু মরণ-প্রবণই থেকে যেতো হয়ত ! তাই আবার এই ভগবৎচেতনাবিমুখ—যা'দের চল্‌তি কথায় জীব বলে—তা'দের জীবত্বটুকু বাদ দিলে তা'দের অস্তি ব'লে কিছু থাকতে পারে ? আর তা' যদি না-ই পারে, ঐ অস্তির অস্তিত্ব যদি একমাত্র রহমান খোদাই হয়, তবে তো আর ঐ কাঠখোট্টা জান-খেলাপী দ্বন্দ্বের আস্তিন-গুটানর জায়গাই নেই। এই জীবশালা যখনই ঐ খোদ-চেতনায় চেতন হয়, ঐ রহমান রহিমে আমজ্জিত না-হ'য়ে যায় কোথা ? খোদার দোস্ত সে তো কেবল তখনই হ'তে পারে ! তাই আর্য্যেরা ব'লেছেন,

---

"এই যে ঈশ্বরের নিকট হইতে যাহা অবতীর্ণ, তাহারা বিদ্বেষবশতঃ তাহার বিরোধী হইয়াছে, ঈশ্বর স্বীয় অনুগ্রহ আপন দাসদিগের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা হয় অবতারণ করেন ; অতঃপর তাহারা পরমেশ্বরের ক্রোধের পর ক্রোধে নিপতিত হইল।" (কোরাণ—২-৯০ র, ১১)

* "The perfect one who reveals the face of God to the world is not the divine being in human form, but the human being whose person has become a manifestation of the divine attributes by his own personality having been consumed in the fire of the love of God. His example serves as an incentive, and is a model for others to follow."

—Maulvi Mahammad Ali, M. A., L. L. B.

এদিকে আবার গীতায় আছে—

"প্রকৃতিং স্বাম্ অবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।"

এদিক-দিয়েই বলি, আর ওদিক-দিয়েই বলি—অবতারই বলি, আর প্রেরিত বা খোদার দোস্তই বলি—আসল কথা একই। শুধু বলার রকমফের ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ্‌তায়ালা যদি সর্ব্বশক্তিমানই হন তবে তাঁ'র কি শুধু নরদেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইবারই শক্তি নাই ? সব করিবার তাঁ'র শক্তি আছে, শুধু ঐটুকু সম্ভব করিবারই তাঁ'র শক্তি নাই ? ইহাতে কি তাঁর সর্ব্বশক্তিমত্তায় সন্দেহ করা হয় না ? তাঁ'র সর্ব্বশক্তিমত্তা ক্ষুণ্ণ হয় না ?

"ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম এব ভবতি।" দীন-দুনিয়ার খোদ অশরীরী একমাত্র কারণেরই—দীন-দুনিয়ার খোদ একমাত্র চেতনার—জ্যান্ত, আব্রহ্মস্তম্বচিৎসম্পন্ন, জৈব-উপাধিসম্পন্ন, দোস্ত-নরনারায়ণ মানুষের মুক্তির একমাত্র অমৃতমথিত রাজপথ* —যা'-নাকি সব আলিঙ্গনে এক-চুমুকে মানুষের মৃত্যুকে নিঃশেষ ক'রে অসীমের জ্যান্ত চলায় চলায়মান ক'রে তুলতে পারে। আমরা শালা বৃত্তি-ভাঙ্গীর দল, মরণ-পিরীতের প্রেমিক! অমন পুরুষকে আমাদের ভাল লাগে না?—ভাবতে গেলে বুকটা পাঁচ হাত হ'য়ে উঠে না?

প্রশ্ন। আচ্ছা, re-surrection কা'কে বলে? Day of Judgmentই বা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। জীব ও জগতের সাধারণতঃ দৈনন্দিনই একটা ক্ষয় হ'তে থাকে। সম্মুখে জীবনের যা'-কিছুতে দুরাগ্রহ আসক্তি থাকার দরুণ পিছনে যা' হ'য়ে গেছে, একদিন যা' সম্মুখে ছিল—তা'র স্মৃতিও ক্রম-অপলোপের পথে ধীরে-ধীরে স'রে যায়। তাই প্রত্যেকের জীবনেই হ'য়ে-গেছে-এমনতর অনেক কথাই মনে নাই। জীবনের এই স্মৃতিবাহী চেতনা থাকা সত্ত্বেও অনেকগুলি প্রধানতঃ ক্ষয় ও লয় হ'তে থাকে—যেমন আজকাল অনেক শরীরতত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্য মহামনীষীরাও ব'লে থাকেন, প্রায়ই প্রত্যেক বার বৎসর পরপরই দেহের পূর্ব্ব-যা'-কিছু একদম বিলোপ হ'য়ে পরবর্ত্তীতে প্রত্যেকে গজিয়ে ওঠে—আর জীবের পক্ষে তা'র সজাগ দুনিয়াটার শুদ্ধু মহাপ্রলয় হয় সেইদিনই, সে যখন তা'র বিশেষ-কোন ভাবময়ী আসক্তির কারাগারে বা কবরে আবদ্ধ হ'য়ে এই চেতন-স্মৃতির টান হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে—তখনই তা'র হয় মরণ! তা'র শরীর মুসলমানেরা তখন কবরে সমাহিত করে, আর হিন্দু-জনসাধারণ তা' অগ্নিতে নিঃশেষ ক'রে ফেলে।

---

* ১৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা দেখুন।

"পয়গম্বর ব্যতীত যাহারা কেবল খোদাতায়ালাকে মান্য করে, তাহারা মুসলমান নহে। পবিত্র কোরাণ শরিফের আদেশ ও হাদিস্ অনুসারে কার্য্য করিলেই প্রকৃত মুসলমান হওয়া যায় এবং তাহাই পরকালের মুক্তির একমাত্র উপায়।"

"নামাজ-শিক্ষা"—মুন্সী শেখ আব্দর রহিম।

মানুষ যখনই ঐ ভাব-কারাগারে আবদ্ধ হ'য়ে ক্রমস্মৃতিবাহী চেতনার টান থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে থাকে, সেই মুহূর্ত্তে শুনতে পায় সে তা'র সমস্ত চেতনাকে ধাঁধিয়ে একটা বিরাট ঘণ্টাধ্বনি—সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হয় একটা জীবন-ধাঁধান আলোর উৎস্ফুরণ ! সেই আলো ও শব্দের ধাক্কায় সে স্মৃতি ও চেতনাহারা হ'য়ে যে ভাবে মুহ্যমান হ'য়ে আচ্ছন্ন ও আবিষ্ট হ'য়েছিল, তা'তেই তা'র অস্তিত্ব বিলীন হ'য়ে, সূক্ষ্ম তৎ-শরীরী হ'য়ে সেই ভাবভূমিতে থাকতে সুরু করল !

আবার তৎ-তুল্য ভাবদ্বারা উৎক্ষিপ্ত স্ত্রী-পুরুষ-সহবাসের ভিতর-দিয়ে সে যখন বীজাকারে স্থূলশরীরী হ'তে নিল, তখনই ভাবোন্মত্ত স্ত্রীপুরুষ-সহবাসের ভীষণ আক্ষেপী আকর্ষণের সংঘাতে শরীরের ভিতর একটা তাপের সৃষ্টি হওয়ায়, বিধানের একটা আকস্মিক পরিবর্ত্তনের দরুণ গুম্‌গুমানি একটা বিরাট গর্জ্জনের ভিতর-দিয়ে ঐ ভাব-বেষ্টনে আবদ্ধ কারাগারের স্মৃতিবিলোপী অজানা অন্ধকারের ভিতর সমাহিত হ'য়ে অঙ্কুরে পর্য্যবসিত হ'ল। তারপর মাতৃগর্ভে, দরকার-মাফিক পরিবর্ত্তনের ভিতর-দিয়ে সেই ভাবোপযুক্ত শরীর গ্রহণ ক'রে কায়াম হ'তে লাগল। এই তো হ'ল ব্যাপার—মানুষের মরণ থেকে জন্মান পর্য্যন্ত ! এ'কেই আমার মনে হয়, তাঁ'রা বলেছেন রোজ-কিয়ামৎ বা Re-surrection বা re-rise—আবার হওয়া, আবার জন্ম লওয়া,* আবার শরীরে কায়াম হওয়া—আর মহাপ্রলয়টাও ঐ—এই হ'চ্ছে আমার ইয়াদ যা' তা'-ই !

প্রশ্ন। তা' তো বুঝলাম, কিন্তু তাহ'লে day of judgment কী হ'ল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যখনই নারীর কোন ভাব-সংঘাতে পুরুষ উদ্বুদ্ধ হ'য়ে তা'র দিকে একটা আক্ষেপময় আকর্ষণে নিযুক্ত হ'ল এবং সেই উপগতির পরিণতিতে আক্ষেপ-উত্তেজনার ভিতর-দিয়ে ভাব-সংযোগের যেন একটা ঘনীভূত ভাবময় দানায় (crystal-এ) পর্য্যবসিত হ'ল, তখন যে জীব মরণ-কবরে সমাহিত হ'য়ে বিশেষ ভাব-ভূমিতে বিচরণ ক'চ্ছিল তা'রই কায়েম হওয়ার আবেষ্টনী-সূত্ররূপে

---

* ১৩ পৃষ্ঠার পাদটীকা দেখুন।

সেই ভাব-দানাই হ'ল তা'র পথ বা উপায়। তখনই অর্থাৎ সেই মুহূর্ত্তেই* কর্ম্মফলানুযায়ী যে ভাব-ভূমিতে সে কয়েদ হ'য়েছিল, বিধির বিধান লেলিহান ইঙ্গিতে বিচারের রায় প্রদান ক'রে ঐ ভাব-বীজে তা'কে কায়াম হ'তে অনুজ্ঞা দান করল। আমার মনে হয়, এই ক্ষণকেই ওঁরা বিচারের দিন বা ক্ষণ ব'লে আখ্যা দিয়েছেন।† আর, তখন যে সমস্ত ব্যাপার ঘটে, তা'তো আগেই ব'লেছি।

প্রশ্ন। আচ্ছা, মানুষের ঠিক চলার পথ কোন্‌টা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কোন্ পথ ? পথ তো একটাই।** এক খোদ বা ভগবানে বিশ্বাস, তাঁ'র প্রেরিত পয়গম্বর ও প্রকৃত ভক্তদিগকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ আর

---

* ولله غيب السموت والارض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب * ان الله على كل شئ قدير * والله اخرجكم من بطون امهتكم *

* "স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের গুপ্ততত্ত্ব ঈশ্বরেরই, কেয়ামতের কার্য্য চক্ষুর নিমেষ বৈ নহে—অথবা তাহা নিকটতম,—নিশ্চয় ঈশ্বর সমুদায় বিষয়ের উপর ক্ষমতাশালী। এবং ঈশ্বরই তোমাদিগকে তোমাদের মাতৃগণের গর্ভ হইতে বাহির করেন।"

(কোরাণ—১৬ সুরা নহল ৭৭-৭৮ র, ১১)

† কোরাণের 'সুরা কেয়ামতে'ই রহিয়াছে—

ألم يك نطفة من منى يمنى * ثم علقة فخلق فسوى * فجعل منه الزوجين الذكر والانثى *

"সে কি এক বিন্দু শুক্র নয়—যাহা গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে ? তৎপর ঘনীভূত রক্ত হইয়াছে, পরে হস্তপদাদি তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, অবশেষে সুগঠিত করিয়াছেন। পরে তাহা হইতে দ্বিবিধ নরনারী সৃষ্টি করিয়াছেন।"

(কোরাণ—৭৫ সুরা কেয়ামত—৩৭-৩৯ র, ২)

** "Say : We believe in Allah and in that which has been revealed to us, and in that which was revealed to Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob, and the tribes, and in that which was given to Moses and Jesus, and in that which was given to the prophets from their Lord ; we do not make any distinction between any of them, and to Him do we submit."

(কোরাণ—২ সুরা বকর ১৩৩ র, ১৬)

قولوا امنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسمعيل و إسحق و يعقوب و الاسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم - لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون *

"বল, আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম এবং যাহা আমাদের প্রতি এবং যাহা এব্রাহিমের প্রতি ও যাহা এস্‌মাইল, এস্‌হাক, ইয়াকুব এবং তাঁহাদের সন্তানগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা মুছা ও ইছাকে প্রদান করা হইয়াছে এবং অপর তত্ত্ববাহকগণের প্রতি তাহাদের ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে তৎসমুদয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, তাহাদের কাহাকেও প্রভেদ করিতেছি না এবং আমরা সেই ঈশ্বরের অনুগত ।"

(কোরাণ—২ সুরা বকরা ১৩৬ র, ১৬)

يايها الذين امنوا أطيعو الله واطيعو الرسول و اولى الامر منكم فان تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله و الرسول ان كنتم تؤمنون با الله واليوم الاخر * ذلك خير و أحسن تاويلا *

"হে বিশ্বাসীগণ ! তোমরা আল্লাহ্‌তায়ালার আজ্ঞাবহ হও, রসুলের আজ্ঞাবহ হও এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা আমির (হাকেম বা খলিফা) তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হও ; পরন্তু যদি তোমাদের মধ্যে বিসম্বাদ উপস্থিত হয় তবে তাহা ঈশ্বর ও প্রেরিতপুরুষের নিকট উপস্থিত কর—ইহা উত্তম এবং পরিণামানুসারে অত্যুত্তম ।"

(কোরাণ—৪ সুরা নেসা ৫৯ র, ৮)

"Sanatana Dharma means the nature, the Way of the eternal self. The other Islamic name for religion is Mazhab, which means the 'Way' i.e. the way of righteousness, the path to God and happiness. Buddhism also describes itself as the Middle path, and again in greater detail, as the Ashtanga Arya Marga. Christ has also said : I am the way, the truth. the life. Shinto, the ancient religion of Japan is Kami-no-michi, 'the divine way'. The name of religion given by Laotsze to China is Tao, which again means the Way. In every case what is meant is the way to peace, to freedom from bondage,..........freedom from all pains, by leading to the God within, whence illumination and assurance of Immorality."

"The Unity of Asiatic Thought"
—Bhagavan Das

তাঁ'দের নির্দ্দেশগুলিকে মেনে তাঁ'কেই আপ্রাণ অনুসরণ—এই হ'চ্ছে ধর্ম্মের মেরুদণ্ড। এক-কথায়, যা'-নাকি মানুষের জীবন ও বৃদ্ধিকে উন্নতির পথে চালনা করে, আসক্তির বা টানের আচরণে সেই পথে চলা—বিশেষ বিশেষের বিশেষ-কোন জীবনপ্রদ ব্যাপার নিয়ে অবজ্ঞা বা বিরোধের সৃষ্টি না ক'রে, প্রত্যেকের প্রত্যেক পারিপার্শ্বিককে সেবায় উন্নত চেতনা দিয়ে সংবৃদ্ধ ক'রে, আদর্শ-প্রতিষ্ঠার স্বার্থকেন্দ্র হ'য়ে জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে প্রত্যেককে সমুন্নত ক'রে খোদের চেতনায় অসীমের পথে চলা! এই তো হ'ল যা'-কিছু সব ব্যাপার। প্রত্যেকের এই বুদ্ধি এলেই তো সব মিটে গেল!

প্রশ্ন। খাঁটি মুসলমান হওয়া যায় কি-ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কোন মান-টান আমি কিছু বুঝি না বাপু! তুমি যদি খোদায় বিশ্বাসী হও, রসুলকে যদি মেনেই থাক†—আর যদি বোঝ, আমি যা' বলি তা'

ان الله ربى و ربكم فاعبدوه * هذا صراط مستقيم *

"নিশ্চয় পরমেশ্বর আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক—অতএব তাঁহাকে পূজা কর। ইহাই সরল পথ।"

(কোরাণ—৩ সুরা আল এমরান ৫১ র, ৫)

"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥"

—উপনিষদ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আছে—

"মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।"
অর্থাৎ হে পার্থ! মনুষ্যগণ সর্ব্বশঃ আমারই পথে চলিতেছে।

"Men everywhere are marching on to but one goal."

আবার উপনিষদে আছে—

"গবামনেকবর্ণানাং ক্ষীরস্যাস্ত্যেকবর্ণতা।
ক্ষীরবৎ পশ্যতে জ্ঞানং লিঙ্গিনস্তু গবাং যথা ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতও বলিতেছে—

"ইতি নানা প্রসংখ্যানং তত্ত্বানাং কবিভিঃ কৃতম্।
সর্ব্বং ন্যায্যং যুক্তিমত্তাদ্বিদুষাং কিমসাম্প্রতম্ ॥"

করলে তোমার জীবনের চলাটা আরো পরিপূরণের দিকে এগিয়ে যাবে, তবে তো আমি বলছি—আমি যা' বলি তা' কর ; উপভোগে আরো আরোতর-ভাবে উন্নত হ'য়ে সেবায় পারিপার্শ্বিককে আদর্শে চেতিয়ে তোল ; হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টানদের যে সব মরণ-মরকোচ আছে, সে-সব ঝেঁটিয়ে দিয়ে খাঁটি মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টানপ্রাণ নিয়ে চল—আর হাতে-হাতে দেখ, দুনিয়ার কী দাঁড়ায় ? এ-সব কথা যদি ভাল না লাগে, তবে আমাকে দিয়ে তো কিছুই হবেই না তোমার, কারুকে দিয়ে কিছু হবে কিনা সন্দেহ ! আমি বলি, তুমি খাঁটি মুসলমান হও, খাঁটি খৃষ্টান হও, খাঁটি আর্য্যধর্ম্মী হও, খাঁটি বৌদ্ধ হও—তোমার ও তোমার পারিপার্শ্বিকের জীবন ও বৃদ্ধির মেরুদণ্ডকে অবলম্বন ক'রে। মানুষ মরতে পারে, বাঁচার কায়দা সে হয়ত হারিয়েছেই—মরণ ও অকৃতকার্য্যতার সঙ্গে লড়াই করা সে কেন ভুলে' যাবে ? মরণেও সে লড়াই করবে তা'দের সাথে*—আর এই আপ্রাণ চেষ্টার ফলে হয়ত খোদা একদিন তাঁ'র অমর-করা হাত বাড়িয়ে, অভয়ের আলোক জ্বেলে, প্রত্যেককে অমৃতসিক্ত ক'রে দেবেন।

✝ يايها الذين آمنوا أطيعو الله ورسوله ولا تولوا عنه *

"হে বিশ্বাসীগণ, পরমেশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষের অনুগত হও এবং তাহা হইতে বিমুখ হইও না।"

(কোরাণ—৮ সুরা আন্‌ফাল ২০ র, ৩)

"আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি জিনিষ ত্যাগ করিয়া যাইতেছি। যতদিন পর্য্যন্ত তোমরা তাহা অবলম্বন করিয়া থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত কখনই তোমরা পথভ্রষ্ট (গোমরাহ) হইবে না—এক আল্লাহ্‌তায়ালার গ্রন্থ ও দ্বিতীয় তাঁহার রসুলের নীতি (সোন্নত)।"

(হাদিস্—মালেক-এবনে-আনাস—মেশ্‌কাত)

* "মুমূর্ষু অবস্থায়ও তোমার মৃত্যুর জন্য ইচ্ছা বা প্রার্থনা করিবে না—কারণ, তোমরা প্রাণত্যাগ করিলে তোমাদের সমস্ত কার্য্য বন্ধ হইবে এবং তোমরা পুরস্কার লাভে বঞ্চিত হইবে। নিশ্চয় মুমেনের দীর্ঘায়ু তাহার সৎকাজ-বৃদ্ধির উপায়।"

—মুছলিম

প্রশ্ন। কিন্তু আমাদের মুসলমান-মতে হজরত মহম্মদই তো প্রেরিত-পুরুষগণের শেষ নবী !

শ্রীশ্রীঠাকুর। একি হজরত মহম্মদের কথা, না আর কা'রও ? কোরাণে কি তিনি এমন-ক'রেই,—এইটুকুই ব'লেছেন ? এ-কথা আমার মনে ধরে না। তিনি এসেছিলেন মানবের জন্য—কোন একটা বিশিষ্ট মানবদলের জন্য নয়কো। মানুষ তাঁ'র কথা শুনল, কেউ-কেউ অনুসরণ করতে চেষ্টা করল, আলোকও কেউ-কেউ পেল, কিন্তু মানুষের জন্মগ্রহণ করা সেই থেকে থেমে যায়নি ! এর ভিতরেই ধর্ম্মপথে পঙ্কিলতা এসে বিজ্ঞ স্বার্থলোলুপদের ছিটান ময়লামাটি-মলমূত্রে কত যে কদর্থে কত বেচাল নিয়েছে তা'র ইয়ত্তা নেই।*

খোদা এমনি-ক'রেই, চিরদিনই কত বিপ্লবের ভিতরে তাঁ'র প্রেরিতকে পাঠিয়েছেন ! দুনিয়া রইলই, জগত চল্‌লই—মানুষের উপর শয়তানও তা'র প্রভাব বিস্তার করতে থেমে গেল না, খোদা কিন্তু থেমে গেলেন, তাঁ'র প্রেরিতকে আর পাঠালেন না, চলনের মুক্তি-প্রেমিকের হৃদয়ে প্রেমের আলো জ্বেলে অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন মানুষকে আর দেখলেন না, মানুষের প্রতি তাঁ'র যা' করার তা' তিনি শেষ ক'রে ফেল্লেন, তিনি তাঁ'র বাণী পাঠালেন—এই দুনিয়ায় আমার আর

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ *

"তোমরা ঈশ্বরের পথে ব্যয় কর। মৃত্যুর হস্তে আত্মসমর্পণ করিও না, হিতানুষ্ঠান কর—নিশ্চয় ঈশ্বর হিতকারীকে প্রীতি করেন।"

(কোরাণ—২ সুরা বকর ১৯৫ র, ২৪)

*"কিন্তু হইলে কি হইবে, আজ মুসলমান নিজের জন্মগত ও পারিপার্শ্বিক কুসংস্কারের চাপে তাহা একেবারে ভুলিয়া বসিয়াছে—ভুলিয়া বসাকেই, এমন-কি তাহার বিরুদ্ধাচরণ করাকেই আজ তাহারা এস্‌লাম বলিয়া মনে করিতেছে। ফলে, যে সকল কারণে রোমান্‌, গ্রীক, হিন্দু, ইহুদী প্রভৃতি জগতের প্রাচীনতম জাতিসমূহের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল, মুসলমানও আজ ঠিক সেই সকল কারণে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে।"

"মোস্তাফা-চরিত"

—মৌলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ

কোন প্রেরিতের আবির্ভাব হবে না কিংবা শেষ হজরত রসুলের আলো ওখানেই শেষ হ'য়ে গেছে,—মানুষের বেদনায় তিনি আর কখনই তাঁ'র চেতনাসিক্ত স্থূলশারীর কর্ণপাতও করবেন না, এই স্থূল মায়ামুগ্ধ বিভ্রান্ত জীবের পক্ষে যা' অত্যন্ত আশাপ্রদ ও প্রয়োজনীয়—তাঁ'র যা' করার তা' একদম সব সাবাড়—এও কি হ'তে পারে ?

হজরত রসুল অমন-ক'রে অমনতর কথা ব'লেছেন আমার তো ইয়াদে তা' কিছুতেই আসতে চায় না ! খোদ-চেতনা-মজ্জিত রসুলের মুখ-নিঃসৃত খোদার বাণী পাঁতি পাঁতি ক'রে খুঁজে দেখ দেখি, আমার খুব বিশ্বাস তোমাদের সব ধাঁধা কেটে যাবে তা'তে। এই বাণীগুলি আর ময়লা হয়নি*—শ্রদ্ধাবনত হ'য়ে দেখলেই বুঝতে পারবে, ঐ আলোক-বাণীই তোমাদের ঢের আঁধারের ধাঁধা ঘুচিয়ে দেবে ! ব্যাখ্যাতা বা অর্থকারীদের লেখায় মন না দিয়ে, আসলে কি আছে তা'রই পর্য্যালোচনা করতে থাক ।‡

যতদিন খোদার সৃষ্টিপ্রবাহ চলতে থাকবে, শয়তানপ্রকৃতি যতদিন তাঁর আত্মবিসৃষ্ট বান্দাদিগকে প্রলুব্ধ ক'রে—বৃত্তিবোধনার ক্ষুদ্র স্বার্থে বিশ্লিষ্ট করতঃ

---

* "There are numerous anecdotes showing that when the Holy Prophet received a revelation it was at once reduced to writing and thus every verse or chapter of the Holy Quran, when it was revealed, was put into writing in the presence of the Holy Prophet....This evidence is conclusive and there is absolutely no evidence to the effect that any portion of the Holy Quran was left unwritten."

—Maulana Mahammad Ali, M. A, L. L. B.

†† "রাজা, বাদশাহ ও আমীর ওমরার মোসাহেবগণ প্রভৃদিগের খোশ-খেয়ালের সমর্থন বা তাঁহাদের স্বার্থোদ্ধারের নিমিত্ত বহু মিথ্যা কথাকে হজরতের হাদিছ বলিয়া চালাইয়া দিয়াছে।"

"মোস্তাফা-চরিত"—মৌলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ।

আরও—

"এক শ্রেণীর আলেমরূপী লোক—ইহাদের যোগ্যতা কিছুই ছিল না। কিন্তু তবুও জনসমাজে মোহাদ্দেসগণের মর্য্যাদা-দর্শনে ইহাদেরও সেইরূপ সম্মান-অর্জ্জনের খুব আকাঙ্ক্ষা হইত। কাজেই নানাপ্রকার আজগৈবী ও মূর্খজন-চমকপ্রদ মুখরোচক মিথ্যা হাদিস্ প্রস্তুত করিয়া তাহারা অজ্ঞ জনসাধারণের ভক্তি-আকর্ষণের চেষ্টা করিত।"

পরস্পর হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রে—মরণপথে নিয়ে চলবে, খোদা তাঁর বান্দাদিগের অমৃতোৎসারণায় আকৃষ্ট করতে, তাঁর জ্যোতিতে তাদিগকে জীবন্ত ক'রে অমৃতবন্ত করতে কখনই নিশ্চেষ্ট থাকবেন না—তাঁর প্রেরিতকে তিনি পাঠাবেনই—আমরা তাঁকে যে নামেই অভিহিত করি না কেন—এই আমার অন্তস্তলের অন্তরতম আবেগোজ্জ্বল প্রার্থনামুখর ধারণা ! খোদা ! আমি তোমার অকিঞ্চিৎকর সন্তান—অজ্ঞান—তোমার বিধিকে অনুসরণ ক'রে তোমাতে পৌঁছিবার অমৃতমর্ম্মরিত আলোকোজ্জ্বল রাজপথ ধ'রে নিখুঁতভাবে হয়তো চলতে পারি না—তাই ব'লে আমি যেন তোমা হ'তে কখনই বা কিছুতেই বিমুখ না হই। পূর্ব্বপূরণীপ্রেরিত প্রবাহপ্রতীক পুরুষোত্তম হজরত ! আমাকে আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার দীপনে দীপ্তিমান হ'য়ে প্রতি প্রেরিতোদিতবাদের পরমসার্থকতায় না-শরিক অভিগমনে, তোমার নতিতে নতিমান হ'য়ে পরমকারুণিক বিশ্ববিধাতাকে নতজানু আলুণ্ঠিত অভিবাদনে শেজদা করতে পারি।

প্রশ্ন। হিন্দুরা দেবদেবীর পূজা করেন কিন্তু মুসলমানেরা একমাত্র খোদাতায়ালার পূজা ক'রে থাকেন। হজরত ত' ছবি ও পুতুল-পূজা একেবারেই নিষেধ ক'রে গেছেন, কিন্তু আপনি এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করছেন কেমন-ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ধর্ম্ম-আচরণের দিক দিয়ে হজরত রসুলও যা' ব'লে গেছেন, আর্য্যদের ধর্ম্মশাস্ত্র চিরকালই ঋষির নিদেশরূপে তাই বহন ক'রে আসছে। আর্য্য-ধর্ম্মশাস্ত্র ছবি বা পুতুল-পূজা এমনতর বিকট তাচ্ছিল্যের সহিত নিরস্ত

আবার—

"লোকদিগকে বিজাতীয়দিগের সহিত জেহাদে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত......বহু জাল হাদিসের প্রচলন হইয়াছে।" —মোস্তাফা-চরিত

কোরাণও আরবী-ভাষায়ই লিখিত। তাই বাংলায় যে তাহার মূল অর্থ কতখানি বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে তাহারও ইয়ত্তা নাই। শুনা যায়, মূল কোরাণ প্রবৃত্তিস্বার্থলুব্ধ তথাকথিত আলেমগণের হাতে পড়িয়া বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হইতেছে।

করতে ঘোষণা ক'রেছেন—এমন-কি অধমাধম বলতেও ক্ষান্ত হন নি।* তবে আর্য্য-ঋষিদের প্রত্যেক মানুষকে উন্নতির পথে নিয়ন্ত্রণ করবার এমনতর একটা ঝোঁক ছিল—যা'-নাকি হজরত রসুলের ভিতর দেখতে পাওয়া যায়—এমন-কি আরো-আরো অনেক কামেলপীরের ভিতরেও একটা বুভুক্ষু আগ্রহের মত নজরে আসে। আর, তা'রই জন্যই ঐ পুতুল-পূজার ভিতর-দিয়েও মূঢ়রাও যা'তে সেই পথে চলতে-চলতে, একদিন ঐগুলির বাস্তব ব্যাপার বুঝে-সুঝে তা-হ'তে বিরত হ'তে পারে এমনতর ফন্দি-ফিকির খাটিয়ে অধমাধম ব'লেও একদম নাকচ ক'রে দেননি।†

আর দেখা যায়, হজরত রসুলও এক-রকম তা'-ই ব'লেছেন।‡ যা'রা পুতুল-পূজা নিয়ে পুতুলকেই ভগবান্ ক'রে একটা বেপরোয়া জড়ত্বের আরাধনায় মস্‌গুল হ'য়ে আছে—কায়দা-কলম ক'রে তা'দিগকে ঐ পুতুল বা ছবি-পূজার

---

* "উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবশ্চ মধ্যমঃ।
অধমস্তপোজপশ্চ বাহ্যপূজাঽধমাধমঃ॥"

† "এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্॥"

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র

‡ "An idolator who worships an idol is a sinner if he regards the idol as the possessor of certain attributes ; but he commits no sin, if he is conscious of the fact that certain attributes represented by the features and pose of the idol are the attributes of God."
—Islamic Culture

إن الذين امنوا والذين هادوا والنصرى والصابئين من
امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحاً * فلهم اجرهم عند
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون *

"নিশ্চয় যাহারা মোসল্‌মান ও যাহারা মুসায়ী ও যাহারা ঈশায়ী এবং যাহারা অধার্ম্মিক তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং সৎকার্য্য করে, ঈশ্বরের নিকট তাহাদের পুরস্কার আছে। তাহাদের ভয় নাই, তাহারা শোক পাইবে না।"

(কোরাণ—২ সুরা বকর ৬২ র, ৮)

অনিষ্টকারিত্ব বুঝিয়ে ঐগুলি যে নিরেটই অধম, তা'দের তা' বিবেচনার ভিতর এনে, অন্তর থেকে তা' যা'তে মুছে' যায় তা'রই মতলব কত কথার ভিতর-দিয়ে কত রকমে দিয়েছেন তা'র ইয়ত্তা নেই ! কিন্তু তিনি তো এ-কথা কখনও বলেন নি,—যা'রা পুতুল-পূজা ক'রেছে তা'দের ইয়াদে অর্থাৎ জ্ঞানে তা'র অপকৃষ্টতা বোঝবার মতন হ'লেও তা'রা যদি সত্য অর্থাৎ জীবন-বৃদ্ধিদ ধর্ম্মাচরণকে অবলম্বনও করে, আল্লাতাল্লাহ তথাপি তা'দের প্রতি কৃপা-পরবশ হবেন না ?

তাহ'লেই এই ধর্ম্মপথে যে-যে আচরণ মানুষের জীবন ও বৃদ্ধিকে উৎকর্ষে উন্নত ক'রে তোলে—সে-ব্যাপারে এঁদের ভিতর মতান্তর কোথায় ? মতান্তর ভাবি আমরা—অল্পদৃষ্টিসম্পন্ন যা'রা ! এঁদের এই যে বিধি বা তত্ত্বগুলি অর্থাৎ যেমন-ক'রে যা' কর্‌লে যা' হয় তা' না-ক'রে যে কিছুতেই তা' হ'তে পারে না—সে যে নিষ্ঠুর কঠোর বিজ্ঞানের ধারাবাহিক ক্রমিকতা—কাহারও তা' না-ক'রে যেমন-ক'রে যা' পেতে হয় তা' কখনই হয়নি, আর তা' হবেও না। সামঞ্জস্য আছেই—সামঞ্জস্য কি ? এমন-কি একই ধারা, একই কথা। এখন ভেবে দেখুন, আপনারা ঠাহর পান কি-না ?

"কোরাণ আদেশ করিয়াছেন, 'যাহারা ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের উপাসনা করে, সেই উপাস্য বস্তুর নিন্দা করিও না'।"

—মৌলানা মহাম্মদ ইয়াকুব খাঁ

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا
بغير علم * كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم الى ربهم مر
جعهم فينبئهم بما كانوا يعملون *

"যাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া অন্য দেবতাকে আহ্বান করে তাহাদিগকে হে মুসলমানগণ ! কুবাক্য বলিও না,—যেহেতু তাহারা অজ্ঞানতাবশতঃ ঈশ্বরকে অধিক কুবাক্য বলিবে ; এই প্রকার আমি প্রত্যেক মণ্ডলীর জন্য তাহাদের ক্রিয়া সজ্জিত করিয়াছি, অবশেষে তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে তাহাদের প্রতিগমন, তৎপর তাহারা যাহা করিতেছে তিনি তাহাদিগকে ব্যক্ত করিবেন।"

(কোরাণ—৬ সুরা এনাম ১০৯ র, ১৩)

খোদা সকলেরই একজনই*—খৃষ্টানের খোদা, আর্য্যদের খোদা, মুসলমানের খোদা, বৌদ্ধের খোদা—এ আলাদা-আলাদা নয় ; আলাদা-আলাদা খোদা এ-সব আলাদা-আলাদা সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন নি। তাই তাঁ'কে যাঁ'রা অনুভব করতে পেরেছেন, সবারই এক কথা—তবে অবস্থাভেদে ঐ একই ভাবের বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র !

আর দেবতা মানে হ'চ্ছে, যাঁ'রা মানুষের জীবন ও বৃদ্ধির সেবা ক'রে, উৎকর্ষে নিয়ন্ত্রণ ক'রে, তা'দের হৃদয়ে উজ্জ্বল আবেগে স্তুতির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন।† তাঁ'রাও একদিন জ্যান্ত-শরীরী, দীপ্তকর্ম্মা, সেবা-উদ্দীপ্ত হ'য়েই প্রত্যেকের জীবন ও বৃদ্ধিকে উন্নতির পথেই নিয়ন্ত্রিত ক'রেছিলেন—সে-স্মৃতি

---

* The Prophet Mahammad says :

i. e. Let us all ascend towards, and meet together on, those high truths and principles which are common between us.

Suffis say :

"But the names differ, Beloved !
All in truth are only one !
In the sea wave and the bubble
Shines the lustre of one sun !"

"Allah means God, Akbar means greatest ; Iswara means God, Parama, greatest. Allahu-Akbar literally means Parameswara. The Zoroastrian Ahura-Mazdao, equivalent to the Sanskrit Asura-mahan, also means the wisest and the greatest God. Rahim and Siva both mean the passively benevolent and merciful. Rahaman and Shankara both mean the actively beneficent. Dasa and Abd both mean the servant ; Qadir and Bhagavan both mean Him who is possessed of Qudrat, Bhaga, Aishvaryya, the Almighty."

"The Unity of Asiatic Thought"
i. e. of all Religions
—Bhagavan Das

"হিন্দু তুর্কহি মিলিকে মানহু বচন হমার।
আদি অংত ঔ যুগ যুগ দেখহু দৃষ্টি পসার ।।"

—মহাত্মা কবীর

† 'দেবতা' কথাটি আসিয়াছে পূর্ব্বেই বলিয়াছি দিব্-ধাতু হইতে। দিব্ ধাতু মানে দীপ্তি পাওয়া। তিনিই দেবতা যিনি দীপ্তিমান্,—যিনি স্বীয় গুণপ্রভাবে লোকসমাজে চির-দেদীপ্যমান্ রহিয়াছেন।

মানুষ ভুলতে পারে না—তা' খৃষ্টানই হোক, হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক, বৌদ্ধ বা জৈনই হোক—যেই হোক বা যা'-ই হোক !

এই দেবতাদের গুণকীর্ত্তন যে হজরত রসুল কত-রকমে ক'রে গেছেন, তা' বলা যায় না। আর প্রত্যেককে তাঁ'দের স্তুতি ও পূজা করবার কথা যে কত-রকমে ব'লে গেছেন তা'রও ইয়ত্তা নেই ! ঐ জ্যান্ত-শরীরী, খোদাতায়ালার সেবক, মানবের প্রিয়কারী জীবন ও বৃদ্ধির হোতাদিগের জীবন্ত-জ্ঞান-বিকীরণকারী জীবন যে মানুষের জীবন-চলনা কত অমৃত-উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত ক'রে দেয়, তা' বলাই বাহুল্য। হজরতের তাঁ'দের প্রতি বহুল প্রশংসা ও ধন্যবাদ তারস্বরে তাঁ'দিগকে এখনও অভিনন্দিত করছে ! তাই তাঁ'দের পূজার বিধি দেননি কোথাও কোন ধর্ম্মেই—কোন ধর্ম্ম এই হিসাবে বলছি, কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাচরণেই—এ-কথা দেখতে পাওয়া যায় না, আর থাকতেও পারে না, অবশ্য হিংসার ধর্ম্ম বাদে।

প্রশ্ন। আচ্ছা, কোরাণে আছে—কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত এই পাঁচটি ফরজ অর্থাৎ খোদাতাল্লার আদেশ। এই পাঁচটি ইস্‌লাম-ধর্ম্মের সুনির্দ্দিষ্ট প্রধান বৈশিষ্ট্য—এ কি মানব-মাত্রেরই করা উচিত ? অন্য সব ধর্ম্মেই কি এই রকম বা এই রকমের কিছু আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হ্যাঁ, জীবন-বৃদ্ধিদ সব ধর্ম্মেই কোন-না-কোন প্রকারে এ আছেই—আর থাকা উচিত-ও।

পূর্ব্ববতনদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও নতি রাখিয়া ঈশ্বর ও যুগ-পুরুষোত্তম বা পয়গম্বরকে সর্ব্বতোভাবে আপন অস্তিত্বের ভিত্তি ও উৎস বলিয়া স্বীকারই ঈমান ও তৎস্বার্থপ্রতিষ্ঠানুপাতিক নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিতকরণ-সম্বেগী থাকা, বলা ও করাই হ'চ্ছে আমার মনে হয় কলেমার তাৎপর্য্য।* তাই, তদনুকূলে জীবন ও

---

* "ঈমান যাহার নাই অর্থাৎ যে ব্যক্তি কলেমা পড়ে না এবং উহা আন্তরিক বিশ্বাস করে না—তাহাকে মোমেন অর্থাৎ মুসলমান বলিতে পারা যায় না। ঈমান দুই প্রকার—ঈমান মোজাম্মেল ও ঈমান মোফাস্‌সেল।"

"নমাজ ও মসলা শিক্ষা"
—মৌলবী শেখ নূর আহমদ সন্দীপী

বৃদ্ধিদ মোক্‌থা কতগুলি কথা স্বীকার ক'রে তদনুযায়ী কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে জীবনকে চালান আর নিজেকে তদনুপাতিক চিন্তনীয়। আবার, মোক্‌থা ঐগুলি স্বীকার ক'রে নিজেকে অমনতর ভেবে তদনুযায়ী করায় জীবনকে চালাতে হ'লেই—তা'রই প্রয়োজনে ও-গুলিকে বিশেষভাবে পরিণত করার ইচ্ছা থেকে আর যা'-যা' কি করণীয় আছে, সবগুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে করার ঝোঁক আপনি এসে উপস্থিত হয়। তাই কলেমার এত প্রয়োজনীয়তা !* জীবন ও বৃদ্ধির পক্ষে

"বিশ্বাস ও কর্ম্ম এই দু'য়ের যৌগপতিক সমবায়ের নামই ঈমান। ইহাই হজরতের শিক্ষা।"

"মুসলমানগণ জগতের সকল মহাজনকেই—তাহা তিনি যে-যুগের ও যে-দেশের হউন না কেন—ভক্তি করিয়া থাকে, তাহারা ধর্ম্মতঃ ঐরূপ করিতে বাধ্য। এই প্রকার বিশ্বাস তাহার ঈমানের অংশ—এসলামের বীজমন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত, অন্যথায় কেহ মুসলমান হইতে ও থাকিতে পারে না।"

"মোস্তাফা-চরিত," পৃঃ ৪৪৩, ৪৬০—মৌলানা মোহাম্মদ আক্‌রাম খাঁ

ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنت ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق * ان الذين امنوا وعملوا الصلحت لهم جنت تجرى من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير *

"যাহারা ঈমানদার নরনারীকে যন্ত্রণা দেয়, তাহার পর তওবাও করে না, তজ্জন্য নিশ্চয় তাহাদিগের নিমিত্ত নরক-যন্ত্রণা ও দহন-যন্ত্রণা (নির্দ্ধারিত) আছে।

অবশ্য যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহাদের জন্য এমন কানন-কলাপ (নির্দ্ধারিত) আছে যাহার নিম্নদেশ দিয়া নদী সকল প্রবাহিত, ইহা হইতেছে প্রধান সাফল্য।"

(কোরাণ—সুরা বুরূজ ১০/১১ র, ১)

* "There is a minimum requirement fixed in the Islamic religion before a man can be regarded a true Muslim. He must make the declaration that there is no God but Allah and that Muhammad is His apostle ; ... ... There is a mystic significance in this rigid and inflexible discipline which men like Mustapha Kemal Pasha and Western Arabic Professors can never understand and will never understand." —Islamic Culture

প্রয়োজনীয় প্রথম—এক-কথায়, করা ও ভাবার ভিতর-দিয়ে জীবনকে পবিত্রী-করণের এই মন্ত্রবাক্য বা কলেমা।

آلم * ذلك الكتب لا ريب - فيه * هدى للمتقين *
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقنهم
ينفقون * والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من
قبلك * وبالاخرة هم يوقنون * أولئك على هدى من
ربهم وأولئك هم المفلحون *

"আমি সুবিজ্ঞ ঈশ্বর। নিঃসন্দেহ এই পুস্তক—ইহাতে ধর্ম্মভীরু লোকদের জন্য পথ-প্রদর্শন আছে—যাহারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে ও উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং আমি যে উপজীবিকা দিয়াছি তাহা ব্যয় করে। এবং তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ব্বে যাহা অবতারণ করিয়াছি তাহা যাহারা বিশ্বাস করে ও যাহারা পরলোকে বিশ্বাস রাখে তাহারাই বিশ্বাসী। তাহারা তাহাদের প্রতিপালক ঈশ্বর হইতে জ্ঞানলাভের যোগ্য এবং তাহারা পরিত্রাণ পাইবে।"

(কোর-আণ—২ সুরা বকর ২-৫ র, ১)

কলেমা পাঠ করিয়া প্রথমে ধর্ম্মবিশ্বাস দৃঢ় করিতে হয়। কলেমা পাঁচটি—(১) কলেমা তৈয়াব। (২) কলেমা শাহাদাৎ। (৩) কলেমা তৌহিদ। (৪) কলেমা তমজিদ। (৫) কলেমা রাদ্দেকোফর। এই পাঁচ কলেমার মধ্যে প্রথমোক্ত ৪টি কলেমা বিশেষ প্রয়োজনীয়। তন্মধ্যে কলেমা তৈয়াব অপরিহার্য্য। উহা না জানিলে কেহ মুসলমান-পদবাচ্য হইতে পারে না।

আর্য্যগণের গীতায়ও এই কলেমা আছে—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥"

আরো আছে—"সত্যধর্ম্মার্য্যবৃত্তেষু শৌচে চৈবারমেৎ সদা।" —মনু ৪/১৭৫

আর্য্য উপনিষদেও এই কলেমা পড়িবার বিধান রহিয়াছে—

"সত্যং বদ। ধর্ম্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি, নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি, নো ইতরাণি। যে কেচাস্মাচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ, তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যং। শ্রদ্ধয়া দেয়ং। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ং। শ্রিয়া দেয়ং। হ্রিয়া দেয়ং। ভিয়া দেয়ং। সংবিদা দেয়ং। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমুচৈর্তদুপাস্যম্।" —কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় শ্রীমৎতৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ॥"—মনুসংহিতা ২/১২

নামাজ মানে—আমি যা' বুঝি, উপাসনা, স্তুতি বা প্রার্থনা-বাক্য। স্নানে যেমন শরীরের ক্ষতিজনক অনেক মলিনতা দূর ক'রে দেয়, নামাজও তেমনি† প্রবৃত্তিবাহুল্য-হেতু জীবন ও বৃদ্ধির ক্ষতিজনক অনেক পাপ অর্থাৎ রক্ষার অপলাপী অনেক ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পাপ ঐ স্নানেরই মতন দূর ক'রে দেয়। এই উপাসনা, স্তুতি বা প্রার্থনা-বাক্যের ভিতর-দিয়ে মানুষ সেগুলিকে স্মরণে এনে জীবনের চলনাকে যা'তে চালাতে পারে তা'র জন্যই নামাজ অবশ্য-করণীয়। প্রত্যহ

---

† أتل ما أوحى اليك من الكتب واقم الصلوة ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر * ولذكر الله أكبر * و الله يعلم ما تصنعون *

"তোমার প্রতি গ্রন্থের যাহা প্রত্যাদেশ করা গিয়াছে তুমি তাহা পাঠ করিতে থাক এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ। নিশ্চয় উপাসনা দুষ্ক্রিয়া ও অবৈধ কর্ম্ম হইতে নিবারণ করে এবং নিশ্চয় ঈশ্বরকে স্মরণ করা মহোত্তম কার্য্য এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত হন।"

(কোর-আণ—২৯ সুরা অন্‌কবুত ৪৫ র, ৫)

"নিশ্চয়ই 'নমস্‌' শব্দ হইতে 'নামাজ' হইয়াছে।"

"হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয়"—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

"হিন্দুদিগের সন্ধ্যাবন্দনা ও মুসলমানদিগের নামাজ একই উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাদ্বারা মানবের হৃদয় হইতে সর্ব্বপ্রকার পাপচিন্তা দূরীভূত হইয়া হৃদয় নির্ম্মল হয়।" —কোরাণতত্ত্ব।

"The main principles of Islam are given in the very beginning of the Holy Quran, which open with the words : 'This book there is no doubt in it, is a guide to those who guard against evil ; those who believe in the unseen and keep up prayer and spend benevolently out of what we have given them, and who believe in that which has been given you and revealed to you and that which was revealed before you—they are sure of the hereafter.' These verses point out the essential principles which must be accepted by those who would follow the Holy Quran. The five principles are a belief in God, the great unseen in Divine revelation and in the life to come, and on the practical side, prayer to God, which is the source from which springs the love of God, and charity in its broadest sense."

"The Fundamental Principles of Islam"
—Moulvi Mahammad Ali, M.A., L. L. B.

অনুরক্তি-সহকারে এই নামাজ না করলে করণীয় ও চলনীয় পথ বিস্মৃতির ভিতর-দিয়ে হারিয়ে ফেলতে হয়। কারণ, মানুষকে তা'র পারিপার্শ্বিক যেমন সাড়া দিয়ে চেতনায় উদ্দীপ্ত ক'রে রাখে, তেমনি আবার তা'দের প্রয়োজন-ক্ষুধতার জন্য বৃত্তি-অনুপাতিক সাড়ায় আকর্ষণ ক'রে জীবন ও বৃদ্ধির চলনা হ'তে বিভ্রান্ত ক'রে সর্ব্বনাশের সম্মুখীন ক'রে দেয়।

তাহ'লেই, নিজেকে জীবন ও বৃদ্ধির পথে অটুট রাখতে হ'লেই চাই—অটুট ও আপ্রাণ ইষ্টানুরক্তি দিয়ে ইষ্টেতে নিজেকে বেঁধে ফেলা, আর স্মরণের ভিতর-দিয়ে তাঁ'র ইচ্ছাকে জাগরূক ক'রে, করায় তাঁ'রই চলনে চলা*—আর, এই স্মরণের ভিতর-দিয়ে করায় ঐ ইষ্টের চলনে চলার, নামাজই হ'চ্ছে সহজ ও সুন্দর সাথিয়া। ঐ উদ্দেশ্যে আর্য্যদের সন্ধ্যা, আহ্নিক, তর্পণাদিরও নিয়োগ ও সমাবেশ হ'য়েছে। তাই, মুসলমানদের নামাজ যেমন অবশ্য নিত্য-করণীয়, আর্য্যদের তেমনি সন্ধ্যা, আহ্নিক, তর্পণাদিও অবশ্য নিত্য-করণীয়।†

---

* "জাতির ঘোরতর বিপদে, কর্ম্মক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে আহ্বান করিলে আমাদের আলেম ও বোজর্গ লোকেরা প্রায়ই বলিয়া থাকেন—'বাবা, তোমরা যাহা করিতেছ—কর, আমরা দোওয়া করিতেছি।' কিন্তু এই সমস্ত দোয়া একেবারে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে—কেন ? দোওয়ার প্রার্থনা করাতেই হজরত ক্রোধান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'কর্ম্মহীন প্রার্থনা ও ধৈর্য্যহীন কর্ম্মের কোনই সফলতা নাই'।"

—মোস্তফা-চরিত, ৩৮৮ পৃষ্ঠা।

† ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চানুচিন্তয়েৎ।
কায়ক্লেশাংশ্চ তন্মূলান্ বেদতত্ত্বার্থমেব চ ॥
উত্থায়াবশ্যকং কৃত্বা কৃতাশৌচঃ সমাহিতঃ।
পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ স্বকালে চাপরাং চিরম্ ॥
ঋষয়ো দীর্ঘসন্ধ্যত্বাদ্দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ।
প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ব্রহ্মবর্চ্চসমেব চ ॥ ৯২-৯৪
... ...
মঙ্গলাচারযুক্তানাং নিত্যঞ্চ প্রযতাত্মনাম্।
জপতাং জুহ্বতাঞ্চৈব বিনিপাতো ন বিদ্যতে ॥
বেদমেবাভ্যসেন্নিত্যং যথাকালমতন্দ্রিতঃ।
তং হ্যস্যাহুঃ পরং ধর্ম্মমুপধর্ম্মোঽন্য উচ্যতে ॥" ১৪৬-১৪৭

—মনুসংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়।

আবার, মুসলমানদের ভিতর রোজা যেমন অবশ্য-করণীয়, আর্য্যদেরও উপবাস তেমনই অবশ্য-করণীয়।* ইহার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে—না খেয়ে বৃহৎ-উন্নতচিন্তাশীল হ'য়ে দিন কাটালে রোজ খাওয়ার দরুণ খাদ্যবস্তু এবং

"শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যঙ্ নিবদ্ধং স্বেষু কর্ম্মসু।
ধর্ম্মমূলং নিষেবেত সদাচারমতন্দ্রিতঃ ॥
আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণম্ ॥
দুরাচারো হি পুরুষঃ লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেব চ ॥
সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচারবান্নরঃ।
শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি ॥" ১৫৫-১৫৮

—মনুসংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়।

"There is a minimum requirement fixed in the Islamic religion before a man can be regarded a true Muslim. He must make the declaration that there is no God but Allah and that Muhammad is His apostle ; pray at five fixed intervals of time during the day and night ; fast during the month of Ramjan every year from sunrise to sunset ; contribute 1/40th of your income for the benefit of the poor and make the Haj pilgrimage once in your life-time."

—Islamic Culture

"The saying of prayer is obligatory upon every Muslim, male or female, who has attained to the age of discretion. It is said five times a day as follows :—

1. Salal-ul-Fajr.
2. Salal-uz-Zuhr.
3. Salal-ul-Asr.
4. Salal-ul-Maghrib.
5. Salal-ul-Isha."

—Moulvi Mahammad Ali, M. A., L. L. B.

"The Lord's prayer contains the sumtotal of religion and morals."

—Wellington

* "রোজা ইসলামধর্ম্মের তৃতীয় স্তম্ভস্বরূপ। উপবাসের নিয়েত করিয়া সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্ব হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পানাহার ত্যাগ করিয়া থাকাকেই 'রোজা' বল হয়। রোজা তিন প্রকারের—ফরজ, ওয়াজেব ও নফল।"

"নমাজ ও মসলা শিক্ষা"
—মৌলবী শেখ নূর আহমদ সন্দীপী।

শরীরের দুষ্ট নিঃস্রাব হ'তে যে সমস্ত বিষাক্ত পদার্থ শরীর-বিধানে মজুদ হয় সেগুলি ঐ অবসরে বেরিয়ে গিয়ে শরীরকে স্বস্থ ক'রে তোলে। এই উপবাস বা রোজার একটা প্রধান জিনিসই হ'চ্ছে—ঊর্দ্ধ, উচ্চ, শ্রেষ্ঠ বা উন্নত যা' ঐ অভুক্ত অবস্থায় তাঁ'রই সান্নিধ্যে থেকে, আলোচনা ও চিন্তনের ভিতর-দিয়ে তাঁ'তে অনুপ্রাণিত হওয়া। এতে মানুষের জীবন ও বৃদ্ধির পথে চলনাকে, ইচ্ছাকে নিনড় ও উদ্দীপ্ত ক'রে তা'র ঝোঁক বাড়িয়ে ওর সম্বেগ আরোতর বেগে বাড়িয়ে দেয়।

"সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে, হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের মূলনীতি এক।"
—এছলাম ও বিশ্বনবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১

فاما ترين من البشر أحدا فقولى انى نذرت للرحمن
صوماً فلن أكلم اليوم انسيا *

"পরে যদি তুমি কোন এক মনুষ্যকে দেখ, তবে বলিও যে সত্যই আমি পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে উপবাস-ব্রত সঙ্কল্প করিয়াছি, পরন্তু অদ্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলিব না।"
(কোর-আণ—১৯ সুরা মর্‌য়ম ২৬ র, ২)

"জনসমাজকে সর্ব্বপ্রকার হারাম (পাপ-কার্য্য, পাপ-চিন্তা ও অন্যান্য যাবতীয় দুষ্কর্ম) পরিত্যাগ করা ও হালাল (সর্ব্বপ্রকার সৎকার্য্য) আমল করা ইহার উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্যের সঙ্গে ধর্ম্মের অতি-নিকট সম্বন্ধ। শরীর সুস্থ না থাকিলে ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান ও মনস্থির করা যায় না। এই জন্যই রমজান মাসে আহার-সংযম দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি ও সদাসর্ব্বদা সৎকার্য্য দ্বারা আত্মোন্নতি উদ্দেশ্যে রোজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।"
—কোরাণতত্ত্ব

আর্য্যগণের উপবাস একরকম ব্রত বা তপস্যা। এই ব্রত ও তপস্যা আর্য্যগণের নিত্য-করণীয়। চান্দ্রায়ণ ব্রতাদি একমাস-ব্যাপী রমজান-মাসব্যাপী রোজা পালনের মতই। ইহাতে সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। তাই আছে—

"এতে দ্বিজাতয়ঃ শোধ্যা ব্রতৈরাবিষ্কৃতৈনসঃ।
অনাবিষ্কৃত-পাপাংস্তু মন্ত্রৈর্হোমৈশ্চ শোধয়েৎ॥ ২২৭
... .
তপোমূলমিদং সর্ব্বং দৈবমানুষকং সুখম্।
তপোমধ্যং বুধৈঃ প্রোক্তং তপোঽন্তং বেদদর্শিভিঃ॥ ২৩৫
যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চ দুষ্করম্।
সর্ব্বন্তু তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্॥" ২৩৯
—মনুসংহিতা, ১১ অধ্যায়।

যা'র জ্যান্ত-ইষ্টসান্নিধ্য না ঘটে তা'র ইষ্ট-আদিষ্ট কিংবা তাঁ'র ইচ্ছা-পরিপূরক ঐ সব যা'-কিছু নিয়ে ব্যাপৃত থাকলেও অনেকটা তা'রই অনুপাতিক ফল আসতে পারে। তাহ'লে, রোজা বা উপবাস সার্থক করতে হ'লে, তা' কি-ক'রে করতে হয়—আর তা' করলেই বা কি হয়, হয়ত মোটামুটিভাবে বোঝবার বাকী থাকল না।

তারপর, হজ বলতে আমি এই বুঝি*—তীর্থে যাওয়া—আর সেখানে যেয়ে তা'-ই করা যা'তে-নাকি সেই তীর্থে সার্থকতা লাভ করা যেতে পারে। শ্রদ্ধা ও অনুরাগোদ্দীপ্ত হ'য়ে তীর্থে গেলে আর এই তীর্থে গিয়ে পয়গম্বর, মহাপুরুষ ও সাধু ইত্যাদির অনুপ্রাণতা আমাতে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে যা'তে আমার জীবন ও বৃদ্ধিকে আরোতর সম্বেগে ইষ্ট-গন্তব্যে চালিয়ে দিতে পারে, বলা ও করার ভিতর-দিয়ে যথার্থ-ভাব অবলম্বন ক'রে তাই করলে আমাদের প্রাণ যেন একটা অমৃত-পরশ নিয়ে ফিরে এসে নিঃসন্দেহ চলনায় ইষ্ট-গন্তব্যে তাঁ'র পথের বাধা-বিঘ্নকে জয়ে আয়ত্তে এনে, নিয়ন্ত্রণে অনুকূল ক'রে যে চলতে পারে সে-সম্বন্ধে কি কোন ভুল আছে? যেমন অনুরাগ, বলা ও করা নিয়ে তীর্থে যেতে হয় তা' যে গিয়েছে সে-ই

এইরূপ প্রত্যেকটি কার্য্যে অদ্ভুত মিল দেখিয়া মনে হয়, আর্য্যগণের রীতিনীতি আরবের দেশকাল ও পাত্রানুযায়ী করিয়া হজরত মহম্মদ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আর্য্য আচমন-বিধিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া 'ওজু'র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, আর্য্য চান্দ্রায়ণাদি মাসব্যাপী উপবাস-বিধিকে দেশকাল ও পাত্রানুরূপ করিয়া রোমজান চান্দ্রমাসের উপবাস বা রোজাব্রতে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাকে নামাজ-রূপে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তাঁ'র ধমনীতে ছিল আর্য্যরক্ত প্রবাহিত, তাই আর্য্য প্রত্যাদেশ-সমূহই তাঁহাতে অবতীর্ণ হইয়াছিল—ঋষিগণ যেমন 'মন্ত্রদ্রষ্টা' ছিলেন, হজরত মোহাম্মদও তেমনই মন্ত্রদ্রষ্টা মহর্ষি ছিলেন; আর কোরাণও আর্য্য-চিরন্তনী রীতি অনুসারে বেদেরই অন্তর্ভুক্ত আর্য্যগ্রন্থ। কারণ, কোরাণও বেদেরই মত অপৌরুষেয়।

* "All distinctions of rank and colour, of wealth and nationality, disappear there, and the king is there indistinguishable from the peasant. The whole of humanity assumes one aspect, one attitude before its maker, and thus the grandest and the noblest sight of human equality is witnessed in that wonderful desert plain called the 'Arafat', which truly makes a man have a true knowledge of his creator."

—Maulvi Mahammad Ali, M. A., L. L. B.

তা' উপভোগ ক'রেছে। তাহ'লেই দেখুন, ধর্ম্ম-দলিলাদিতে যে হজের কথা আছে—তা' কত মঙ্গলকর, তা' কত মহান্, তা' কত সুন্দর—যদি কেমন-ক'রে যা' করণীয় তা' করা যায়!

জাকাত† জীবনে কত প্রয়োজনীয় তা' আমার এই কথা হ'তেই একবার ভেবে দেখুন—আমি যে-চেতনা নিয়ে জীবন ও বৃদ্ধির জন্য অমৃত-আহরণে উদ্‌গ্রীব আকাঙ্ক্ষায় উন্নতিপ্রয়াসী হ'য়ে চ'লেছি, তা'র একটা প্রধান কারণই হ'চ্ছে আমার পারিপার্শ্বিক। আমার পারিপার্শ্বিক আমারই ইন্দ্রিয়াদির ভিতর-দিয়ে সাড়ার আঘাতে বিদ্ধ ক'রে তা'র সঞ্চারণে আমার মস্তিষ্কে যে সাড়ার কম্পন সৃষ্টি করে—সেই হ'চ্ছে আমার চেতনা। তাহ'লেই, তা'রা আমাকে যেমনতর সাড়া দিয়ে ঐ রকম ক'রে তুলবে, মস্তিষ্ক উপ্‌চে' আমাদের চিন্তন ও চলনও তেমনতর হবে। তা'রা যদি মরণ-সাড়া দিয়ে আমাদিগকে অমনতর ক'রে তোলে—আর, যদি আমরা ইষ্টে আমাদের অনুরাগ দিয়ে বিশিষ্টভাবে বাঁধা না থাকি অর্থাৎ ইষ্টের সাড়া আমাদের মস্তিষ্কে মুখ্য-কার্য্যকরী না হয়, তাহ'লে মরণ-নৃত্যে আমাদের

"হজ ইসলামধর্ম্মের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি। জেলহজ্জ মাসের ৯ই তারিখে কাবাশরীফ প্রদক্ষিণ করাকেই হজ বলে।"

"নামাজ ও মসলা শিক্ষা"
—মৌলবী শেখ নূর আহমদ সন্দীপী

"The career of a great man remains an enduring monument of human energy.—The man dies and disappears, but his thoughts and acts survive and leave an indelible stamp upon his race."

—S. Smiles.

† و أقيموا الصلوة و اتوا الزكوة و اركعوا مع الراكعين *

"উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, জাকাত প্রদান কর, উপাসক-মণ্ডলীর সঙ্গে উপাসনা কর।"

(কোর-আণ—২ সুরা বকর ৪৩ র, ৫)

"প্রতিপাল্য পরিজনগণের আবশ্যকীয় ব্যয়-নির্ব্বাহান্তে যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহার ৪০ অংশের একাংশ বা শতকরা ২৷৷০ টাকা জনহিতকর কার্য্যে দান করিতে মোসলমানগণ শাস্ত্রানুসারে বাধ্য। ইহাকে জাকাত বলে।"

"মোস্তাফা-চরিত," পৃঃ ৩০৪—মৌলানা মোহাম্মদ আক্রাম খাঁ

মস্তিষ্ক যে তা'রই নাচনের ফাগ হ'য়ে, মরণ-রেণু উড়িয়ে তা'তে নিঃশেষ হবে—তা' প্রতিরোধ করতে কে পারবে ? তাহ'লেই, ঐ পারিপার্শ্বিককে যদি আমরা আমাদেরই অমৃতবাহী না করতে পারি তবে সে লোকসান তো আমাদেরই ! কারণ, তা'রা যেমন অবস্থায় থাকবে, তেমনতর সাড়াই বিকীরণ করবে ।

তাহ'লে যদি আমরা জীবন ও বৃদ্ধিকে অমরণেই ন্যস্ত করতে চাই, তা'দিগকেও তাহ'লে আমাদের তেমনি করতে হবে—যা'তে আমরা ঐ অমরণ-সাড়া তা'দের থেকেই অনায়াসে পেতে পারি । তাহ'লেই দেখুন, তা'রা যদি দুঃস্থ, দুর্ব্বল, বিপথগামী, ক্ষতিপরায়ণ, রুগ্ন, অসহায় হ'য়ে সর্ব্বনাশে গা ঢেলে দেয়—তবে তা'-থেকে আমরা বাঁচব কি ? তবেই তা'দের ভিতরেও আমার ইষ্ট-প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তা'দের সুস্থ করতে হবে, সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের ভিতর-দিয়ে তা'দিগকেও সর্ব্বতোভাবে বিবর্দ্ধনশীল ক'রে তুলতে হবে, নতুবা রক্ষা কোথায় ? কারু কি রক্ষা আছে ? আর, এই উদ্দেশ্যেই দয়াল রসুল মানুষের প্রতি আদেশ ক'রেছেন—জাকাত দিতে তোমরা কখনই পশ্চাৎপদ হ'য়ো না । আর্য্যদেরও ঐ-রকমেরই কঠোরভাবে দানের অনুজ্ঞা আর্য্য-দলিলে সন্নিবিষ্ট করা আছে ।* তাহ'লেই দেখুন, জাকাত জীবন ও বৃদ্ধির কি রকম মূল্যবান নির্দ্দেশ !

"We cannot live only for ourselves. A thousand fibres connect us with our fellow-men ; and along those fibres, as sympathetic threads our action runs as causes, and they come back to us as effects." —Melville

"Let him who neglects to raise the fallen, fear lest when he falls, no one will stretch out his hands to lift him up." —Saadi

"No man has come to true greatness who has not felt in some degree that his life belongs to his race, and that which God gives him, he gives him for mankind." —Philip Brooks.

* "দানধর্ম্মং নিষেবেত নিত্যমৈষ্টিকং পৌর্ত্তিকম্ ।
পরিতুষ্টেন ভাবেন পাত্রমাসাদ্য শক্তিতঃ ।।" —মনুসংহিতা

"ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা ।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ ।।" —মনুসংহিতা

"জপে হোমে তথা দানে স্বাধ্যায়ে চরতস্তু যঃ ।
নাসৌ তৎফলমাপ্নোতি কুর্ব্বাণোহপ্যাশ্রমাচ্চ্যুতঃ ।।" —দক্ষসংহিতা

প্রশ্ন। ইসলাম শব্দের অর্থই আল্লার নিকট সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন।* ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বী মানেই তো হ'চ্ছে—যে আল্লা ও রসুলের নিকট আত্মনিবেদন ক'রেছে ; আর, যে আত্মনিবেদন করে নি অর্থাৎ যে ইসলাম গ্রহণ করেনি, সেই তো কাফের ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। রসুলের নিকট আত্মনিবেদনই হ'চ্ছে বাস্তবিক আত্মনিবেদন—এই তো আমি বুঝি। রসুলকে যে মানে না অথচ আল্লায় বিশ্বাসী, আল্লায় আত্মনিবেদন ক'রেছে—এ-কথার তাৎপর্য্য কি তা' তো আমি কিছু বুঝতে পারি না !†

"'জাকাৎ' শব্দের আভিধানিক অর্থ পবিত্র করা। এসলামিক পরিভাষায় বৎসরের উদ্বৃত্ত ধন-সম্পদের চল্লিশ অংশের এক অংশ বা শতকরা আড়াই টাকা দান করাকে জাকাৎ বলা হয়। জমিতে যে ফসলাদি উৎপন্ন হয়, তাহার—অবস্থাভেদে—দশ বা বিশ অংশের এক অংশ দান করাকেও জাকাৎ বলে, ইহার বিশেষ নাম 'ওশর'। ইহা ব্যতীত পশুরও জাকাৎ দিতে হয়। জাকাৎ এসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি। জাকাৎ বন্ধ করিয়াছিল বলিয়া হজরত আবুবকর একদিন যুদ্ধ (জেহাদ) ঘোষণা করিয়াছিলেন। ফলতঃ নামাজ-রোজার ন্যায় ইহাও মুসলমানের একটি অবশ্য-পালনীয় ফরজ। ধন-সম্পদের নিক্ষেন্দ্রীকরণ এবং তদ্দ্বারা জাতীয় দারিদ্র্যের প্রতিবিধান করাই জাকাতের অন্যতম উদ্দেশ্য।"

(আমপারা—মৌলানা মোহাম্মদ আক্‌রাম খাঁ)

"Manu secures such better distribution and redistribution by restricting profits in business ... ... and insisting on performance of sacrificial, pious or public works by all the well-to-do."

"Ancient *vs.* Modern Socialism"—Dr. Bhagavan Das

* "এই পরীক্ষার নিষ্পেষণে তাঁহার সেই এসলাম বা আত্মসমর্পণ আরও উজ্জ্বল, আরও দৃঢ় এবং আরও দৃপ্ত হইয়া উঠিল।" মোস্তাফা-চরিত," পৃঃ ৪০২

—মৌলানা মোহাম্মদ আক্‌রাম খাঁ

†"পয়গম্বর ব্যতীত যাহারা কেবল খোদাতায়ালাকে মান্য করে, তাহারা মুসলমান নহে।"

"নামাজ-শিক্ষা"

—মুন্সী শেখ আব্দর রহিম

* قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله *

"Say : If you love Allah, then follow me, Allah will love you."

(Qur-an Chap. III No. 31)

"The Last Members of a Chosen Race"

—Maulvi Mahammad Ali, M. A. LL. B.

আল্লা আমাদের কাছে মুখর হ'য়ে উঠেছেন হজরত রসুলের মুখ দিয়েই, তাঁ'রই চরিত্র দিয়েই, তাঁ'রই লোকমঙ্গল অভিব্যক্তির ভিতর-দিয়েই—তাঁ'রই চেতন-সাড়ার অভিব্যক্তিতেই ! খোদাকে আমরা তখনই পেয়েছি—দোস্ত রসুল তাঁ'র অভয়হস্ত প্রসারণ ক'রে, খোদার প্রেরিত অভয়বাণী বিকীরণ ক'রে যখনই আমাদের সম্মুখে এলেন, আমাদের ভালবাসলেন, আমাদিগকে আলিঙ্গন করলেন—আর, তাঁ'রই ভিতর-দিয়েই পেলাম খোদার অমৃত-উৎসারী পরশ—যা'

"Say : O people ! surely I am the apostle of Allah to you all, of Him whose is the kingdom of the heavens and the earth, there is no God but He ; He brings to life and causes to die, therefore, belive in Allah and His apostle, the Ummi Prophet who believes in Allah and His words, and follow him—so that you may walk in the right way." (Qur-an Part IX, Ch. VII, Section 20)

"The History of Moses" 158

—Maulvi Mahammad Ali, M. A., L. L. B.

من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلنك عليهم حفيظاً *

"যে ব্যক্তি প্রেরিত-পুরুষের আজ্ঞা পালন করে, নিশ্চয় সে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে এবং যাহারা অমান্য করে আমি তোমাকে তাহাদের প্রতি রক্ষক নিযুক্ত করি নাই।"

(কোর-আণ—৪ সুরা নেসা ৮০ র, ১১)

والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك * وبالاخرة هم يوقنون * أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون

"তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ব্বে যাহা অবতারণ করা হইয়াছে তাহা যাহারা বিশ্বাস করে ও যাহারা পরলোকে বিশ্বাস রাখে তাহারাই বিশ্বাসী। তাহারা তাহাদের প্রতিপালক ঈশ্বর হইতে জ্ঞানলাভের যোগ্য এবং তাহারা পরিত্রাণ পাইবে।"

(কোর-আণ—২ সুরা বকর ৪, ৫ র, ১)

"প্রেরিতগণের বিদ্রোহী হইয়া শুদ্ধ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী হইলে বিশ্বাসের পূর্ণতা হয় না।"

—তফশীর হে

আমাদের ইন্দ্রিয়ের ভিতর-দিয়ে মস্তিষ্ক-আলোড়নে স্মৃতিকে রাঙ্গিয়ে তুলল !*

যতদিন রসুল আমাদের কাছে আমাদের জন্য এসে দাঁড়াননি, খোদা তখনও ছিলেন ; কিন্তু পেতে পারিনি আমরা তাঁকে, আমাদের এই স্থূল সংজ্ঞার ভিতর-দিয়ে। তাই, যখনই তাঁ'র প্রেরিত যেমন-ক'রে, যে-হালে অমনি-ক'রে উপস্থিত হ'য়েছেন, তখনই তাঁদের ভিতর-দিয়েই খোদাকেই আমরা তেমনি-ক'রেই পেয়েছি। আমরা যেমনই হই আর যা'-ই হই, ঐ-পাওয়াই আমাদের এই জ্ঞানে তাঁ'কে বাস্তবে পাওয়া। তাহ'লেই, তাঁ'দের বাদ দিয়ে যদি আমরা খোদাকে কখন না-ই জেনে থাকি,—খোদার কাছে আমাদের এই বৃত্তি-প্রপীড়িত চিন্তা তা'র দিশেহারা আত্মনিবেদন যতই ক'রে থাক, তা' কখনই, কোন-কালেই, কোথাও সার্থক হ'য়ে ওঠেনি।† তা' কি-ক'রেই বা হবে ? গন্তব্যকে যদি না-ই জেনে থাকি, গতি আমাদের কোথায় হবে তা' কে জানে ?

"But Jesus cried loudly, 'Whoever believes in me, believes not in me but in Him who has sent me ; and whoever sees me, sees Him who has sent me. I have come into the world, as a light, so that, no one who believes in me may have to remain in darkness'."

—The New Testament.

* "In the Word made flesh, the divine love which is the Father, is made manifest and through this the Holy spirit is breathed upon the world. Thus in Him, Jesus Christ, dwelleth all the fullness of the Godhead bodily."

—Frank Sewall.

† "Beware of the man whose God is in the skies."

—George Bernard Shaw

"দয়াময় আল্লাহ বলিতেছেন, 'আমার যে বান্দা নোয়াফিল দ্বারা আমার সামীপ্য লাভ করে সে অমর হয় ; এবং তাহাকে আমি দোস্ত করি। এবং আমার দোস্ত হওয়ার পর আমি তাহার কাণ হই—যাহা দ্বারা সে শুনে, আমি তাহার চক্ষু হই—যাহা দ্বারা সে দেখে, আমি তাহার হাত হই—যাহা দ্বারা সে ধরে, আমি তাঁহার জিহ্বা হই—যাহা দ্বারা সে বলে, আমি তাহার পা হই—যাহা দ্বারা সে চলে'।"

(হাদিস কুদ্‌ছি)

"Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine ; no more can ye, except ye abide in me.

I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him,

আবার, খোদা-ছাড়া যদি এই দীনদুনিয়ায় যা'-কিছু তা' কিছুই না-হ'য়ে থাকে কিংবা এই দীনদুনিয়া-ভরা যদি সবই খোদাই থেকে থাকেন, তা'হলেই বা আমাদের প্রার্থনা বা আত্মনিবেদনের অর্থ কোথায় ? আমাদের প্রার্থনা কি খোদার এই ভর-দুনিয়ার অভিব্যক্তির ভিতর-দিয়েই প্রত্যেককে স্পর্শ ক'রে ঘোলাটে হ'য়ে যাবে না—যা'-কিছু ভাল, যা'-কিছু মন্দ প্রত্যেকটির আমাদের মস্তিষ্ককে সাড়ার আকর্ষণে আকৃষ্ট করার ভিতর-দিয়ে, বিশেষতঃ সংস্কারাভিভূত প্রবৃত্তি হ'য়ে যেগুলি আমাদের অন্তরে লোলুপজিহ্ব হ'য়ে অপেক্ষা করছে ?* কারণ, কাহারও প্রতি টান বা ভালবাসা বা চাহিদার প্রেম-স্মৃতি তাঁ'কে সুখী করার আন্তরিক ইচ্ছা দিয়ে আমাদের জীবন ও বৃদ্ধির অপলাপকারী ভোগস্বার্থপরায়ণ প্রবৃত্তি থেকে তো টেনে ধরছে না ? কারণ, প্রেমপ্রতীক-হারা খোদা তো সব প্রতীকেই—তাঁ'কে

---

the same bringeth forth much fruit : for without me ye can do nothing.

* * *

Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit ; so shall ye be my disciples."

—New Testament, St. John, Ch. 15—4, 5, 8

"নিরাকার কি আরসী সাধো কি দেহ।
লখা যো চাহে অলখকে তো ইনহী মেলখিলেহ ।।"

—মহাত্মা কবীর

"He that honoureth not the Son honoureth not the Father which hath sent him."
—St. John's Gospel, Verse 23

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ।।" ৫—গীতা, ১২ অধ্যায় ।

* "He that believeth on the Son hath everlasting life ; and he that believeth not the Son shall not see life ; but the wrath of God abideth on him."

—St. John's Gospel, Ch. 3—36

"I am the way, the truth, the life. None can come unto the Father but by me."

"I am the door ; by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture."

—St. John's Gospel, Ch. 10—9

যখন ভালবাসি, আমি তাঁ'র যা'-কিছুতেই তো আপ্রাণ আসক্ত!

তাহ'লেই চাই এমনতর একজন—আমাদের এই বিশ্বদুনিয়ার যা'-কিছু সামঞ্জস্য, সমাধান ও নিয়ন্ত্রণে যাঁ'তে সার্থক হ'য়ে উঠে খোদায় উপ্‌চে' তুলছে—আর, আমাদের এই চিৎসাড়া সাড়া-প্রবণতার ভিতর-দিয়ে আমাদেরই এমনতর অবস্থান্বিত ক'রে এই সব-নিয়ে আমাদের সম্বাহী ক'রে তুলছে—তবে, সেখানেই আমাদের প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন সার্থক হ'য়ে খোদাকে স্পর্শ করতে পারে।* আর্য্য-ঋষিরা ঐ অমনতর তাঁ'কে পুরুষোত্তম, নরনারায়ণ বা অবতার-পুরুষ ইত্যাদি ব'লে আখ্যা দিয়েছেন†—আর, একমাত্র তাঁ'দের ভিতর-দিয়েই জীবী—যা'রা বৃত্তিক্ষুধ, তা'দের খোদা, আল্লা বা সেই এক স্রষ্টার সাথে চেতন্-সংযোগ হ'তে পারে—সেইজন্য তাঁ'রা মানুষের ইষ্ট, আদর্শ বা সদ্‌গুরু অর্থাৎ জীবন ও বৃদ্ধির উদ্দীপক গুরু বা প্রভু। তাহ'লেই বুঝুন,—রসুলের কাছে যে আত্মনিবেদন করেনি, খোদার কাছে তা'র আত্মনিবেদন হ'য়েছে কি-না?

আর, কাফের আমি তা'কেই মনে করি—যে ঐ পুরুষোত্তম, ইষ্ট, নরনারায়ণ, কামেলপীর বা সদ্‌গুরু ইত্যাদিতে অবিশ্বাসী হ'য়ে বৃত্তিস্বার্থ-পরায়ণতার ভিতর-দিয়ে ঐ বিশ্বাসকে আবৃত ক'রে রেখেছে বা বুদ্ধি-ক'রেই তৎকরণে প্রয়াসশীল। আরও কাফের আমি তা'দিগকেই বলি—খোদার দোহাই দিয়ে বৃত্তি-ভুঁখতার জন্য যা'রা রসুলকে বা আরো-আরো পয়গম্বরদিগকে অবিশ্বাস

---

* "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"
"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"

—শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

† "যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহম্ অক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥"

—শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা।

কথার বিষ ছিটিয়ে মানুষের জীবন ও বৃদ্ধির প্রগতিকে ফাঁকির বহরায় সর্ব্বনাশের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে—তা'রা কি শয়তান—কাফের না ?‡ এই তো আমি যা' বুঝি। আবার হজরত মহম্মদকে মানে তা'দের মতলব রঙ্গে রঙ্গিয়ে, কিন্তু যাঁ'রা মানুষের জীবন ও বৃদ্ধির সেবায় ঐ রসুলে সার্থক-প্রাণতার ভিতর-দিয়ে আত্মনিয়োগ ক'রেছে—অমনতর-ভাবেই যদি ঐ হজরত-প্রাণ কামেলপীরদিগকে অস্বীকার ক'রে মানুষের মরণ-চলনার সম্ভার সংগ্রহ করতে থাকে তা'রাও কি ঐ শয়তানী কাফেরদের আরদালী নয়কো ? কারণ, হজরত রসুল তো জ্যান্তমূর্ত্ত হ'য়ে আমাদের সম্মুখে বেঁচে নেই ? আমাদের কুবৃত্তি-চালনার বাধা তিনি তো আর ঘটাচ্ছেন না ?

প্রশ্ন। আচ্ছা, হজরত মহম্মদকে তাঁ'র জীবদ্দশায় মজনুন বা পাগল বলত আর তাঁ'র আত্মীয়-স্বজন থেকে আরম্ভ ক'রে কত লোকেই তো তাঁ'র বিরুদ্ধতা

---

‡ "কাফের শব্দ 'কুফ্‌র' ধাতু হইতে সম্পন্ন। যে কুফ্‌র করে সেই কাফের। ইহার ধাতুগত অর্থ—আবৃত করা, ঢাকা দেওয়া। এই জন্য রাত্রিকে কাফের বলে, কারণ, তাহার অন্ধকার বিশ্বচরাচরকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। বীজ বপন করিয়া তাহাকে মাটি দিয়া ঢাকিয়া ফেলে—এই জন্য কৃষককেও কাফের বলা হয়। আল্লাহকে অস্বীকার, অবিশ্বাস ও অমান্য করাও কুফ্‌র। এস্‌লামের পরিভাষায়, যে ব্যক্তি আল্লার অস্তিত্বে ও একত্বে বিশ্বাস না করে এবং হজরত মহম্মদকে আল্লার প্রেরিত রসুল বলিয়া স্বীকার না করে—তাহাকে কাফের বলা হয়। কোরাণ ও হাদিসে নামাজ ও হজ পরিত্যাগ করা এবং সুদগ্রহণ করাকেও কুফ্‌র বলা হইয়াছে। ফলতঃ কুফরেরও স্তর ও পর্য্যায় আছে।"

"আমপারা," পৃঃ ২৬—মৌলানা মোহাম্মদ আক্‌রাম খাঁ।

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لادم فسجدوآ إلا ابليس *

أبى واستكبر وكان من ٱلكفرين * ... ...

والحجارة - أعدت للكفرين *

"যখন আমি দেবগণকে বলিলাম, "তোমরা আদমকে প্রণাম কর, শয়তান ব্যতীত সকলে প্রণাম করিল,—শয়তান অগ্রাহ্য করিল, অবাধ্য হইল ও ঈশ্বরদ্রোহী হইল। ঈশ্বরদ্রোহী লোকদের জন্য প্রস্তর সকল সঞ্চিত আছে।"

(কোর-আণ—২ সুরা বকর ৩৪, ২৪ র, ৪-৩)

করল—এমন-কি তাঁ'কে মেরে ফেলতে পর্য্যন্ত চেষ্টা করল ! মহাপুরুষগণ সব যুগেই এ-রকম বিরুদ্ধতা ও নিন্দার ভাগী হন কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা'দেরই মত মানুষ—অথচ চলনা-বলনা, আচার-ব্যবহার, ভাব-ভঙ্গী প্রীতিকর হ'লেও তা'দের সাথে মেলে না, আর কেন কী বলে, কী করে তাও বুঝতে পারে না, অথচ নিজেদের বুঝমন্তার আহাম্মক অভিমানও ছাড়তে পারে না—তখন আর তাঁ'কে কী-ব'লে আখ্যা দিতে পারে ?* পাগল আখ্যা প্রায়ই তারাই দেয়—যা'দের সাথে প্রীতিপ্রদ নিকট-সম্বন্ধ অথচ মানুষের কাছে কোন কৈফিয়ৎ দিতেও মুশকিল হ'য়ে দাঁড়ায় ; স্নেহের সুরে করুণা দেখিয়েও অনেকে ব'লে থাকেন—মশায়, বুঝলেন কি ? মানুষ বড্ড ভাল, কিন্তু একটু পাগলামী ক'রেই মুশকিল ক'রেছে,—ইত্যাদি আর কি !

তারপর, যা'রা দুনিয়াদারী নিয়ে হয়ত বৰ্দ্ধিষ্ণু হ'য়েই ছিল, লোকজনের উপর চাল-বাজী সৰ্দ্দারী ক'রে হামবড়াইর তক্‌মা প'রে মানুষকে নিজের প্রয়োজন-মাফিক পথে হয়ত চালাত—যা'তে মানুষ তা'দের অস্বীকার করে, সন্দেহ করে, জীবনবৃদ্ধিকর এমনতর-কিছু করতেই হয়ত দিত না ! যখনই

---

* "প্রৌঢ় মক্কাবাসীরা একটি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক লোকের নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিতে এবং দেবদেবীর কুৎসা শুনিতে একটুও প্রস্তুত ছিল না। 'আল্ আমীনে'র পরিবর্ত্তে তাহারা এখন তাঁহাকে 'মজ্‌নুন' অর্থাৎ পাগল আখ্যা প্রদান করিল। হজরত রাস্তায় বাহির হইলে তাঁহার উপর বিদ্রূপ-বাণ বর্ষিত হইত, তাঁহার গৃহ-সন্নিকটে পুরীষ ত্যাগ করা হইত, এমন-কি তাঁহার অঙ্গে মলমূত্র নিক্ষেপ করা হইত। কিন্তু হজরত সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে লাগিলেন। তিনি শুধু বলিতেন, 'এই কি প্রতিবেশীর কাৰ্য্য' ?"

"ইস্‌লামের ইতিহাস"—কাজী আকরাম হোসেন, এম-এ,
অধ্যাপক, সিরাজগঞ্জ ইসলামিক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ।

"পৃথিবীতে যখনই কোন সত্য আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে, তখনই তাহার বিরুদ্ধাচরণ হইয়াছে। এই বিরুদ্ধাচরণের ধারা ও নীতি মূলতঃ সকল ক্ষেত্রেই অভিন্ন। প্রথম প্রথম যখন সেই সত্য আত্মপ্রকাশ করিতে যায়, তখন বিপক্ষীয়গণ তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চায়। ঠাট্টা, তামাসা ও ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ তখন তাহাদের প্রধান অবলম্বন হইয়া থাকে।"

"মোস্তাফা-চরিত," চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২৮১
—মৌলানা মোহাম্মদ আক্‌রাম খাঁ।

হজরতের মতন ওদের কাছে একটা ছোট্ট-খাট্ট নগণ্য মানুষের সঙ্গ ক'রে তা'দের জীবন ও বৃদ্ধির চলনায় সমৃদ্ধ হ'য়ে তাঁ'কে পরমবন্ধু-বিবেচনায় গ্রহণ ক'রে অনুসরণ করা সুরু ক'রে দিলে—ঐ যা'রা সর্দ্দারী ক'রে বেড়াত তা'দের ঐ নামবড়াইতে হাত পড়ল, লোকজন হাত-ছাড়া হ'তে লাগল ! তা'তে চ'টেও গেল খুব—চেষ্টা চলতে লাগল, ঐ ছোট-লোকের ন্যাকা সর্দ্দার অর্থাৎ ঐ হজরত রসুলকে কি-ক'রে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে !*

আবার, কতকগুলি লোক—সাধু ভাল মানুষ ব'লেই খ্যাতি ছিল বেশ, সাধুত্ব-জ্ঞানের মহড়া নিয়ে লোকসমাজে হাত-মাথা নেড়ে তা'দের কাছে বড়ত্বের অভিবাদন আদায় ক'রে আত্মপ্রসাদ কুড়িয়ে নিয়ে বেড়াত—হজরতের চলন, বলন, ভাব, ভঙ্গী, আদব-কায়দা, সেবা-সহানুভূতি ও সাহচর্য্য যতই লোকজনকে জীবন-বৃদ্ধির উৎকর্ষ-চলনে আকৃষ্ট করতে লাগল, ততই ঐ লোকগুলি চটে' গড়-গড় করতে লাগল—স্বাভাবিক হজরতের সাথে প্রত্যক্ষ তুলনার ভিতর-দিয়ে, নিজের কাছেই নিজেকে হীন ব'লে ধরা পড়তে লাগল—এই চেতন চেনাই হ'ল

---

* "মানসিক বিকাশে ও পরমার্থের উন্মেষে, যে মহাপুরুষ আল্লার অনুগ্রহে মনুষ্যত্বের ঊর্দ্ধতম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন এবং তথা হইতে মানব-জীবনের উভয় দিক যিনি সম্যক্‌রূপে দর্শন করিতেছেন তাঁহার কথা কোরেশের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু তাহাদের মর্ম্মকে স্পর্শ করিতে পারিল না। পুরুষানুক্রমিক সংস্কার, পরম্পরাগত বিশ্বাস, পৌরোহিত্যের প্রলোভন, এবং পারিপার্শ্বিক আচারের মোহ এমনইভাবে মানুষের হৃদয়কে অন্ধ করিয়া থাকে।

... ...

এই সময় একদিন হজরত কতিপয় ভক্ত-সমভিব্যাহারে কাবা মন্দিরে গমন করিয়া, সেখানে এই একেশ্বর-বাদ প্রচার করিতে চাহিলেন। চারিদিকে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল—সকলে মার-মার করিয়া ছুটিয়া আসিল। এই সময় বিবি-খদিজার, পূর্ব্ব-স্বামীর ঔরসজাত পুত্র হারেছ-বেন-আবিহালাঃ আসিয়া তাহাদিগের দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিবাদ করায় কোরেশগণ তাহাকে আক্রমণ করিল এবং এই নিরপরাধ মোসলেম যুবকের শোণিতে কাবার প্রাঙ্গণ রঞ্জিত হইয়া গেল। ইহাই এসলামের প্রথম শোণিত-তর্পণ। এসলাম-ধর্ম্মের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তাহার ভক্তগণের শোণিতাক্ষরেই লিখিত হইয়াছিল।"

"মোস্তাফা-চরিত," ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২৮০
—মৌলানা মোহাম্মদ আক্‌রাম খাঁ।

বিপদের স্বাগতম্-সুর !† নানারকম ফন্দী-ফিকিরের ভিতর-দিয়ে, ক্রমে-ক্রমে সবাই এক-গাট্টা হ'য়ে উঠে ক্রমগভীরতার নিষ্ঠুর আকার ধারণ করতে লাগল—নানারকম প্রস্রবণে তা'দের নিষ্ঠুর অভিব্যক্তির অভিনয় হ'তে লাগল—হজরত সদয়-স্বভাবেই সহ্য করতে লাগলেন ।* যা'রা নিয়তই হজরতের

---

† "The pious Abu Talib sits on the horns of a dilemma. On the one side there is his love for Muhammad, on the other loyalty to his tribe, ...

Abu Talib communicates the failure of his mission, but advises the Quraish not to be hasty in the steps they propose to take. He also impresses upon them the necessity of regarding with toleration the difference in views that divide his nephew from them. 'He is an honourable man,' adds Abu Talib:'one whom you yourselves called Al Amin. He has adopted a new religion. Why persecute him ?'

The Quraish, however, are determined upon persecution, which now starts in real earnest."

"The Prophet of the Desert," p. 65-66
—Khalid L. Gauba

"সত্যের সেবক যখন এই প্রাথমিক বিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন, তখন ঐ উপেক্ষা ক্রোধে পরিণত হয় এবং বিপক্ষীয়েরা তখন নীচ গালাগালি ইত্যাদি দ্বারা সেই ক্রোধের অভিব্যক্তি করিতে থাকে । গালাগালি দিয়াও যখন কোন ফল হয় না, তখন তাহারা সত্যকে প্রতিহত করিবার জন্য দল পাকাইতে এবং অপেক্ষাকৃত নির্ব্বোধ ও গোঁড়া লোকদিগকে ধর্ম্মের নামে উত্তেজিত করিতে থাকে । তখন সত্যের সেবকগণের বিরুদ্ধে সামাজিক শাসনের ব্যবস্থা করা হয় । ইহাও যখন ব্যর্থ হইয়া যায়, তখন নানাপ্রকার শারীরিক শক্তির প্রয়োগ করা হয় এবং সাধ্যে কুলাইলে অবশেষে শাণিত খড়্গ ও বিষাক্ত কৃপাণ দ্বারা সত্যের মুণ্ডপাত করার চেষ্টা করা হয় ।

* * * *

কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, তাহারা প্রকাশ্যভাবে যে সকল কারণ প্রদর্শন করিতেছে, তাহার অধিকাংশই কৃত্রিম—মূর্খ, নির্ব্বোধ ও জাত্যভিমানী গোঁড়া লোকদিগকে প্রবঞ্চিত করার জন্য একটা ছলনামাত্র । উহার মূলে আছে অভিমানের আর্ত্তনাদ, কৌলিন্যের ক্রন্দন, স্বার্থহানির বিভীষিকা আর পৌরোহিত্যের প্রগল্‌ভতা ।" "মোস্তাফা-চরিত"—মৌলানা মহম্মদ আক্‌রাম খাঁ

*"An example is made of Yasir, whose legs are tied to two camels and the beasts are driven in opposite directions. Sumaiyya is raped before being torn to pieces ; Bilal, the Abyssinian is tortured mercilessly, being made to lie out during the noon-day upon the burning sand with a heavy slab of stone upon his legs. The prophet and his immediate followers suffer calumny and vilification, abuse and interference."

"The Prophet of the Desert"—Khalid L. Gauba

মন্দ ক'চ্ছেন তা'দিগকে মন্দের হাত থেকে এড়িয়ে দিতে কতই-না চেষ্টা করতে লাগলেন, তাঁ'র নিজের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের কথা হয়ত মুখ ফুটে কাউকে বলেনও নি।*

অত্যাচার ক্রমশঃই নানারকম আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে রকমারির ভিতর-দিয়ে চলতেই লাগল—কিন্তু প্রকৃতি তা' আর কতদিন সহ্য করবে ? এমন দিন এল, হজরতকে উপ্‌চে, তিনি যাঁ'দের আপ্রাণ প্রিয় তাঁ'দের হৃদয়কে আলোড়ন ক'রে তুলল—ঐ মন্দকারীদের প্রতি হজরতের দয়া আর তাঁ'দের রুখতে পারলে না—আবর্জ্জনায় আগুন লাগল, দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে' উঠল চারদিক !†

" তাঁহারা অত্যাচার-উৎপীড়নকে নীরবে সহ্য করিয়া লইতে লাগিলেন। যে অত্যাচারের নাম করিতেও মানুষের শরীর রোমাঞ্চিত হয়—বুক কাঁপিয়া ওঠে, মোসলেম নরনারীগণ এবং স্বয়ং হজরত অসাধারণ ধৈর্য্যের সহিত এই অত্যাচারগুলি সহ্য করিয়া লইতে লাগিলেন। এই সকল অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া কুত্রাপিও দৃষ্টিগোচর হইল না। অথচ কেহ এক মুহূর্ত্তের জন্য আপনাদিগের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন না। সকল প্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়া যাও, কিন্তু ক্রোধ, প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ-স্পৃহা যেন এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার ধমনীগুলিকে উত্তেজিত করিতে না পারে। পক্ষান্তরে, ঐ সমস্ত সহ্য করিয়াও এক মুহূর্তের জন্যও আপনাদিগের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইও না—ইহাই ছিল তখনকার ব্যবস্থা।"

"মোস্তাফা-চরিত"
—মোহাম্মদ আক্‌রাম খাঁ

* "In these difficult times, Muhammad realises that he needs the services of every man, but like his God, he has a tender heart."

"The Prophet of the Desert," p. 75
—Khalid L. Gauba

" হায়, সেই রহমতের নবী, মানবের মঙ্গলার্থে সত্যপ্রচারের অপরাধে প্রস্তরের আঘাতে যাঁহার দাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল ;—যাঁহার সুন্দর, উজ্জ্বল ও প্রশান্ত ললাটকে রক্তরঞ্জিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল ; এবং সেই অবস্থাতেও যিনি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই ;—সেই দয়ার সাগর আজ দুনিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।"

"মোস্তাফা-চরিত", পৃঃ ৭৭৩

† কোরেশগণের ভীষণ অত্যাচারে নব-মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিতগণ হজরতের অধীনে ক্রমশঃ যে এক দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধৃজাতিতে পরিণত হইল তাহা আরবের ইতিহাস-পাঠকমাত্রই অবগত আছেন।

হজরতের করুণা-বাণী ধ'রে সেই চলনায় আপনাদিগকে জীবন ও বৃদ্ধিতে উন্নত ক'রে তোলা যা'রা অহং-প্রগল্ভতায় বিবেচনা বিকিয়ে দিগ্দারী মনে করলে, তা'রা নিজেদেরই দলিত অভিমান-বিস্ফোরণে তো শুক্নো কাঠের মত জ্বলতে সুরু করলেই—তা'-ছাড়া তা'দেরই আশ-পাশ-আশ্রয়ে যা'রা ছিল—হয়ত যা'রা অমনতর হ'য়ে না-ও জ্বলতে পারত—ঐ আগুনের আঁচে বিশ্বাস-রসে বঞ্চিত হ'য়ে ঐ তা'দেরই উড়ো কুফরী-হাওয়া† -বিচ্ছুরিত ফুল্‌কি-আগুনে তা'রাও জ্বলতে সুরু ক'রে দিলে। মহান্ হজরত-প্রেমী—হজরতের পোষণ, রক্ষণ ও বর্দ্ধনই যাঁ'দের একমাত্র জীবন ও ধর্ম্ম হ'য়ে উঠেছিল, তাঁ'র জীবন-বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা যাঁ'দের হৃদয় বজ্রের মতন কঠোর ও হুঙ্কারশীল জ্যোতিষ্মান্ ক'রে তুলেছিল—কাফের আততায়ীদের প্রত্যাখ্যাত হজরতের করুণ সস্নিগ্ধ করুণাও আর সেই হজরত-প্রাণ বজ্রদিগকে আগ্লাতে পারলে না।‡ তাঁ'রা আততায়ী ঐ কূট কাফেরদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিলে, শয়তান ভীতি-সঙ্কুলচিত্তে শাসিত ভল্লুকের মতন হজরতের করুণাভিক্ষু হ'য়ে সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে রইল—দয়া হজরতের হৃদয় উপ্‌চে বাহুপ্রসার ক'রে আগ্‌লে ধরলে—আল্লা তা'ই বেয়ে সবাইকে স্বস্তিতে উপ্‌চে দিলেন! ব্যাপার চিরদিনই কম-বেশী নানারকমের ভিতর-দিয়ে ঐ রকমই চলে!

---

† "কুফ্‌রী-হাওয়া" কথাটা শ্রীশ্রীঠাকুর "কাফেরী-হওয়া" এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। কুফ্‌র-ধাতু হইতে কাফের শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে।

‡"পাঠক, একবার কল্পনানেত্রে চাহিয়া দেখুন,—স্বীয় প্রাণপ্রতিম পুত্র আবদুর রহমানকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আবুবকর উলঙ্গ-তরবারী-হস্তে তাঁহার প্রাণবধ করার জন্য অগ্রসর হইতেছেন। ওৎবার এক পুত্র হোজায়কা পূর্ব্বেই মোসলমান হইয়াছিলেন। পিতাকে সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তিনি মোকাবেলার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন। হজরত ওমরের তরবারীর আঘাতে তাঁহার মাতুলের দেহ দ্বিখণ্ডিত হইতেছে। আল্লার নামে এবং সত্যের সেবায় এমন করিয়া সকল মায়ার বাঁধাকে কাটিয়া ফেলা সহস্র রোস্তমের মুণ্ডপাত করা অপেক্ষা অধিকতর দুঃসাধ্য। এ পরীক্ষায় প্রাতঃস্মরণীয় ছাহাবাগণ যে সফলতা প্রদর্শন করিয়াছেন, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

যখন দুই দলে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা এবং রণ-কোলাহলে বদরের গগন-পবন যখন ভীষণভাবে আলোড়িত হইতেছে, তখন হজরত সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া

প্রশ্ন। হজরত মহম্মদ আল্লার প্রত্যাদেশ লাভ করতেন—আল্লার প্রত্যাদেশ অনুসারে তিনি যুদ্ধেও যান—এ-সব কথার মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। খোদাতুর চিত্ত তাঁ'র দুনিয়ার দুঃখকষ্ট কুড়িয়ে নিয়ে মুগ্ধ হ'য়ে যখনই আত্মনিবেদনে অবশ-ন্যস্ততায় জড়িয়ে ধরত,—তখন তাঁ'র সেই চেতন-প্লাবন অন্তঃকরণে যে সমস্ত ভাব-তরঙ্গ উঠে স্নায়ু ও পেশীকে যে উণ্মাদনায় উত্তেজিত ক'রে, বিন্যাস, সামঞ্জস্য ও সমাধানের ভিতর-দিয়ে যে বোধের সৃষ্টি করত তা'-ই হচ্ছে তাঁ'র খোদার প্রেরণা।*—যা' নাকি তাঁ'তে নেমে আসত—আর তা' ছিল তাঁ'র জীবনচলনার দিগ্‌দর্শন যন্ত্র!† করা ও বলার ভিতর-দিয়ে তাঁ'র অভিব্যক্তিও তেমনতর হ'ত—তাঁ'র দুনিয়াটাকে তিনি নিয়ন্ত্রিত

পুনরায় আরিশে প্রবেশ করিলেন।...তিনি আল্লাহকে পুনঃ পুনঃ আকুল আহ্বান করিয়া ভূলুণ্ঠিত হইলেন এবং পূর্ব্ববৎ প্রার্থনায় সম্পূর্ণরূপে তদগত হইয়া গেলেন।"

"মোস্তাফা-চরিত," পৃঃ ৫৩৭
—মৌলানা মোহাম্মদ আক্‌রাম খাঁ

* "মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের, পাপের বিরুদ্ধে পুণ্যের এবং শয়তানের বিরুদ্ধে স্বর্গের সমরভেরী বাজিয়া উঠিল। সকল সুষমায়, সমস্ত সুধায় এবং যাবতীয় মাধুরীতে যোল-কলায় পূর্ণ হইয়া হজরত হেরার অপ্রশস্ত গহ্বরে বসিয়া আছেন,—ধ্যানমগ্ন যোগী, যোগমগ্ন সাধক সকল প্রাণ ঢালিয়া দিয়া আবেশ-অবশচিত্তে, ভাবের কোন্ আকুল স্রোতে কোন্ অনন্তের দিকে ভাসিয়া চলিয়াছেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁহার সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল। কিছুদিন হইতে তাঁহার ভিতরে-বাহিরে—'য়্যা মোহাম্মদ ! আন্তা রছুলুল্লাহ' (হে মোহাম্মদ, তুমি আল্লার রছুল) বলিয়া যে স্বর-তরঙ্গের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি অহরহ জাগিয়া উঠিতেছিল, রূহুল-আমীনের সেই স্বর আজ একেবারে স্পষ্ট, জ্যোতির্ম্ময়রূপে তিনি আজ প্রত্যক্ষীভূত।...

হজরত প্রথম প্রথম স্বপ্নযোগে 'অহি' বা ভাববাণী প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, প্রত্যেক স্বপ্নই প্রভাতের শুভ্ররশ্মির ন্যায় স্পষ্টতঃ প্রত্যক্ষীভূত হইত। তাহার পর নিভৃতে অবস্থান করিতে ভালবাসিতে লাগিলেন। এই সময় হেরার গিরিগুহায় নির্জ্জনে বসিয়া কত দিবস-যামিনী ধ্যান ও চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন।"

—মোস্তাফা-চরিত

† "The Prophet designate himself requires some further proofs of his mission than a solitary revelation. Further revelations are, however, not long delayed. The Archangel Gabriel has been assigned the task of educating Muhammad in his destined role, and finds him often on Mount Hira.

করতেন তেমনি-ক'রেই। আর্য্য-ঋষিরা ঐ-রকম হওয়াটাকেই আত্মস্থ হওয়া বলতেন। তাঁ'র সত্তা, সুরত বা আদিম আসক্তি যে ভূমি অবলম্বন ক'রে অস্তিত্বে অটুট হ'য়ে আছে, সেই হ'চ্ছে তাঁ'র বাস্তব আত্ম—আর ঐ তা'তে মুগ্ধচিত্ত হ'য়ে ন্যস্ত থাকাই হ'চ্ছে আত্মস্থ হওয়া বা আত্মারাম হওয়া। আর্য্যদের ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা আছে—তিনি অবরুদ্ধসৌরত হ'য়ে,† আত্মারাম হ'য়ে লীলা ক'রেছিলেন অর্থাৎ তাঁ'র সত্তার ঐ যা'-দিয়ে তিনি পারিপার্শ্বিকে উবে না যেয়ে অস্তিত্বে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁ'তে নিজের আদিম আসক্তি বা সুরতকে সর্ব্বতোভাবে যুক্ত ক'রে অর্থাৎ ন্যস্ত ক'রে থাকা—সেই হ'চ্ছে তাঁ'র আত্মস্থ হওয়া বা আত্মারাম হওয়া বা অবরুদ্ধ-সৌরত হওয়া। তাঁ'রও জীবন-চলনার নিয়ন্ত্রক ছিল অমনতরই!

তাহ'লে এখন বোধ হয় বুঝতে পারলেন, খোদার প্রত্যাদেশ কি-ক'রে হজরত রসুলের প্রতি নেমে আসত! আর প্রত্যাদেশ বলুন আর যা'-ই বলুন,—তা' এমনি-ক'রে চিরদিনই নেমে আসে—ঐ আত্মস্থ হওয়ার ভূমি

Generally he is in meditation, otherwise resting from long arduous hours of devotion.

"On other occasions various behests of the divine will are revealed."

'The Prophet of the Desert'
—Khalid L. Gauba.

† "এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতা বলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ।" ২৬

"শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা," পঞ্চম অধ্যায়—শ্রীনীলকান্ত গোস্বামী-ভাগবতাচার্য্য।

বাইবেলেও যীশুখৃষ্টের এই আত্মস্থ হওয়ার কথা বর্ণিত আছে—

"Then said Jesus unto them, When you have lifted up the son of man, then shall you know that I am he, and that I do nothing of myself ; but that as my father hath taught me, I speak these things.

And he that sent me is with me : that Father hath not left me alone : for I do always those things that please him."

—Saint John's Gospel, Verse 28 and 29

হ'তে !* আত্মস্থ হওয়ার ভূমি মানে—যা'তে বা যেখানে আত্মস্থ হয় অর্থাৎ যা'-দিয়ে জীবনের আত্মত্বে ন্যস্ত হয়।

প্রশ্ন। আচ্ছা, লোকমুখে শুনি—আপনিও নাকি খোদার নূর ও আওয়াজ দেখতে ও শুনতে পান ? আপনিও নাকি আল্লার কালাম শুনতে পান ? অনেকদিনই আপনার মধ্য-দিয়েও 'ওহি' অবতীর্ণ হ'য়েছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ। আমি যা' বলি সবগুলিই আমার direct experience

---

* গীতায় আছে—

"তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥"

১১—গীতা, ১০ম অধ্যায়

"৩৫ বৎসর বয়স হইতে তাঁহার জীবনে একেবারে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। আরও দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাহার সূচনা হইয়াছিল। এখন হইতে সদাসর্ব্বদা তাঁহার নয়নযুগল কি যেন এক অদৃষ্টপূর্ব্ব জ্যোতি সন্দর্শন করিতে লাগিল, তাঁহার কর্ণকুহরে কি যেন এক অশ্রুতপূর্ব্ব সুললিত স্বরতরঙ্গ বাজিয়া উঠিত, অথচ তিনি কাহাকেও দেখিতে পাইতেন না। (১) এই সময় অধিকাংশ সময়ই তিনি বিশেষরূপে শুচিসম্পন্ন হইয়া গভীরভাবে ধ্যান ও উপাসনায় নিমগ্ন হইতেন। (২) সময় যখন আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, তখন নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নযোগে প্রভাতরশ্মির ন্যায় একটা শুভ্র আলোক তিনি অনেক সময় দেখিতে পাইতেন।

কিছুদিন পরে ভাবের আবেশ যখন আরও গভীর হইয়া উঠিল, তখন লোকালয়ের কোলাহল হইতে দূরে সরিয়া গিয়া 'নিভৃত নিস্তব্ধ স্থানে' ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকা তাঁহার নিকট প্রিয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।"

—'মোস্তাফা-চরিত'

এই প্রত্যাদেশ কিন্তু এখনও থেমে যায়নি—যে-কোন দেশে, যে-কোন জাতিতে এই প্রত্যাদেশ এখনও আবির্ভূত হইতে পারে। তাই—

"Islam while sharing with other faiths the belief in the fact of Divine revelation refuses to acknowledge the existence of any limitation as regards time or place. Hence it also announces though no prophet is needed after the Holy prophet Muhammad as religion or religious laws were made perfect at his advent, the door of divine revelation is still open, and a true Muslim can have access to it."

Preface to the 'Holy Qur-an'
by Maulvi Mahammad Ali.

(অনুভূতি) থেকেই। আর আমারও যেমন-যেমন রকমের ভিতর-দিয়ে যা'-যা' হয়েছে, * আপনাদেরও সেই-সেই পথেই, তেমনি-ক'রেই প্রায়শঃ তাই-ই হবে। আমি যা'কে যেমন-ক'রে যে অভিব্যক্তির ভিতর-দিয়ে 'খোদার বাণী' মনে করি, তেমনি-ক'রে সেই রকমের ভিতর-দিয়ে 'খোদার বাণী' অনেকের কাছেই revealed হ'তে পারে—আওয়াজ, নূর ইত্যাদিও তেমনতরই।

আর অমনি-ক'রে, অমনতর চলনা ও করনার ভিতর-দিয়ে ঐ-ঐ রকম অভিব্যক্তি হয় ব'লেই ওকে পরাবিদ্যা বা বিজ্ঞান ব'লে থাকে—আবার, এটা যাঁ'রা-যাঁ'রা experience ক'রেছেন তাঁ'দের প্রত্যেকেরই ঐ-ঐ experience (অনুভূতি)গুলির দেশকালপাত্র-হিসাবে similarity অদ্ভুতভাবে বিদ্যমান আছেই আছে।

প্রশ্ন। হিন্দু ঋষি বা দ্রষ্টারা যে-সব মত প্রচার ক'রেছেন, মুসলমান পয়গম্বরেরা কই তা' তো প্রচার করেননি ? যা' সত্য, তা' তো এক-রকমেরই হওয়ার কথা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আঃ সর্ব্বনাশ ! সে কি রে ডাকাত ? বাছুর দেখেই এলে, ন্যাজ তুলে আর দেখলে না—এঁড়ে কি বক্না ! ও বাবা সব শিয়ালেরই এক ডাক†—কেউ একটু মিহি সুরে, কেউ একটু চেঁচিয়ে ! আর, সবারই এক কথা ব'লেই দুনিয়া সেগুলিকে বাস্তব যথার্থ ব'লে মেনে নিয়েছে ! সবারই বাঁচা-বাড়ার ধর্ম্ম ও ধাঁচ একই রকম ব'লে এবং যেগুলি-যেগুলি তাঁ'রা বাত্‌লে দিয়ে

---

* শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী দেখুন।

† কোর-আণে আছে—

والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم
أولئك سوف يؤتيهم أجورهم * كان الله غفورا رحيما *

"যাঁহারা ঈশ্বরকে ও তাঁহার প্রেরিতগণকে বিশ্বাস করে ও তাঁহাদের মধ্যে কাহাকে বিচ্ছিন্ন করে না—এই তাহারা—সত্বরই তাহাদিগকে পুরস্কার প্রদান করা হইবে।"

(কোর-আণ—৪ সুরা নেসা ১৫২ র, ২১)

গেছেন—দেশকালপাত্রহিসাবে তারতম্য বাদে, সবার পক্ষেই সমানই প্রয়োজনীয়—তাই দুনিয়া সেগুলিকে সত্য ব'লেই গ্রহণ ক'রেছে ! সত্য মানেই হ'চ্ছে সৎ-এর ভাব বা প্রকাশক—আর সৎ তা'-ই যা'তে-নাকি অস্তি-বৃদ্ধি আছে। আবার, যা'-দিয়ে এই অস্তি-বৃদ্ধি ফুটে ওঠে তাই হ'চ্ছে তা'র ভাব বা প্রকাশক। সেইজন্য সত্য মানেই হ'চ্ছে অস্তি-বৃদ্ধির প্রকাশক ।* তাঁ'রা যা' ব'লে গেছেন তা' অনুসরণ ক'রে জীবনকে তেমনতর-ক'রে চালালে, মানুষ জীবন ও বৃদ্ধিতে অটুট থেকে নিরন্তর একটা অমৃত-উপভোগের ভিতর-দিয়ে চলতে পারে—এই হ'চ্ছে তাঁ'দের ঐ সত্যগুলির বৈশিষ্ট্য। তাই তো তাঁ'দের পায়ে আজও দুনিয়া অমনতর সশ্রদ্ধ প্রীতিবিহ্বল নতিতে অমনতর অবনত ! তাঁ'দের দিয়ে যদি মানুষ ঐ-প্রকারে তা'দের বাঁচা ও বাড়ার পথে চ'লে কৃতার্থ হ'তে না পারত, তাহ'লে কি আর আবেগ-শ্রদ্ধার অঢেল উৎকণ্ঠায় মানুষ বিরহ-অধীর হ'য়ে অমনি-ক'রে বুক চাপড়ে বেড়ায় ! আজও প্রতি ঘরে ঘরে কোন-না-কোন রকমে আপদ-বিপদে, সুখ-সম্পদে ওদের কারু-না-কারু ভক্তি-অর্ঘ্য তাঁ'দের প্রাণ নিংড়ে চলতে পারে ? কৈ, ওদের রকমে মানুষের হাত ধ'রে বুকে টেনে নিয়ে, মানুষের বিপদ-আপদ আপন মাথায় ব'য়ে ঐ-সব দীক্ষায় দীক্ষিত করেনি যা'রা—মানুষের স্মৃতি তা'দের

"কোরাণ বিশুদ্ধ অবিকৃত বেদমন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। এসলামের মূলে ঈশ্বরের একত্ব-বাদ এবং তৎসঙ্গে মানবের একত্ব-বাদ, হিন্দুধর্ম্মের মূলেও এই একত্ব-বাদ।"

—এসলাম ও বিশ্বনবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৯

"আরও প্রমাণ করিয়াছি যে, হিন্দু ও মুসলমানের জাতি ও জন্মভূমি এক, সভ্যতা ও স্বার্থ এক, আচার, ব্যবহার ও সামাজিক নিয়ম এক, পীর এক, সাধন প্রণালী এক, ধর্ম্মশাস্ত্র এক ও সকল ধর্ম্মই আসলে এক।"

"হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয়," পৃঃ ৩৮
—শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র লাহিড়ী।

"সকল ধর্ম্মই আসলে এক।" —মৌলানা রুমী।

* 'সত্য' কথাটি হইয়াছে অস্-ধাতু শতৃ-প্রত্যয়াদি করিয়া। অস্-ধাতু মানে থাকা, গমন করা, দীপ্তি পাওয়া—তাই যাহা আমাদের অস্তিবৃদ্ধির অনুকূল, তাহাই সত্য। তাই, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—
"সত্যং লোকহিতং প্রোক্তম্।"

তো এমন ক'রে বয় না ? তাহ'লেই দেখুন, চলন-বলন করণ-কারণের ভিতর-দিয়ে যা'দের একই রকম অভিব্যক্তি, সত্য-উপলব্ধির বোধও তা'দের রকমে একই—তবে এই হ'তে পারে, ধাতু, প্রকৃতি ও প্রয়োজন-হিসাবে কোথাও কোনটা চড়া, কোথাও কোনটা খাদে—এই যা' তারতম্য। * আর, এই যে তারতম্য হ'য়েছে তা'-ও কাল ও প্রকৃতির চাহিদা অনুযায়ীই !

প্রশ্ন। আপনি তো বলছেন, সব মহাপুরুষেরাই একই কথা ব'লে গেছেন ; কিন্তু আচার-ব্যবহার দেখলে তো মনে হয় তা'র উল্টো ! কেউ পাঁঠা খায়, কেউ খায় না ; কেউ শূয়োর খায়, কারু শূয়োর খাওয়া অধর্ম্ম ; কেউ গরু খায়, কারু গরু খাওয়া অধর্ম্ম—এমন কত কী ? এই অসামঞ্জস্যের ভিতরে আপনি মিল খুঁজে পান কী ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সবাই এক-বাক্যেই জীবন ও বৃদ্ধির অপলাপী যা'-কিছু তা' নিষেধই ক'রে গেছেন। তবে যখনই তাঁ'রা দেখলেন, মানুষের প্রবৃত্তি এত চড়া, ঐ প্রবৃত্তির টানে তাঁ'দের প্রতি মানুষের যা' টান—যে-টানের ফলে মানুষ তাঁ'দের অনুসরণ করবে—তা' খাটো বা দুর্ব্বল হ'য়ে দাঁড়ায়, প্রবৃত্তির টানই মাথা চাগাড় দিয়ে ওঠে, তখন সেই-সেই স্থানে, সেই-সেই কালে, সেই-সেই পাত্রে সেগুলিকে এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রণ ক'রে নিয়ম ক'রে দিয়েছিলেন—যা'তে ঐ-সব খাদ্য বা আচার যেমনতর তীব্রতায় মানুষের জীবন ও বৃদ্ধির অপলাপ ঘটাত, তা' অনেকটা কম্‌তির সহিত ঘটাতে পারে। তা'র সাথে এমনতর ব্যবস্থাও ক'রে গিয়েছিলেন—যে-ব্যবস্থা মেনে অনুসরণ ক'রে চললে হয়ত সত্বরই তা'রা

---

* তাই যীশু আসিলেন প্রেমের মন্ত্রে সঞ্জীবিত করিতে ; হজরত রসুল আনিলেন বর্ব্বর আরবদের জন্য—কঠোর বিশ্বাস ও একেশ্বর-বাদ এবং নিত্যানুষ্ঠানসমূহ ; শ্রীরামচন্দ্র আনিলেন আদর্শ তনয়ত্ব, আদর্শ ভ্রাতৃত্ব ও সত্যপালন ; শ্রীকৃষ্ণ আনিলেন বৃন্দাবনের প্রেম-মাখান কুরুক্ষেত্রের ধর্ম্মযুদ্ধ,—সৃষ্টি করিলেন মহাভারত ; বুদ্ধদেব এই বেদাচার-ভ্রষ্ট কলুষিত আর্য্য-সমাজের জীবহত্যা নিবারণের জন্য আনিলেন অহিংসার মুক্তিমন্ত্র ; মহাত্মা কবীর আনিলেন—হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব-মুখরিত ভারতের জনসমাজে অপূর্ব্ব অভিনব মিলন-সাধনা।

এমনতর অবস্থায় উন্নীত হ'তে পারত—যা'র ফলে ঐ-রকম খাদ্য বা চলনের প্রয়োজনই অপ্রীতিকর হ'য়ে দাঁড়াতো !*

মরণের জোর জেয়াদা না হ'তে পারে তা'র জন্যে তাঁ'রা যে কতই চেষ্টার ভিতর-দিয়ে কত-রকম নিয়ন্ত্রণ ক'রে কত ব্যবস্থারই অবতারণা ক'রেছিলেন—কেবলমাত্র বেদনা-বিধ্বস্ত এই মানুষেরই মুখ চেয়ে তার ইয়ত্তা নেই। প্রবৃত্তির ফোঁস্‌লানি এতই বেশী মানুষের অন্তঃকরণে যে, মানুষ তাঁ'দের উদ্দেশ্যগুলিকে জলাঞ্জলি দিয়ে, নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ল্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে, তাঁ'দের বৃত্তির চাহিদার সুবিধা-মাফিক রকমে, কায়দা ক'রে, যে-কথাটুকু বৃত্তিরই অনুপূরক—ঠোকর মেরে সেইটুকু তুলে নিয়ে, তাঁ'দেরই দোহাই দিয়ে তাঁ'রা যা' নিষেধ ক'রেছিলেন তাই-ই চালাতে লাগলো।

শয়তানী বৃত্তিগুলিকে জয়যুক্ত ক'রে দিয়ে অবশ অন্তঃকরণে তাঁ'দেরই নামে ছুটলো মরণের পথে—প্রাণের খোরাক না দিয়ে, শুধু ফুল-তুলসী কাণে গুঁজে বৃত্তি-পরায়ণতার বেয়াদব চলনে চ'ল্লেই যদি যমকে ফাঁকি দেওয়া যেত, তাহ'লে তো কথাই ছিল না !

শুনেছি হজরত রসুল নাকি আজীবন নিরামিষাশী ছিলেন, শুধু জল আর খেজুরই ছিল তাঁ'র জীবন-ধারণের প্রধান উপকরণ।* প্রেম তাঁ'র হৃদয় উপ্‌চে

---

* "বাসোপযোগী গৃহ, গুপ্তস্থান রক্ষা করিবার উপযুক্ত বস্ত্র, এবং শুষ্ক-রুটি ও পানীয় ব্যতীত মানব-সন্তানের অন্য কোন জিনিসের উপর অধিকার নাই।"

—হাদিস তিরমিজি।

"মো আবিয়া-বিন-কোর্রা তাঁহার পিতার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে হজরত রসুল দুইটি শস্য অর্থাৎ পেঁয়াজ ও রসুন খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—'যে-কেহ উহা ভক্ষণ করিবে, তাহারা যেন আমাদের মসজেদের সমীপবর্ত্তী হয় না'।"

—মেশকাত শরীফ।

"পানাহারে এরূপ সংযম রক্ষা করিও যাহাতে স্বচ্ছন্দে জ্ঞানোপার্জ্জন ও উপাসনা সম্পন্ন করিতে পারা যায়।"

—এছলামী হিতোপদেশ।

* খান বাহাদুর মৌলবী তসলীমুদ্দীন আহ্‌মদ্‌ বি-এল্‌ তাঁহার কোরাণের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

তাঁ'কে এমনতর সহানুভূতিসম্পন্ন ক'রে তুলেছিল যা'তে তিনি এমনতর সাবধান চলনে চলতেন—একটা পিঁপড়েও বিধ্বস্ত হ'য়ে, খোদার দেওয়া আশীর্ব্বাদ—জীবন ও বৃদ্ধি—হ'তে বঞ্চিত না হয় ;* তা'-ছাড়া শুনেছি, হজরত-ভক্ত খলিফারাও নাকি সাধারণতঃ রুটি, খেজুর ও জল দিয়েই তাঁ'দের জীবন-প্রকরণকে চালু ক'রে রেখেছিলেন ;† আবার, তা'-ছাড়া

"মাতা আয়শা বলিতেছেন, 'আমাদের সমস্ত পরিবারবর্গের উপর দিয়া সমস্ত মাস চলিয়া যাইত, ইহার মধ্যে একদিনও আমাদের চুলায় আগুন জ্বলিত না, আমরা কেবল খর্জ্জুর ও জল খাইয়া দিনপাত করিতাম। আমরা একদিনও উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে পাই নাই। এইরূপে জীবনাতিবাহিত করিতে করিতে হজরত পয়গম্বর পরলোকে নীত হইলেন'।"

"একদা কোরেশের লোকেরা তাহাদের একটা স্থানে ছাগ বলি দিয়া তাহার মাংস রন্ধনপূর্ব্বক হজরতকে এবং জায়দকে খাইতে দেয় ; বোধ হয় পরীক্ষা করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। হজরত উহা খাইতে অস্বীকার করিলেন।"

—মোস্তাফা-চরিত।

"একটু পানি এবং কয়েকটি খর্জ্জুরে তাঁহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইত। হজরত মোহাম্মদ একাধারে ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, মহাকর্ম্মী এবং সন্ন্যাসী ছিলেন।"

"ইসলামের ইতিহাস," পৃঃ ১৯—কাজী আক্‌রাম হোসেন, এম-এ

"যিনি পরপর দুই সন্ধ্যা যবের রুটিও পেট পুরিয়া খাইতে পান নাই—তিনি চলিয়া গিয়াছেন।" (মাদারেজ ২-৫১২)

—মোস্তাফা-চরিত, পৃঃ ৭৭৩

* হজরতের প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের একটি নিদর্শন দিতেছি—হজরত আবু হুরেরা বলিয়াছেন, "লোকেরা তাঁহাকে বলিল, 'প্রভো, অভিসম্পাত করুন।' তিনি বলিলেন, 'আমি অভিসম্পাত করিবার জন্য প্রেরিত হই নাই; আমি দয়া-প্রকাশের জন্য প্রেরিত হইয়াছি'।"

"উপরন্তু তাঁহার বিবিধগুণে সকলেই মোহিত ছিলেন। মক্কাবাসীরা তাঁহাকে 'আল্ আমীন' অর্থাৎ বিশ্বাসী আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। কারণ, বিশ বৎসর বয়সের মধ্যে কেহ তাঁহাকে কোনদিন মিথ্যা কথা বলিতে, কাহারও কোন অনিষ্ট করিতে বা কাহারও কুৎসা করিতে শুনে নাই।

"শত্রুর প্রতিও তিনি পরম দয়ালু ছিলেন, তিনি কতবার যে বিনা প্রয়োজনে দুষ্‌মনকে ক্ষমা করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই।"

"ইসলামের ইতিহাস"
—কাজী আক্‌রাম হোসেন, এম-এ

† "আহার-বিহারে হজরত ওমর নিতান্ত দরিদ্রের মত ছিলেন ; শতগ্রন্থিযুক্ত বসন তাঁহার পরিধেয়, বৃক্ষতল তাঁহার শয়ন-মন্দির এবং সামান্য রুটি ও খর্জ্জুর তাঁহার আহার্য্য ছিল ; রুটির সঙ্গে লবণটুকুও সময়ে সময়ে গ্রহণ করিতেন না।"

"ইসলামের ইতিহাস," পৃঃ ৩৮—কাজী আক্‌রাম হোসেন, এম-এ

সাধু-কামেলপীরদের কথাও তো অমনতরই ভূরি-ভূরি শুনতে পাই। তাহ'লেই দেখুন, গলদ কোথায় ? আচার-টাচারের বেলায়ও অমনতরই একটু লেহাজ ক'রে দেখলেই ইয়াদ পাকা হ'তে পারে !

প্রশ্ন। হজরত রসুল তো ব'লে গেছেন,—কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত—এই পাঁচটি হ'চ্ছে ধর্ম্মের স্তম্ভ ; আর আপনি কী বলেন বাঁচা ও বৃদ্ধি-পাওয়াই ধর্ম্ম—এ দু'য়ের ভিতর তো কোনই সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না ? আবার, কাফেরদের বাঁচতে ও বাড়তে দেওয়া তো অধর্ম্মই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তিনি তো ঠিকই ব'লে গেছেন ! ঐ যা' আমি আগেই ব'লেছি আপনাদের—কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাতের কথা ; আপনিই বলছেন, হজরত রসুলও নাকি ব'লে গেছেন, ওগুলি নাকি ধর্ম্মের স্তম্ভ।* আমি আপনাদিগকে ব'লেছি তা'-ই ধর্ম্ম—যা'-নাকি জীবন ও বৃদ্ধিকে ধ'রে রেখে অটুট চলনে চালায়।[১] তাহ'লেই ঐগুলি হ'চ্ছে অর্থাৎ ঐ আচরণগুলি হ'চ্ছে জীবন ও বৃদ্ধির পক্ষে প্রধান আচরণ—আর প্রধান আচরণ ব'লেই হজরত রসুল ওগুলিকে ধর্ম্মের স্তম্ভ ব'লে গেছেন। আপনি ওগুলির তাৎপর্য্য বিনিয়ে-বিনিয়ে দেখুন

---

* "খাত্তাব-তনয় ওমর বলিয়াছেন—একদিন আমরা যখন হজরত রসুলের নিকট ছিলাম তখন হঠাৎ একজন মানব আগমন করিয়াছিল।··· পরিশেষে সে নবীবরের নিকট উপবেশন করিল··· সে বলিল, 'হে মোহাম্মদ ! আমাকে এসলাম সম্বন্ধে অবগত কর।' তিনি বলিলেন, এসলাম এই যে তুমি সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছ যে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই, মোহাম্মদ আল্লার রসুল এবং তুমি নামাজ প্রতিষ্ঠিত রাখ, জাকাত দান কর, রমজান মাসে রোজা পালন কর এবং কাবা শরিফে হজ সম্পাদন কর—যদি তোমার তথায় যাইবার শক্তি থাকে।"

"মেশ্‌কাত-অল্‌-মাছাবীহ্‌," ১ম পরিচ্ছেদ, প্রথম ভাগ
—ফজলুর-রহীম চৌধুরী, এম-এ কর্ত্তৃক অনূদিত।

১ "The creed of the true saint is to make the most of life, and to make the best of it."
—E H Chapin

"ধর্ম্মে বর্দ্ধতি বর্দ্ধন্তি সর্ব্বভূতানি সর্ব্বদা।
তস্মিন্ হ্রসতি হীয়ন্তে তস্মাদ্ধর্ম্মং ন লোপয়েৎ।।"
—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৯০/১৬

দেখি—আমাদের জীবন ও বৃদ্ধির চলনাগুলি বিধি-মাফিক ঐ চলন-স্তম্ভগুলি থেকেই আপনা-আপনি আসে কি-না ?

আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আবার বলছি—বেশ ক'রে খতিয়ে দেখুন, ওগুলি থেকে আমাদের জীবন ও বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় যা'-কিছু—যা' না-হ'লে আমাদের এই বাঁচা-বাড়া অপঘাতে অধীর হ'য়ে ওঠে—তা' সবগুলি ওতে আছে কি-না—ওতে সবগুলিই পাবেন !

তাই, হজরত রসুল প্রেমের সহিত আকুল আলিঙ্গনে, কঠোর বাণীতে ব'লে গেছেন—তোমরা তাৎপর্য্য-বোধে বিধি-মাফিক করা ও বলার ভিতর-দিয়ে বাস্তব উন্মেষে কলেমা, রোজা, নামাজ, হজ, জাকাত ক'রো-ই*—আর, যা-ই কর, তা-ই কর, আমাকে যদি ভালই বেসে থাক, ওগুলিকে কিছুতেই ভুলো না। তোমাদের

"What I mean by a religious person is one who conceives himself to be the instrument of some purpose in the universe which is a high purpose and is the motive power of evolution—that is, of a continual ascent in organisation and power and life and extension of life." —George Bernard Shaw.

ধৃ-ধাতু+মন্ প্রত্যয় ক'রে ধর্ম্ম কথাটি হ'য়েছে। ধৃ-ধাতু মানে ধ'রে রাখা। তাই, জীবন ও বৃদ্ধিকে যা' ধ'রে রাখে তাহাকেই আর্য্যগণ ধর্ম্ম কহেন।

* "ওমর-সূত আবদুল্লা বলিয়াছেন যে, হজরত রসুল বলিয়াছিলেন এসলাম পাঁচটি বিষয়ের উপর বিনির্ম্মিত। (১) এই সাক্ষ্য যে আল্লা ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ তাঁহার সেবক এবং রসুল ; (২) নামাজ প্রতিষ্ঠিত রাখা ; (৩) জাকাত-প্রদান ; (৪) হজ-সম্পাদন ; (৫) রমজানের রোজা-পালন।"

(বোখারী ও মুসলীম, মেশকাত-শরীফ)

وما أُمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين * حنفاء
ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكوة ذلك دين القيمة ... ...
ان الذين امنوا وعملوا الصلحت أُولئك هم خير البرية *

"তাহাদিগকে কেবল ইহা ব্যতীত আদেশ দেওয়া হইয়াছিল না যে তাহারা ধর্ম্মবিষয়ে চরম কৈবল্য-সহকারে একনিষ্ঠ হইয়া আল্লার পূজা করুক এবং নামাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখুক ও জাকাৎ

প্রাত্যহিক জীবন-চলনায় ওগুলির আচরণ করতে কিছুতেই কুণ্ঠিত হ'য়ো না—ক'রেই চ'লো—দে'খো খেলাপ না হয় !

আর, কাফেরদের যা' কাফের ক'রে তুলেছে, তা'কে বাঁচতে দেওয়া, বাড়তে দেওয়া তো অধর্ম্মই ! আমরা যদি বাঁচতে চাই, বৃদ্ধি পেতেই চাই, তাহ'লে আমাদের পারিপার্শ্বিকের ভিতরে কেউ যদি বাঁচা-বাড়ায় অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে থাকে, আমাদের বাঁচা-বাড়াও যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ! অবসাদগ্রস্ত পারিপার্শ্বিক যে, সেও তো আমাদের এই বাঁচা-বাড়া-সংবৃদ্ধির একটা দুরপনেয় অঙ্গ ! তা'র বিকৃতি আমাদিগকে অতটুকু বিকৃত যে করবেই—সেও যে তা'র-মাফিক সাড়া দিয়ে আমাদের চেতনাকে চেতিয়ে রেখেছে—সেও যে তা'র বাঁচা-বাড়ার আকৃতি থেকেই পোষণ, রক্ষণ ও বর্দ্ধনের খোরাক জুটিয়ে, খোরাক পেতে আমাদিগকে সমৃদ্ধ ক'চ্ছে—আর তা' তা'র পারা যতখানি মুখর হ'য়ে উঠেছে ততটুকু !

তাই, চাই—তা'র সুস্থ হওয়া, স্বস্থ হওয়া, আর ঐ কাফেরী বুদ্ধির একদম নিপাত ! তা'র অস্তি ও বৃদ্ধির নিপাত কিন্তু আমাদের অস্তি ও বৃদ্ধিকে সেই ফলনে নিপাত করবেই—তাই তা'র নিপাত আমাদের জীবনের পক্ষে অতখানিই ক্ষতিজনক ! তাই চাই,—তা'র ঐ বিষাক্ত কাফেরী বুদ্ধির নিপাত, দলন—আর

প্রদান করুক—আর ইহাই হইতেছে সত্যধর্ম্ম। ...নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎকর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়াছে—তাহারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।"

(কোর-আণ—আমপারা, সুরা বাইয়েনাঃ ৫-৭)

"কিন্তু বস্তুতঃ মুছার ব্যবস্থা ও ঈছার শিক্ষার মূলনীতিগুলির মধ্যে কোনই প্রভেদ ছিল না। এইরূপে এখন যাহারা মোহাম্মদ-এর উপদেশ শুনিয়া চমকিয়া শিহরিয়া বলিতেছে যে এই ব্যক্তি আমাদের পুরুষ-পরম্পরাগত ধর্ম্মের ধ্বংস-সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহারাও মহাভ্রান্ত। কোন মহাপুরুষই নিজের পূর্ব্ববর্ত্তী নবীর ধর্ম্মকে ধ্বংস করার জন্য আগমন করেন না। বরং তাহার মূলনীতি ও প্রকৃত উদ্দেশ্যগুলিকে দৃঢ় ও সফল করিবার জন্য যুগধর্ম্ম অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার কাজ। ফলতঃ সকল দেশের সকল যুগের সমস্ত মহাপুরুষের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সারশিক্ষা ও মূলনীতি যে এক ও অভিন্ন—উক্ত সুরায় অতি সংক্ষেপে এবং অত্যন্ত স্পষ্টরূপে সেই শিক্ষার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে।"

—মৌলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ।

তা'র অস্তিবৃদ্ধির অটুট অঢেল মহাজাগরণ।* আমাদের সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যকে চারিয়ে ঐ কাফেরী-বুদ্ধিদের আকৃতি-ভরা বাঁচা-বাড়ার স্বার্থকেন্দ্র হ'য়ে, তা'দের সত্তার আদিম টানের পুষ্টিপ্রদ জীবনীয় হ'য়ে, কুফ্‌রী-বুদ্ধির নিরসন ক'রে, আমাদের বাঁচা-বাড়ার স্বার্থ—তা'কে তা'র জীবন ও বৃদ্ধিতে জ্যোতিষ্মান্ ক'রে তোলা—এই হ'চ্ছে আমাদের জীবনের বাস্তব জেহাদ।† কাফের মানেই হ'চ্ছে—সেই প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তি-অনুযায়ী চাল-চলন দিয়ে আবৃত ক'রে রাখা—যা'-নাকি ইষ্টনিষ্ঠা ও ইষ্টনিষ্ঠানুপাতিক চাল-চলনকে অগ্রাহ্য ক'রে

---

* ৬০ পৃষ্ঠার পাদটীকা দেখুন।

"শত্রুর প্রতিও হজরত পরম দয়ালু ছিলেন। তিনি কতবার যে বিনা প্রয়োজনে দুষমনকে ক্ষমা করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই।"
—ইসলামের ইতিহাস।

"In these difficult times, Muhammad realises that he needs the services of every man, but like his God, he has a tender heart."
—The Prophet of the Desert.

† "The word 'Jihad' occurs in Meccan revelation frequently, and carries its proper significance of striving hard in Allah's way. The suffering of persecutions and tortures at the hands of their enemies for the sake of their faith was no less a jihad of the Muslims at Mecca than their fighting in defence of Islam at Medina."
—Moulvi Mahammad Ali, M. A., L. L. B.
Footnote to "Holy Quran" No. 1902, p. 775.

ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه * ان الله لغنى عن العالمين * والذين امنوا وعملوا الصلحت لنكفرن عنهم سياتهم ولنجزينهم احسن الذى كانوا يعملون *

"যে ব্যক্তি জেহাদ করে, সে আপন আত্মার জন্য জেহাদ করিয়া থাকে—ইহা বৈ নহে। নিশ্চয় ঈশ্বর স্বতঃপূর্ণ (Self-sufficient), জগৎবাসিগণের সেবা সম্বন্ধে নিষ্কাম। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও শুভকর্ম্ম করিয়াছে, একান্তই আমি তাহাদিগ হইতে তাহাদের অপরাধ সকল দূর করিব এবং তাহারা যাহা করিতেছিল একান্তই আমি তাহার অত্যুত্তম পুরস্কার তাহাদিগকে দান করিব।"
(কোর-আণ—২৯ সুরা অনকুবত ৬, ৭ র, ১)

মরণ-সঞ্চারণে অবাধ হয়। তাই শুনেছি, ও-শব্দটাও নাকি 'কুফ্‌র'-ধাতু হ'তে এসেছে—আর 'কুফ্‌র' মানে নাকি আচ্ছন্ন বা আবৃত থাকা।*

প্রশ্ন। তফসীর হোসেনীতে আছে, প্রেরিতগণের বিদ্রোহী হ'য়ে শুধু ঈশ্বরে বিশ্বাসী হ'লে বিশ্বাসের পূর্ণতা হয় না†—তা'র মানে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাঁ'রাই প্রেরিত যাঁ'রা ঈশ্বরপ্রাণ অর্থাৎ যাঁ'রা তা'দের যা'-কিছু সব বৃত্তিগুলি ঈশ্বর-মুখর ক'রে আপ্রাণ তৎপ্রতিষ্ঠ-উপভোগের ভিতর-দিয়ে জীবন-চলনাকে অমৃত-উৎসরণে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলেছেন। তাই, প্রেরিতগণের

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغى *

"ধর্ম্মের জন্য বলপ্রয়োগ নাই—নিশ্চয় পথভ্রান্তির পর পথ প্রকাশ পাইয়াছে।"
(কোর-আণ—২ সুরা বকর ২৫৬ র, ৩৪)

"যে ব্যক্তি তাহার প্রতিবেশীকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে, আল্লাহ তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন এবং যে তাহাকে কষ্ট দিবে আল্লাহ তাহাকে কষ্ট দিবেন।"

—আঃ দায়ুদ

"Hate the sin and not the sinner." —Bible.

"The true reformer will not only hate evil, but will earnestly endeavour to fill its place with good." —C. Simmons.

* " কাফের শব্দ 'কুফ্‌র' ধাতু হইতে সম্পন্ন, যে কুফর সে-ই কাফের। ইহার ধাতুগত অর্থ—আবৃত করা, ঢাকা দেওয়া।" (আমপারা—২৬ পৃঃ)
মৌলানা মোহাম্মদ আক্‌রাম খাঁ অনূদিত।

† "ইহুদিগণ বলে যে আমরা প্রেরিত-পুরুষ মুসা ও আজিজকে বিশ্বাস করি, কিন্তু ঈশা ও মোহাম্মদের বিরোধী। ইহারা চায় যে বিশ্বাস ও বিদ্রোহিতার কোন মধ্যপথ অবলম্বন করে। কিন্তু প্রেরিতগণের বিদ্রোহী হইয়া শুদ্ধ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী হইলে বিশ্বাসের পূর্ণতাই হয় না।"
—তফসীর হোসেনী।

ভিতর ঈশ্বরের সাড়া বা চেতনা এমনতর মুখর হ'য়ে মানুষের চক্ষুর সম্মুখে ব্যক্ত হ'য়ে আচার-ব্যবহার, কাজকর্ম্ম, কথাবার্ত্তার ভিতর-দিয়ে ফুটে ওঠে—যা'-থেকে মানুষ ঈশ্বরসম্বন্ধীয় মুখ্য উদ্বুদ্ধ চেতনা পেতে পারে*—যেমন দয়া, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, দাক্ষিণ্য, বদান্যতা ইত্যাদি মানুষের ভিতর যখন উপ্‌চে' ওঠে, তা'র চাউনী, চেহারা, অঙ্গভঙ্গী, মাংসপেশীগুলিকে সেই অনুপাতিক উত্তেজনা দিয়ে যেমনতর ক'রে তোলে, তাঁকে দেখে আমরা বাস্তবভাবে মুখ্যতঃ তা' অনুভব করতে পারি। আবার, তেমনতর অনুভব করলে তেমনি-ক'রে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাংসপেশীগুলিকে উত্তেজিত করে এবং তদনুপাতিক বোধ ও সংবেদনাগুলিকেও আমাদের ভিতর চেতিয়ে তোলে—আমরা তেমনতর হ'য়ে তখন তা'-ই অনুভব করি।

তাই, প্রেরিত-পুরুষদের প্রতি যা'রা বিদ্রোহভাব পোষণ করে ও বিদ্রোহাচরণ করে, তা'রা ঐ ঈশ্বরানুপ্রাণতার অমৃত-সংবেদনগুলি হ'তে বঞ্চিত তো হয়ই—তা'-ছাড়া তা'দের সংস্পর্শে যা'রা থাকে তা'দেরও নিজেদেরই কুসংস্কারাচ্ছন্ন যাবনিক বা ম্লেচ্ছ ভাবগুলি ছিটিয়ে বিষাক্ত ক'রে সর্ব্বনাশ ক'রে

---

* "দয়াময় আল্লাহ বলিতেছেন—আমার যে বান্দা নোয়াফিল দ্বারা আমার সামীপ্য লাভ করে সে অমর হয় এবং তাহাকে আমি দোস্ত করি এবং আমার দোস্ত হওয়ার পর আমি তাহার কান হই যাহা দ্বারা সে শোনে, আমি তাহার চক্ষু হই যাহা দ্বারা সে দেখে, আমি তাহার হাত হই যাহা দ্বারা সে ধরে, আমি তাহার জিহ্বা হই যাহা দ্বারা সে বলে, আমি তাহার পা হই যাহা দ্বারা সে চলে।"

(হাদিস কুদ্‌ছি)

"No man hath seen God at any time. The only begotten son, which is in the bosom of the Father,—he hath declared Him." —St. John's Gospel.

তোলে !* যবন বা ম্লেচ্ছ মানেই হ'চ্ছে† তা'রাই—কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অবিধি-যৌনাচারী, ঈশ্বর ও প্রেরিতদিগের বিরুদ্ধ-ভাবধারী, মানুষের জীবন ও বৃদ্ধির অপঘাত-ব্যঞ্জক, কুসংস্কৃত-বাক্য-ব্যবহারকারী যা'রা। তাই, যা'রা

---

* পূর্ব্বেই একবার উল্লেখ করিয়াছি—

ان الذين يكفرون بالله و رسله و يريدون أن يفرقوا بين
الله و رسله و يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض و يريدون
أن يتخذوا بين ذلك سبيلا * اولئك هم الكفرون حقا *
وا عتدنا للكفرين عذابا مهينا *

"নিশ্চয় যাহারা পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতগণের সঙ্গে বিদ্রোহিতাচরণ করে এবং ইচ্ছা করে যে ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিতগণের মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন করে এবং বলে যে আমরা কাহাকেও বিশ্বাস করিতেছি এবং কাহারও প্রতি বিদ্রোহী হইতেছি এবং ইচ্ছা করে যে ইহার মধ্যে যে কোনও পথ অবলম্বন করে—এই তাহারা, তাহারাই প্রকৃত কাফের। আমি কাফেরদিগের জন্য গ্লানিজনক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি।" (কোর-আণ—৪ সুরা নেসা ১৫০-১৫১ র, ২১)

প্রেরিতগণের কাহাকেও বিশ্বাস করি বলিতেছি, কিন্তু বর্ত্তমান প্রেরিত মহাপুরুষকে উপেক্ষা করিতেছি, ইহুদীগণের মত তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি—ইহাই কাফেরত্বের নিদর্শন—আর ইহাই আল্লার কালাম।

কেন-না মৌলানা মোহাম্মদ আক্রাম খাঁও বলিতেছেন, পূর্ব্বেই বলিয়াছি—

"কোন মহাপুরুষই নিজের পূর্ব্ববর্ত্তী নবীর ধর্ম্মকে ধ্বংস করার জন্য আগমন করেন না—বরং তাহার মূলনীতি ও প্রকৃত উদ্দেশ্যগুলিকে দৃঢ় ও সফল করিবার জন্য যুগধর্ম্ম অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার কাজ।" (আমপারা, ৬৫ পৃঃ)

পাতঞ্জলেও আছে—"স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।"

† "যবন=যু-ধাতু (মিশ্রণে)+কর্ত্তরি অন্। যু-ধাতুর সহিত 'Jew' কথাটির সাদৃশ্য রহিয়াছে। যা'রা চাতুর্ব্বর্ণ্য-ব্যবস্থা-রহিত হইয়া নির্ব্বিচারে সকলে মিলিয়া আহারাদি করে অর্থাৎ যা'রা ম্লেচ্ছাচার-নিরত—এই অর্থে যবন শব্দ ব্যবহৃত হয়।

"বিষ্ণুপুরাণে আছে—সগর রাজা কতগুলি প্রজাকে বিশেষ অপরাধে তাহাদের মস্তক মুণ্ডন করিয়া ভারতবর্ষ হ'তে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তা'রা পরে যবন নামে প্রসিদ্ধ হয়। বোধ হয় তাহাদের যৌন-সম্বন্ধ, আহার ইত্যাদিতে মিশ্রণ-দোষ স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়া এই নাম।"

"সরল বাঙ্গলা ভাষার অভিধান"

—জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস।

প্রেরিতদিগের বিরুদ্ধ-আচরণকারী অথচ ভগবৎ-ভক্তি বা বিশ্বাস-সম্পন্ন, তা'রা যে খাঁটি রকমের ভগবৎ-অবিশ্বাসী, বৃত্তি-খোরাকের মসলা-সরবরাহকারী তা'তে আমার তো কোন সন্দেহই নাই*—তা'-ও তো একটু খাতির ক'রেই ব'লেছেন যে, তা'রা পূর্ণবিশ্বাসী নয়—তা'দের বিশ্বাসের পূর্ণতা তো হ'তেই পারে না!

সাধারণতঃ দেখতে পাই, আমি যা'কে ভালবাসি তা'কে যে খাতির করে, পূজা করে—আমার সহজ ভালবাসা তা'র প্রতি সহজভাবেই উৎসারিত হ'য়ে থাকে। আর, এ হয় না কেবল সেই জায়গায়ই—বৃত্তির স্বার্থ ও পুষ্টির জন্য চাহিদামুখর হ'য়ে যদি কারু কাছে যাই, আর তা'কে ভালবাসার চাহিদা দেখাই। সেখানেই কেবল—অর্থাৎ আমার যেরকম চাহিদা সেই রকমে যখন আর কেউ তাঁ'র দিকে অগ্রসর হয়, তখন দুই জনের ভিতর বন্ধুত্ব ও ভালবাসা তো হয়ই না—তখন দুই বৃত্তিভূতে-পাওয়া অহং-এর ভীষণ ঠোক্করে লাঠালাঠি বেধে

ম্লেচ্ছ—ম্লেচ্ছ্-ধাতু (অসংস্কৃত কথা বলা)+কর্ত্তরি অ।
"গোমাংসখাদকো যশ্চ বিরুদ্ধং বহু ভাষতে।
সর্ব্বাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে।"

—শব্দকল্পদ্রুম।

* "পয়গম্বর ব্যতীত যাহারা কেবল খোদাতায়ালাকে মান্য করে তাহারা মুসলমান নহে।"

—শেখ আব্দর রহিম।

"He that honoureth not the Son, honoureth not the Father which hath sent him."

—St. John.

"এক নির্গুণ ব্রহ্ম বেশ বুঝিতে পারি, আর তাহারই ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ প্রকাশ দেখিতে পাইতেছি—এই সকল ব্যক্তি-বিশেষের নাম ঈশ্বর যদি হয় তো বেশ বুঝিতে পারি। তদ্ভিন্ন কাল্পনিক জগৎকর্ত্তা ইত্যাদি হাস্যকর প্রবন্ধে বুদ্ধি যায় না।"

(পত্রাবলী, ৩য় ভাগ)—স্বামী বিবেকানন্দ

এই নির্গুণ ব্রহ্মই আল্লা, আর রসুলই আর্য্য পরিভাষায় ঈশ্বর। কারণ, ঈশ্বর কথাটির অর্থই—যিনি ইন্দ্রিয়-সমূহের উপর আধিপত্য করেন। পাতঞ্জলেও আছে—"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ।" অর্থাৎ ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় অর্থাৎ বাসনাদি দ্বারা অপরামৃষ্ট যে বিশিষ্ট পুরুষ, তিনিই ঈশ্বর। হজরত মহম্মদ ছিলেন এই ঈশ্বর। "স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।" কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহেন বলিয়া তিনি পূর্ব্ববর্ত্তীদেরও গুরু।

যায়—যেমন টাকা-পয়সা আর কামলোলুপ মেয়েমানুষ-পরায়ণতায় হরদমই দেখতে পাওয়া যায়!

প্রশ্ন। কোরাণে পূর্ব্ববতন প্রেরিতদের স্বীকার করার কথা তো আছেই, বাইবেল-গ্রন্থেও যীশুখৃষ্টের কথা বিশেষভাবেই আছে—তবে মুসলমানে-খৃষ্টানে এমনতর বিরোধ দেখা দিল কেমন-ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যেমন-ক'রে আর্য্যরা অর্থাৎ আর্য্য হিন্দুরা ভগবান্ বুদ্ধদেবকে স্বীকার ক'রেছেন অথচ বৌদ্ধ ও আর্য্য হিন্দুদের ভিতর চিরন্তন গোলমাল এখনও চ'লে আসছে।* সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায়,—যা'রা converted বৌদ্ধ, খৃষ্টান বা মুসলমান তা'দের ভিতর বেশীর ভাগই—বুদ্ধ কিংবা তাঁ'তে-আপ্রাণ-ক'রে-তুলেছে এমনতর তাঁ'র ভক্ত, আচার্য্য বা ঋত্বিক, ভগবান্ যীশু ও তাঁতে আপ্রাণ-ক'রে-তুলেছে এমনতর তাঁ'র ভক্ত ও প্রেরিত, ভগবান্ হজরত ও তা'তে-আপ্রাণ-ক'রে-তুলেছে এমনতর ভক্ত ও প্রেরিতদিগের প্রতি—ভালবাসার টানে আপ্রাণ হ'য়ে তাঁ'দিগকে মাথায় ও বুকে তুলে কম লোকই নিয়েছে।† যা'রা নেয়নি, যা'দের convert করতে হ'য়েছে, convert ক'রে ইসলামকে দেওয়া হ'য়েছে বা তথাগতকে দেওয়া হ'য়েছে—তা'রা তা'দের

---

* শ্রীবুদ্ধদেবকে আর্য্য হিন্দুগণ যেমন সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তদ্রূপই খৃষ্টানগণ তদানীন্তন পয়গম্বর হজরত রসুলকে বর্তমান-প্রেরিত বলিয়া সাধারণতঃ গ্রহণ করেন নাই। ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের এই উক্তির তাৎপর্য্য। Pharisees এবং Scribes-গণও মুসাকে মানিত কিন্তু তদানীন্তন প্রেরিত হজরত যীশুকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

† সাধারণতঃ যাঁ'রা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন—পিতৃপুরুষের সহজাত সংস্কার-সমূহের বিকৃতির পুনঃসংস্কার সাধন না করিয়া পিতৃপুরুষের অবলম্বিত মহাপুরুষগণকে উপেক্ষা ও অস্বীকার করিয়াই তাঁ'রা অন্য-মতাবলম্বী হন। নূতন মতের প্রতি আন্তরিক টান অপেক্ষা তাঁহাদের এই উপেক্ষা ও অস্বীকার-বুদ্ধিই বলবত্তর হইয়া ওঠে। প্রত্যেক ধর্ম্মেরই আচারসমূহ মানবের বৃত্তিমুখীনতা-হেতু যে বিকৃত হইয়া ওঠেই তাঁহারা তাহা ভুলিয়া যান, ভিন্ন বিগত মহাপুরুষকে অবলম্বন করিলেই সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে বলিয়া তাঁহারা ভুল করেন এবং ভুল করিয়া নূতন আবেষ্টনের মধ্যে পড়িয়া সাধারণতঃ ভয়াবহ জীবনযাপন করিয়া থাকেন। এই মতান্তর-গ্রহণ ভক্ত ও প্রেরিতদিগের ভালবাসার টানে ততটা নহে, যতটা বর্ত্তমান অবস্থা ও আবেষ্টনে অধৈর্য্য ও অসহিষ্ণুতায় একটা তীব্র অন্যায় বোধের অন্ধটানে। ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তির তাৎপর্য্য।

বৃত্তির চলনা ও তা'রই খোরাক ও পুষ্টির জন্য convert হ'য়েছে।† আর, convert হ'লেই তা'রা সব-সময় খুঁজে' বেড়ায়—তা'দের বৃত্তির খোরাকের support ভগবান্ হজরত, যীশু বা তথাগতের বাণীর ভিতর-দিয়ে না মিললেই, ঐ-বৃত্তিগুলির খাতিরেই তাঁ'দের বাণীর অর্থকে twist ক'রে চাহিদানুপাতিক ক'রে নিতে —আর করেও তা'-ই।*

ওঁদের বাণীগুলিকে নিজের ভিতরে চেতিয়ে তুলে সার্থক ক'রে তুলবার ধার-ধার তা'রা ধারে না—তা'রা যা' চায় তা'-ই চায়—আর করেও তেমনই, চলেও তদনুপাতিক। তখনই, হজরত যেমন যীশু ও তৎপূর্ব্বতনদের প্রতি নতি দেখিয়েছেন,[১] বুদ্ধদেব যেমন পূর্ব্ব-পূর্ব্ব ঋষিদের প্রতি নতি দেখিয়েছেন, তাঁদের

---

† ঐরূপ আন্তরিক টান হইতে যাঁহারা কোন ভক্ত বা প্রেরিতকে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের পূর্ব্বতনদিগের প্রতি একটা শ্রদ্ধার আকর্ষণ থাকিবেই। আর তা' যাঁ'রা করেননি, তাঁ'রা কোন প্রবৃত্তির খোরাক ও পুষ্টির জন্যই সাধারণতঃ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তির তাৎপর্য্য।

* আর ভক্ত বা প্রেরিতগণের প্রতি সহজ-টানহীন প্রবৃত্তিমুখীনতা-হেতু এই convert-গণ তা'দের প্রবৃত্তির support পাবার জন্য তদনুপাতিকই ভগবদ্বাণীর বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া থাকে—তা' না-হ'লে তাঁদের প্রবৃত্তির খোরাক জোটাবে তা'রা কেমন ক'রে ? ইহাই তাৎপর্য্য। এমনই করিয়া ভগবদ্বাণী প্রবৃত্তিখোরদের ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে অশ্রদ্ধায় বিকৃত হ'য়ে ওঠে। তাই, যুগে যুগে প্রেরিত ও 'ওহি' বা revelation-এর প্রয়োজন হয়—তাঁহাদের পূত জীবন্ত সংস্পর্শ ও চারিত্র্য ছাড়া শুধু কেতাবে বৃত্তিখোর, কাফের ও কপটদের রাজত্বই বিস্তার লাভ করতে থাকে—প্রবৃত্তিগুলিকে মানুষ কিছুতেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া সুপথে পরিচালিত করিতে পারে না, জানে না।

১ "Naught is said to you but what was said indeed to the apostles before you."

—Qur-an, 41-43

"Study the past if you would divine the future."

—Confucius.

"According to the Qur-an, the religion of Islam is as wide in its conception as humanity itself. It did not originate from the preaching of the Holy Prophet Muhammad, but it was equally the religion of the prophets who went before him... it was in fact the religion of every prophet of God who appeared in any part of the world."

—Maulvi Mahammad Ali, M. A., L. L. B.

বাণীগুলিকে আরোতর দীপ্তির সহিত পুষ্টি দিয়ে মানুষের কাছে হাজির করেছিলেন—মানুষের জীবন ও বৃদ্ধিকে আরোতর সমুন্নত চলনায় নিয়ন্ত্রিত করতে,* পথগুলোকে আরোতর দীপ্তিতে উদ্দীপিত ক'রে তুলতে ;—ঐ covert-রা তা'র ধারও ধারে না, স্বীকার-ফিকারও করতে চায় না। আমার মনে হয়, they may be converts—never are they Mussalmans, Christians or Buddhists ;† তাই তা'রা যতকাল পর্য্যন্ত Moslem, Christian বা Buddhist না হ'চ্ছে—একটা বাস্তব যথার্থতা নিয়ে, with heart, will and activity—ততদিন পর্য্যন্ত ও' চলবেই !‡ জীবন ও বৃদ্ধির দায়ে ঠেকে যখনই তা'রা বিধ্বস্ত হ'য়ে উঠবে, তখন যদি কেউ তাঁ'দিগকে এবং তাঁ'দের বাণীগুলিকে উদ্ভাসিত ক'রে পরিপূরণ এবং পরিপোষণ ক'রে, জীবন ও বৃদ্ধির একটা মুখ্যতঃ পোষণীয় সংবেদনের ভিতর-দিয়ে তা'দের সামনে ধ'রে তাঁ'দিগকে এবং তাঁদের ঐ বাণীগুলিকে পরিবেশণ করতে পারে—এমনতর কোন

---

* Christ says, "Think not that I come to destroy the law or the teaching of the prophets. I come not to destroy but to fulfil."
—Mathew V, 17 Verse

"হীনং ধম্মং ন সেবেয্য, পমাদেন ন সংবসে।
মিচ্ছাদিট্‌ঠিং ন সেবেয্য, ন সিয়া লোকবদ্ধনো ।।" —(ধম্মপদ)—শ্রীবুদ্ধ

† শ্রীশ্রীঠাকুরের এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—যাঁহারা উক্তপ্রকারে নিজেদের প্রবৃত্তি ও রিপুগণের চরিতার্থতার জন্য পূর্ব্বতনে একটা অশ্রদ্ধার বিকৃত টানে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া convert হন, তাঁহারা ভক্ত, কামেলপীর বা প্রেরিতের প্রতি সহজ-টানে আকৃষ্ট হন না বলিয়া সত্যি সত্যি মুসলমান, খৃষ্টান বা বৌদ্ধ হন না।

† ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين
الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكفرون
حقاً * واعتدنا للكفرين عذابا مهينا *

প্রেরিতের যদি আবির্ভাব হয়,* তখন তা'দের বৃত্তি-ঝাপ্‌সা কেটে গিয়ে জীবন ও বৃদ্ধির অমৃত-আকৃতি ও উপভোগ-লোলুপতায় উদ্দীপিত হ'য়ে হয়ত আলিঙ্গন করতে পারে,—মাথায় ও বুকে ধ'রে সার্থক হ'য়ে, তৃপ্ত হ'য়ে, সন্দীপিত হ'য়ে, অনন্ত উপভোগের অঢেল অমৃত-চলনায় চ'লে কৃতার্থ হ'তে পারে!

প্রশ্ন। তবে আমাদের দেশে বা সর্ব্বত্র যে ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ চলেছে তা'তে convert-রা কি শুধুই প্রবৃত্তিস্বার্থপূরণেই লোলুপ? তাহ'লে এই convert-দের সাথে আর আপনার "যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ"—এর সাথে কোনই সম্পর্ক নেই ব'ল্লেই তো চলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Convert বলতে আমি এই বুঝি—যা'র সুরত† বা libido কাউতে 'ligared' ছিল, বৃত্তির enticement-এ, ঐ প্রবৃত্তিগুলি ভাল ক'রে fulfil করার প্ররোচনায় তা'-থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্য কাউতে মৌখিক

"Surely those who disbelieve in Allah and His apostles and those who desire to make a distinction between Allah and his apostles and say : we believe in some and disbelieve in others ; and desire to take a course between this and that—these it is that are truly unbelievers ; and we have prepared for the unbelievers a disgraceful chastisement."

(Quran 4—150, 151.)

* "We are shaped and fashioned by what we love."

—Goethe.

এই প্রেম বা প্রেরিতে আত্মসমর্পণই ইসলাম। ঐরূপ প্রেরিত বা পীর বা ভক্তে আত্মসমর্পণ হইলেই আমাদের প্রবৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত হইতে আরম্ভ করে। এই ইসলামই ব্যক্তিত্বে ধর্ম্মভাব-স্ফুরণের মূলভিত্তি। ঐ কাফেরী বর্জ্জনের ইহাই একমাত্র উপায়।

† আমাদের প্রত্যেকেরই সমগ্র-সত্তার যে একটা ঝোঁক বা টান আছে—যা' দিয়ে আমরা কোন জীব বা বস্তুতে যুক্ত বা আকৃষ্ট হই—তা'কেই শ্রীশ্রীঠাকুর সুরত বা 'libido' বলিয়া প্রকাশ করেন।

"For general use the word 'libido' is best translated by 'craving'."
"Journal of Abnormal Psychology," Vol. IV, 6.
—Prof. James J. Putnam.

'Ligared' কথাটি Latin root—মানে বাঁধা; 'ligared' মানে tied—বদ্ধ, সংযুক্ত।

allegiance স্বীকার করিয়ে নেওয়া—বৃত্তির চাহিদা-সিদ্ধির উন্মাদনার অন্তরালে—এই যা' দেখতে পাওয়া যায় !*

তাই, এই রকম convert-দের জীবন বিক্ষিপ্ত—অসমাঞ্জস্য ও দ্বন্দ্বে ভরা†—এমন-কি মস্তিষ্কে যে impulse-গুলি ধ'রে তা'দের বিবেচনা ক'রে, বিচার ক'রে, নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধান কিছুই করতে পারে না—মাথার ধূসর পদার্থ কাল্‌চে, ধোঁয়াটে ও বিক্ষিপ্ত—ভালমন্দ, কি ডান আর কি-বা বাঁ, এ-সবের কোন এৎফাঁক করতে গেলেই একটা জগা-খিচুড়ির সৃষ্টি হ'য়ে পড়ে,—প্রত্যেক পদক্ষেপেই যেন তা'দের environment বিরুদ্ধ হ'য়ে ফেঁপে ওঠে ! তাই, জীবন-ভরা কেবল দ্বন্দ্ব, কেবল বিরোধ,—না আছে নিয়ন্ত্রণ, না আছে সামঞ্জস্য, না আছে কোন-কিছুর সমাধান !

কিন্তু যা'রা out of love কোন Superior Beloved-এ নিজেকে surrender ক'রে কৃতার্থ হয়, তা'রা হয় সত্যি-সত্যি তাঁ'তে দীক্ষিত বা

---

* কোন মহাপুরুষকে আমি মানিতেছি ; কিন্তু প্রবৃত্তিস্বার্থ-প্রলুব্ধ হইয়া যদি আমি অপর কোন মহাপুরুষকেও মৌখিক গ্রহণ করি, তখনই আমি convert হই—ইহাই তাৎপর্য্য ।

"As trying to force love begets hatred, so trying to compel religious belief leads to unbelief." —Schopenhauer.

† إن المنفقين فى الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً *

"নিশ্চয়, কপট লোকেরা নরকাগ্নির নিম্নতম-প্রদেশবাসী। তুমি তাহাদের জন্য কদাচ সাহায্যকারী পাইবে না।" (কোর-আণ—৪ সুরা নেসা ১৪৫ র, ২১)

ঐ রকমে convert যা'রা, তা'দের জীবন বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবেই। নবধর্ম্মে তাহাদের মুগ্ধ করিয়া তাহাদের প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত না করিয়া—প্রবৃত্তিস্বার্থ-লিপ্সায় তাহাদের পূর্ব্বতনগণের নিন্দা ও অশ্রদ্ধার বীজ বপন করিবার দিকে মরিয়া করিয়া তোলে। তাই সাধারণতঃ সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই ঐরূপ convert-দের এ-রকমের হীনভাব দেখিয়া চিরদিনই অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখে।

"Men spend their lives in the service of their passions instead of employing their passions in the service of their life." —Steele.

initiated *—দীক্ষ্-ধাতু মানে কি দেখেছেন তো ? দীক্ষ্-ধাতুর মানে মুণ্ডন, অভিষেক, উপনয়ন, যজন, নিয়ম-গ্রহণ, ব্রতানুষ্ঠান, উপদেশ। "প্রেন্নশ্চাত্মসমর্পণম্" যে একটা কথা আছে—ঐ আত্মসমর্পণ হ'চ্ছে আমার মতে মুণ্ডন। এই আত্মসমর্পণ মানুষ যখনই তা'র Superior Beloved-এর চরণে ক'রে ফেলে, তখনই সে তাঁ'র দ্বারা অভিষিক্ত হয়—অভিষিক্ত soaked with the elements of his Superior Beloved,—আর এর থেকে উপাসনা আরম্ভ হয়, তাঁ'র সঙ্গ করতে ভাল লাগে—যা'তে তিনি তৃপ্ত হন, সন্দীপ্ত হন, তদনুপাতিক কর্ম্ম করতে ভাল লাগে, কইতে ভাল লাগে তাঁ'র কথা, জীবনে ফুটিয়ে তুলতে ইচ্ছা করে তিনি যা' ভালবাসেন তা'র সব-কিছু—আর তা'-ই হয় তা'র ব্রত-গ্রহণ ও তা'র অনুষ্ঠান—আর, তা'র বাণী ও উপদেশ হয় তা'র ঐ Superior Beloved-এর যা'-কিছু—আর এই এমনতর normal flow of

---

* ইঁহারা কিন্তু converted হন না, দীক্ষিত হন—এঁদেরই সত্যি সত্যি হয় এসলাম-গ্রহণ।
Bible গ্রন্থেও এই দীক্ষার কথা আছে—

"Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the Kingdom of God."
—St. John's Gospel, Ch. III, 5 Verse.

আর মুসলিমদের মধ্যে ইহারই নাম সত্যিকার কলেমা ও ঈমান—আল্লা ও রসুলে আত্মসমর্পণ।

"The aspirant must be initiated into the mysteries of spiritual life only by a master who has realised God. It is only a burning lamp that can light other lamps. Initiation forms the first step in spiritual life. Nor is God to be realised merely by strenuous independent thinking or by mastering various sciences. Enlightenment is impossible without a Guru."
"Maharashtra Saints and their Teachings"
: Krishnarao Venkatesh Gojendragadkar.

"There can be no love of God without active service. We cannot get to heaven by mere talk. We must practise righteousness. When God sends grace to man, he begins to obey the call of Guru. Hear ye all, this is the way to cure disease.
—Guru Nanak.

life, normal flow of libido towards his Superior Beloved—যা'তে-নাকি ঐ-সব রকম নিজের ভিতর উপচিয়ে না তুল্লেই বাঁচাই কঠিন ব'লে বিবেচনা হয়—সেই হ'চ্ছে প্রকৃত দীক্ষা বা initiation. এতে থাকে না কারুর প্রতি দ্বন্দ্ব, বিরোধ, আক্রোশ বা জীবন ও বৃদ্ধির অনুন্নতিকর কিছু ! তা' কি-করে হবে ? তা' যে normal hankering-ই হ'য়ে ওঠে—ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠায় সে তা'র দুনিয়াটার প্রত্যেক-যা'-কিছু আঁতিপাঁতি ক'রে খুঁজে সেবা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্য-সমাধানে এনে, তার Superior Beloved-কে প্রতিষ্ঠা ক'রে, তাঁর স্বার্থে সমুন্নত ক'রে তুলে প্রতিপ্রত্যেক স্বার্থের অর্থ তাঁ'কেই অর্থাৎ তা'র Superior Beloved-কেই ক'রে তুলতে চায় !

তাই, তার Superior Beloved-এর প্রতি টান প্রতিপদক্ষেপেই অদম্য হ'য়ে ওঠে—কারণ, Superior Beloved-কে তা'র enviornment-এর যা'-কিছু প্রতি-প্রত্যেকটি দিয়ে, তাঁ'কে তৃপ্ত ক'রে তোলা, সন্দীপ্ত ক'রে তোলা—এই পূজাই হয় তা'র পরম উপভোগ। আর, এই জন্যে সে চায় অমৃতকে অর্থাৎ অমরণকে—এই তা'র আকাঙ্ক্ষা ! সে অসীম ব্যেপে, অনন্তকাল ধ'রে, অমরণ-ভাষায় অঢেল উপঢৌকনে তা'র প্রিয়-পরমকে উপভোগ করবে।

তাই, ঐ জাতীয় যা'রা তা'রা কখনই convert হয় না—তা'রা প্রত্যেককে আরো fulfil করে,* নিজে আরো হয় ; আর, আরোতর হ'য়ে আরো সম্বেগে প্রিয়-পরমকে উপভোগ ক'রে in return, environment-এর প্রত্যেককে জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে আরোতর ক'রে তোলে—দ্বন্দ্ব, বিরোধ, আক্রোশ, অশান্তি এঁদের জীবনের আনাচে-কানাচেও ঢুকতে পারে না। এরা পরম-উপভোগাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে প্রিয়-পরমকে উপভোগ করে, তাঁ'র প্রিয় যা'-কিছু জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপে ব্যক্ত ক'রে ফুটিয়ে তুলতে চায়, প্রিয়-পরমকে নন্দিত করতে, তৃপ্ত

---

* এই রকমে যাঁ'রা কোন পীর, প্রেরিত, গুরু বা ভক্তে প্রেমের সহিত আত্মসমর্পণ করেন, তাঁ'রা পূর্ব্বতন সকলেরই সশ্রদ্ধ পরিপূরণে সংবর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠেন, কাউকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করেন না। ইহাই এস্‌লামে বা রসুলে বাস্তব আত্মসমর্পণের সত্যিকারের প্রকট লক্ষণ।

করতে, সন্দীপ্ত করতে—নিজেকে প্রতিনিয়ত নবীন উপভোগে নবীন ক'রে রাখতে !

তাই, সে তা'র Superior Beloved, পূর্ব্ববতন যা'-কিছু এবং পরবর্ত্তী যা'-কিছু—যা'তে তিনি উৎসাহিত, বিনীত, বিমোহিত এবং যাঁ'দের ভিতর-দিয়ে গজিয়ে উঠে তিনি পোষণ-বর্দ্ধনে, নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্য-সমাধানে উদ্বর্দ্ধিত, ব্যক্ত ও বিজ্ঞাপিত —তাঁ'দিগকে ঠিক অমনতরভাবে না-মেনে বা না-নিয়েই যে থাকতে পারে না।* তা' কি-ক'রেই বা পারবে ? অতখানি অকৃতজ্ঞতা যে তা'র সইবেই না ! সে মনে করে—ও'না করলে তা'র প্রিয়তম বুঝি ম্লান হ'য়ে উঠছেন, বুঝি উবে' যাচ্ছেন তা'র বুক থেকে, জ্যোতি বুঝি তা'র মাথা ও চোখ থেকে স'রেই যা'চ্ছে—তাই ও' তা'র সহ্যই হয় না।

আর, এমনতর ব্যাপার হ'লে অস্বীকার ব'লেও কিছু থাকে না বরং থাকে—আরো পরিপূরণ, আরো পরিপোষণ, আরো পরিবর্দ্ধন ! জীবন, যশ ও বৃদ্ধি আরো হ'য়ে উপ্‌চে উঠে প্রত্যেককে জীবনে, যশে ও বৃদ্ধিতে উন্নত ক'রে তোলে। ধর্ম্মের অন্তরও হয় না—তাই এখানে ধর্ম্মান্তর ব'লেও কিছু নেই।†

আর এই normal রকম যেখানে নেইকো অথচ converted, তাঁ'দের

---

* আবার বলিতেছি—

"কোন মহাপুরুষই নিজের পূর্ব্ববর্ত্তী নবীর ধর্ম্মকে ধ্বংস করার জন্য আগমন করেন না। বরং তাহার মূলনীতি ও প্রকৃত উদ্দেশ্যগুলিকে দৃঢ় ও সফল করিবার জন্য যুগধর্ম্মানুযায়ী শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার কাজ।"

(আমপারা—সুরা বাইয়েনার টীকা)

Christ-এর সেই কথা—

"Think not that I came to destroy the law or the teachings of the prophets ; I come not to destroy, but to fulfil."

—Matthew, Ch. V, 17 Verse.

† ফলতঃ ধর্ম্মান্তর তো হ'তেই পারে না। কারণ, যাহা জীবন ও বৃদ্ধিকে ধ'রে রাখে তাহাই যদি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ও বাণী অনুসারে ধর্ম্ম হয় তবে ধর্ম্মের আবার অন্তর বা বদল হবে কেমন-ক'রে ? ইহা সম্প্রদায় বা মহাপুরুষান্তর হ'তে পারে।

Superior Beloved মুখের শিকার ও স্বীকার মাত্র—মন্দিরে পাণ্ডারা যেমন পয়সার, আর ঠাকুর তাদের পয়সা উপায় করার শিকার ও স্বীকার—প্রায়, প্রায় কেন ঠিকই তাই !

প্রশ্ন । পূর্ব্ববতন সকল মহাপুরুষগণই যদি কোরাণের মতে সমান ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র হন, তবে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণকে convert করা কি ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কর্ম্ম নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর । পূর্ব্ববতনকে অবলম্বন ক'রেই পরবর্ত্তীর আবির্ভাব হ'য়ে থাকে । তাই, আবির্ভাবের যা'কিছু মসলা পূর্ব্ববর্ত্তীতে নিহিত থাকে ব'লেই পরবর্ত্তী তাঁ'কে পূরণ ও পোষণে বর্দ্ধন করতে সমর্থ হন । তাই, যাঁ'কে অবলম্বন ক'রে যাঁর আবির্ভাব—তিনি যদি তাঁ'কে ignore করেন তবে তাঁ'র আবির্ভাবের অন্তঃশায়িত কারণকেই অবজ্ঞা করা হয় । তাই, পূর্ব্ববর্ত্তীর প্রতি নতি ও পূজা পরবর্ত্তীর ভিতরে একটা কৃতজ্ঞতার instinct হ'য়েই জেগে থাকে । যেখানে এটা নেইকো, সেখানেই তা'র অন্তঃশায়িত কারণই বিশৃঙ্খল ব'লে সন্দেহ করা যেতে

+ قل امنا بالله وما أنزل علينا وما أُنزل على ابرهيم و
اسمعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما أُوتى موسى وعيسى
والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له
مسلمون *

"বল হে মোহম্মদ ! আমরা ঈশ্বরের প্রতি ও যাহা আমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা ইব্রাহিমের প্রতি, এসমাইলের প্রতি, এস্‌হাকের প্রতি, ইয়াকুবের প্রতি ও (তাহার) সন্তানগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং যাহা মুসাকে, ঈশাকে ও সংবাদবাহকদিগকে তাহাদের প্রতিপালক কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে সে সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, তাঁহাদের কোন ব্যক্তিকে আমরা প্রভেদ করিতেছি না, আমরা তাহাদের অনুগত ।"

(কোর-আণ—৩ সুরা আল এমরাণ ৮৪ র, ৯)

পারে। তাই, পরবর্ত্তীর ভিতর পূর্ব্ববর্ত্তী যে সজাগ আছেন, তা' আমরা দেখতে পারি পরবর্ত্তীর ভিতর সেই পূর্ব্ববর্ত্তীর দ্যুতি দেখে—আমরা তাঁ'দের প্রতি বিনীত হই, অভিবাদন করি, কৃতজ্ঞতায় মুগ্ধ হ'য়ে পূজা করি—আর পরবর্ত্তীতে আরো উদ্দীপ্ত হ'য়ে তাঁ'কে আলিঙ্গন করি, আত্মসমর্পণ করি ! আমার জীবনকে বৃদ্ধির পথে, অমৃত-আহরণের আকুল উপভোগের ভিতর-দিয়ে, তাঁ'রই নির্দ্দেশকে অবলম্বন ক'রে, তাঁ'রই আলোতে সকল বাধাকে নিয়ন্ত্রণে অবাধ ক'রে চলতে থাকি—আর এই আলিঙ্গন করা, অভিবাদন করা, Superior Beloved-এ আত্মসমর্পণ ক'রে সেই নিদেশে চলতে থাকাই হ'চ্ছে ইসলাম !* প্রত্যেক প্রেরিত-মহাপুরুষই ইসলাম-ধর্ম্মী, আর তাঁ'দের প্রেরণাভিষিক্ত বাণীগুলিই হ'চ্ছে তাই—যা'-নাকি জীবন ও বৃদ্ধিকে উন্নত ক'রে উন্নত-চলনায় নিয়োজিত ক'রে চালায়—আর, যা'তে সেই চলনাকে নিয়ন্ত্রণে অবাধ ক'রে, জয়ে চলনার বাধাগুলিকে অনুকূল ক'রে সামঞ্জস্য ও সমাধানের ভিতর-দিয়ে সমাহারে পোষণীয় ক'রে তুলতে থাকে, তা'-ই হ'চ্ছে ইসলাম-ধর্ম্ম। যাঁ'রাই প্রকৃত মহাপুরুষ বা প্রেরিত-পুরুষ—যে-জাতিরই হোন, আর যে-বর্ণেরই হোন, আর ভগবানকে যা'-ব'লে, যে-ভাষায়ই আত্মসমর্পণ করুন না কেন—প্রত্যেকেই ইসলাম-ধর্ম্মী।† এঁদের যাঁ'রা মানে না বা অবমাননা করে, তা'রা ইসলামকেই

---

* "ইসলাম শব্দের অর্থ ঈশ্বরের নিকট সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন।"

"ইসলামের ইতিহাস"—কাজী আক্‌রম হোসেন, এম-এ

† "According to the Quran, the religion of Islam is as wide in its conception as humanity itself. It did not originate from the preaching of the Holy Prophet Muhammad, but it was equally the religion of the prophets who went before him. Islam was the religion of every prophet of God who appeared in any part of the world."

'Preface to the Holy Quran'
—Moulvi Mahammad Ali, M. A., L. L. B.

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

মানে না, ইসলামকেই অবমাননা করে,—আর হজরতের বাণী মোতাবেক এরাই অবিশ্বাসী বা কাফের।†

হজরত রসুলকে ভালবেসে, নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্য-সমাধানের ভিতর-দিয়ে, দীক্ষা কথার সার্থকতা সম্পাদন ক'রে, সমন্বয় ও সমাহারে যা'রা ইসলাম অবলম্বন ক'রে হজরত মহম্মদে আত্মসমর্পণ ক'রেছেন, তাঁ'রাই বাস্তবভাবে ইসলামে দীক্ষিত মুসলমান।†

তা'হলেই হচ্ছে—যাঁ'কে ভালবেসে তা'র দুনিয়ার প্রত্যেক-যা'-কিছুকে নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্য-সমাধানের ভিতর-দিয়ে সার্থক ক'রে, বাঁচা-বাড়ার চলনাকে অবাধ ক'রে চলতে পারা যায়, ক্রমোন্নতি-পারম্পর্য্যের ভিতর-দিয়ে তা'তে দীক্ষিত

---

† ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا * اولئك هم الكفرون حقاً * وا عتدنا للكفرين عذابا مهينا *

"নিশ্চয়ই, যাহারা পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতগণের সঙ্গে বিদ্রোহিতাচরণ করে এবং ইচ্ছা করে যে ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিতগণের মধ্যে বিচ্ছেদস্থাপন করে এবং ব'লে যে আমরা কাহাকেও বিশ্বাস করিতেছি ও কাহারও প্রতি বিদ্রোহী হইতেছি এবং ইচ্ছা করে ইহার মধ্যে যে-কোন পথ অবলম্বন করে—এই তাহারা, তাহারাই প্রকৃত কাফের। আমি কাফেরদিগের জন্য গ্লানিজনক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি।" (কোর-আণ—৪ সুরা নেসা ১৫০-১৫১ র, ২১)

† فطرت الله التى فطر الناس عليها * لا تبديل لخلق الله *

"...The nature made by Allah in which He has made men ; there is no altering of Allah's creation—that is the right religion." (Koran—30 Rum—30)

সবাই ইসলামধর্ম্মী। হজরত রসুলকে ভালবেসে যিনি ইসলাম অবলম্বন করেন তিনি

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

হওয়াটাকে আমার মতে ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ না-ও বলা যেতে পারে। কিন্তু যেখানে বা যা' গ্রহণ ক'রে পূর্ব্বতন বা অমনতর পরবর্ত্তীকে অস্বীকার ক'রে বিরোধ, বিপথ ও বিধর্ম্ম-মুখর হ'য়ে ওঠে, সেই ধরাটাই বা সেই গ্রহণটাই হ'চ্ছে প্রকৃত ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ—সে এমনতর ধর্ম্মান্তর, যা'কে অধর্ম্ম বলাই ভাল !*

যে প্রচারক পূর্ব্বতনের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন ক'রে বা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের পরবর্ত্তীকে অস্বীকার ও উল্লঙ্ঘন ক'রে ইষ্ট-প্রতিষ্ঠা করতে যান বা ক'রে থাকেন, তিনি জাতির দিক দিয়ে, ব্যক্তির দিক দিয়ে একটা বিরাট ক্ষতিই ক'রে থাকেন†—আর প্রেরিত ইষ্টের তেমনতরভাবেই বাস্তব অপ্রতিষ্ঠা ও অনাদর আমদানী ক'রে থাকেন। যদি তাঁ'রা তাঁ'দের ইষ্টে আপ্রাণ ভালবাসায়ই infused হ'য়ে তাঁর প্রতিষ্ঠা-উপভোগ-প্রয়াসী হ'য়ে থাকতেন তাহ'লে প্রতি-মানুষের হৃদয়ে পূর্ব্বতনের পরিপূরণ ও পরিপোষণ পরবর্ত্তীতে আরো জাজ্জ্বল্যমান ক'রে, মানুষকে উদ্দীপ্ত উদ্বুদ্ধ ক'রে, দীপন-দীপ্তিতে চক্ষুষ্মান্ ক'রে দিয়ে ইষ্ট-প্রতিষ্ঠা ও মানুষের নিবিড়ালিঙ্গনের ভাগী হ'য়ে তা'দের জীবন ও বৃদ্ধিকে আরো সমুন্নত ক'রে নিজে আরোতরে সমুন্নত হ'তে পারতেন !‡ ঐ-জাতীয় প্রচার-কার্যকে

মুসলমান। হজরত যীশুকে ভালবেসে যিনি ইসলাম অবলম্বন করেন তিনি খৃষ্টান, হজরত শ্রীরামচন্দ্রকে ভালবেসে যিনি ইসলাম অবলম্বন করেন তিনি রামাইত, হজরত বুদ্ধকে ধ'রে যিনি ইসলাম অবলম্বন করেন তিনি বৌদ্ধ।

* ৭৫ ও ৭৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা দেখুন।

† "ইঁহাদিগের প্রচারের ধারা ছিল সর্ব্বাগ্রে আত্মশুদ্ধি, পরে স্ব-সমাজের শুদ্ধিসাধন এবং অবশেষে বাহিরের লোকদের সংশোধন-চেষ্টা। ইহার ফলে, প্রত্যেক মুসলমান আপনাকে এসলামের উজ্জ্বল আদর্শরূপে জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিয়াছিল।

আর, আজকাল যে-ভাবে এসলামপ্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহাতে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের দৃষ্টি পড়ে অন্য সমাজের প্রতি। যে সমিতি তাহার কার্য্যতালিকায় যত অধিক নবদীক্ষিত মুসলমানের নাম সন্নিবেশিত করিতে পারে, সে সমিতি তত অধিক কৃতকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।"

"মোস্তাফা-চরিত," পৃঃ ৪১৪—মৌলানা মোহাম্মদ আক্‌রাম খাঁ।

‡ "একজন লোক মুসলমান হইল, ইহাতে আমাদের মনে যে আনন্দের উদ্রেক হয়, তাহার কারণ এই যে,—আমরা মনে করি, আমাদিগের প্রতিপক্ষের সমষ্টি হইতে একটা সংখ্যা কমিয়া

প্রতারণাই বলা যেতে পারে—ওতে বাস্তবভাবে যা' ধর্ম্ম তা'-থেকে মানুষকে বিতাড়িত করাই হয়,*—কেমন তা' নয় কি ? আমার তো অমনতরই লাগে। হজরত রসুলের জীবন ও বাণীতে ঐ দেখুন কি আছে—

"মুসলিম, ইহুদি, খৃষ্টান, সেবিয়ান প্রভৃতি যে-কেহই হউক—যদি সে খোদায় ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম্ম করে তাহা হইলে খোদার নিকট তাহার অশেষ পুরস্কার, তাহার নরকের ভয় থাকিবে না ও কোনরূপ অনুতাপ করিতে হইবে না।"†

আমাদের সংখ্যা বাড়াইয়া দিল। আপনাদিগের পার্থিব ও অনাধ্যাত্মিক স্বার্থ ও প্রতিপক্ষের ক্ষতিজনিত যে রাজসিক আনন্দ—তাহা আত্মার আনন্দ নহে, তাহাতে সাত্ত্বিকতার লেশমাত্র নাই। তাই ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষের চরিতার্থতা-হেতু জ্ঞানের একটা অস্পষ্ট বিকার-মাত্র। কিন্তু হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা বা তাঁহার সহচরগণ অন্যভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া এসলাম-প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন—দেখিবে মানব সেবার স্বর্গীয় স্পৃহা ব্যতীত, কোন রাজনৈতিক, সামাজিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থের নামগন্ধও সেখানে নাই। সেখানে কেবলই ছিল সত্য—সত্যের সহিত যুক্তি, আর যুক্তির সহিত প্রেম।"

'মোস্তাফা-চরিত,' পৃঃ ৪১৫

—মৌলানা মোহাম্মদ আক্‌রাম খাঁ।

"And, last of all, it requires them to preach their own religion, but not by abusing the religion of others."

'Preface to the Holy Quran'—Moulvi Mahammad Ali.

* "বাংলার মুসলমান সমাজের জাতীয় জীবন যে একেবারে এমন শোচনীয়রূপে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, কালের কঠোর কশাঘাতেও যে আজ তাহাতে কোনপ্রকার আন্দোলন ও চৈতন্যের উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, ইহার প্রধানতম কারণ—স্থানীয় আলেমগণের মধ্যে কোরাণ-শিক্ষার অভাব।

হজরতের বা তাঁহার ছাহাবীগণের প্রচার সম্বন্ধে যতগুলি বিবরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে—মূলতঃ সেগুলির ধারা অভিন্ন। কাফেরদিগের তীব্র গালাগালি, অতি কঠোর জঘন্য ভাষায় আক্রমণ—মোসলেম প্রচারকের অসাধারণ ধৈর্য্য—ক্রোধহীন, উত্তেজনাহীন, শান্ত ও প্রফুল্ল ভাব, নম্রমধুর ভাষায় কাজের কথার অতিসঙ্গত আলোচনা—এবং সঙ্গে সঙ্গে কোর-আণ পাঠ।"

—মৌলানা মোহাম্মদ আক্‌রাম খাঁ।

† কোর-আণ সুরা বকর, ৬২ আয়ত দেখুন। আরো আছে—

ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك *

"তোমাকে (হে মোহাম্মদ) তোমার পূর্ব্বে প্রেরিত-পুরুষদিগকে যাহা বলা হইয়াছে তাহা বৈ বলা যাইতেছে না।" (কোর-আণ—৪১ সুরা হাম সজ্দা, ৪২ র, ৫)

প্রশ্ন। আপনি যা' বল্লেন তা' খুবই সমীচীন যদিও মনে হয়, তথাপি সবাই আপনার এ-কথাগুলি গ্রহণ করবেন কি? মুসলমান-খৃষ্টানরা আপনার কথাগুলি গ্রহণ করবেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। গ্রহণ করা বা না-করা তাঁ'দের ইচ্ছা। কাউকেও আমার এই জানাগুলিকে অনুসরণ করতে জিদ করি এমনতর ধৃষ্টতা আমি পোষণ করি না। তবে একথা ঠিক—আমি convert নই কিন্তু ইসলাম আমার ধর্ম্ম অতি-নিশ্চয়—পূর্ব্বতন হ'তেই আমি ও আমার যা'-কিছু গজিয়ে উঠেছে—আর পূর্ব্বতনই আমার দীক্ষা।*

যদি আমার ভিতর কিছু হ'য়ে থাকে তা' সেই প্রেরণাই ক'রেছে—যা'-নাকি পূর্ব্বতনদিগকে যথাযথ ক'রে উপ্‌চে' আমি যা' তা'তে evolve ক'রে তুলেছে।

---

* পূর্ব্বতন প্রত্যেক নবী ও মহাপুরুষ—ঋষি, saint, অবতার, পয়গম্বর, পীর, ভক্ত, Messiah—সকলের প্রতিই তাঁ'র জীবন্ত শ্রদ্ধা আজ সকল ধর্ম্মালম্বিগণকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আকৃষ্ট করিতেছে। তাঁ'র চরিত্র-মাধুর্য্য, আল্লার প্রতি ও পূর্ব্বতনদিগের প্রতি জ্বলন্ত ঈমান আজ বাংলার কাফেরগণকে ঈমানদার করিয়া তুলিতেছে—প্রত্যেকেই fulfilled হইতেছে, কেহই স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতেছে না। বৌদ্ধকে তিনি বাস্তব বৌদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন, খৃষ্টানকে তিনি বাস্তব খৃষ্টান করিতেছেন, মুসলমানের প্রাণে তিনি হজরত রসুলের ছবিকে জ্বলন্ত করিয়া তুলিতেছেন, আর্য্যগণের অন্তরে ঋষিদের বাণীকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিতেছেন—বলিতেছেন, তুমি যদি হজরত রসুলকে না মান, পাঁচ ওয়ক্ত নামাজ না পড়, কোর-আণে শ্রদ্ধাবান্ না হও, তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই ; তেমনই তুমি যদি বুদ্ধদেবকে না মান, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নাই ; তুমি খৃষ্টান—তুমি যদি যীশু ও বাইবেলের প্রতি শ্রদ্ধাবান না হও, তোমার আমাকে দিয়ে কিছুই হবে না। তাঁ'র পূর্ব্বতনে অভূতপূর্ব্ব নতি ও জ্বলন্ত শ্রদ্ধা দেখিয়া, আর তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া সবাই স্বধর্ম্মে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে—কেহই পিতৃপুরুষের প্রেরিতগণকে না ছাড়িয়া, স্ব-সমাজে থাকিয়াই ধর্ম্মভাবে জ্বলন্ত ও উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছেন। ইহারই নাম ইসলাম—আর বর্ত্তমান জগতে ইনিই এসলামের জীবন্ত প্রতীক—পূর্ব্বতন পয়গম্বরগণের দাসানুদাস—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত ও পরিপূরক—ইহাই আজ বাংলার সহস্র সহস্র হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধের দৃঢ়তম বিশ্বাস।

আবার হজরত কি বলিয়া গিয়াছেন দেখুন—

"জোর নাই, জবরদস্তি নাই। আমার কথাগুলি যদি কাহারও ভাল লাগে, সে তাহা গ্রহণ করুক, আর তাহা যদি কাহারও অপছন্দ হয় তাহা হইলে তাহাকে আমি জবরদস্তি আমার মত মান্য করিতে বলি না। আমি কেবল ইহাই চাই যে, আমার প্রভুর বাণীগুলি পৌঁছাইয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত কেহ যেন আমাকে হত্যা না করিতে পারে।" —মোস্তাফা-চরিত।

আমি কাউকে আমার জানাগুলিকে অনুসরণ করতে যদিও না বলি—কিন্তু পূর্ব্বতন ইসলামে যাঁ'রা evolved হ'য়ে উঠেছেন তাঁ'দের প্রেরণা-উদ্দীপ্ত বাণী বাইবেল, gospel ও হজরত রসুলের আয়ত কিন্তু জিদ ক'রে বলছেন—'যেই হউক, যে জাতিই হউক, যে বর্ণই হউক, আর যা'-ই হউক না কেন—আল্লা ও প্রেরিত-পুরুষের যা'রা ভক্ত, তা'দের কখনও উল্লঙ্ঘন ক'রো না ; যদি কেউ অবিশ্বাস করে তা'রা অবিশ্বাসী—তা'রা ইসলাম-ধর্ম্মী নয়-কো' !*

[এই সময় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন ।]

প্রশ্ন । আচ্ছা, race-হিসাবে তো বাংলায় হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ব'লে কিছু নাই ? হজরত মহম্মদও তো শুনতে পাই আর্য্যরক্ত বহন করতেন !

শ্রীশ্রীঠাকুর । আমি শুনেছি, আরবের আদিম অনার্য্য অধিবাসীদের ভিতর আর্য্য যাঁ'রা এশিয়া হ'তে migrate ক'রে ওখানে এসে বসবাস করতে লাগল, Arabs-রা তা'দিগকে 'মস্তারব' ব'লে অভিহিত করতে লাগল। পবিত্র কোরেশ-বংশীয়েরাও নাকি ঐ মস্তারবই।† তাঁ'রা নিজেদের বংশ-মর্য্যাদাকে

---

* কোর-আণ—সুরা নেসা ১৫০ ও ১৫১ আয়ত।

"Islam while sharing with other faiths the belief in the fact of divine revelation, refuse to accept the existence of any limitation as regards time or place.

The door of divine revelation is still open, and a true Muslim can have access to it."

'Preface to the Holy Quarn'

—Moulvi Mahammad Ali, M. A., L. L. B.

† "About the South-Eastern corner of the peninsula, and the physical appearance and structure of the Southern Arabs, the remnants of their dialect (which is now superseded by that of the Northern branch) and various institutions and customs prevailing in the habits of Arabia inhabited by them, all confirm the notion they were originally identical with the nearest inhabitants of Africa.The northern branch on the other hand although bearing an unmistakable affinty with the Southern, shows (in its language and other respects) more traces of Asian than African influence. ....

যথাসাধ্য টেনে-টুনে ঐদেশেই নিজেদের রক্ত-গরিমাকে অটুট রেখেছিলেন।* আমারও মনে হয় হজরত রসুলও আর্য্যবংশ-সম্ভূতই।† আর, বাংলায়

The history of the Arabs previous to Muhammad is obscure and owing to their slight connection with the rest of the world of little interest. The evidence of language, tradition and other things establishes the fact that Arabia must have been settled at a very early date by two branches of one race. One of these branches inhabits the South and last of the peninsula (Yemen, Hadramant and Oman) and cosiders itself as forming the pure Arabs, while to the other branch it gives the name of Mostareb or 'Arabified'. Muhammad belonged to the *Mostareb,* and among them to the tribe of Koreysh, which had occupied a position of great influence in Arabia since the beginning of the 5th century." —The New popular Encylopaedia. Vol. I., p. 272.

"মহম্মদের পূর্ব্বে মক্কায় অগ্নিপূজকগণের প্রাদুর্ভাব ছিল। তখন ভারতবাসী হিন্দুগণ বাণিজ্য ও তীর্থযাত্রা উদ্দেশ্যে মক্কায় আসিতেন।"

(বিশ্বকোষ)—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

"আর্য্যগণ ভারতবর্ষ হইতে আরবে গিয়া বসতি করিয়াছিলেন।"

'ঋগ্বেদ-সংহিতা' (Preface, page 7)
—বেদাচার্য্য উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

* "জাতিভেদ বলিতে আমাদের দেশে যা বুঝায়, আরবে ঠিক সেইরূপ জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও প্রাক্-এস্লামিক যুগে সেখানে যে বংশগত ও গোত্রগত কৌলীন্য প্রথার প্রভাব অপ্রতিহতভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল—সে-সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই।...

আরবের সমস্ত পুরাবৃত্ত, সমস্ত জনশ্রুতি, সকল প্রকার কিংবদন্তী, সমস্ত সাহিত্য, সমস্ত ধর্ম্মগত ও সামাজিক অনুষ্ঠান এবং আরববাসী সকল বংশের ও সকল গোত্রের পুরুষানুক্রমিক পরম্পরাগত ও বহুসংরক্ষিত সমস্ত বংশ-বিবরণ স্মরণাতীত কাল হইতে একবাক্যে এই সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে যে, হজরত এব্রাহিমের পুত্র এছমাইল ও তাঁহার মাতা হাজেরা আরবদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন এবং কাবার প্রথম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—কোরেশগণ সেই হজরত এছমাইলের বংশধর। যে জুহরম-বংশে হজরত এছমাইলের বিবাহ হইয়াছিল, তাহারাও বংশ-পরম্পরাক্রমে এই বিবরণে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আসিয়াছে।"

'মোস্তাফা-চরিত'—মৌলানা আক্রাম খাঁ।

† "হজরত মহম্মদের দেহের গঠন, অঙ্গসৌষ্ঠব, ধর্ম্মনীতি এবং বংশ ও গোত্রবৈশিষ্ট্য সবই তারস্বরে তাঁহার আর্য্যত্ব ঘোষণা করিতেছে। আর শুধু হজরত রসুলই এই আর্য্য কোরেশবংশীয়

race-হিসাবে প্রকৃতভাবে দেখতে গেলে আপনি যা' এঁচেছেন আমারও তাই-ই মনে হয়।* পহ্লবরাও নাকি আর্য্য,† —যেমন পারস্যের রেজা খাঁ পহ্লবী।

ছিলেন না, প্রথম খলিফা-চতুষ্টয়ও—আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলী—এই আর্য্য কোরেশ-রক্তই বহন করতেন।"

"কোর-আণ বিশুদ্ধ অবিকৃত বেদমন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

—এসলাম ও বিশ্বনবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৯

"মোহাম্মদ-এর জীবনের ঘটনাবলী আলোচনা করিলে প্রতীতি জন্মিবে যে, তিনি বৈদিক-ধর্ম্মাবলম্বী পবিত্র একেশ্বরবাদী ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন পরমর্ষি ছিলেন।"

—এসলাম ও বিশ্বনবী, পৃঃ ২৫৫

* "হিন্দুদের যে জাতি, অধিকাংশ মুসলমানেরও জাতিত্ব-হিসাবে (ethnologically) সেই জাতি।"

'Heart of Hindusthan, p. 66
—Dr. Sir Radhakrishnan, M. A., Ph. D.

"মুখ দেখিয়া কেহ বলিতে পারে না, এটি হিন্দু, আর ঐটি মুসলমান। অধিকাংশ মুসলমানই যে হিন্দু-সন্তান।"

—Shastri's History of India, p. 147.
—Indian History by H. C. Roychowdury, p. 122.

† মনুসংহিতায় আছে—

"পারদাঃপহ্নবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ।" ১০—৪৪

এই পহ্নবগণই পহ্লব।

"মহাভারতের আদিপর্ব্বে, শান্তিপর্ব্বে ও অনুশাসনপর্ব্বে আছে, 'যবন, শক, পহ্লব প্রভৃতি জাতি, গান্ধার জাতি, হিন্দুজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহারা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের সহিত আর তাহাদের সাক্ষাৎ না হওয়ায় পতিত হইয়াছিল।"

'মহাভারতমঞ্জরী'
—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী

বর্ত্তমান পারস্যরাজ রেজা খাঁও পূর্ব্ব আর্য্যগৌরব স্মরণ করিয়াই পহ্লবী উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন।

"পারস্যের ধর্ম্মগ্রন্থেও আছে যে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ পূর্ব্বাঞ্চলের পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে পারস্যে গমন করিয়াছিল।" —Theogony of the Hindus

প্রশ্ন । তবে যাঁ'রা আর্য্য, তাঁ'রা বিভিন্ন দেশে আজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হ'লেও কী অক্ষুণ্ণভাবে একই আর্য্যরক্ত বহন ক'চ্ছেন ? আর্য্যগণ যে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ক'রেছেন নিজেদের সনাতন কৃষ্টি ও কুলাচারকে অগ্রাহ্য ক'রে, তা'তে কি তাঁ'দের deterioration হয় না ? তবে বর্ত্তমানে কে ঠিক আর্য্য আছে—তা' বুঝব কেমন-ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর । পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষের রেতঃ-প্রবাহ যেখানে অক্ষুণ্ণ আছে,*

"জোর-আষ্টার ধর্ম্মাবলম্বিগণ উত্তর ভারত হইতে পারস্যে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল ।"
—Max Muller

"ভারতের ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সহিত পারস্যদেশের জোরো-আষ্টর ধর্ম্মের সৌসাদৃশ্য আছে । দেবতার নাম, গল্প, যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদি বহুবিষয়ে ঐক্য আছে । অনেক বৈদিক দেবতার নাম কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতরূপে Zend Avestaতে পাওয়া যায় । হিন্দু ও পারসিক—উভয় জাতিরই ধর্ম্মকার্য্যে অগ্নির প্রয়োজন । উভয় জাতিই অগ্নির উপাসনা করে । পার্সীগণ পুত্রগণের উপনয়নও দিয়া থাকে ।"

'Eassys on the Parsees', p. 287—Professor Hogg

জেকোলিয়ট বলেন, "হিন্দুরাই পারস্যে গিয়া উপনিবেশ করিয়াছিল । সে দেশের আইন মনুর স্মৃতি হইতে গৃহীত হইয়াছিল । মনুর স্মৃতিই সে দেশের আইনের মূল । ভারতবর্ষই তাহার আইন, রীতি, নীতি ও প্রভাব পারস্যে বিস্তৃত করিয়াছিল ।"

'মহাভারত-মঞ্জরী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী ।

"These people recognised three main divisions of society—Brahmana (the teacher, Avesta : Athravan), Kshattriya (the ruler, Avesta : Rathaestar) and Vaisya (the agriculturist, Avesta : Vastryosh), Sudra (Avesta : Hutoksha). Parsis have Navajota, newbirth ceremony for both boys and girls.

The true lover of Iran—her great sons—are trying once again to understand the message of the greatest of the Iranians. It is very significant that their great leader Reza Shah has adopted the ancient name *Palhavi* as the title of his Imperial House."

"Zoroastrianism"
—Irach J. S. Taraporewala, Ph. D. (Wurz), B. A. (Cantab)

* "When a fertilised egg-cell is developing into an embryo part of the original germinal material does not share in body-making or differentiation, but remains apart in its integrity, and forms the beginning of the reproductive organs of the offspring. When these, by and by, are mature and liberate

যেখানে কোন-প্রকার প্রতিলোম interpolation* in paternal blood ঘটে' ওঠেনি,—যে রকম environment-এই তাঁ'রা প'ড়ে থাকুন না, Aryan blood and instincts যে সেখানে মুহ্যমান থাকলেও জীয়ন্ত আছে,—আর উপযুক্ত nurture পেলে অগৌণেই তা' যে যথোপযুক্তভাবে গজিয়ে উঠবে, সে-সম্বন্ধে আমার কোন দ্বিধাই নেই !†

---

germcells, there is a sustained continuity of germinal material by an unbroken lineage of germcell divisions. Thus it is that like tends to beget like. This is known as the *continuity of the germplasm.*"

—Life of Weisomann

"As Galton said, the parent is rather the trustee than the producer of the germ-cells ; or again, the individual bodies are like mortal pendents, that fall away from the immortal necklace of germ-cells."

"The Great Biologists"
—Sir J. A. Thomson, M. A., L. L. D.

* উচ্চবর্ণীয়া নারী নিম্নবর্ণের পুরুষে মিলিত হইলে তাহাকে প্রতিলোমমিশ্রণ কহে। আর্য্যশাস্ত্রে এবং বর্ত্তমান Science of Heredity and Science of Eugenics অনুসারে এই প্রতিলোমজাতকগণ হীনবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে—চাণ্ডাল প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং সমাজের ধ্বংস সাধন করে বলিয়া ইহাদের অপধ্বংসজ বলে। তাই সংহিতার বিধান—

"অসৎসন্তস্তু বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ।" —যাজ্ঞবল্ক্য

আবার—

"প্রতিলোমাস্বার্য্যবিগর্হিতাঃ ।।" —বিষ্ণু ।

আরো আছে—

"জাতো নার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যো ভবেদ্ গুণৈঃ ।
জাতোঽপ্যনার্য্যাদার্য্যায়ামনার্য্য ইতি নিশ্চয়ঃ ।।" —মনু ১০-৬৭

আর্য্যপুরুষের ঔরসে অনার্য্যা-গর্ভে যদি সন্তান হয় সে আর্য্যই হয়। আর অনার্য্য পুরুষের ঔরসে আর্য্যাগর্ভে যে সন্তান হয় সে নিশ্চয়ই অনার্য্য ।

আরো রহিয়াছে—

"যত্র ত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ ।
রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি ।।"

—মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়

অর্থাৎ, এই বর্ণদূষক প্রতিলোমজ অপধ্বংসজগণ যে রাষ্ট্রে উৎপন্ন হয়, সে রাষ্ট্র সকল প্রজাগণ সহিত ক্ষিপ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হয় ।

†"As long as the hereditary qualities of the race remain present, the

এঁদের ভিতর যাঁ'দের clan অমনতরভাবেই বজায় আছে—অথচ cult-কে মূঢ়-সংবেদনায় অন্যায্যভাবে অস্বীকার ক'রে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লেছেন, তাঁ'রা পাতিত্য লাভ করলেও ঐ Aryan cult-কে যথোপযুক্তভাবে স্বীকার ক'রে তদনুশীলন-সংবেদনায় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকলেই অন্তর্নিহিত মুহ্যমান আর্য্য-instinctগুলি with all their solution মাথাতোলা দিয়ে স্ব-মহিমায় সবকে সার্থক ক'রে, আর্য্যকিরীট-সুশোভিত হ'য়ে, মহিমময় হ'য়ে নিজেকে বিদীপ্ত ক'রে তুলবে—সে-বিষয়ে সন্দেহ আর কি থাকতে পারে ?

আবার, আর্য্য-কৃষ্টিকে অক্ষুণ্ণ রেখে যাঁ'রা বিশেষ-কোন creed-এর অনুসরণ ক'রে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লেছেন, আর্য্য ঋষি, কৃষ্টি ও পূর্ব্বতন পরম্পরা-প্রেরিত prophet বা পুরুষোত্তমদিগকে যথোচিত নতি ও সম্মান-সহকারে স্বীকার ক'রে ও পূর্ব্বতন-প্রেরণা-প্রকৃষ্টিপূত পরবর্ত্তীদিগের প্রতি উন্মুখ-নতি ও আলিঙ্গন-মর্য্যাদায় যাঁ'রা নিজেদের পূত ও প্রকৃষ্ট ক'রে রেখেছেন, clan যাঁ'দের স্ব-মহিমায় পুরুষানুক্রমে অনুলোমে অক্ষুণ্ণই আছে,—তাঁ'রা বৌদ্ধই হোন, খৃষ্টানই হোন, মুসলমানই হোন, জৈনই হোন—তাঁ'রা যে আর্য্যকৃষ্টিরই যথোচিত clan-এই অবস্থান ক'চ্ছেন, তা' সহজেই অনুমিত হ'তে পারে।†

---

strength and the audacity of his forefathers can be resurrected in modern man."

"Man the Unknown"
—Dr. Alexis Carrel, Nobel Laureate.

† শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন, যাঁহাদের clan অর্থাৎ বংশানুক্রমিক গোত্রপ্রবরাদি এবং আর্য্য-রেতঃপ্রবাহ অনুলোমে অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে, প্রতিলোম-সংস্পর্শ যে বংশে ঘটেনি, তাঁ'রা বুদ্ধদেব, বা খৃষ্ট বা হজরত রসুল—যাঁহাকেই অনুসরণ করুন না কেন—তাঁহাদের আর্য্যরক্ত ও আর্য্য paternal instincts স্ব-মহিমায় অক্ষুণ্ণই আছে। প্রতিলোম-সংস্পর্শ হইলেই আর্য্যরক্ত নিস্তেজ ও বিকৃত হইয়া পড়ে। আর পূর্ব্বতন মহাপুরুষগণকে না মানিয়া অশ্রদ্ধায় অস্বীকার করিয়া, অবমাননা করিয়া প্রবৃত্তি-স্বার্থলুব্ধ হইয়া কোন ধর্ম্মের নামে সঙ্কীর্ণ-সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেই পাতিত্য ঘটে—তবুও আর্য্যরক্ত অক্ষুণ্ণই থাকে, যদি কোনপ্রকার প্রতিলোম-সংস্পর্শ না হয়।

আধুনিক বিজ্ঞান বলিতেছে, শুধু ব্যক্তিগত acquisition পুরুষানুক্রমিক বীজকে রঞ্জিত করিয়া সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হইতে পারে না। বংশানুক্রমিক সহজাত-সংস্কারসমূহই অক্ষুণ্ণ-প্রভাবে পুত্রপৌত্রাদিতে স্বভাবতঃ বর্ত্তিয়া থাকে।

এরই ভিতর আবার যা'রা clan-কে বজায় রেখেও পূর্ব্বতনদিগকে অস্বীকারে অবধূলিত ক'রে, কোন creed-কে অবলম্বন ক'রে পূর্ব্বতন পিতৃপরম্পরাকে মূঢ়বিদ্রূপ-সংবেদনায় লাঞ্ছিত তাচ্ছীল্যে আঘাত ক'রেছেন, তাঁ'রাও যদি যথোপযুক্তভাবে অনুদীপ্ত প্রায়শ্চিত্তের সহিত পিতৃপরম্পরা ও পূর্ব্বতন পরম্পরা-প্রেরিত ঋষিদিগকে স্বীকার ক'রে, পরবর্ত্তীতে উন্মুখ থেকে নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকেন, তাহ'লেও আমার মনে হয় ঐ অন্তর্নিহিত আর্য্যরেতঃ সমুচিত nurture-অভিদীপ্ত হ'য়ে আবার স্ব-মহিমায় দিগন্তকে প্রদীপ্ত ক'রে তুলবে। কিন্তু ঐ পুরুষানুক্রমিক যে-বর্ণ-সংসৃষ্ট তাঁ'রা ছিলেন তা'রই নিম্নতম স্তরেই তাঁ'দিগকে পরিগণিত করতে হবে।* Culture and eugenic উৎকর্ষতার ভিতর-দিয়ে তাঁ'দিগের উচ্চতমে উন্নীত হওয়াই স্বাভাবিক।

আর, যাঁ'দের আর্য্যাচার-অনুপাতিক clan ও cult যথাসম্ভব যথোচিতভাবে বজায় আছে, অর্থাৎ, with all the Aryan instincts, habits and behaviour—তা' দুর্ব্বলই হোক আর সবলই হোক—আমি তো মনে করি,

---

"Weismann came to the deliberate conclusion that there is no cogent evidence of the transmission of individually acquired characters."

—The Great Biologists.

তাই, আমি যদি পূর্ব্বতন প্রেরিতগণকে স্বীকারই করি, আর clan যদি আমার ঠিকই থাকে, তবে আমি হজরত রসুল, বুদ্ধদেব বা যীশুর বার্ত্তা বহন করিলেও বিশুদ্ধ আর্য্যরক্তই বহন করিতেছি এবং পূর্ব্বতনে অশ্রদ্ধা না থাকার জন্য আমার কৃষ্টিও অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তির তাৎপর্য্য।

* Clan মানে বংশ, আর cult মানে কৃষ্টি। বংশানুক্রমিক অক্ষুণ্ণ গোত্র-প্রবরাদি লইয়া, প্রতিলোম-সংস্পর্শশূন্য থাকিয়া আর্য্যজাতিত্ব কেহ যদি অক্ষুণ্ণ রাখে তবেই clan অবিকৃত থাকে। আর, আর্য্যগণ যদি পূর্ব্বতনে অশ্রদ্ধা-পরবশ হ'য়েও এবং তাঁ'দের না মেনেও যদি অবিধিপূর্ব্বক অন্য creed গ্রহণ ক'রেই থাকেন তবে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করলেই তাঁ'দের আর্য্যসংস্কার আবার স্ব-মহিমায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবেই। কেহ তথাকথিত ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া convert হইলেও আর্য্যশাস্ত্রানুসারেই তিনি আবার সংস্কৃত হইয়া আর্য্যবর্ণাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবেন। তবে তাঁহাকে তাঁহার নিজ বর্ণের নিম্নতম স্তরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে।

সেখানেই আর্য্যত্ব নিস্তেজ হ'লেও অক্ষুণ্ণ—আর সবল হ'লে তো কথাই নেই।

আমি আবার বলি—পূর্ব্বতন আর্য্যঋষি ও পুরুষোত্তমদিগকে স্বীকার ক'রে নতি-উদ্দীপনার সহিত গৌরব-কিরীট বহন ক'রে যদি কোন আর্য্য-সন্তান তা'র temperament-মাফিক কোন creed-এ, অর্থাৎ ঋষি বা যুগ-পুরুষোত্তমের নিদেশপন্থী হ'য়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রেই চ'লে থাকেন—তা' Buddhistic creedই হোক, Jain creedই হোক, Aryan creedই হোক, Christian creedই হোক, Islamic creedই হোক আর যে-কোন creedই হোক না কেন—আর্য্য clan ও cultকে অটুট ও অক্ষত রেখে যাঁ'রা চ'লেছেন তাঁ'রা যে-ই হউন বা যা'-ই হোন না কেন, নিশ্চিতভাবে আর্য্য-সন্তান—আর্য্য।*

আর যাঁ'রা clan-কে অব্যাহত রেখে, cult-কে ignore ক'রে কৃষ্টিকে betrayal-এর বিকৃত ও বধির ছুরিকার ignorance-edge-এ বিক্ষত ক'রে পিতৃপুরুষের instinct ও রক্ত-গৌরবকে অবহেলা-লাঞ্ছিত ক'রেছেন, সেই অভিশপ্ত-প্রাণগণ অনার্য্যাচারী হ'লেও বধির-আর্য্যরক্তবাহী,—এদের দিকে চেয়ে আপসোস-অভিষিক্ত হৃদয় নিয়েও গৌরবের মদির-মন্থর দক্ষিণাকে আমি যেন ভুলতে পারি না।

কাউকে শ্রেষ্ঠ ভেবে—যে শ্রেষ্ঠতা-বাদের লোহিতরক্তে আমার উদ্ভব—যখনই আমি সেই শৌর্য্য-গৌরবহারা পাতিত্য-আলিঙ্গনে পরিপূরণী শ্রদ্ধা ও প্রেমলিপ্সু না হ'য়ে প্রবৃত্তি-লিপ্সায় কোন শ্রেষ্ঠকে আলিঙ্গন করতে যাই, সেই শ্রেষ্ঠের পূজার প্রথম নৈবেদ্যই কি আমার betrayal-এর পূতিগন্ধ-মাল্যে সাজান হয় না ?† তাহ'লে আমি আজীবন-ভ'রে যা'র পূজায় নিজেকে নিয়োগ করেছি।

"হিন্দুধর্ম্ম একটি বৃহৎ অতিথিশালা। সেখানে আগন্তুকমাত্রেই স্থান পাইয়াছে। অত্যন্ত উচ্চ হইতে অত্যন্ত নীচ পর্য্যন্ত যে-কেহ তাহাতে প্রবেশ করিতে চাহিয়াছে তাহাকেই সাদরে স্থান দেওয়া হইয়াছে। কেবল তাহাকে ধর্ম্মসম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য এবং আর্য্যসমাজের নিয়ম মানিতে হইয়াছে।"

'Religious Thought and Life in India'—Sir Monier Williams

* ৮৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা দেখুন।

† ৬৯ পৃষ্ঠার * পাদটীকা দেখুন।

ব'লে মনে করি, বাস্তবিকই তায় কা'র পূজা ক'রে চ'লেছি—একবার ভেবে দেখুন তো ? সেই শ্রেষ্ঠের, সেই পুরুষোত্তমের—না ঈশ্বরপ্রেম-অছিলায় শয়তানের পরমপ্রিয় বিশ্বাসঘাতকতার ? আর, নিত্যনৈমিত্তিক জীবনেও প্রতি-পদক্ষেপেই কি মূঢ়-সম্মোহনী সেই Satanic blessing-এর জ্বালাময়ী cynic উৎফুল্লতাকে ইষ্টের আশিস ব'লে মেনে নিয়ে নিজেকে ভাঁড়িয়ে চলছি না ? দিশেহারা দশা কি আমাদের—যে-আমরা এমনতর তা'দিগকে ত্যাগ ক'রেছি ?‡

তাই, আমার মনে হয়—যাঁ'রা পূর্ব্বতনদের অস্বীকার করেননি, আর্য্য cult ও clan-কে অপদস্থ ক'রে প্রবৃত্তির অছিলায় প্রলোভন-পুষ্টির জন্য কোন শ্রেষ্ঠ, প্রেষ্ঠ বা ইষ্টকে নতি-আলিঙ্গনে আগ্‌লে ধরেননি—তাঁ'রা খৃষ্টানই হোন, মুসলমানই হোন, বৌদ্ধই হোন, জৈনই হোন আর যা'-ই হোন—অটুট ও অনড়ভাবে আর্য্য—তা'তে কি আর সন্দেহ আছে ?

প্রশ্ন। কিন্তু পূর্ব্বতনদের অস্বীকার ক'রে—fulfil না ক'রে—যাঁ'রা cult ত্যাগ ক'রেছেন, তাঁ'রা আর্য্য কোন্ বর্ণের হবেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাঁ'দের clan-মাফিকই তো বর্ণ হওয়া উচিত। আর, cult-কে betray করার দরুণ—যা'দের cult ও clan ঠিক আছে—তা'দের চাইতে নিম্নে হওয়াই স্বাভাবিক ; আর, তাঁ'দের ছেলেমেয়েদের বিবাহাদিও

---

‡ ঐরূপ conversion বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর মাত্র। অমনধারা ধর্ম্মান্তরগ্রহণে প্রবৃত্তিস্বার্থ-পরিপূরণবুদ্ধি-হেতু আমরা দিশেহারা জ্বালা নিয়েই নিত্যনৈমিত্তিক জীবন অতিবাহিত করতে থাকি। প্রবৃত্তিস্বার্থ-পূরণের জন্য পূর্ব্বতনকে অবমাননা ও অস্বীকার করে যখনই মানব ধর্ম্মান্তর-গ্রহণে অভিলাষী হয় তখনই সে হয় প্রকৃত unbeliever—এই-ই আল্লার কালাম।

দারিদ্র্যের জন্য, কামের তাড়নায় বা অন্যায়ে অসহিষ্ণুতা-হেতু মানুষ যখন পূর্ব্বতন প্রেরিতগণকে অস্বীকার ক'রে তাঁ'দের পরিত্যাগ করে, ধর্ম্মের নামে নূতন কিছু ধর্ম্ম ব'লে আঁক্‌ড়ে ধরতে যায়, তা' ধর্ম্মানুমোদিত তো নয়ই বরং বিশ্বাসঘাতকতা। মানুষ যখন পূর্ব্বতনকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে তাঁ'দেরই সহজ-পরিপূরণাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে কাউকে আঁক্‌ড়ে ধরে, তাহাতে ধর্ম্মান্তর হয় না—আর তাই-ই স্বাভাবিক। অন্ন বা অর্থাভাবে বা প্রবৃত্তির তাড়নায় যে পূর্ব্বতনদের অস্বীকার করে, ত্যাগ করে—তা'র দিশেহারা দশা অক্ষুণ্ণই থাকে। এই-ই শাস্ত্র, সব শাস্ত্রের এই-ই দলিল।

আর্য্যকৃষ্টি-নিয়ন্ত্রণ-মাফিক চ'ল্লে কোন প্রকার দূষণীয় হবে ব'লে আমার মনে হয় না—অবশ্য cult-কে আলিঙ্গন ক'রে—যথা-প্রায়শ্চিত্তে।

প্রশ্ন। আর, যাঁ'দের cult ও clan ঠিকমত জানা যা'চ্ছে না, অথচ বোঝা যা'চ্ছে তাঁ'রা Aryan—তাঁ'রা কোন্ category-র হবেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাঁ'দের অন্ততঃ ক্রমান্বয়ে সাতপুরুষের culture-এর ক্রম-পর্য্যায় দেখে সেই cultureটা যে-বর্ণের instinct তা'তে গণ্য ক'রে নিলে বড়-বেশী ভুল হবে ব'লে মনে হয় না—যদিও ঐ-বর্ণের নিম্ন degree-তেই তাঁ'দের স্থান হওয়া স্বাভাবিক—যথা-প্রায়শ্চিত্তে ! এই রকম তো আমার মনে হয়।*

প্রশ্ন। আর ঐ instinct-গুলি first-hand accurately determine করা যাবে কি-ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ঐ অমনতর বংশানুক্রমিক habits and behaviour-এর ভিতর-দিয়েই আন্তরিক বোধ-সম্পদকে অনেকটাই নির্ণয় করা যেতে পারে—আর এইগুলি মিলেই হ'চ্ছে মানুষের স্বতঃ-প্রকৃতি।†

---

* শ্রীশ্রীঠাকুরের এই বিধান অনুসারে যাঁ'দের আর্য্য ব'লে বোঝা যা'চ্ছে, তাঁ'দের সাত-পুরুষের ক্রিয়া, চরিত্র, আচার প্রভৃতি দেখে' তাঁ'দের সহজ সংস্কার কোন্ বর্ণানুপাতিক তা নিরূপণ ক'রে নিতে হবে। আর cult ও clan ঠিক না থাকার দরুণ তাঁ'দের সেই বর্ণের নিম্নস্তরেই যথা-প্রায়শ্চিত্তে সন্নিবেশিত করতে হবে।

প্রায়শ্চিত্ত আর কিছুই নহে—যথাবিধি উপবাস-ব্রত ও উপাসনা এবং মন্ত্রজপাদি দ্বারা এবং আহার্য্য ও ঔষধাদি নিয়ন্ত্রণ দ্বারা স্নায়বিক সংস্কার সাধনের মধ্য-দিয়া দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উদ্দীপিত করিয়া চিৎসাড়া-সম্পন্ন করিয়া তোলা। আর্য্যগণ এই বিজ্ঞানানুমোদিত শারীর ও মানসিক বিধানের মধ্য দিয়া প্রতি-ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সম্যক্ পরিস্ফুট করিয়া তোলেন। মুসলমানগণও প্রতিবৎসর একমাস বিধিবদ্ধ উপবাস দ্বারা শারীরিক ও মানসিক বলবিধান করিয়া থাকেন।

মনুসংহিতায় রহিয়াছে—

"বর্ণাপেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোনিজম্।
আর্য্যরূপমিবানার্য্যং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্বিভাবয়েৎ।।" ১০-৫৭

† "অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রূরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষযোনিজম্।।

আরো বলি, dealings আর behaviour কিন্তু এক জিনিস নয়কো। Behaviour হচ্ছে সত্তায় অনুস্যূত instinct-মাফিক interested libido-র অভিব্যক্তি,—আর dealings হ'চ্ছে মানুষের passion, প্রবৃত্তি বা interest-এর চাহিদা-জোগানের manipulating conduct. তাই, ঐ dealings-এর ভিতর দিয়ে নজর করলেও মানুষের habits and behaviour-কে infer করা যেতে পারে। Enormously educated people-এর ভিতরও হয়ত low instincts active দেখতে পাওয়া যায়—তা'র ঐ habits and behaviour-এর lensএর ভিতর দিয়ে একটু নজর করলেই।*

প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনি যে প্রতিলোম interpolation-এর কথা আগে বল্লেন—তা'তে কী হয় ?

পিত্র্যং বা ভজতে শীলং মাতুর্ব্বোভয়মেব বা।
ন কথঞ্চন দুর্য্যোনিঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি ॥
কুলে মুখ্যেঽপি জাতস্য যস্য স্যাদ্ যোনিসঙ্করঃ।
সংশ্রয়ত্যেব তচ্ছীলং নরোঽল্পমপি বা বহু ॥"

—মনুসংহিতা। ১০—৫৮, ৫৯, ৬০

"অনার্য্যো দ্বেষমৎসরপ্রধানঃ স্বার্থপরঃ। ক্রূরো লোভহিংসাপরঃ। নিষ্ক্রিয়াত্মা বিহিতক্রিয়া-বর্জ্জিতঃ। এতৈঃ স্বভাবৈঃ কলুষযোনিজতা ব্যজ্যতে।" —মেধাতিথি।

* "যোনিসঙ্কর হইতে অতি গোপনেও যাহার জন্ম হয়, সেও অল্প বা অধিকই হউক, জন্মদাতার স্বভাব অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য নীচ জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়া আর্য্যের ন্যায়, আচারনিরত হইলেও তাহার জাতি স্বভাব-নিকৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া দেয়। শাস্ত্রজ্ঞান নীচের নীচত্ব অপকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না।"

'যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি'
—মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ৪৮ অধ্যায়।

শুধু স্বার্থজ্ঞান হ'তেই আসে dealings—যেমন canvasser-রা খুব ভাল deal করে ; আর জাতি বা সহজাত-সংস্কারই behaviour-এ পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে।

"Behaviour is a mirror in which every one displays his image."
—Goethe.

"Levity of behaviour is the bane of all that is good and virtuous."
—Seneca.

শ্রীশ্রীঠাকুর। নিম্নবর্ণের নারী যা'রা তা'দের ভিতর higher instincts-এর আবাদ কম হওয়ার দরুণ তা'দের একটা normal hankering for perfect fulfilment থাকার দরুণ তা'রা সশ্রদ্ধ আনতিতে উচ্চবর্ণের পুরুষের দিকে স্বতঃই inclined হ'য়ে থাকে।* আর ঊর্দ্ধে এই normal inclination-এর দরুণই তা'দের libido একটা uphill enthusiasm-এর ভিতর-দিয়ে active service-এর আকৃতিতে acquistion-কে সহজ উৎসারণায় দক্ষ ক'রে instinct-এর সম্পৎশালী হ'তে থাকে।† এই হ'ল মানুষের normal uphill tendency—এই অনুলোম-সংমিশ্রণে clan ঠিকই থাকে বরং সর্ব্বতোভাবে সংবর্দ্ধিতই হয়।‡ কিন্তু anomalous প্রতিলোম-interpolations হ'লে অর্থাৎ নিম্নবর্ণের পুরুষের সহিত উচ্চবর্ণীয়া নারীর যৌন-মিলন হ'লে invariably দেখা যায়—সে clan-এর special instincts-এর normal hereditary chain-এর ভিতর anomaly এসে পড়েছে।[১] In "Pratilom" treachery generally and majorly moves through

---

* "As a matter of fact, in the crosses between unequal human races the father in the vast majority of instances belongs to the superior race."

Edward Westermarck, Ph. D., Hon. L. L. D.,
Professor of Sociology in the University of London.

"Woman refuses to lower herself."

—M. de Quatrefages.

† "A woman cannot love a man she feels to be her inferior."

—Madame Dudevant.

‡ "অসৎসন্তস্তু বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ।"

—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা। ১-৯৫

অর্থাৎ প্রতিলোম-বিবাহে জাত (অর্থাৎ উচ্চবর্ণের কন্যাতে নিম্নবর্ণের পুরুষ-সংসর্গে জাত) সন্ততি অসৎ এবং অনুলোমজ (অর্থাৎ নিম্নবর্ণের কন্যাতে উচ্চবর্ণের পুরুষের দ্বারা জাত) সন্ততি সৎ হয়।

[১] "প্রতিলোমাসু স্ত্রীষু চোৎপন্নাশ্চাভাগিনঃ।"

—বিষ্ণুসংহিতা। ১৫-৩৬

অর্থাৎ প্রতিলোমা স্ত্রীতে জাত সন্তান অভাগী।

and innate tendency to ignore the admirable superior—যেমনতর রকমটা সঙ্গদোষে through acquisition চরিত্রে এলেও উপযুক্ত সংসর্গে পড়লেই বা কোন critical moment-এ stand করতেই পারে না।† আর, এটা instinct and behaviour-এর ভিতর-দিয়ে অল্পবিস্তর প্রকাশ পেয়েই থাকে। তাই, প্রতিলোম-সংস্পর্শ আর্য্য-বিগর্হিত।‡

[অতঃপর মৌলবী মহম্মদ খলিলর রহমান আবার শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।]

প্রশ্ন। তফ্‌সীর শাহতে আছে—"সাময়িক প্রেরিতপুরুষকে মান্য করিলে ঈশ্বরকে মান্য করা হয়—তদ্ব্যতীত ঈশ্বরের আদেশ মান্য করা মিথ্যা!" এই প্রেরিত-পুরুষ কি সব-সময় পাওয়া যায়? আর, প্রেরিত-পুরুষ কি কোন সম্প্রদায়-বিশেষের? তা' যদি হয় তবে এক সম্প্রদায়ের লোক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রেরিত-পুরুষের কি-ক'রে অনুসরণ করতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তফসীর শাহের বাণী অতি যথার্থ, অতি সত্য! যখনই ভগবানের বাণী—বহুদর্শিতার আলোক, গুণের অভিব্যক্তি, দর্শনের বোধ ও জানা যা'-কিছু—ব্যক্তির ভিতর-দিয়ে আমাদের সম্মুখে প্রকট হ'য়ে না দাঁড়ায়, অথচ কথাগুলি অর্থাৎ জীবন ও বর্দ্ধনে—এক-কথায় ধর্ম্মের উপদেশগুলি যথাযথভাবে পুস্তক ও পণ্ডিত অথচ কামেল নয় এমনতর মানুষের মুখে থাকে, আমরা তা'র সার্থকতার প্রলোভনে, জীবন ও বৃদ্ধির আকৃতিতে বৃত্তি-উপভোগের চাহিদার ভিতর-দিয়ে, তা'রই রঙ্গে রঙ্গিয়ে, সেইগুলিকে বৃত্তি-উপভোগ-মাফিক ক'রে নিয়ে

---

† আবার আছে—

"প্রতিলোমাস্ত্বার্য্যবিগর্হিতাঃ।" —বিষ্ণুসংহিতা।

অর্থাৎ প্রতিলোমা নারীতে আর্য্যবিগর্হিত সন্তান জন্মে।

‡ "সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।"

—মনুসংহিতা। ১০—৪১

অর্থাৎ অনুলোমজগণ দ্বিজ-ধর্ম্মী আর প্রতিলোমজগণ শূদ্র-ধর্ম্মী, অপধ্বংসজ হয়।

অনুসরণ করতে আরম্ভ করি—আর, তা'কে support করবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার যুক্তিজালের অবতারণা ক'রে, সেগুলিকে অকাট্য ক'রে জীবন-বৃদ্ধির প্রলোভনে বৃত্তি-উপভোগের প্ররোচনায়, বেশ হিসাবীর মতন বেহিসাবে জীবন-বৃদ্ধিকেই ফাঁকি দিয়ে চলতে থাকি !

তখন এমন-কোন আদর্শ থাকে না যাঁ'কে দেখে কিংবা যাঁ'তে আমাকে দেখে, আমাদের এই হিসাবী বেহিসাব চলনা ও চিন্তাগুলি দেখে ধ'রে ফেলতে পারি। তখন এমনতর অবস্থাই এসে উপস্থিত হয়—বাঁচতে যাওয়া, বাড়তে যাওয়া—অর্থাৎ ধর্ম্ম করতে যাওয়াটাই যেন অধর্ম্ম করাই হয় ! আদর্শ, ব্যক্তি ও পারিপার্শ্বিকের ভিতর দুঃস্বার্থান্ধ, জীবনবৃদ্ধির অপলাপী নানান্ রকমের ব্যবচ্ছেদ এসে হাজির হয় ! একদিন সেই পূর্ব্বপ্রেরিত-পুরুষ বা Superior Beloved-এর আলিঙ্গনে মানুষের জগৎটা যেমন পারম্পর্য্য-হিসাবে যথাক্রমে বিন্যস্ত হ'য়েছিল অর্থাৎ একটা নিবিড় cosmos হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল,—সম্মুখে তেমনতর Superior Beloved বা প্রেরিত-পুরুষ না থাকার দরুণ, তাঁ'র ঐ নিবিড় বাস্তব ব্যক্ত আলিঙ্গন না পেয়ে, বৃত্তির মহড়ায় বাঁচা-বাড়ার চলনাগুলি নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে, প্রত্যেকের সব-দুনিয়াটা যেন বিরোধ ও বিচ্ছেদপূর্ণ হ'য়ে দাঁড়াল—কেমন যেন একটা হারিয়ে যাওয়ার মতন, উদ্ব্যস্ত বিক্ষেপের মতন, হয়রাণি আবহাওয়ার মতন দুনিয়াটা chaos-এ পরিণত হ'য়ে উঠল*—দুঃখ-দুর্দ্দশায় পথহারা, প্রয়োজনমুখর ভ্রম-বিরোধ-বিচ্ছেদপূর্ণ, ভাল

---

* শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সময়ে, শ্রীবুদ্ধের আগমন-সময়ে, খৃষ্টের আবির্ভাব-কালে এবং হজরত মোহম্মদের আগমন-সময়ে এইরূপ chaos-এই জন-সমাজ পরিণত হ'য়েছিল। "ব্রহ্মজ্ঞান বা তাওহিদের এতাদৃশ ব্যভিচার ঘটিলে, মানবের মন ও মস্তিষ্ক আল্লাহ্ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহার উপর শয়তানের পূর্ণ প্রাদুর্ভাব বিরাজ করিতে থাকে।" তাই গীতায় আছে—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥" —শ্রীমদ্ভগবদগীতা।

আরো—

"হজরতের আবির্ভাব-সময়ে পারস্যে মজদকীয় নামক এক অভিনব ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়। এই ধর্ম্মের প্রধানতম সাধ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় এই ছিল যে জন-জমিন-জর বা কামিনী, কাঞ্চন ও ভূমিতে

করতে গিয়ে মন্দ হ'য়ে ওঠে এমনতর—একটা ঘোরপ্যাঁচে মানুষ বিব্রত হ'য়ে উঠল ! তখন আসল ভগবানে অবিশ্বাস—প্রেরিত-পুরুষে অনাস্থা, অননুসরণ —আচার্য্য, apostle, ঋত্বিকে অনাদর—অমৃত ভুলে মরণ আদৃত হ'তে লাগল—অনাচার, দুর্ব্বলতা, দুর্দ্দশা, দুর্নীতি, দুরভিসন্ধি ইত্যাদি নিয়ে শয়তান তা'র ক্ষুদ্র চক্ষু মেলে রাক্ষসের মূর্ত্তিতে তা'র অন্ধ-তমসার দিশেহারা ভেরী বাজিয়ে ফিরতে লাগল !

তাই, এগুলি হ'তে ত্রাণ করতে ঐ তৎসাময়িক যিনি প্রেরিত-পুরুষ, কেবল তিনিই তা' পারেন ।† তাঁ'র সংস্পর্শে ঐ সব কথার ভ্রান্তি, ভাবার ভ্রান্তি, করার ভ্রান্তি ধরা প'ড়ে খসে পড়ে—চলনার পথ আবরণশূন্য হ'য়ে অমৃতপ্রসারী হ'য়ে দাঁড়ায়—তাঁ'কে ভালবেসে, তাঁ'কে আলিঙ্গন ক'রে, তাঁ'র নিবিড় চুম্বনে সব আঁধার-ভরা অজানা টুটে গিয়ে, অঢেল আলোকে প্রতি-প্রত্যেকে জীবন ও বৃদ্ধির উন্নত-উল্লম্ফনে চলতে থাকে—দুনিয়া স্বর্গে পরিণত হ'তে থাকে ।

তাহলেই দেখুন, সাময়িক প্রেরিত-পুরুষকে বাদ দিয়ে, অনুসরণ না ক'রে, যা'রা ভগবানকে অনুসরণ করতে চায়, তা'রা যে বৃত্তি-রঙে রাঙ্গান নিজের ধারণা-প্রসূত যা', তা'কে ভগবানের বাণীর তক্‌মায় তারিফ দিয়ে, জীবন ও বৃদ্ধির অপলাপী বৃত্তি-পুরুষার্থকেই অনুসরণ ক'রে থাকে—সেটা কি মিথ্যা ?

আর, যাঁ'রা প্রেরিত-পুরুষ—তাঁ'রা যে-সম্প্রদায়ের ভিতর-দিয়েই গজিয়ে উঠুন না কেন, আর কোন সম্প্রদায়ের বাহির-দিয়েই গজিয়ে উঠুন না কেন—তাঁ'দের সম্প্রদায়ই হ'চ্ছে ভগবানকে আলিঙ্গন ক'রে তাঁ'তে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে,

---

পুরুষমাত্রেরই সমান অধিকার । এই শ্রেণীর আন্দোলনের ফলে তখন পারস্যের ধর্ম্মনীতি ও মানবতা যে কিরূপ শোচনীয় ও কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল..... ।"

—মৌলানা মোহাম্মদ আক্‌রাম খাঁ

† "এস্থানে ইহুদিদিগের প্রসঙ্গ, ইহুদি ও কপটলোকদিগের প্রসঙ্গ কোরাণের প্রায় সকলস্থানে একত্র সন্নিবেশিত । সাময়িক প্রেরিত-পুরুষকে মান্য করিলে ঈশ্বরকে মান্য করা হয় । তদ্ব্যতীত ঈশ্বরের আদেশ মান্য মিথ্যা ।"

'কোর-আণের অনুবাদের পাদটীকা'
—তফসীর শাহ

জীবন ও বৃদ্ধিকে উন্নত-নিয়ন্ত্রণে চালিয়ে উচ্ছল ও উন্নত ক'রে অমৃত-চলনার অনন্ত-উপভোগে প্রতিনিয়ত চলতে থাকা ! তা'-ছাড়া তাঁ'দের কোন সম্প্রদায়ও নেই—মুসলমান, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, protestant, catholic, quakers, সিয়া, শুন্নি ইত্যাদি ব'লেও কোনো কিছু নেই।* যাঁ'র ভিতর ঐ ইস্‌লাম অর্থাৎ ভগবানকে আলিঙ্গন ক'রে আত্মসমর্পণ ক'রে, জীবন-বৃদ্ধিকে তাঁ'তে অঢেল ক'রে অমৃত-চলনার অনন্ত-উপভোগে চলা—সেখানেই তাঁ'র সম্প্রদায়, সেখানেই তাঁ'র সখা, সেখানেই তাঁ'র উৎসর্গ ! এই উৎসব-মণ্ডিত চলনাকেই হয়ত তাঁ'রা ইসলাম-ধৰ্ম্ম ব'লে থাকেন। যাঁ'রাই এমনতর মহান্ পূরণকারী —এক-কথায় বলতে পারা যায়, প্রত্যেক তাঁ'রাই ইসলাম-ধর্ম্মী !

তাহ'লেই দেখুন, সম্প্রদায় আছে সেখানেই, যেখানেই ঐ প্রেরিত-পুরুষ নাই—কিংবা ঐ প্রেরিত-পুরুষের চলনাকে দেখে-শুনে তাঁ'তে অনুপ্রাণিত হ'য়ে নিজেকে যাঁ'রা চালিয়েছেন বা চালাচ্ছেন এমনতর আচার্য্য বা apostle নাই—বা সেগুলি স্বচক্ষে দেখেছে, তদগতপ্রাণ—তাঁ'কে তুষ্ট করতে, সন্দীপ্ত করতে, হাতে-কলমে নিজেকে অমনতর ছাঁচে ফেলে সেই ভাবে, সেই ভঙ্গীতে, নিজের যা'-কিছু অভিব্যক্তিকে চিন্তা ও চলনাকে অমনতর ক'রে তুলেছেন বা তৎপ্রয়াসশীল এমনতর ঋত্বিকও নাই।

---

* সাময়িক প্রেরিত-পুরুষ যিনি—তিনি সকলকেই পরিপূরণ করেন। যিনি যে সম্প্রদায়ের গণ্ডীতেই আবদ্ধ থাকুন না কেন, তিনি এসে প্রত্যেককেই তাঁর পূর্ব্বতনের জীবন্ত সংস্পর্শদান করেন—নিজের জীবন, কর্ম্ম, বাণী ও চারিত্র্যের অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে। তাই সকল সম্প্রদায়ের লোকই সাময়িক বাস্তব প্রেরিত-পুরুষের মধ্য দিয়া নিজ-নিজ সম্প্রদায়ের আদর্শের বাস্তব অনুপ্রাণনায় অনুপ্রাণিত, জীবন্ত হ'য়ে ওঠেন। যে ধৰ্ম্ম তাহাদের মধ্যে কতগুলি মৃত অনুষ্ঠানের কঙ্কালে পর্য্যবসিত হ'য়েছিল তাহা নূতন প্রাণের শিহরণ নিয়ে মঞ্জুরিত হ'য়ে ওঠে। সাময়িক প্রেরিত-পুরুষের মধ্য-দিয়া এমনই করিয়া সকল সম্প্রদায় এক অভিনব সমন্বয় লাভ করে। কেহই তাহার স্বধর্ম্ম ও সমাজ পরিহার না করিয়া সকলেই জীবন্ত ধর্ম্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠে। তাই, তফসীর শাহের ঐ বাণী—"সাময়িক প্রেরিত-পুরুষকে মান্য করিলে ঈশ্বরকে মান্য করা হয়। তদ্ব্যতীত ঈশ্বরের আদেশ মান্য মিথ্যা।"

তাহ'লেই তাঁ'দিগকে যাঁ'রা কোন সম্প্রদায়ের মহড়ায় ফেলে সেই-হিসাবে অনুসরণ করেন, তাঁ'রা যে একটা বেকসুর ঠকায় ঠ'কেই থাকবেন তা'তে আর কোন ভুল আছে ব'লে মনে হয় না! যে বা যা'রা কোন জাতি, বর্ণ বা সম্প্রদায়-ভুক্ত ক'রে ঈশ্বর, খোদা ও তাঁ'র প্রেরিতদিগকে দেখতে চায় বা দেখতে যায় তা'রা অবিশ্বাসী, তা'রা কাফের—ইসলামকে তা'রা স্পর্শ করারও উপযুক্ত নয়! এ-কথা জানবেন, যাঁ'রা প্রেরিত তাঁ'রা convert নন্ কখনও—but baptised, initiated and bedewed with love for Superior Beloved—indeed ever and everywhere!

কেন না, Superior Beloved-এর টান তাঁ'দের হৃদয়ে এমনতরই প্রবল ও প্রখর, যা'-দিয়ে তাঁ'দের প্রত্যেক বৃত্তির যা'-কিছু তৎস্বার্থ ও তৎপ্রতিষ্ঠা-পরায়ণতায় অভিষিক্ত হ'য়ে থাকে। দুনিয়ার যা'-কিছু আঁতি-পাতি ক'রে তাঁ'রা তাঁ'দের সেই Superior Beloved-এর পূজায় সার্থক ক'রে তুলে সার্থক হ'য়ে থাকেন, তৃপ্ত হ'য়ে থাকেন, সন্দীপ্ত হ'য়ে থাকেন!

প্রশ্ন। যীশু নিজেকে son of God ব'লেছেন, হজরত মহম্মদ ছিলেন servant and friend of God—কিন্তু উভয় ধর্ম্মেই নিরাকার ঈশ্বরের prayer করে—তা' কি-ক'রে সম্ভব? খৃষ্টান ও মুসলমানেরা তো তা'দের আদর্শ বা prophet-এর পূজা করে না—তবে নিরাকার ঈশ্বরের পূজা ক'রেও এত-বড় দু'টি সম্প্রদায় বেঁচে আছে কেমন-ক'রে? নিরাকারের পূজা তো হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। শুধুমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা ক'রে জীবন-চলনাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে, সমাধান ক'রে, সামঞ্জস্য ক'রে কেউ বা কোন সম্প্রদায় বেঁচে থাকতে পারে নাই বা পারে না!* কারণ, প্রেরিতকে বাদ দিয়ে শুধু ঈশ্বরবোধ বিবেকের, দর্শনের ও অলৌকিক ব্যবধানের বিচ্ছেদের অন্তরালে অতি সুদূর

* "Beware of the man whose God is in the skies."
—George Bernard Shaw.

নিকটে বিদ্যমান থাকে !† মানুষের ভিতর-দিয়ে ঐ বিচ্ছেদগুলির নিরসন হ'য়ে যখন তিনি তাঁ'র যা'-কিছু সব উপ্‌চে' ব্যক্ত হ'য়ে ওঠেন, তা'রই সংঘাতে মানুষের ভিতরকার অমূর্ত্ত তিনি সুরত বা libido-র টানের ভিতর-দিয়ে সেই সাড়াকে বহন ক'রে এই কঙ্কালরক্তমাংস-মণ্ডিত যা'-কিছুর ভিতর-দিয়ে ফুটে' ওঠেন !* তাই প্রেরিত তাঁ'র দোস্ত। পিতা যেমন পুত্রের ভিতরে উপ্‌চে উঠে বহু-মূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত হন, অথচ পুত্র কখনও সেই পিতা হ'তে পারেন না,—তেমনি-ক'রেই প্রেরিত তাঁ'র পুত্র—আর এমনি-ক'রেই ঐদিক-দিয়েই প্রেরিত তাঁ'র দাস, প্রেরিত তাঁ'র ভক্ত, প্রেরিত তাঁ'র বন্ধু।

দয়াকে যেমন কোন ব্যক্তিতে অভিব্যক্ত না হ'লে বোধ করা যায় না, বহুদর্শিতার ফল যে জানা,—সে-জানাকে যেমন কোন ব্যক্তির ভিতর-দিয়ে ছাড়া

---

† আর তাই তফসীর হোসেনী বলিতেছেন—

"প্রেরিতগণের বিদ্রোহী হইয়া শুদ্ধ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী হইলে বিশ্বাসের পূর্ণতা হয় না।" আর কোর-আণও বলিতেছেন—

من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أر
سلنك عليهم حفيظاً *

"যে ব্যক্তি প্রেরিত-পুরুষের আজ্ঞা পালন করে, নিশ্চয় সে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে এবং যাহারা অমান্য করে আমি তোমাকে তাহাদের প্রতি রক্ষক নিযুক্ত করি নাই।"

(কোর-আণ—সুরা নেসা ৮০ র, ১১)

"এক নির্গুণ ব্রহ্ম বেশ বুঝিতে পারি, আর তাহারই ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ প্রকাশ দেখিতে পাইতেছি। এই সকল ব্যক্তি-বিশেষের নাম ঈশ্বর যদি হয় তো বেশ বুঝিতে পারি। তদ্ভিন্ন কাল্পনিক জগৎকর্ত্তা ইত্যাদি হাস্যকর প্রবন্ধে বুদ্ধি যায় না।"

(পত্রাবলী ২য় ভাগ)—স্বামী বিবেকানন্দ।

* তাই, ইঁহাকে আর্য্যগণ 'সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ' নামে অভিহিত করেন, মুসলমানগণ 'রসুল' বলেন, আর খৃষ্টানগণ 'ঈশ্বর-তনয়' বলেন।

"In the World made flesh, the Divine love, which is the Father, is made manifest and through this the Holy Spirit is breathed upon the World. Thus, in Him, Jesus Christ dwelleth all the fullness of the Godhead bodily."

'Swedenborg'
—Frank Sewall.

জানা যায় না, বৃত্তিগুলিকে—যেমন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ইত্যাদিকে—কোনও ব্যক্তিতে ব্যক্ত না হ'লেও বোধ করা যায় না। আবার, ঐগুলি সব যখন কোন ব্যক্তির ভিতর-দিয়ে ব্যক্ত হয়—সেই ব্যক্ততার সংঘাতে যে-ব্যক্তিতে ওগুলির উদ্বোধন হয়নি, তা'র ভিতরও সঞ্চারিত বা সংক্রামিত হ'য়ে, ঐ ভাব বা বোধের সৃষ্টি ক'রে শারীরিক সংস্থানগুলিকেও তদনুপাতিক ক'রে তোলে ;—ঠিক অমনতরই, ঐ ঈশ্বরপ্রাণ প্রেরিতের ভিতর-দিয়ে ঈশ্বরকে তেমনতর-ক'রেই উপলব্ধি করা যেতে পারে। আর ভাব, জ্ঞান, বোধ ও কর্ম্মগুলির অভিব্যক্তি তাঁ'র শারীরিক সংস্থানগুলিকে যেমনতর ক'রে তোলে,—তা' সঞ্চারিত হ'য়ে সংক্রমণের মতন তা'র বোধপ্রবণ প্রত্যেক পারিপার্শ্বিককেও তেমনি ক'রে তোলে !†

তাই বাইবেলে যীশু ব'লেছেন, "আমিই আমার পিতার কাছে যাবার একমাত্র পথ"—কোরাণে হজরত রসুলও এমনতরই কথা ব'লেছেন, এমন-কি মহম্মদ

---

† "Just so, the great man... ... ... whether he springs from the soil like Mahomet or Franklin, brings about a rearrangement on a large scale or a small scale, of the pre-existing social relations. The mutations of the society, then, from generation to generation are in the main due directly or indirectly to the acts or the examples of individuals whose genius was so adapted to the receptivity of the moment."

'Selected Papers on Philosophy'—William James

"দয়াময় আল্লাহ্ বলিতেছেন—আমার যে বান্দা নোয়াফিল দ্বারা আমার সামীপ্য লাভ করে সে অমর হয় এবং তাহাকে আমার দোস্ত করি এবং আমার দোস্ত হওয়ার পর আমি তাহার কাণ হই—যাহাদ্বারা সে শোনে, আমি তাহার চক্ষু হই—যাহাদ্বারা সে দেখে, আমি তাহার হাত হই—যাহাদ্বারা সে ধরে, আমি তাহার জিহ্বা হই—যাহাদ্বারা সে বলে, আমি তাহার পা হই—যাহাদ্বারা সে চলে।"

—হাদিস কুদ্‌ছি।

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ।। —গীতা ৪—৬

"No man hath seen God at any time. The only begotten son, which is in the bosom of the Father—he hath declared Him."

—St. John's Gospel.

রসুল ছাড়া আল্লার কোন অভিব্যক্তি নেই, অর্থও নেই মানুষের কাছে ; তাই, লা এল্লাহ্ এল্লেল্লাহ্ মোহাম্মদের্ রসুলুল্লাহ্ ! তিনি আরও ব'লেছেন, খোদাকে যা'রা তাঁ'র প্রেরিত থেকে আলাদা-ক'রে দেখে থাকে বা দেখতে চায়—তা'রা অবিশ্বাসী, তা'রা কাফের।

তাই, ঐ নিরাকার ঈশ্বরের পিছনে ছিলেন তাঁ'রই প্রেরিত হজরত রসুল বা হজরত ঈশা ও আরো পূর্ব্ব-পূর্ব্ব prophet-গণ। সেই prophet-গণকে অনুসরণ ক'রেই জাতি, বর্ণ, ব্যক্তি, সম্প্রদায় বেঁচে থাকে—আর, তাঁ'দের পরবর্ত্তী সময়েও apostle, আচার্য্য বা ঋত্বিকরা অনেকটা তাঁ'রই পরিপূরণ ও পরিপোষণ ক'রে থাকেন ; এমনি-ক'রেই বাঁচার চলনে চলতে থাকে জাতি, বর্ণ, ব্যক্তি ও সম্প্রদায়। যখন এরও অভাব ঘ'টে ওঠে, ধর্ম্মপাণ্ডিত্য দিয়ে যখন ব্যবসা ও প্রতিপত্তি আরম্ভ হয়, মানুষ বৃত্তিভোগভুক্ স্বার্থের তক্‌মায় স্বার্থান্ধ হ'য়ে পড়ে—তখন জাতি, বর্ণ, ব্যক্তি, সমাজ, সম্প্রদায় ইত্যাদি দীন হ'তে থাকে, জীর্ণ হ'তে থাকে, দুর্বল হ'তে থাকে, অলস হ'তে থাকে, অবশ হ'তে থাকে—জরাগ্রস্ত, মর-মর হ'য়ে ওঠে—এমন-কি কোথাও-কোথাও ম'রেও যায় ! আর্য্যদের গীতায় পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের উক্তি আছে—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥"

তাই, তিনি তখনই আসেন—এমনতর কথা বাইবেলেও আছে, কোরাণেও আছে।*

আবার দেখা যায়—যখনই মানুষ এই সাময়িক prophet-দিগকে সংস্কারান্ধ হ'য়ে গ্রহণ করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, সে-জাতি বা সে-সমাজ বা সে-সম্প্রদায় বা সে-ব্যক্তি অবিলম্বে ধ্বংসে নিঃশেষ হ'য়ে যায়। এই দুনিয়ার বুকে আর্য্য, মঙ্গোলিয়ান, Dravidian ইত্যাদির মত, এদেরই সাথে অনেক জাতি

* ৯৬ পৃষ্ঠার পাদটীকা দেখুন।

করত—তা'দের অনেকেই এখন একদম নিঃশেষ হ'য়ে গেছে, কোথাও বা প্রায় নিঃশেষ হ'য়ে এল।†

Prophet বা প্রেরিতকে যদি অবলম্বন না কর,—শয়তানের বৃত্তিপরায়ণতার দুর্নীতি তোমাকে বিক্ষুব্ধ, বিপন্ন ও বিক্ষিপ্ত ক'রে নিঃশেষ করতে কিছুতেই ভুলে যাবে না। তোমার জীবন-বৃদ্ধি মরণ-সমাধিতেই বৃদ্ধি পেতে থাকবে—এই নিরেট কথাকে নাকচ করবার কিছুই নেইকো!*

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين * ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا ايتى وما أنذروا هزواً *

"সুসংবাদ-দাতা এবং ভয়প্রদর্শক ব্যতীত আমি প্রেরিতপুরুষদিগকে প্রেরণ করি নাই। ধর্ম্মদ্রোহী লোকেরা অসত্যদ্বারা বিবাদ করিয়া থাকে—যেন তদ্দ্বারা সত্যকে বিচালিত করে এবং আমার নিদর্শন সকলকে এবং যাহা ভয় প্রদর্শন করা গিয়াছে—তৎপ্রতি বিদ্রূপ করে।"

(কোর-আণ—১৮ সুরা কহফ ৫৬ র, ৮)

"He came unto his own and his own received him not."

Ch. 1, Verse 11—St. John

† "Thus social evolution is a resultant of the interaction of two wholly distinct factors—the individual, deriving his peculiar gifts from the play of psychological and infra-social forces, but bearing all the power of initiative and origination in his hands ; and second, the social environment with its power of adopting or rejecting both him and his gifts. Both factors are essential to change. The community stagnates without the impulse of the individual. The impulse dies away without the sympathy of the community."

'Great Men and their Environment'
—William James.

* "Great men are the commissioned guides of mankind, who rule their fellows because they are wiser."

—Carlyle

"Ideals are the world's masters."

—J. G. Holland

"Serve the Great. Stick at no humiliation. Grudge no offence thou canst render. Be the limb of their body, the breath of their mouth. Compromise thy egotism. Be another not thyself."

'Uses of Great Men'—Ralph Waldo Emerson.

প্রশ্ন । আপনি যে conversion-এর কথা বল্লেন, তা'তে তো দেখি তাহ'লে প্রচলিত রকমের প্রচার, যাজন প্রভৃতিরও তো কোনই বিশেষ প্রয়োজন নাই ? কারণ, সত্যিকার conversion যা'দের হয়, তা'রা তো নিজেদের দায়েই আসে ? অমনতর প্রচারের তো বিশেষ-কিছু প্রয়োজন থাকে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর । বৃত্তিস্বার্থপরায়ণতার অর্থাৎ বৃত্তি-উপভোগের enticement দিয়ে কাউকে কোন principle বা আদর্শের তক্‌মায় মৌখিকতা ও তদনুযায়ী আচার-ব্যবহারের অর্থাৎ বৃত্তিস্বার্থপরায়ণতার লওয়াজিমা-মাফিক আচার-ব্যবহার, চালচলনায় মোড় ফিরিয়ে নেওয়ায় যে convert হয়, আমি সেইটাকেই নিন্দনীয় বলছি । এতে ইষ্টপ্রাণতা-বুদ্ধি অনেক জায়গায়ই দেখা যায় আরো নষ্টই হ'য়ে যায়, complexity of ego বেড়েই চলে ! বেইমানি বিচার-বুদ্ধির সাহায্যের সহিত মানুষে-মানুষে বিচ্ছেদ ও ব্যবধানের সৃষ্টি ক'রে থাকে—এমন-কি নিজেদের গণ্ডীর ভিতরেও । পূর্ব্ববর্ত্তী ও সাময়িক prophet-দের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার বিকৃত প্রবাদও রচনা ও রটনা ক'রে থাকে ! বৃত্তিস্বার্থ-প্রয়াসী হ'য়ে সর্ব্বনাশে গা ঢেলে দেওয়া ছাড়া শেষ গত্যন্তর এদের কিছুই থাকে না—অধিকাংশ জায়গায় এই রকমই দেখতে পাওয়া যায় ।* কোথাও-কোথাও—যদিও তা' কমই—শ্রেষ্ঠ সৎসঙ্গ ও সাহচর্য্যের গুণে ওর উল্টোও হ'তে দেখা গিয়েছে !

---

* "আলেম প্রচারকগণের মধ্যে প্রথার হিসাবে ওয়াজের প্রারম্ভে কোরআণের দুই চারিটা নির্দ্দিষ্ট আয়াত আবৃত্তি করার নিয়ম এখনও প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু ওয়াজে পঠিত আয়াতের মর্ম্ম খুব কমই বিবৃত করা হয় । আয়াত পাঠ করার পর অনেক স্থানে দেখিয়াছি—নানা প্রকার শারীরিক সঙ্কুচন, সম্প্রসারণ ও উৎকট সুরতানলয়-সহকারে 'মওলানা ফারমাতেহেঁ' আরম্ভ হইয়া যায় । বহুস্থলে নানাপ্রকার কল্পিত গল্পগুজব ও আজগৈবী কেচ্ছাকাহিনী বলিয়াই ধর্ম্ম-প্রচার করা হইয়া থাকে । আলেম প্রচারকগণের সাধারণ অবস্থা যখন এই, তখন অন্যপরে কা-কথা ?"

—মোস্তাফা-চরিত, পৃঃ ৪১৭

"একজন লোক মুসলমান হইল, ইহাতে আমাদের মনে যে আনন্দের উদ্রেক হয় তাহার কারণ এই যে, আমরা মনে করি, আমাদের প্রতিপক্ষের সমষ্টি হইতে একটি সংখ্যা কমিয়া আমাদের সংখ্যা বাড়াইয়া দিল । তাহা ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষের চরিতার্থতা-হেতু জ্ঞানের একটা অস্পষ্ট বিকার মাত্র ।"

—মৌলানা মোহাম্মদ আক্‌রাম খাঁ

মানুষ যখন তা'র Superior Beloved-এ ভালবাসার টানে অটুট ও আপ্রাণ হ'য়ে ওঠে, তখন তা'র তাঁ'রই কথা মনে পড়ে—যা'-কিছু দেখে, তা'র ভিতর-দিয়ে তাঁ'র তুষ্টি-পুষ্টি-প্রতিষ্ঠা কি-ক'রে হ'তে পারে তা'রই বিচার-বিবেচনা করতে থাকে—আর, তাঁ'তে বিভোর হ'য়ে ব'লতে থাকে—তাঁ'রই কথা, তাঁ'রই আচার, তাঁ'রই ব্যবহার, তাঁ'রই কাজ,—আর প্রত্যেক জীবনে তা'র সার্থকতা কোথায় ও কেমন-ক'রে !

এমনি-ক'রে প্রত্যেককে সেবা ও সাহচর্য্যে উদ্বুদ্ধ ক'রে সে তা'র প্রিয়-পরমকে চারিয়ে দিতে থাকে, তা'র সমস্ত বৃত্তি-প্রবৃত্তিগুলিকে সিক্ত ক'রে তা'র প্রিয়-পরমেরই কথায়, ভাবে—সেবার উন্মাদনাময়ী কাজের ভিতর-দিয়ে ! এমনি-ক'রেই প্রচার আরম্ভ হয় !† এই প্রচারের ভিতর-দিয়েই, প্রিয়-পরমে অটুট আপ্রাণতার ভিতর-দিয়ে, পরস্পর কথাবার্ত্তা, কাজকর্ম্ম, ভাব-বিনিময়ের ভিতর-দিয়ে বোধের উদ্দীপনা ও উন্মাদনা গজাতে থাকে,—উন্নত হ'তে থাকে প্রত্যেকেই এর প্রভাবে—তা'র জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে। এই হ'চ্ছে যাজন, আর ফলও তা'র অমনতরই—এমন-ধারা প্রকৃত চলনার ভিতর-দিয়ে তা'র প্রিয়-পরমের প্রীতি-নিঃস্রাবে অভিষিক্ত হ'তে থাকে, baptised হ'তে থাকে, দীক্ষিত হ'তে থাকে ;—আর বাস্তব initiation তা'কে বলে।

---

† "কিন্তু হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা বা তাঁহার সহচরগণ অন্যভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া এসলাম-প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রচারের মূলে এই সকল পার্থিব ভাব একবিন্দুও স্থানলাভ করিতে পারে নাই।......তাঁহারা ছুটিয়া যাইতেন—এই হতভাগা মানবকে অগ্নিকুণ্ডের ধার হইতে টানিয়া আনিয়া, তাহার হাত হইতে বিষপাত্র কাড়িয়া লইয়া, এক গণ্ডুষ অমৃত-মদিরা তাহার মুখে দিতে। কারণ, সে জীবন পাইবে, তৃপ্তি পাইবে, সন্তোষ লাভ করিবে, শান্তি লাভ করিবে। এক-কথায় পতিতের কল্যাণ-সাধনই তাঁহাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ...সে প্রচারের মূলে ছিল নিঃস্বার্থ ও সাত্ত্বিক প্রেম। আপনাদিগের ব্যক্তিগত বা জাতিগত কোনপ্রকার লাভালাভের বিবেচনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই ...পাপী তরিয়া যাউক, তাপীর তপ্ত হৃদয় জুড়াইয়া যাউক—প্রেমাকুল হৃদয়ের এই ব্যাকুল বাসনা লইয়াই মোহাম্মদ মোস্তাফা এসলাম-প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন।"

'মোস্তাফা-চরিত,' ৪১৫-৪১৬—মৌলানা মোহাম্মদ আক্রাম খাঁ।

Initiation কথার root মানেই হ'চ্ছে—to go into.[১] তাহ'লেই বুঝুন ব্যাপার কি ? প্রচার ও যাজন কেমনতর, আর তা'-দিয়ে কিই-বা হ'তে পারে, আর এমনতর রকমের Baptism-এ ধর্ম্মান্তর হয় কি-না, আর ধর্ম্মান্তর মানেই বা কি—পূর্ব্বেই যা' ব'লেছি, তা'র থেকেও বুঝে দেখতে পারেন !

মানুষের জীবন-চলনায় বাঁচা-বাড়াকে অক্ষুণ্ণ রেখে চলতে গেলে বৃত্তিগুলি দুনিয়ার প্রত্যেক-যা'-কিছুর সাড়া পেয়ে প্রতিনিয়ত নানা মেজাজের personality-তে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন না হ'য়ে ওঠে— individuality অচ্ছেদ্য ও অটুটভাবে personality-তে উপ্‌চে উঠে ক্রম-বিবর্দ্ধনে উন্নত হ'তে থাকে ; তা'র জন্য চাই মানুষের, Superior Beloved-এ libido বা সুরতকে বেঁধে রাখা, 'ligared' ক'রে রাখা—অর্থাৎ ভক্তি বা ভালবাসার টানে তাঁ'তে অটুট ও আপ্রাণ হ'য়ে থাকা ।* এতে মানুষের ব্যক্তিত্বটা বা individuality-টা অটুট ও অচ্ছেদ্য হ'য়ে রইল । তারপরে তা'র প্রয়োজন—সে যা'দের ভিতর জন্মেছে, যা'দের থেকে আহরণ ক'রে নিজের সত্তার প্রাণন-পুষ্টির নিয়ত জোগান দিচ্ছে, সেই পারিপার্শ্বিক অর্থাৎ environment-কে সেবায় তুষ্ট ও পুষ্ট ক'রে উন্নত-চলনায় চেতিয়ে রাখা ।†

---

[১] Initiation—"In, into, ire, itum, to go" *i. e.* to go into.
—Chamber's Twentieth Century Dictionary & Webster Dictionary.

* "Love one human being purely and warmly, and you will love all.—The heart in this heaven, like the sun in its course, sees nothing from the dewdrop to the ocean, but a mirror which it brightens, warms and fills."
—Richter

† "Happy the man whose character has been formed from a well-balanced disposition under the influence of unquestioned ideals and of a definite supreme goal or master purpose. His self-respect and the ideals to which he is attached (*i. e.* fof which he has acquired abstract sentiments, the moral sentiments) will supply him with dominant motives in all ordinary situations, motives strong enough to overcome all crude promptings of his instinctive nature ; he is in little danger of becoming the scene of serious enduring conflicts ; especially is this true if he has learned to know himself, has learned by reflection and frank self-criticism to understand, in some

এমনতরভাবে উন্নত-চলনায় চেতিয়ে না রাখলে তা'রা যদি deteriorate করে অর্থাৎ নীচু, অবসন্ন ও দুর্ব্বল হ'য়ে ওঠে—আমার প্রাণন ও পুষ্টিও নীচু, দুর্ব্বল ও অবসন্ন হ'য়ে পড়বে। তা'র ফলে, আমি ঐ অমনতর আহরণ থেকে অমনতর পোষণই পেতে থাকব—আর তা'হলে আমার নীচু, দুর্ব্বল, অবসন্ন হওয়া-ছাড়া গত্যন্তরই থাকবে না। ফলে, অতি-সত্বরই ঐ environment-এর প্রতি-প্রত্যেকের মতন আমিও অতি-সত্বরই মরণে নিঃশেষ হ'য়ে যাব!

তাই চাই—আমার জীবনের জন্য, আমার বৃদ্ধির জন্য, আমার প্রাণন ও পুষ্টির জন্য Superior Beloved-এ আপ্রাণ হ'য়ে থেকে, ব্যক্তিত্বটাকে—আমার সত্তাটাকে—সেবায় environment-এ চারিয়ে দিয়ে, প্রত্যেক অন্তরে প্রিয়-পরমের প্রতিষ্ঠায় বাক্, ব্যবহার ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে প্রতি-প্রত্যেককেই উন্নত ক'রে তোলা। তবেই আমার বাঁচা-বাড়া রেহাই পেতে পারে—মরণশীল অবসন্নতা থেকে হয়ত ছিট্‌কে যেতে পারে একদিন—বৃত্তির প্রলোভন থেকে individuality-টাকে পারিপার্শ্বিকের পুতুল না ক'রে, ভেঙ্গে খান্-খান্ না হ'য়ে, মুক্ত হ'য়ে, বৃত্তিগুলির উপর আধিপত্য ক'রে, ইষ্টপ্রাণতার অমৃত-উপভোগে উপ্‌চে উঠে নিজেকে সার্থক ক'রে তুলতে পারি।

আর, তা'রই জন্য চাই—ইষ্টে অমনতর অটুট আপ্রাণতা, আপ্রাণতায় উদ্দাম উচ্ছল হ'য়ে ইষ্ট-প্রতিষ্ঠায় পারিপার্শ্বিকের প্রতি-প্রত্যেকটিকে ইষ্টে উন্নত ক'রে তোলা, প্রকৃষ্টরূপে ইষ্টকে প্রতি-প্রত্যেকের ভিতর চারিয়ে দেওয়া*—আর এ'কেই বলে যথার্থ যাজন। এই যাজনই হ'চ্ছে আর্য্যদের একটা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য।

---

measure, his own motives, and has formed a sober, well-balanced estimate of himself, of his capacities, his purposes and his duties."

"An Outline of Abnormal Psychology"
—William Mcdougall, F. R. S.

* "The motto of chivalry is also the motto of wisdom ; to serve all, but love only one." —Balzac

"It is possible that a man can be so changed by love as hardly to be recognised as the same person." —Terence.

ভগবান ঈশা যখন prophet ব'লে মানুষের কাছে পৌঁছাননি, তখন Christian ব'লে কি কেউ ছিল ? কিন্তু ভগবানকে আলিঙ্গন, ভগবানে আত্মসমর্পণ,—যা'কে বলে ইস্‌লাম—তা' পূর্ব্ব-পূর্ব্ব prophet হ'তে বরাবরই চ'লে আসছিল। আবার, তেমনি হজরত রসুল যখন prophet ব'লে মানুষের কাছে গজিয়ে ওঠেন নি, তখন Mahammadan ব'লে কেউই ছিল না—কিন্তু পূর্ব্ব-পূর্ব্ব prophet-এর ভিতর-দিয়েই ইস্‌লাম চ'লে আসছিল। আর্য্য-ভক্তিপন্থীর একমাত্র বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে ঐ ইস্‌লাম—ঈশ্বরকে আলিঙ্গন করা, আত্মনিবেদন করা, আত্মসমর্পণ করা !

তাই বলছি, যাজনে এমনতরভাবে চারিয়ে দিলে তো মানুষ নিজের বাঁচা-বাড়ার দায়েই ইষ্টপ্রাণ হ'য়ে উঠবে ! তাহ'লেই দেখুন—বাস্তব প্রচার বা যাজনের প্রয়োজন কোথায় বা কেমনতর ?

প্রশ্ন। আচ্ছা, এই ধর্ম্মপ্রচার বা যাজনে দৈহিক বল-প্রয়োগের কি কোথাও প্রয়োজন হ'তে পারে ? অনেকেই তো বলেন—মুসলমানগণ এক হাতে তরবারি, আর এক হাতে কোরাণ নিয়ে ধর্ম্মপ্রচার ক'রেছেন !

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষের প্রত্যেক faculty-রই অর্থাৎ বিশেষ-বিশেষ মনোবৃত্তির বিশেষ-বিশেষ কার্য্যকরী ক্ষমতার—উপযুক্ত জায়গায়, তা'র principle ও purpose-কে successful করার জন্য—প্রয়োজন তো আছেই ! কিন্তু আরো বিশেষ দরকার সেই শক্তির—যা'-দিয়ে মানুষ personality-তে অধিরূঢ় হ'য়ে অধিক হ'তে থাকে। সেটা হ'চ্ছে, to fulfil the needs of every individual to elate his being and becoming and to accelerate it through a serviceable

---

"Nothing quickens the perceptions like genuine love. From the humblest professional attachment to the most chivalric devotion, what keenness of observation is born under the influence of that feeling which drives away the obscuring clouds of selfishness, as the sun consumes the vapour of the morning."

—Tuckerman.

installation of the principle—আর, ইস্‌লামের evolve করবার গোড়ার action and attitude of move-ই হ'চ্ছে এই।* যে বা যা'রা এই ইসলাম-ধর্ম্মী,—নিজেতে ভগবত্তার আরোপ না ক'রে, ভগবানকে embrace ক'রে, তাঁ'তে yield ক'রে surrender ক'রে, তা'র প্রকৃতির বাঁচা-বাড়ার নিয়মের পথে চ'লে, অমৃত আহরণ করতে চায়—তা'দের চলনাই হ'চ্ছে ঐ অমনতরই action and attitude-এর পন্থায়—তা'দের evolve করার রাজপথই হ'চ্ছে ঐ।

তবে এক হাতে তরবারি, এক হাতে কোরাণ—এ-কথার বাস্তবতা যদি থাকেও, তাহলে সে-ব্যাপারগুলি, আমার মনে হয়, অমনতর ক'রে কিছু হয়নি। যা'রা যবন, যা'রা ম্লেচ্ছ,—যা'দের heathen ব'লে থাকে, কাফের ব'লে থাকে,—মরণসংস্কারপন্থী,—মরণ-চলনায় চলাই যা'দের principle আর প্রচারও তাই, কুসংস্কারাচ্ছন্ন অর্থাৎ হীন ও আশুমরণশীল সংস্কারগুলিতে যা'রা অন্ধ, আবদ্ধ,—যা'দের সহবাস ও সংস্পর্শ বৃত্তিস্বার্থ-ভুক্ ক'রে উন্নতিকে অগ্রাহ্য ক'রে, নিন্দা ক'রে, অপবাদ দিয়ে মরণপন্থী ক'রে তোলে, তা'দের সেই আশু-সংক্রমণ থেকে, আশুনির্ঘাত-মরণ সংক্রমণ থেকে জনগণকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে হয়ত কোথাও এমনতর হ'তে পারে।† অমনতর জায়গায় বল-প্রয়োগে

---

* "দেখিবে—মানব-সেবার স্বর্গীয় স্পৃহা ব্যতীত, কোন রাজনৈতিক, সামাজিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থের নামগন্ধও সেখানে নাই। সেখানে কেবলই ছিল সত্য,—সত্যের সহিত যুক্তি এবং যুক্তির সহিত প্রেম।"

—মোস্তাফা-চরিত, পৃঃ ৪১৬

"মুক্ত মহামানবগণ একাধারে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ধর্ম্মের প্রচারক, কোর-আণের অধ্যাপক, দুঃস্থ নর-নারীর সেবক, দরিদ্র পরিবারের অন্ন-সংগ্রাহক, বৃদ্ধ বিধবার কাষ্ঠাহরক প্রভৃতির কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন। হজরতের মুখের একটা বাণী শুনিবার জন্য তাঁহারা চাতকের ন্যায় অপেক্ষা করিতেন।"

—মোস্তাফা-চরিত, পৃঃ ৪৮৬

† "...তাঁহার প্রত্যেক পদনিক্ষেপের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, আর সর্ব্বাপেক্ষা বিপদসঙ্কুল কর্ম্মে আত্মদান করিতেন। ইহাতে কোনস্থলে নির্ব্বিঘ্নে বা অল্পবিঘ্নে জয়যুক্ত হইতেন, আর স্থানে স্থানে আপনাদের হৃৎপিণ্ডের তপ্ত শোণিত দিয়া অত্যাচারী শয়তানের পদলেখাগুলি ধুইয়া ফেলিতেন।

তা'দের নিরস্ত্র ক'রে তা'দের মস্তিষ্কে বাঁচা-বাড়ার আকাঙ্ক্ষা ও নিয়মকে গজিয়ে তুলবার অবসর পাওয়ার জন্য অমনতর যদি হ'য়েও থাকে, সে বল-প্রয়োগ কি দোষের ?†

প্রশ্ন। আচ্ছা, বাইবেলে যেমন প্রেমের মহিমা দেখতে পাই, কোরাণে তো mainly বিশ্বাস, ভয়, আর সামাজিক আচার ও বিধি-নিষেধের খুঁটিনাটির কথাই বেশী পাই—তা' কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। দু'য়েরই goal বা purpose এক রকমেরই ব'লে আমার মনে

পক্ষান্তরে যাঁহারা বাঁচিয়া থাকিতেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে, তিলে তিলে, পলে পলে মরণকে বরণ করিতেন। অহো-হো ! এ মরণ বুঝি আরও কঠিন, আরও মধুর।"

—মৌলানা মোহাম্মদ আক্‌রাম খাঁ।

أُذن للذين يقتلون بانهم ظلموا ان الله على نصرهم
لقدير * الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا
ربنا الله * ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت
صوامع وبيع وصلوت ومسجد يذكر فيها اسم الله كثيراً *

† জেহাদ সম্বন্ধে প্রথম আল্লার কালাম—

"যাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা হইতেছে, তাহাদিগকে অনুমতি প্রদান করা হইল। কারণ, তাহারা অত্যাচারিত—নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদের সাহায্য দানে সক্ষম। এই সমস্ত লোক—যাহারা স্বদেশ হইতে অন্যায়রূপে বহিষ্কৃত হইয়াছে। তবে তাহারা এইমাত্র বলিয়াছিল যে, আল্লাই আমাদিগের প্রভু। আল্লাহ যদি মানব-সমাজের কতিপয় লোকের দ্বারা অন্য লোকদিগকে অপসৃত না করিতেন তাহা হইলে মন্দির, গির্জ্জা, উপাসনালয় এবং মসজেদসমূহ—যাহাতে বহুরূপে আল্লার নাম করা হইয়া থাকে—সেগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলা হইত।"

(কোর-আণ—২২ সুরা হজ, ৩৯-৪০ র, ৬)

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥"

(২য় অধ্যায়—৩৭/৩৮)

হয়। বাইবেলে ভগবান্ Christ, emotional aspect-কে excite ক'রে মানুষে action and attitude-এর practicability এনে success-কে অভিনন্দিত করার রকমে ব'লেছেন—আর কোরাণে হজরত রসুল action and attitude-কে serviceable ক'রে তুলে practical fulfilment-এর ভিতর-দিয়ে emotional aspect-কে excite ক'রে success-কে স্বাগতম্ ব'লে অভিনন্দিত ক'রেছেন। যে-দেশে যেমনতর environment, তদনুযায়ী তেমনতর move না নিলে কোন-কিছু কি কারু কাছে appeal করে? এই practical aspect of service মুখর ক'রে ধরা আছে ব'লে সেখানে আছে বিশ্বাসের কথা, ভয়ের কথা, সামাজিক বিধি-নিষেধের কথা—যেমন-ক'রে, যা' করলে যা' হয় তা'রই কথা—অমনতরভাবে জ্বলন্ত করা!

আর্য্য-হিন্দুদের যেমনতর ভগবান্ শ্রীচৈতন্য emotion-কে elate ক'রে service and activity-কে accelerate ক'রে দিয়েছিলেন, আবার তাঁ'রই পূর্ব্ব prophet ভগবান্ তথাগতকে দেখতে পাবেন action and attitude-এর ভিতর-দিয়ে practical aspect-কে excite ক'রে emotionally অঢেল হ'য়ে বিশ্বে ছিটিয়ে পড়েছিলেন। তাহ'লে এ দু'টোর প্রত্যেকটাই কি environmental circumstances-হিসাবে ঠিক নয়কো?

প্রশ্ন। আচ্ছা, হজরত মহম্মদ যেমন মহাকর্ম্মী ছিলেন, তেমনই সরলস্বভাব ছিলেন। একটু জল আর কয়েকটি খেজুর মাত্র ছিল তাঁ'র দৈনন্দিন সাধারণ খাদ্য। খলিফাগণও অনেকে ছিলেন নিরামিষাশী—তাঁ'দেরও খাদ্য ছিল ঋষিদেরই মত—রুটি আর খেজুর। তাঁ'দের জীবনের আদর্শ তো আমাদের অনুসরণীয়? তবে আমাদের সমাজে পশুবলি আর মাছ-মাংস খাওয়া বিধি হ'ল কি-ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সহজ, সরল ও অক্লান্ত কর্ম্মী হ'য়ে থাকাটাকে পছন্দ করেন যাঁ'রা, তাঁ'দের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিই চায় ঐ-রকম নিরামিষাহার।* এটা ক্ষুধারই

* "I have known more than one instance of irascible passions having

নিয়ম—তাই এই-ই প্রকৃতি। হজরত রসুল কি কোথাও ব'লে গেছেন, তোমরা খোদার নামে প্রাণওয়ালা—যা'দের সুখ-দুঃখ, অনুকূল-প্রতিকূল, উচিত-অনুচিত বোধ ও প্রয়োজন-মত চলনার বিবেক আছে, মৃত্যুকে যা'রা ভয় ক'রে শিউরে ওঠে, এই আমাদেরই মত হাড়-রক্ত-মাংসওয়ালা—প্রাণীদিগকে হত্যা ক'রে খেয়ে ফেল—তোমাদের ধর্ম্ম খুব অটুট হ'য়ে থাকুক ?†

তিনি কারও বেদনাই সইতে পারতেন না—দুঃখবেদনাবিদ্ধ দেখলেই তিনি আকুল হ'য়ে উঠতেন তক্ষুণই, তা' নিরাকরণের জন্য—নিরাকরণ না ক'রে যেন

---

been much subdued by vegetable diet."

—Dr. Arbuthnot.

"The use of flesh foods by the excitation which it exercises on the nervous system, prepares the way for habits of intemperance............Many experienced physicians have similar observations."

—Dr. A. Kingsford.

"My researches show not only that it is easily possible to sustain life on the products of the vegetable kingdom, but that it is infinitely preferable in every way and produces superior powers both of mind and body."

—Alexander Haig, M. D., F. R. C. P.

"I advocate fruit diet not only because man is a fruit-eater, anatomically and physiologically, but because my experience as a patient and physician has proved the beneficial influence of the natural food on healthy as well as sick people."

—Dr. O. L. M. Abramowski, M. D.

"It is capable of proof that the vegetarians in any profession or occupation will endure more labour without uneasiness than the flesh-eater. Neither are they sick and ailing every now and then. They can also endure thirst and hunger better, and the loss of a meal creates no disturbing condition. Why ? Because they are not working upon unnatural stimulants that use up the vital force."

—Dr. E. Goodell Smith.

‡ "আমীর হাবিদুল্লা খাঁ একজন নিষ্ঠাবান্ মুসলমান ছিলেন। তিনিও গোহত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কাশ্মীর দেশের মুসলমানগণ মুসলমান-ধর্ম্মের আদেশ খুব প্রতিপালন করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন যে, হত্যা করা আমাদের ধর্ম্মের বিধি নহে। আপনারা আমাদের ধর্ম্মের এই নীতি নিশ্চয়ই জানেন যে, 'জীবের রক্ত ও মাংস ঈশ্বরের নিকট পৌঁছায় না'।"

—আগা খাঁ।

(দিল্লী নগরীতে সভাপতিরূপে বক্তৃতা)

নিরস্তই হ'তে পারতেন না! অন্যের বেদনা অনুভব করতেন তাঁর নিজের ব'লে—এই তো ছিল তাঁর চরিত্রে জাজ্বল্যমান হ'য়ে ফুটে।*

'কোরবাণী' কথার মানে হত্যা—এ আমার কিছুতেই মনে হয় না ; মনে হয় নিবেদন, মনে হয় উৎসর্গ†—আর তা' সব চেয়ে যিনি আমার প্রিয়, দুনিয়ায় যাঁকে অত্যন্তভাবেই পছন্দ করি, ভালবাসি—তাঁকে নিবেদন করতে ইচ্ছা হয়—আর ক'রেও হয় মহাসুখ, মহাতৃপ্তি—অন্তঃকরণ ফুটে ওঠে যেন

হজরত মহম্মদ স্বয়ং নিরামিষই আহার করিতেন, তাই এই নিরামিষ আহার 'ছুন্নৎ'। হজরত ওমরও নিরামিষ আহার করিতেন।

* "হায়! সেই রহমতের নবী ; মানবের মঙ্গলার্থে সত্যপ্রচারের অপরাধে প্রস্তরের আঘাতে যাঁহার দাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল ;—যাঁহার সুন্দর উজ্জ্বল ও প্রশস্ত ললাটকে রক্তরঞ্জিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এই সেই অবস্থাতেও যিনি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই—সেই দয়ার সাগর আজ দুনিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন! সেই ধৈর্য্যের, ত্যাগের ও প্রেমের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি—যিনি পর-পর দুই সন্ধ্যা যবের রুটিও পেট পুরিয়া খাইতে পান নাই—তিনি চলিয়া গিয়াছেন।"

"মোস্তাফা-চরিত," পৃঃ ৭৭৩
—মৌলানা মোহাম্মদ আক্রাম খাঁ।

† 'কোরবাণী' কথাটি আসিয়াছে আরবী 'কুর্বান' হইতে। 'কুর্বান' মানে উৎসর্গ, বলি। আবার, বলি মানে দান। 'তন, মন, ধন কর কুরবানী' অর্থাৎ কায়, মন, ধন পরমেশ্বরের জন্য উৎসর্গ কর। এই আত্মোৎসর্গ বা আত্ম-বলিদানই প্রকৃত কোরবাণী।

কোরাণে সুরা সফ্ফাতে হজরত এব্রাহিমের পুত্রোৎসর্গের কথা রহিয়াছে—

قال يا بنيى انى آرى فى المنام انى اذبحك فانظر
ماذا ترى * قال يابت افعل ماتؤمر ستجدنى ان شاء
الله من الصبرين * فلما اسلما وتله للجبين * وناديته
ان يابراهيم * قد صدقت الرءيا انا كذلك نجزى
المحسنين * ان هذا لهو البلؤ المبين * وفدينه بذبح
عظيم و تركنا عليه فى الآخرين * سلم على ابراهيم *

"সে (এব্রাহিম) বলিল, 'হে আমার প্রিয়পুত্র ! আমি স্বপ্নে দেখিতেছি যেন আমি তোমাকে জবাহ করিতেছি ; অতএব তুমিও ভাবিয়া দেখ সে-সম্বন্ধে তোমার কি মত ?' সে কহিল, 'হে আমার পিতা ! আপনি যাহা আদিষ্ট হইয়াছেন তাহা করিয়া ফেলুন, আল্লার ইচ্ছা হইলে আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীলই পাইবেন।' পরে যখন তাহারা আত্মসমর্পণ করিল এবং পিতা পুত্রকে ছেদন করিতে ললাটের অভিমুখে ফেলিল তখন আমি তাহাকে ডাকিলাম, 'হে এব্রাহিম ! তুমি স্বীয় স্বপ্ন সত্য করিয়া দেখাইলে ! নিশ্চয় আমি এইরূপে হিতকারী লোকদিগকে বিনিময় দান করিয়া থাকি। নিশ্চয় ইহা সেই স্পষ্ট পরীক্ষা ! আমি তাহাকে বৃহৎ বলি বিনিময় দান করিলাম এবং তাহার সম্বন্ধে সৎ প্রশংসা ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের প্রতি রাখিলাম। এব্রাহিমের প্রতি সলাম হৌক'।" (৩৭ সুরা সাফফাত ১০২-১০৯ র, ৩)

হজরত এব্রাহিমের এই কুরবানই প্রকৃত কোরবানী। উক্ত আয়াতে রহিয়াছে—এই আত্মোৎসর্গের স্মৃতি যেন ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের মধ্যে চির-জাগরূক থাকে। এব্রাহিমের নিকট ঐ সময়ে অকস্মাৎ একটি পুং-মেষ অরণ্য মধ্য হইতে দৌড়াইয়া আসিল। বাইবেলে আছে—"তখন এব্রাহিম চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন। আর দেখ, তাঁহার পশ্চাৎদিকে একটি মেষ, তাহার শৃঙ্গ ঝোপে বদ্ধ ; পরে এব্রাহিম গিয়া সেই মেষটিকে লইয়া আপন পুত্রের পরিবর্ত্তে হোমার্থ বলিদান করিলেন।"

কোর-আণের উক্ত আয়াতসমূহে কিন্তু এ-কথার কোনই উল্লেখ নাই। কিন্তু মৌলানা আক্‌রাম খাঁ বলিতেছেন—

"এসলামের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত আরবদেশে 'আতীরা ও ফারা' নামক দুই শ্রেণীর পশুবলি-উৎসর্গপ্রথা প্রচলিত ছিল।... সে-সময় পশু-বলিদানই প্রধান ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত।"

তাই, হজরত বর্ব্বর আরবদিগের ঐ প্রথানুসারেই তাহাদের সংস্কারকে উল্লঙ্ঘন না করিয়া পশু-ভক্ষণের কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে—তবে তাহা ঈশ্বরকে নিবেদন করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু তৎপরেই কোর-আণে স্পষ্ট আছে—

لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم

كذلك سخرها لتكبروا الله على ماهدكم * حج ركوع *

"আল্লার নিকট তাহার মাংস ও তাহার রক্ত কখন পৌঁছে না বা তিনি তাহা ইচ্ছা করেন না। বরং তোমরা অসৎকর্ম্ম হইতে নিজেকে রক্ষা কর ইহাই তিনি ইচ্ছা করেন। তিনি আমাদের অধীনে থাকিয়া কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য পশুদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন—সেজন্য তোমরা খোদার বহু প্রশংসা করিবে এবং ঐ সমস্ত নিরীহ পশুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তোমরা খোদার নিকট নম্র ও নিরীহ হইতে শিক্ষালাভ করিবে। এই সৎপথ-প্রাপ্তির অর্থাৎ সৎশিক্ষার জন্যই খোদা এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহারা অন্যের মঙ্গল সাধন করে, তাহাদের মঙ্গল করিয়া থাকেন।"

(কোর-আণ—২২ হজ ৩৭ র, ৫)

"This verse settles conclusively that it is not the outward act of sacrifice which is acceptable, but the deep meaning of sacrifice which underlies it."

—Moulvi Mahammad Ali, M. A., L. L. B.

আবহমান-কালের প্রবৃত্তিমুখী বর্ব্বর আরবদিগের পশুবলি অনুষ্ঠানগুলির মধ্যদিয়া পতিতপাবন নিরামিষাহারী হজরত রসুল কেমন গভীর দূরদর্শিতার সহিত তাহাদিগকে হজরত এব্রাহিমের আত্মোৎসর্গের মহান্ আদর্শে উন্নীত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন !—ইহাতে তাঁহার মানব-মনোবিজ্ঞানের গূঢ়তত্ত্ব-জ্ঞানের পরিচয় লাভ করিয়া আমাদের বিস্ময়বিহ্বল হইয়া থাকিতে হয়।

তাই, কোর-আণে তিনি বলিতেছেন—

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم * كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بماكانو يعملون *

"যাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া অন্য দেবতাকে আহ্বান করে তাহাদিগকে হে মুসলমানগণ ! কুবাক্য বলিও না। যেহেতু তাহারা অজ্ঞানতাবশতঃ ঈশ্বরকে অধিক কুবাক্য বলিবে—এই প্রকার আমি প্রত্যেক মণ্ডলীর জন্য তাহাদের ক্রিয়া সজ্জিত করিয়াছি, অবশেষে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের প্রতিগমন ; তৎপর তাহারা যাহা করিতেছে তিনি তাহাদিগকে ব্যক্ত করিবেন।"

(কোরাণ—৬ এনাম ১০৯ র, ১৩)

আরও দেখুন—

ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً *

"যে ব্যক্তি কুকর্ম্ম করে অথবা জীবনের প্রতি অত্যাচার করে অতঃপর ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে ঈশ্বরকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু প্রাপ্ত হয়।"

(কোর-আণ—৪ নেসা ১১০ র, ১৬)

إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتو بون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم * وكان الله عليماً حكيماً * نسا ٣ ركوع *

"যাহারা অজ্ঞানতাবশতঃ দুষ্কর্ম্ম করে তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তন গ্রহণ করা ঈশ্বরের প্রতি বৈধ নহে। পরে তাহারা সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করে—এই সেই লোক যে ঈশ্বর তাহাদের প্রতি প্রত্যাবর্ত্তিত হন—ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ।"

(কোর-আণ—৪ নেসা ১৭ র, ৩)

মহাসন্দীপনায় ! নিবেদন ক'রে কেন তাঁকে দিতে ইচ্ছা করছে—এই চিন্তাতেই যেন অন্তঃকরণটা অমনতর হ'য়ে ওঠে ! মনে হয়,—নিবেদন ক'রে, তাঁকে দিয়ে আমি যেন আরো প্রাণবান্ হ'য়ে উঠলাম, যা'কে দিলাম সেও যেন পরশ পেয়ে—পরশ পেয়ে কেন, নিবেদনের উদ্দেশ্যানুপ্রাণনে—প্রাণবান্, চেতন, সাড়াশীল হ'য়ে উঠল ! বধ বা হত্যার চিন্তাই তো এখানে নাই—বিশেষতঃ যেখানে ইস্‌লাম is the attitude of Dharma !*

দেখুন, মানব-মনোবিজ্ঞানের কি গভীর অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া দয়ার সাগর হজরত রসুল প্রবৃত্তিমার্গী বীভৎসাচারী মাংসলোলুপ আরবদিগকে ধীরে ধীরে কি মহান্ ধৈর্য্যসহকারে খোদার পথে লইয়া চলিতেছেন !

ভারতের আর্য্য-দলিলেও ঠিক ঐরূপই বিধি পরিলক্ষিত হয়। মনু বলিতেছেন—

"মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্ম্মণি।
অত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেত্যব্রবীন্মনুঃ ॥"

তার পরেই বলিতেছেন—

"যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া।
সজীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন ক্বচিৎ সুখমেধতে ॥"

তারপরেই সুর তুলিতেছেন—

"ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা ॥
বর্ষে বর্ষেঽশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।
মাংসানি চ ন খাদেদ্ যস্তয়োঃ পুণ্যফলং সমম্ ॥
ফলমূলাশনৈর্মেধ্যৈর্মুন্যন্নানাঞ্চ ভোজনৈঃ।
ন তৎ ফলমবাপ্নোতি যন্মাংসং পরিবর্জ্জনাৎ ॥
মাংসভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহম্।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥"

—মনু-সংহিতা, পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

আবার মাওলানা শিবলী মরহুম বলেন—

"হজরত এব্রাহিমের প্রতি প্রকৃতপক্ষে পুত্র-বলিদানের আদেশ হয় নাই, বরং কাবার খেদমতের জন্য পুত্রকে উৎসর্গ করিতে বলা হইয়াছিল মাত্র। ঠাকুর-দেবতার সন্তোষ-সাধনের জন্য নিজ সন্তানকে বলি দিবার প্রথা পৌত্তলিকদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল⋯এসলামের বিপক্ষগণ মনে করেন যে এসমাইলের কোর-বানীও এই প্রকারের আদেশ ছিল,—কিন্তু ইহা মস্ত ভুল।"

* "অনেকে মনে করিয়া থাকেন কেবল রোজা, নামাজ ইত্যাদি কয়েকটা ফরজকাজ আঞ্জাম দেওয়ার নামই এসলাম। ইহা ব্যতীত মানুষের প্রতি মানুষের অন্য যে সকল কর্ত্তব্য আছে,

হ'তে পারে—অত্যন্ত lower order of Beduin class, যা'রা ডাকাতি-ফাকাতি করত, শিশ্নোদরপরায়ণ মাংসাশী-প্রকৃতি, যা'রা ঐ প্রবৃত্তিকে অবহেলা ক'রে, বাঁচা-বাড়ার উৎস—আদর্শে ঈশ্বরালিঙ্গন-প্রয়াসী ইসলামকে—গ্রহণ করতে নারাজ, তা'দিগকে ঐ বীভৎস মরণ-আকৃতিপূর্ণ মাংসলোলুপতা হ'তে নিবৃত্ত করবার জন্য নীচ ব'লে নিন্দা ক'রেই হয়ত তিনি কোথাও sanction দিতে পারেন এই ভরসায়—এমনতর অবস্থার ভিতর-দিয়ে ঐ বীভৎস-খাদক প্রবৃত্তিগুলি নিরসন হ'য়ে যেতে পারে ! আমি আপ্রাণ চেঁচিয়ে বলতে পারি হজরত রসুল কখনও অমনতর প্রাণিহত্যার উপদেশ দেননি !*

প্রশ্ন। আল্লার মস্‌জেদে কোন মূর্ত্তি বা ছবি থাকবে না—পয়গম্বরের কোন ছবি কেউ রাখতে পারবে না—মস্‌জেদে কোন পবিত্র নৃত্যগীতাদি হ'তে পারবে না—শুধু নামাজ পড়বে ! আধ্যাত্মিক-ভাবোদ্দীপক হ'লে ঐগুলিই কি আত্মারই উন্নতির সহায়তা করে না ? নামাজ তো প্রার্থনা, আর ওগুলি তো প্রার্থনারই উদ্দীপক—শুধু বাক্যোচ্চারণ মানুষকে কতটুকু উন্নত করতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রত্যেক মানুষ—বিশেষতঃ commoners যা'রা—প্রার্থনা

সেগুলিকে তাঁহারা দুনিয়াদারী ও রাজনীতি বলিয়া উল্লেখ করেন এবং তাহা হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা এসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত শিক্ষা। নিজের, নিজের স্বজনগণের, প্রতিবেশী ও স্বদেশবাসীদিগের এবং বিশ্বের প্রতি মানুষের যে কর্ত্তব্য আছে তাহা যথাযথভাবে পালন করাই এসলাম।"

"এসলাম বলিতেছে—একদল লোক মানবের সেবা ও মুক্তির সাধন জন্য কর্ত্তব্যের আহ্বানে কর্ম্মের কঠোর সমর-প্রাঙ্গণে ঝাঁপাইয়া পড়িবে—নীরবে আপনার জীবন, যৌবন বিলাইয়া দিবে, ক্ষুদ্র আত্মীয়তা ও সঙ্কীর্ণ সংসারের মায়ামোহ হইতে মুক্ত থাকিয়া তাহার বিরাট জাতি ও বিশাল বিশ্বকে আপনার আত্মীয় ও নিজের পরিজন বলিয়া মনে করিবে—তাহাদের সেবা ও মুক্তির জন্য আপনার যথাসর্ব্বস্ব দান করিবে।"

—মোস্তাফা-চরিত

* ১১৩ পৃষ্ঠার পাদটীকা দেখুন।

আবার বলি সেই আল্লার কালাম—

"আল্লার নিকট তাহার মাংস আর তাহার রক্ত কখনও পৌঁছে না বা তিনি তাহা ইচ্ছা করেন না।"

এবং তদনুপাতিক চলনার ভিতর-দিয়ে একটা অসম্ভব পরিবর্ত্তন আনতে পারে, আর কত-যে এনেছে তা'র ইয়ত্তা নেই ! এমন-এমন অসাধ্য ব্যাধি অসম্ভব রকমে আরোগ্য হ'য়েছে, যা'-নাকি খুব দক্ষ medical বা surgical manipulation-এও হওয়া মুশকিল ব'লে মনে হয় ! এমনতরভাবে চাহিদা-মাফিক চলনাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে, এমনতর প্রার্থনা বৈধানিক কোষগুলিকে পরিবর্ত্তিত ক'রে পোষণীয় উৎসকে এমনতরভাবে উত্তেজিত ক'রে তুলতে পারে—তা' ভাবলেও অবাক হ'য়ে যেতে হয় ! আর তা'ছাড়া প্রত্যেক স্তুতি ও প্রার্থনার ভিতর বিশ্বাসের পথে একটা active এমনতর auto-suggestion-এর সৃষ্টি করে, যা'র negative phase চিন্তায়ও জাগে না !†

সাধারণতঃ আমরা যেমন মনে করলাম, এতে নিশ্চয়ই ভাল হবে—অমনি টকাৎ-ক'রে মনে হয়, আবার না-ও তো হ'তে পারে ? এতে intensity of psychical will ভেঙ্গে যায়—আর তা'তে কোষগুলিকে পরিবর্ত্তিত ক'রে বৈধানিক পরিবর্ত্তন আনা অতি মুশকিলই হয়ে পড়ে। তাই, প্রার্থনাটা commoners-দের ভিতর educated-দের চাইতে active হ'য়ে ওঠে বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

তাই, সবার মতেই—সব ধর্ম্মেই সন্ধ্যা, নামাজ বা প্রার্থনার সময় disturbance হ'তে নিজেকে একটু সরিয়ে রাখাই উচিত ব'লে যুক্তি দেওয়া আছে ; কিন্তু ইস্‌লাম অন্যরকম-ভাবে, অন্যমতে সন্ধ্যা-প্রার্থনা-উপাসনার কখনই

"মুসলমানময় মুসলমান-সম্রাটের মুসলমান-রাজ্যে—আফগানিস্থানে—গো-হত্যা একেবারে নিষিদ্ধ।"
—Patrika Biweekly, 8-7-1927

† "God hears no more than the heart speaks ; and if the heart be dumb, God will certainly be deaf."
—T. Brooks.

"Prayer crowns God with the honour and glory due to his name, and God crowns prayer with assurance and comfort—the most praying souls are the most assured souls."
—T. Brooks.

বাধা-সৃষ্টি করতে উপদেশ দেয় না—বরং বাধা-সৃষ্টি করাটা heathen-like act, কাফেরী কাজ। প্রয়োজন-মাফিক উন্নতি-যাত্রায় কারু বাধা না হ'য়ে, বরং তা'কে সাহায্য ক'রে নিজেকে উন্নত-চলনায় নিয়ন্ত্রণ করাই ইস্‌লামের ঘোষণা।*

হজরত রসুল খোদার নামে প্রাণীহত্যা ক'রে উদর পূরণ করার উপদেশ দিয়েছেন ব'লে যেমন কিছুতেই ভাবা যায় না—তেমনি মানুষের জীবন-বৃদ্ধির উন্নতি-যাত্রার স্তুতি-প্রার্থনাকে বাধা দিয়ে নিজেদের উন্নত-চলনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলেছেন এমনতরও কিছুতেই ভাবা যায় না! আমার মনে হয়, হজরতের বাণীগুলির তাৎপর্য্য হিসাব ক'রে, তন্ন-তন্ন ক'রে যদি খোঁজেন,—কোথাও দেখতে পাবেন না অমনতর বেখাপ্পা কথা;† কারণ, হজরত মুসলমান ব'লে কাউকে জীবন-বৃদ্ধির ধর্ম্মকে যাজন করেন নি—প্রতি-প্রত্যেক লোকের জন্যই ক'রেছেন। হজরতের যাজন যাঁ'রা গ্রহণ ক'রেছেন, তাঁ'রাই হজরতপ্রাণ মুসলমান। হজরত-পরায়ণতা পূর্ব্বতন বা পরবর্ত্তী prophet-দিগের বা prophet-দিগের মতবাদগুলির নিন্দা, অপবাদ, বিরোধ, বিচ্ছেদ ইত্যাদি কিছুরই সৃষ্টি করে না। হজরত ইস্‌লামের একটি জীবন্ত মূর্ত্ত প্রতীক—সেখানে আছে

---

* "মোহাম্মদ ন্যাজরণের খৃষ্টানদিগের জন্য যে অনুমোদন-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে জানা যায় যে—অন্য-ধর্ম্মাবলম্বীর উপাসনায় বহু-ঈশ্বর-বাদসূচক দৃশ্যাদি থাকিলেও তাহাতে হস্তক্ষেপ ও তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি ও Cross নষ্ট না করিতে মুসলমানগণকে আদেশ করিয়াছেন।"
'হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয়'—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী

"কোরাণ আদেশ করিয়াছেন, 'যাহারা ঈশ্বর ব্যতীত অপরের উপাসনা করে সেই উপাস্য বস্তুর নিন্দা করিও না।' এতদ্দ্বারা কোরাণ কি অপরের ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেন নাই?"

(Modern Review, June 1925, p. 674)
মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব খাঁ

† "মোহাম্মদ মসজেদ, গির্জ্জা, ইহুদিগণের ভজনালয় ও অন্য-ধর্ম্মাবলম্বীরা যে স্থানকে মান্য করে, সে সকল স্থান রক্ষা করিতে ও তজ্জন্য প্রাণ দিতে মুসলমানগণকে আদেশ দিয়াছেন। উপরন্তু গির্জ্জা ও ধর্ম্মমন্দির-সংস্কারার্থ সেই সেই ধর্ম্মাবলম্বীগণের প্রার্থনামতে মুসলমান ধনভাণ্ডার হইতে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেও আদেশ দিয়াছিলেন।" —এসলাম ও বিশ্বনবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩২২

কেবলই আলিঙ্গন, আছে আত্মনিবেদন, আছে আত্মসমর্পণ,—ভালবাসার টানেই প্রেমের অঢেল উচ্ছল প্লাবনের ভিতর-দিয়ে সপারিপার্শ্বিক নিজেকে অমৃত-উত্থানে জাগিয়ে ! আর যেখানে তা' নেই, সেখানে হজরত-পরায়ণতা তো নেই-ই—আছে হজরত-নামধেয় মেকী বৃত্তিস্বার্থ-পরায়ণতার বিশ্রী ও বেকুব অহং ;—আর সে-পরায়ণতায় যা' হ'তে পারে তা' লক্ষণেই প্রকাশ পেয়ে থাকে !*

একটা উন্নত-চলনাকে থেঁৎলে দিয়ে নিজের বাহাদুরী বা জিদ্ রাখবার জন্য দুনিয়ায় prophet-দের আগমন হয় না ! যেখানে জীবন ও বৃদ্ধির সরঞ্জাম খোদায় আত্মসমর্পণ ক'রে পোষণ-পরিপুষ্টিতে উপ্চে চলন্ত হ'য়ে উঠেছে, সেইখানে সেই লোকই বা তা'রাই হজরতের আপন-জন—তা' তিনি যে জাতিরই হোন না কেন, যে বর্ণেরই হোন না কেন, যে সম্প্রদায় ও সমাজেই বর্দ্ধিত হোন না কেন ।

তাই, আমার মনে হয়—যেখানে অমনতর উন্নত-চলনার বাধা, অপমান ও বিরুদ্ধভাব র'য়েছে, সেখানে হজরত-প্রাণতা কিছুতেই নেই ! অন্যের জীবন ও বৃদ্ধিকে ক্ষুণ্ণ ক'রে নিজের জীবনকে পোষণ করার বিধি হজরত-বিধিতে কোথাও নিবদ্ধ নাই ! তাই, তৎক্ষণাৎ সন্দেহ করা যেতে পারে—হজরতের নাম ভাঁড়িয়ে শয়তানই সেখানে বসবাস করছে ! শয়তান যেখানে, সেখানে শাস্তি ও অনুতাপ না গেলে কি কখনও শান্তি এসেছে ? তাই, নামাজ, সন্ধ্যা-প্রার্থনা প্রিয়পরমপ্রাণতার ভিতর-দিয়ে যখন জীবন্ত ও চলন্ত হ'য়ে ওঠে, তখন তা' যে কী মঙ্গল-সাধন করতে না পারে তা' বলাই যায় না ।†

---

* "হজরত মোহাম্মদের আজ্ঞা—'হে মানব, সমভাবে সকলের সঙ্গ করিবে, যেন অপর-ধর্ম্মাবলম্বী তোমাকে আপন ও আত্মীয় বলিয়া মনে করিতে পারে' ।"

—এসলাম ও বিশ্বনবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৬

† أتل ما أوحى اليک من الكتب و أقم الصلوة ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر * و الله يعلم ما تصنعون *

আর গান-বাজনা যে করা উচিত নয় সেখানে কেন, তা' তো পূর্ব্বেই ব'লেছি। আবার প্রার্থনা করা, গান-বাজনা,—ইষ্টপ্রাণভাবমুখর-নৃত্যগীত-সমন্বিত, মানুষের জীবন ও বৃদ্ধির উন্নতিকর স্তুতি-কীর্ত্তনকে যে ইসলাম অপবাদ ক'রে, বিরোধের সৃষ্টি ক'রে নিষ্পেষিত করতে চায়—এ নিদেশও যে ইস্‌লামের প্রতীক হজরত রসুলের নয়, এ-কথা এক-বাক্যেই বলা যেতে পারে!* তাৎপর্য্য-বোধে হজরত রসুলের বাণীগুলি

"তোমার প্রতি গ্রন্থের যাহা প্রত্যাদেশ করা গিয়াছে তুমি তাহা পাঠ করিতে থাক এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, নিশ্চয় উপাসনা দুষ্ক্রিয়া ও অবৈধ কর্ম্ম হইতে নিবারণ করে এবং নিশ্চয় ঈশ্বরকে স্মরণ করা মহোত্তম কার্য্য এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত হন।"

(কোর-আণ—২৯ আনকবুত ৪৫ র, ৫)

মনু-সংহিতাতেও ভারতের আর্য্যবিধান রহিয়াছে—

"মঙ্গলাচারযুক্তানাং নিত্যঞ্চ প্রযতাত্মনাম্।
জপতাং জুহ্বতাঞ্চৈব বিনিপাতো ন বিদ্যতে।"

(চতুর্থ অধ্যায়—১৪৬)

* "সঙ্গীতের নিন্দাবাদ সম্বন্ধে একটিও ছহি হাদিস ওয়ারেদ হয় নাই।"

(শার্হে 'ছেফরুস—সা আদত,' পৃঃ ৫৬১)

—মোহাদ্দেছ আল্লামা মজদউদ্দীন ফিরোজাবাদী।

"জানা আবশ্যক যে, গান শ্রবণ করা শরিয়তের দলিল-প্রমাণ অনুসারে নিষিদ্ধ নহে।"

(সংক্ষেপে উদ্ধৃত—'ছেরাতে-মোস্তাকিম' ১০৭—১১০)

—মওলানা শাহ এছমাইল শহীদ।

মোসলেমকুল-জননী বিবি আয়েশা বলিতেছেন—

"আনছার গোত্রের একটি বালিকা আমার প্রতিপালনাধীনে ছিল। তাহার বিবাহের পর হজরত শুভাগমন করিয়া বলিলেন, আয়েশা! এ কি রকম! গানের ব্যবস্থা কর নাই কেন? নববধূর সঙ্গে একজন গায়িকা তাহার শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দাও—আনছার-বংশ খুবই সঙ্গীতপ্রিয়।"

(বোখারী, এবনে মাজা, এবনে হব্বান)

"(১) হজরত রসুলে করিম স্বয়ং সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন ও তাহার অনুমতি এমন-কি আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

(২) হজরতের বহু ছাহাবী সঙ্গীত চর্চা করিতেন।

(৩) এমাম আবু হানিফা, এমাম মালেক, এমাম শাফেয়ী, এমাম আহমদ-বেনহাম্বল প্রভৃতি

তন্ন-তন্ন ক'রে খুজলেই দেখতে পাবেন! প্রিয়-পরম যাঁ'রা, prophet যাঁ'রা—তাঁ'দের তস্‌বীর যদি কোনক্রমে অমর্য্যাদায় দুঃস্থ হ'য়ে ওঠে মানুষের কাছে, তাহ'লে মানুষ তাঁ'দের প্রতি তাচ্ছীল্য-বুদ্ধিযুক্ত হয়ে, তাঁদের নিদেশগুলি মেনে জীবন-চলনাকে উন্নত করতে পারবে না ব'লেই প্রিয়-পরমদের তস্‌বীর না রাখতে হজরত রসুল অমনতরভাবে নিদেশ জারী ক'রে গেছেন। ভেবে দেখুন,

---

এমামগণ সঙ্গীতকে জাএজ বলিয়া মনে করিতেন এবং নিজেরাও সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন। এমাম মালেক তো নিজেই একজন সঙ্গীতশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত ছিলেন।

(৪) এমাম এবনে হাজম, কাজী ঈছা, এবনুল আরবী, এমাম মাওর্দ্দী, আবুতালেব মক্কী, এমাম গজ্জালী প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া এমাম শওকানী, শাহ্ আবদুল আজিজ, মোল্লা আলী কারী, আজী সানাউল্লা পানিপতী, মওলানা আব্দুল হক মোহাক্কেক দেহলবী প্রভৃতি শত শত এমাম ও মোহাদ্দেছ একবাক্যে সদ্ভাবপূর্ণ বা নির্দ্দোষ আনন্দদায়ক সঙ্গীতকে সিদ্ধ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

এসলাম-ধর্ম্মে সঙ্গীতকে সঙ্গীত বলিয়া হারাম করা হইয়াছে—হজরত রসুলে করিমের সেরূপ কোন আদেশ আমরা এ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাই নাই।

সঙ্গীত-সংক্রান্ত আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রতিপক্ষ হজরতের নামকরণে যে সকল তথাকথিত হাদিসের উল্লেখ করিয়া থাকেন, অভিজ্ঞ মোহাদ্দেছগণের মতে তাহার একটিও বিশ্বস্ত ও প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না!"

'সমস্যা ও সমাধান'—মাওলানা মোহাম্মদ আক্‌রম খাঁ

ঐতিহাসিক ফেরেশতা বলিতেছেন—

"কাজী রোকনুদ্দিন নেজামুদ্দিন আওলিয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে দরবেশ! সঙ্গীত জায়েজ হওয়া সম্বন্ধে তোমার কাছে কি প্রমাণ আছে? নেজামুদ্দিন তখন হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার হাদিস উপস্থাপিত করিলেন। ইহাতে কাজী ছাহেব বলিলেন—হাদিসের সঙ্গে তোমার কি দরকার? তুমি মোকাল্লেদ মানুষ—আবু হানিফার কোন রেওয়ায়ত পেশ কর, তাহা হইলে তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে। নেজামুদ্দিন আওলিয়া বলিলেন—ছোবহানাল্লাহ, আমি হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার ছহি হাদিস উদ্ধৃত করিতেছি, আর তুমি তাহার মোকাবিলায় আমার নিকট হইতে আবু হানিফার রেওয়ায়ত চাহিতেছ?....সম্রাট হজরতের হাদিস শ্রবণ করিয়া চিন্তামগ্ন হইলেন এবং নেজামুদ্দিনকে আর কিছু বলিলেন না।"

শেখুল-এসলাম এবনে তাই মিয়া সঙ্গীত জাএজ হওয়া সম্বন্ধে নেজামুদ্দীন আওলিয়ার সহিত একমত।

"প্রসিদ্ধ মৌলানা জালালউদ্দীন রুমী সাধনার সৌকর্য্যার্থ সঙ্গীতাদির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।"

'পারস্য-প্রতিভা,' পৃষ্ঠা ১৬৯—মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, এম-এ, বি-এল্

তা' মানবজাতির কত মঙ্গলের জন্য !* আর সেই তস্‌বীর—যে তস্‌বীর পুণ্যের স্মারক নয়, পবিত্র স্মৃতির উদ্রেক ক'রে মানুষকে মহানের পূজারী ক'রে তোলে না, যে তস্‌বীর মানুষের আত্মেন্দ্রিয়-পূজার উদ্বোধনা জাগিয়ে বাঁচা-বাড়ার উপঢৌকনে পুরুষোত্তমে সার্থক হওয়ার অনুরাগ-দীপ্তিকে আচ্ছন্ন ক'রে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিপ্রাণ ক'রে তোলে—তা'-ই হারাম। উন্নতি-পথের পথিকের কাছে তা'-ই হ'চ্ছে

---

* কোর-আণে আছে—

"হজরত ছোলায়মানের জন্য আল্লার সম্মতিক্রমে ছবি বা মূর্ত্তি প্রস্তুত করা হইত এবং আল্লার নবী হজরত ছোলায়মান তাহা ব্যবহার করিতেন।"

(কোর-আণ—সুরা ছাবা ১২/১৩)

"চিত্র বা মূর্ত্তি প্রস্তুত করা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বতোভাবে মহাপাতক হইলে আল্লাহ তাহার অনুমতি কখনই দিতেন না এবং আল্লার নবী হজরত ছোলায়মান পৌত্তলিকতার সেই প্রতীকগুলির ব্যবহারও কখনই করিতেন না।"

—মৌলানা মোহাম্মদ আক্‌রাম খাঁ।

"ইহা ব্যতীত মিছর, সিরিয়া, ত্রিপলী প্রভৃতি মোসলেম রাজ্যগুলির কতিপয় বিখ্যাত আলেম চিত্রকলা সম্বন্ধে কয়েকটা বিস্তারিত ফৎওয়া প্রচার করেন। ইহা লইয়া ঐসব দেশে মুসলমানদিগের মধ্যে সাধারণভাবেও অনেক বিচার আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং অবশেষে তাঁহারা সকলে মোটের উপর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে—জীবজন্তুর ছবি তোলা, আঁকা, ছাপা বা সেগুলির ব্যবহার করা এসলামের বিধান অনুসারে কখনই নিষিদ্ধ হইতে পারে না। এমন-কি জীবজন্তুর মূর্ত্তি গড়া ও তাহার ব্যবহার করাও তাহাদের অনেকের মতে অসিদ্ধ নহে।

... ...

আরবদেশে এখন ছোলতান এবনে ছউদের রাজত্ব। এবনে ছউদ ও তাঁহার দেশস্থ মুসলমানগণ সর্ব্বত্রই অতিরিক্ত গোঁড়া ও অহাবী বলিয়া পরিচিত। আরব দেশে এবং এহেন 'কঠোর অহাবী-শাসনে' মুসলমানদিগকে নিঃসঙ্কোচে ছবি উঠাইতে ও ব্যবহার করিতে দেখা যায়। মক্কা শরীফে দুইটি ফটোগ্রাফের দোকান বেশ ভালোভাবে চলিতে দেখিয়া আসিয়াছি। আমি নিজে সেখান হইতে কয়েকখানা ছবি উঠাইয়া আনিয়াছি।" —"চিত্রকলা ও এসলাম"

মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদভী সাহেব ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের "মা-আরেফ" পত্রে বহু যুক্তি ও উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে—"চিত্র সম্বন্ধে আমাদের আলেমগণ সাধারণতঃ যে ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ এসলামের কোন বিধানই তাহার সমর্থন করে না।"

দর্শন-স্পর্শের অযোগ্য। আমার মনে হয়, ঐ অমনতর তস্‌বীরকে লক্ষ্য ক'রেই পুণ্যশ্লোক পুরুষোত্তম হজরত রসুল মানুষকে হয়ত ব'লে থাকবেন—তোমরা অমনতর তসবীরগুলিকে হারাম ব'লে উপেক্ষা ক'রো, তোমাদের দৃষ্টিকে ওগুলির স্পর্শ থেকে রক্ষা ক'রে চ'লো।

কোর-আণে নাকি এ-ও আছে—আল্লার সম্মতিক্রমে Solomon ছবি ও মূর্ত্তি ব্যবহার করিয়াছিলেন। আরো আমি* শুনেছি, তস্‌বীরওয়ালা উপাধানাদি ব্যবহার করতে হজরত রসুল কোন আপত্তিই উত্থাপন করেননি। আর, এমনতর শুনে আমার মনে হয়, তস্‌বীর-মাত্রেতেই যে তাঁ'র অবজ্ঞা ছিল এমনতর উক্তি যে যথার্থ—এটা কিন্তু ব্যাপার নয়কো। আর, তিনি খারাপ জেনেও তা' ব্যবহার ক'রেছেন—এ-কথা ভাবাও আমার পক্ষে নিতান্ত বেইমানী ব'লে ব্যথা লাগে।

প্রশ্ন। ইসলাম-ধর্ম্মিগণ হজরত মহম্মদের অধীনে দেখতে-দেখতে এক বিরাট যোদ্ধৃজাতিতে পরিণত হ'ল! অন্য কোন ধর্ম্মেই ত' এমনতর যুদ্ধ করা

---

* "(ক) সকল প্রকার ছবি ও মূর্ত্তির ব্যবহারে সাধারণভাবে হারাম করা হয় নাই।

(খ) হজরত রসুলে করিম জীবজন্তুর চিত্র-সমন্বিত কোন কোন জিনিস স্বয়ং ব্যবহার করিয়াছেন।

(গ) তাঁহার পরিজনগণের মধ্যে ঐ প্রকার চিত্রিত পর্দ্দার এবং জীবজন্তুর মূর্ত্তির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। হজরত রসুল সে-বিষয়ে অবগত হওয়া সত্ত্বেও কাহাকেও ঐগুলি ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন নাই।

(ঘ) হজরতের ছাহাবাগণও জীবজন্তুর চিত্র-অঙ্কিত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতেন।

(ঙ) হজরত রসুলে করিমের নির্দ্দেশমতে শের্ক বা পৌত্তলিতার উপকরণ-মাত্রই নিষিদ্ধ, তাহা অচেতন বা উদ্ভিদ হইলেও নিষিদ্ধ। এইজন্য পাকা ও উঁচু কবরগুলি ধ্বংস করার আদেশও তিনি দিয়াছেন।

(চ) ভারতবর্ষের আলেমগণ চিত্র ও মূর্ত্তি সম্বন্ধে যেরূপ সাধারণভাবে কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া থাকেন, তাহা এমাম মোহাদ্দেছ ও হাদিসের টীকাকারগণের সিদ্ধান্তেরও বিপরীত।

... ...

জীবজন্তুর ছবি হইলেই তাহা ব্যবহার করা শের্ক ও পৌত্তলিকতা হইলে হজরত রসুলে করিম কখনও নিজে ঘোড়া ও পাখীর ছবিযুক্ত বালিশ ও গদী ব্যবহার করিতেন না।"

—মাওলানা মোহাম্মদ আক্‌রাম খাঁ।

দেখা যায় না ? ধর্ম্মের সঙ্গে যুদ্ধ, আর দেশজয়—কেমনতর বেখাপ্পা ব'লে মনে হয় না কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর । সেবাকর্ম্মে বাস্তবতাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে, জীবনে যেখানে ইষ্টস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাকে উচ্ছল ক'রে তোলার আকৃতি মানুষকে সম্বেগশালী উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে—কৃত-কার্য্যতায় কৃতার্থ হওয়া সেখানে নিয়তই যে অভিনন্দিত হ'য়ে, প্রিয়-পরমের যা'-কিছু ইচ্ছা জীবনে ফুটে' ওঠে তাঁ'র পূজার সম্ভারবাহী হ'য়ে, পরিপূরণ ও পোষণে তাঁ'কে তৃপ্ত ও সন্দীপ্ত ক'রে, শান্তিময় শক্তিশালী অন্তঃকরণের অভিনিবেশ ক'রে মানুষকে জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে অমৃত-সঞ্চার ক'রে দেয়—এ যে অমোঘ কথা !

ধর্ম্মের নামে যুদ্ধ ও দেশজয় মানে এই বুঝি—যা'রা যবন ছিল, যা'রা ম্লেচ্ছ ছিল, যা'রা heathen, কাফের,—বৃত্তি-স্বার্থপরায়ণ, মরণ-সংস্কারবাহী হ'য়ে মানুষকে তা'রই সংক্রমণে দুর্ব্বল, মরণসম্বেগী ক'রে তুলত যা'রা, যুদ্ধ করতে হ'য়েছিল তা'দেরই বিরুদ্ধে†—তা'দিগকে অবনত ক'রে জীবন ও বৃদ্ধির

---

† أذن للذين يقتلون بانهم ظلموا ـ إن الله على نصرهم لقدير * الذين اخرجوا ـ من ديار هم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ـ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع و صلوت و مسجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ـ و لينصرن الله من ينصره * إن الله لقوى عزيز *

"যাহাদের সঙ্গে কাফেরগণ সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত—তাহাদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, যেহেতু তাহারা উৎপীড়িত, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদের সাহায্যদানে সক্ষম । যাহারা অন্যায়রূপে আপন আলয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে, কেবল এই কারণে যে তাহারা বলিয়া থাকে আমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বর, এবং যদি মনুষ্য পরস্পর একজন হইতে অন্যজন ঈশ্বরকর্তৃক দূরীকৃত না হইত তবে অবশ্য মোসলমান সন্ন্যাসীদিগের তপস্যা-কুটীর, ঈশায়ীদিগের উপাসনালয় ও ইহুদীদিগের পূজাগৃহ ও মোসলমানদিগের ভজনালয় যথায় প্রচুররূপে ঈশ্বরের নাম উচ্চারিত হইয়া থাকে—ধ্বংস করা হইত ; এবং যে ব্যক্তি তাঁহার ধর্ম্মের সাহায্য করিয়া থাকে, অবশ্য ঈশ্বর তাহাকে সাহায্য দান করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমতাবান, পরাক্রান্ত ।" (কোরাণ—২২—৩৯, ৪০ র, ৬)

অমৃত-সংবাদ শুনিয়ে উদ্বুদ্ধ-উদ্দীপ্ত ক'রে সেই আকৃতিতে জ্বলন্ত ও বাস্তব ক'রে তুলতে ! আর এটা যেখানে সহজে হয় নাই, জীবন ও বৃদ্ধির অমৃতবাহী সংবাদ যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হ'য়েছে বিকৃতি ও ব্যভিচারাক্রান্ত হ'য়ে—তা'দিগকে বাঁচাতে, জীবন-বৃদ্ধির অমৃতবাহী সংবাদকে নির্ব্বাধ ও চলনশীল ক'রে তুলে মানুষের বৃত্তি-প্রপীড়িত ভারাক্রান্ত হৃদয়কে অমৃতসিক্ত করতেই কোথাও-কোথাও হয়ত এমনতর করতে হ'য়েছিল—তা'-ও সেগুলি নিতান্তই অপারতপক্ষে। যেখানে অমনতর না ক'রে ওঁরা অন্য-কোন পথই পেয়েছিলেন না, সেখানেই হয়ত যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর-দিয়ে ঐ ধর্ম্মবার্ত্তাকে বহন ক'রে লোক-অন্তরে প্রতিষ্ঠা করতে হ'য়েছিল।

এমনতর আরো অনেকেই তো ক'রেছিলেন—যেমনতর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।* প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও যখন তা'দের উদ্দামবৃত্তি-সংক্ষুব্ধ, দ্বন্দ্ব-বিরোধ-বিচ্ছেদপূর্ণ, বৃত্তিস্বার্থ-পরায়ণ অহঙ্কারকে প্রশমন করতে পারলেন না, তখন নিজে তা'দের প্রতি-প্রত্যেকের কিছু কইবার বা আপসোস করার কোনরকম কিছু না থাকে এমনতরভাবে তাঁর যা'-কিছু শ্রম, বুদ্ধি, বিবেচনা খাটিয়ে সকলের সম্মতির ভিতর-দিয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহে নিজেকে নিয়োগ ক'রে, সারথিত্বের ভিতর-দিয়ে যা'-কিছু সব প্রশমন ক'রে এমনতর ধর্ম্ম ও শান্তিরাজ্য স্থাপন ক'রেছিলেন—যা'তে-নাকি এই ভারতবর্ষকে হাজার হাজার বৎসরের ভিতরেও কারু আক্রমণ করার সাহস ও প্রবৃত্তি ঘটে ওঠেনি ; আর, তখনকার Pre-Buddhist tourist-দের report-এ নাকি এমনতর দেখতে পাওয়া যায়—ভারতবর্ষ মহা-সমৃদ্ধিশালী, highly-educated, নির্ব্বাধ ও পরস্পর-নির্ব্বিরোধশীল জীবন ও বৃদ্ধির সঙ্গতিসম্পন্ন হ'য়ে দুনিয়ার সমক্ষে দাঁড়িয়েছিল !† তা'হলেই বুঝে' দেখুন, ঐ যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর-দিয়ে—যদিও বাধ্য হ'য়েই করতে হ'য়েছিল—জীবন-বৃদ্ধির অমৃতসঞ্চারী সংবাদকে বহন ক'রে, লোক-জীবনে কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে বাস্তবতায়

---

* কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের ধর্ম্মযুদ্ধ বা জেহাদ সর্ব্বজনবিদিত।

† Megasthenes-এর বিশ্ববিশ্রুত report ভারতের তদানীন্তন ঐশ্বর্য্য ও সভ্যতার প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য।

পরিণত ক'রে প্রতি-প্রত্যেককে যা' ক'রে তুলেছিলেন—তা' ভালই ক'রেছিলেন, না মন্দই ক'রেছিলেন ? ইসলাম-ধর্ম্মী হজরত মহম্মদেরও ঐ-সব ব্যাপার—আমার অমনতরই মনে হয়।*

তাই, আমার মনে হয়, যুদ্ধবিগ্রহাদির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, ব্যবহার ও কর্ম্ম—যা'দের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহাদিতে লিপ্ত হওয়া যা'চ্ছে তা'দেরও জীবন-বৃদ্ধির আকুল উদ্‌গ্রীবতাকে অমৃতবাহী ক'রে, কর্ম্মে বাস্তবতায় তা'দিগকে পূরণীয় ও প্রতি-প্রত্যেকের পোষণীয় করার বিহিত ব্যবস্থা ও কর্ম্ম-যোজনা যদি না থাকে—এক-কথায় তা' যদি বাস্তবপক্ষে উন্নতি-সঞ্চরণশীল না হ'য়ে ওঠে সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের ভিতর-দিয়ে,—তবে সে যুদ্ধবিগ্রহ যে আরো মরণকে আমন্ত্রণ করে, সে-বিষয়ে তো কোন সন্দেহই নাই !

প্রশ্ন। হিন্দুধর্ম্মে তো দেখি—ব্যক্তিগত সাধনার কথাই বেশীর ভাগ, ব্যক্তিকে ছাপিয়ে বড়-জোর সমাজের কথা আছে। কিন্তু ইস্‌লাম-ধর্ম্মে ব্যক্তিগত সাধনা তো আছেই—আবার দলবদ্ধ ক'রে রাষ্ট্রগত ঐক্য ও মুক্তির বার্ত্তা এত সহজে মূর্ত্ত করতে অন্য-কোন ধর্ম্ম পারে কি ? উভয় ধর্ম্মে এমন কী পার্থক্য, যা'র জন্য মুসলমানের কাছে ব্যক্তিস্বার্থ ছাপিয়ে সংঘ-স্বার্থ সহজেই বড় ও সত্যি হ'য়ে ওঠে—আর, হিন্দুর ধর্ম্ম ব্যক্তি ও পরিবার ছাপিয়ে তা'কে বিরাট সমাজ বা রাষ্ট্রস্বার্থে উন্মুখ ক'রে তোলে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ধর্ম্মের প্রধান প্রয়োজনই হ'চ্ছে—ব্যক্তিত্বকে জীবনে, যশে, বৃদ্ধিতে অবাধ ক'রে অমরণ-চলনায় অমর-উপভোগে নন্দিত করতে-করতে নিরন্তরতায় চলা। আবার, এই ব্যক্তিত্বটা অর্থাৎ এই individuality-টা বজায় রাখে ও বৃদ্ধিতে অনুরঞ্জিত করে এই ব্যক্তিত্বের অন্তঃশায়িত সুরতের আসক্তি—তা'র প্রিয়পরমে—যাঁর সংযোগ-সংঘাতে ঐ বহুধা-উদ্ভিন্ন পারিপার্শ্বিক

---

* "ধর্ম্ম সম্বন্ধে জোর জবরদস্তি সঙ্গত নহে, পথ ও বিপথের মধ্য হইতে সৎপথ দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।" ইহাই কোরাণের আয়ত। দয়ার সাগর হজরত রসুল কিরূপ দুঃখ লইয়া অবশেষে বাধ্য হইয়া এসলাম-রক্ষার্থে জেহাদে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

দুনিয়াটা চেতন-সংঘাত দিয়ে বহু-রকমে বহুধা-বিভক্ত ক'রে ব্যক্তিত্বটাকে তছ্‌নছ্‌ ক'রে না তোলে। তাই, ব্যক্তিত্বের সুরত প্রিয়-পরমে নিবদ্ধ হ'য়ে, তাঁকে পূরণ ও পোষণ করার সুখ-প্রলোভনে ইতস্ততঃ প্রতি-প্রত্যেকে ঘুরে-ফিরে তা'র লওয়াজিমা সংগ্রহ করতে থাকে। এর ভিতর-দিয়ে মানুষের হয় দর্শন, হয় অনুভব, বাড়ে বোধ, বাড়ে চিন্তা—আসে জানা, আসে বিবেচনা-বিচার,—আসে নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধান !

তখন মানুষ তা' চলনার পথে নিয়োগ ক'রে, কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে বাস্তবগুলিকে অনুকূল পোষণীয় ক'রে, কৃতকার্য্যতায় আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রে "তুমি তৃপ্ত হও, সন্দীপ্ত হও,—তোমার যা'-কিছু ইচ্ছার, যা'-কিছু চাহিদার পূরণ হোক এই আমাকে দিয়ে, তুমি পরিপোষিত হও এই আমাকে দিয়ে,—তুমি জীবনে থাক, যশে থাক, বৃদ্ধিতে থাক—আমার অমৃত-সঞ্চরণে চির-চেতন থেকে তোমার তৃপ্তি ও সন্দীপনাকে পোষণ ও পূরণ কর—নিরন্তর উপভোগের চির-চেতনা ও স্মৃতির অমর আলিঙ্গনে আমাকে অমর ক'রে তোল" ব'লে 'স্বস্তি স্বস্তি' উচ্চারণে তা'র প্রিয়-পরমকে আলিঙ্গন করে, আত্মনিবেদন করে, আত্মসমর্পণ করে !

তা'হলেই হ'চ্ছে—এই ব্যক্তিত্বটাকে, individuality-টাকে বজায় রেখে জীবন ও বৃদ্ধির উন্নতি-চলনায় চলতে গেলেই মানুষের তা'র প্রিয়পরমকে চাই-ই। এই প্রিয়পরম না থাকলে তা'র ব্যক্তিত্বটাই যায় সর্ব্বনাশে সাবাড় হ'য়ে। আবার, এই প্রিয়পরম যেখানে যত বেশী-সংখ্যক, সেখানে মানুষের তত দল ও তত সমাজ—বহু মানুষ মিলে একটা মিলিত personality-র উদ্ভেদ সেখানে হ'য়েই ওঠে না।* এই প্রিয়পরম, আদর্শ বা ইষ্ট যেখানে বহুজনগণের একজনই—প্রতি-ব্যক্তিত্বের সুরত সেই একে নিবদ্ধ থাকার দরুণ সেই প্রতিব্যক্তিত্ব-মিলিত গণ-personality-র উদ্ভব হওয়ায় তখন সেইখানকেই

* এই বহু-মানবের মিলিত personality এক জিনিস, আর গণতান্ত্রিকতা সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিস। গণতন্ত্র ইসলাম-বিরোধী, গণব্যক্তিত্ব ঐসলামিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

বলে তাঁ'র বা তা'দের দেশ। 'দেশ' কথা আর 'আদেশ' কথা একই root থেকে এসেছে।* এক আদেশে নিয়ন্ত্রিত জনগণ যেখানে বাস ক'রে কাজ ক'রে জীবন-বৃদ্ধির চলনায় চলতে থাকে—তা'রা সেই দেশের মানুষ অর্থাৎ সেই আদেশের মানুষ। তা'দের প্রার্থনা—প্রতিব্যক্তি-হিসাবেই হোক, আর এক-জোট হ'য়েই হোক, যেমন-ক'রেই হোক—এক-গাট্টা হ'য়ে থাকা,—আর তা' তা'দের জীবনের একটা প্রাকৃতিক ন্যাক্ হ'য়ে দাঁড়ায়। তখন তা'দের ধর্ম্ম, তখন তা'দের রাষ্ট্র, তখন তা'দের সমাজ, তখন তা'দের ব্যক্তি তেমনতরভাবেই হয়ে থাকে,—মিলিত জীবন-বৃদ্ধির আকৃতি-উল্লম্ফনে! এই তো হ'ল ব্যাপার!† —তা'-ছাড়া এমনতর হ'লে যেমন হ'য়ে থাকে, মুসলমান-খৃষ্টানদের যেমনতর আছে—আর্য্যদেরও তেমনতরই ছিল, আর এখনও করলেই আছে।

আর্য্যরা যজ্ঞ করত—ব্রহ্মা, হোতা, উদ্গাতা, ঋত্বিক যজ্ঞবেদীকে অবলম্বন ক'রে মন্ত্রাদি উচ্চারণ করত। মুসলমানেরা congregational নামাজের বেলায় তাঁ'দের pioneer যাঁ'রা বা যিনি, তাঁ'রা বা তিনি যেমন নামাজ পড়েন, অন্য

---

* 'দেশ' আর 'আদেশ' দুইটি কথাই আসিয়াছে দিশ্-ধাতু হইতে। দিশ্-ধাতু মানে আদেশ করা। এক-নেতার আদেশ-পালনে যে জনসংঘ সংঘবদ্ধ হয়, তাহারা যে ভুখণ্ডে বাস করে তাহাই উহাদের দেশ হইয়া দাঁড়ায়। তা'ছাড়া একনেতৃত্বে বিধৃত হওয়া নাই অথচ 'দেশ' বলিয়া চীৎকার করিতেছি—সে-দেশের অস্তিত্বও নাই, মানেও নাই!

† নেতা বা আদর্শ—আর তাঁহাকে অনুসরণ করে যে জনসংঘ, ইহাদের লইয়াই সমাজ গঠিত হইয়া ওঠে। তাহাই ক্রমবিস্তৃতি লাভ করিয়া রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ইহা সবার পক্ষেই সত্য। এক-নেতৃত্বে বিধৃত হইয়াই জন-সংহতি স্ফটিকের মত দানা বাঁধিয়া ওঠে।

"The unity of a country is easily grasped when it is controlled by a single political authority. The ancient Hindus were familiar with the ideal and institution of paramount sovereignty from very early times. It is indicated by such significant Vedic words as Ekarat, Samrat, Rajadhiraj or Sarbabhauma, and such Vedic ceremonies as the Rajasuya, Vajpeya or Ashwamedha, which were prescribed for performance by a king. Hindusim has imparted to the whole of India a strong, and stable cultural unity that has stood through the ages the shocks of political revolutions, being preserved in its own peculiar system of social self-government functioning apart from, and offering but few points of contact with the state."

—Hindu Civilisation, p. 58-61.

সকলে তদনুপাতিক pose ও action ক'রে মুখে যেমন 'Amen' উচ্চারণ ক'রে থাকেন,—তেমনি যজ্ঞের বেলায় যে congregation তা'তে যোগ দিত—তা'রা প্রতি মন্ত্রাহুতির শেষে স্বস্তি, স্বাহা, শান্তি ইত্যাদি উচ্চারণ ক'রে, যজ্ঞে যোগ দিয়ে, নিজেরাও তা'র ভাগী হ'য়ে কৃতার্থতাকে উপলব্ধি করতেন ! আজ যদি মুসলমানেরা prophet-পরম্পরাকে স্বীকার না করেন, হজরত মহম্মদে তা'দের সুরত কোন-রকমে নিবদ্ধ না থাকে, তা'হলে দেখতে পাবেন—এ সব বিধিনিষেধ, নিয়মকানুন থাকা সত্ত্বেও গণ-ব্যক্তিত্ব ভেঙ্গে টুকরো-টুকরো হ'য়ে অবাধে জাহান্নমের দিকে চলেছে ! সবার বেলায়ই এই নিয়ম—সে বৌদ্ধই হোক, মুসলমানই হোক, হিন্দুই হোক আর খৃষ্টানই হোক।

তাহ'লেই দেখা যাচ্ছে—এই গণ-ব্যক্তিত্বের মূলভিত্তি হ'চ্ছে, ঋষি বা prophet-পরম্পরাকে স্বীকার ক'রে* অর্থাৎ পূর্ব্বের ভিতর-দিয়েই পরবর্ত্তীর উদ্ভব ও পূর্ব্ববর্ত্তীর যা'-কিছু পরবর্ত্তীতে প্রয়োজনানুপাতিকভাবে হামেসা চেতনোদ্দীপনায় জেগে, পূর্ব্ববর্ত্তী পরবর্ত্তীতে রূপান্তরিত হ'য়েছেন এমনতর বোধে এক হ'তে অন্যকে বিচ্ছিন্ন না ভেবে, নতির সহিত অনুগত হ'য়ে, কাজের ভিতর-দিয়ে তাঁ'কে পোষণ ও পূরণ, তৃপ্ত ও সন্দীপ্ত ক'রে,—এই আদর্শানুপ্রাণতায় নিবদ্ধ থেকে কাজে ও ভাবে উদ্বুদ্ধ চলনায় চলা। আর এ-হ'তেই ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি, রাষ্ট্র ইত্যাদি যা-ই কিছু বলেন না কেন,

---

* গণ-ঈশ বা পয়গম্বরকে কেন্দ্র ক'রেই গণ-সংস্থিতির উদ্ভব হয়, গণ-ব্যক্তিত্বের সূচনা হয়—গণতন্ত্র নহে, বহুগণ-সমষ্টি ঐ পয়গম্বরে বিধৃত হ'য়ে এক বিরাট গণ-ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়।

"মানুষের সকল প্রকার কল্যাণের মূল হইতেছে তাহার মুক্তি ও স্বাধীনতা। এই মুক্তি বা স্বাধীনতা তাহার আত্মার মুক্তি ও বিবেকের স্বাধীনতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ প্রত্যেক নগণ্য ও কল্পিত শক্তির দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিবে, যতক্ষণ সে সকল শক্তির একমাত্র মহাকেন্দ্রের সহিত আপনাকে সংসৃষ্ট করিতে না পারিবে, যতদিন সে পৃথিবীর সহস্র সহস্র বড়কে নিজের উপরওয়ালা বলিয়া মানিয়া লইতে থাকিবে—ততদিন তাহার মন ও মস্তিষ্ক সহস্র প্রকার দাসত্বের শৃঙ্খলে বিজড়িত হইয়া থাকিবে—ততক্ষণ সে বড় হইতে পারিবে না।"

—মৌলানা মোহাম্মদ আক্রাম খাঁ

"The great men of the earth are but marking stones on the road of humanity ; they are priests of its religion."

—Mazzini

সর্ব্বস্বাস্থ্য-মণ্ডিত হ'য়ে উপ্‌চে' উঠবে ;—আর, এটা দখিন হাওয়ার মতন নর-নারীর প্রাণন ও পোষণের ভিতর-দিয়ে, আলিঙ্গন-গ্রহণের উদ্দাম উন্মাদনার উর্ম্মি সৃষ্টি করতে-করতে, বংশানুক্রমিকতায় সংক্রমণশীল হ'য়ে, উন্নত instinct-এর সম্পদ আহরণ ক'রে নিরন্তরই হ'তে থাকবে—এই হ'চ্ছে আমি যা' বুঝি তা'-ই !

প্রশ্ন। আচ্ছা, ইসলাম-ধর্ম্ম এমন উদার—তবু বাংলায় মুসলমানগণ আর্য্য-হিন্দুগণকে পৌত্তলিক ও কাফের বলে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ভাল মুসলমান—যা'দের একটু বোধশোধ আছে, ইস্‌লামের তাৎপর্য্য একটু বিবেচনা করতে পারে—তা'দের মুখে ও-সব কথা কিছুই শুনতে পাবে না ! ও-সব শোনা-মুসলমানদের আমদানী। যা'দের ইস্‌লাম, হজরত, কোরাণ ইত্যাদির সাথে পরিচয় উপকথার সাথে পরিচয়ের মতন, তা'দের মুখে ঐ বদ বেল্লিকি কথা শুনতে পাবে। কোরাণ শরিফে বরং আছে,—তোমরা অন্য-মতাবলম্বীদিগকে নিন্দা করিও না, তাহা হইলে তোমাদের মতকে তাহারা অগ্রাহ্য করিবে, নিন্দা করিবে, আর এমনতর করাতে তাহারা ইহার তাৎপর্য্য হইতে বঞ্চিত হইবে—এই জাতীয় কথা। আরো আছে, ঈশ্বরকে যা'রা ভালবাসে, ভক্তি করে—তা'রা যে মতাবলম্বীই হউক না কেন—তাহাদিগকে যাহারা সম্মান না করে, নতি না দেখায়,—তাহারা অবিশ্বাসী, তাহারাও কাফের। এই জাতীয় কত কথা আছে তা'র ঠিকানাই নেইকো।†

---

† ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً
فيها وله عذاب مهين *

"যে ব্যক্তি ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষের অবাধ্য হয় ও তাঁহার নির্দ্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে, সে নরকাগ্নিতে তথায় সর্ব্বদা অবস্থানকারীরূপে নীত হইবে এবং তাহার জন্য গ্লানিজনক শাস্তি আছে।" (কোরাণ—সুরা নেসা ১৪ র, ২)

من كان عدواً لله وملئكته ورسله وجبريل وميكل فان
الله عدو للكفرين *

আর, কোন আর্য্য-হিন্দুই পৌত্তলিকতা-প্রধান নয়কো*—তাহাদের goal অর্থাৎ চরম চাহিদাই ঈশ্বর। তাহারা ঈশ্বরের শক্তিগুলির একটা পৌত্তলিক অভিব্যক্তি দিয়া, তাহাকে ঈশ্বরের ব্যক্ত-শক্তির ধারণায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার ভিতর-দিয়া এক-ঈশ্বরেরই আরাধনা করিয়া থাকে—আর আর্য্যশাস্ত্রেও আছে, এই প্রথার ভিতর সত্য থাকিলেও তাহা অধম আবর্জ্জনায়ই পরিব্যাপ্ত!† যাহারা

"যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ও তাঁহার দেবগণের ও তাঁহার প্রেরিতগণের এবং জেব্রিল ও মেকাইলের বিরোধী হয়, নিশ্চয় ঈশ্বর সেই বিরোধীর বিরোধী।"

(কোর-আণ—২—৯৮)

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً
بغير علم * كذلك زينا لكل امة عملهم *

"যাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া অন্য দেবতাকে আহ্বান করে, তাহাদিগকে হে মুসলমানগণ! কুবাক্য বলিও না—যেহেতু তাহারা অজ্ঞানতাবশতঃ ঈশ্বরকে অধিক কুবাক্য বলিবে—এই প্রকার আমি প্রত্যেক মণ্ডলীর জন্য তাহাদের ক্রিয়া সজ্জিত করিয়াছি।" (কোর-আণ—৬—১০৯)

"প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক সত্যধর্ম্মই এস্‌লাম—এবং প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মহামানব ও নবী রছুলই এস্‌লামের আদর্শ ও সম্মানার্হ, ইহাদের কাহারও অসম্মান করিলে কাফের হইতে হয়—ইহা এসলামের বিধান।"

'মোস্তাফা-চরিত', পৃঃ ৪৮৫—মৌলানা মোহাম্মদ আক্‌রাম খাঁ।

* ১১ ও ১৫ পৃষ্ঠার পাদটীকা দেখুন।

† "আবার শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও যেমন বহু হিন্দু ভাবপ্রতীক লইয়াই ব্যস্ত, তেমনি কোরাণ-বিরুদ্ধ হইলেও বহু মুসলমানও প্রতীকোপাসক।

বেলুচিস্থানের মধ্যস্থিত হিংলাজ-বিগ্রহ সকল হিন্দু-মুসলমানের পূজার্হ।"

(পি এম বাগচীর ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা, ১৩৪৪ সাল, পৃঃ ৭২)

বাংলার সরকারী সেন্সাস রিপোর্ট বলেন—

"বহু মুসলমান দুর্গাপূজা করে। পাবনা জেলার মুসলমানেরা মনসা বা বিষহরির পূজা করে। প্রায় সকল মুসলমানই শীতলা পূজা করে। রংপুর জেলার মুসলমানগণ বুড়ীদেবীর পূজা করে। জলপাইগুড়ি জেলার মুসলমানেরা ফল ও চাউলের নৈবেদ্য নদীতে নিক্ষেপ করিয়া বুড়ী দেবীকে

নিতান্তই ঈশ্বরীয় ধারণায় অশক্ত,—ঐ প্রথার ভিতর-দিয়া তাহাদিগকে ঈশ্বরীয়-ধারণাপ্রবণ করার সার্থকতায়ই উহার প্রচলন এখনও আছে। পুতুলই যদি তা'দের চরম-প্রাপ্তির চাহিদা হ'ত, তাহ'লে এক-কথায় তা'দিগকে পৌত্তলিক বলাই ভাল ছিল—আর সেটা কাফেরী রকম ব'লেও ধারণা করা যেত। কিন্তু তা' যে মোটেই নয়,—intention অর্থাৎ উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে কোন জিনিস বিবেচনা করায় বিবেচনার উপযুক্ততার হানিত্বই হ'য়ে থাকে এবং সে-দর্শন ও নির্দ্দেশ যে নিতান্তই অসম্পূর্ণ তা' বলাই বাহুল্য; আর এমনতর অসম্যক্ বিবেচনা যথার্থতাকেই বা কি ক'রে নির্দ্ধারিত করবে? আর, এই অস্বাভাবিক নির্দ্ধারণ সত্যকেই বা কি-ক'রে আমন্ত্রণ করতে পারে?

তাই বলি, কোরাণ শরিফ এমনতর পাতলা কথা নিয়ে বেকুব বাগাড়ম্বরতায় যোগদান কখনই করেননি—আর তা' করা সম্ভবও নয়। কোরাণ শরিফ খুলে দেখবেন,—বেশ চিন্তা ক'রে, বিবেচনা ক'রে—এ-বিষয়ে কত কী সুন্দর বাণী যে নিবদ্ধ আছে, দেখলে হজরতের চরণে মাথা নত না-হ'য়েই পারে না,—আনন্দে, আহ্লাদে, উদ্দাম উদ্বুদ্ধতায়!

প্রশ্ন। অনেকের মুখে শুনি—যদিও তা'রা প্রায়ই অজান মানুষ—যে, মুসলমান-ধর্ম্মে আছে হিন্দুরা কাফের, হিন্দু-নারীকে ছলে-বলে-কৌশলে কাফেরী-বর্জ্জন কলেমা পড়িয়ে মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারলেই ইস্‌লামের মতে মহাপুণ্য—এ-কথার ভিত্তি কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমি আগেই ব'লেছি—ওসব শোনা-মুসলমানদের বদ বেল্লিকি,—বৃত্তিস্বার্থ-পরায়ণতার ইন্ধন আমদানী করবার কোরাণের মুখোস-পরান বে-ইজ্জতী বাণী! ইসলাম এ-সব ব্যাপারে লাখ যোজনের কাছেও নেইকো!

প্রসন্ন করে। বহু মুসলমান বহুদূর হইতে আসিয়া গোপীনাথপুরের গোপীনাথবিগ্রহের নিকট ফল ও দুধ উৎসর্গ করে ... ...।"

—Census Report 1931, p. 390

কিন্তু আর্য্যশাস্ত্রের কথা—পূর্ব্বেই কতবার বলিয়াছি—

"মূর্ত্তিপূজাধমাধমঃ।"

ঐসব কথা যা'রা রটনা করে তা'রা তো Islamic মুসলমান নয়ই, বরং ইস্‌লামের পড়নায় গা-ঢাকা-দেওয়া শয়তানী অভিব্যক্তি—তা'রাই বাস্তবিক কাফের in essence ! এমনতর intention যেখানে যতই বসবাস করুক না কেন, ততদিন পর্য্যন্ত Islamic কলেমা বাস্তবভাবে তা'দের ধারের কাছেও যায় না। তা'দের কলেমাগুলি—শেয়াল-মারা বেদেরা শেয়ালের ডাক ডেকে যেমনতর ভুলিয়ে শেয়ালকে কাছে এনে তা'দিগকে হত্যা করে,—ঐ ইসলাম-সজ্জায় সজ্জিত অমনতর মুসলমানেরা বৃত্তিস্বার্থ-পরায়ণতায় অন্ধ হ'য়ে খোদা, হজরত ও কোরাণকে অপবাদ দিয়ে, ঐ বৃত্তি-ইন্ধনী বাণী আউড়িয়ে, জীবন-বৃদ্ধির যাত্রীদিগকে entice ক'রে ভুলিয়ে, কাছে এনে সাবাড় ক'রে শয়তানের খোরাক সংগ্রহ করে।*

তাই, ঐ-রকম ঈশ্বর, হজরত ও কোরাণের দোহাই দিয়ে তা'দিগকে অপবাদমণ্ডিত ক'রে, নিন্দনীয় ক'রে যে মুসলমানেরা অমনতর শয়তানী চলনায় চলে—তা'রা যে কাফেরের চাইতেও অতি হীন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই

---

* অথচ হজরত রসুল বলিয়াছেন—

"অতঃপর হে লোকসকল! নারীদিগের সম্বন্ধে আমি তোমাদের সতর্ক করিয়া দিতেছি—উহাদের প্রতি নির্ম্মম ব্যবহার করার সময় আল্লার দণ্ড সম্বন্ধে নির্ভয় হইও না।" (বিদায় হজ)

"সম্ভবপর হইলে তুমি আপন স্ত্রী ও কন্যা ব্যতীত অন্য স্ত্রীলোকের চুল পর্য্যন্ত তোমার দৃষ্টিতে আনিও না।" (হাদিস—আবদুল মোফরাদ)

আরো বলিয়াছেন—

"কেয়ামতের সকল চক্ষুই অন্ধ হইবে—কেবল যে চক্ষু নিষিদ্ধ স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই।" (হাদিস—তরনিব)

অতএব নরনারী সম্বন্ধে ঐরূপ চিন্তা হজরত রসুল-পন্থীদের মুল্লুকেই আসিতে পারে না—ও' শয়তানী-প্রবৃত্তিপন্থীদের হজরত রসুলের ধর্ম্মবিরোধী কাফেরী বাক্‌চাতুরী মাত্র ! ঐরূপ কথা উচ্চারণ করিলেও মহান্ এসলামের অবমাননা হয়। ইহাই কাফেরীর চরম নয় কি ?

দেখুন, হজরত রসুলে করিম বিদায় হজে বলিতেছেন—"পরস্পর পরস্পরের নারীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে উদ্বুদ্ধ করিবা। স্মরণ রাখিও, এই অবলাদিগের একমাত্র বল তোমরাই, এই নিঃসহায়াদিগের একমাত্র সহায় তোমরাই।"

নেইকো। তা'দের সংস্পর্শ ইস্‌লামকে কালিমা-মণ্ডিত করে, তা'দের সহবাসই—বিশেষতঃ মুসলমানদের পক্ষে বেইমানী। তাই বলি—যদি সম্ভব হয়, সেবায় উদ্বুদ্ধ ক'রে ও সাহায্য ক'রে, জীবনবৃদ্ধিতে পোষণীয় পূরণীয় হ'য়ে তা'দের ভিতরকার সুরতকে ঈশ্বর ও প্রেরিতে উন্মুক্ত ও আবদ্ধ ক'রে দিতে চেষ্টা কর; আর তা'দের অন্তর থেকে—যেমন ক'রে পার—ঐ শয়তানকে তাড়াও,—যদি পার! কিন্তু তা'দের সহবাসে খিন্ন হ'য়ে ঈশ্বর ও প্রেরিত থেকে বেইমানে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প'ড়ো না।

যা'রা হজরতের জীবনটাকে ভেবে দেখেনি, তা'রাই ও-সমস্ত কথায় আস্থা স্থাপন করতে পারলেও পারতে পারে। হজরতের জীবন সম্বন্ধে যাঁ'রা একটু চিন্তা ক'রেছেন, ভেবে দেখেছেন,—তা'দের চৌরাশী লক্ষের কোন কোথাও ঐ আস্থা দাঁড়াতেই পারবে না—আমার তো এই মনে হয়!*

প্রশ্ন। বর্ত্তমানে বাংলায় ইস্‌লাম এমনভাবেই প্রচারিত হয়, যা'তে সবার ধারণা হয় যেন এই বিরাট Islamic culture আর্য্য culture-এর ঘোর বিরোধী। এমনি-ক'রে এই বিভেদকেই বাড়ানই যেন ধর্ম্ম-প্রচারের সার্থকতা ও প্রকৃষ্ট পন্থা—এমন-একটা রকম যেন বাংলার মুসলমান নেতৃগণের ভিতরও চ'লে আসছে! এই কি ইস্‌লাম? অন্ততঃ বহু হিন্দু তো এমন-ক'রেই ব'লে থাকে!

শ্রীশ্রীঠাকুর। ও-সব বৃত্তিস্বার্থ-পরায়ণ, হজরতের নাম ক'রে

---

* যা'রা হজরত রসুল ও কোরাণ, হাদিসকে জানে না—বা তাঁ'দের তোয়াক্কাও রাখে না, অথচ তাঁ'দের নাম ক'রে, তাঁ'দের অবমানিত, পদদলিত ক'রে আল্লাহর নামোচ্চারণ ক'রে নিজেদের প্রবৃত্তির ইন্ধন জোগাড় করতে কৃতসঙ্কল্প—এইরূপ বেইমান কপট কাফেরগণই নারীর মর্য্যাদা ঐরূপে লঙ্ঘন করিয়া এসলামকে কালিমালিপ্ত করে! তা'রা ইসলাম-ধর্ম্মী মুসলমান তো নহেই, বরং শয়তানের গুপ্তচর। আর গোপনে বা প্রকাশ্যে ইহাদের যাহারা সাহায্য করে তাহারাও কাফেরই।

রসুলুল্লাহ বলিতেছেন—"তোমরা কোন স্ত্রীলোকের সহিত একাকী দেখা করিতে যাইবে না—যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মহরম (নিকট আত্মীয়) সঙ্গে না থাকে।" (হাদিস, বোখারী)

"নারী-জাতির প্রতি সদ্ব্যবহার ও তাহাদিগের স্বত্বাধিকারের বর্ণনা এবং তাহাদিগের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের ভর্ৎসনা বহু হাদিসে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমি 'বেয়াজুছ্‌ছালেহীন' পুস্তকে তাহার অধিকাংশই সঙ্কলন করিয়াছি।"

—এমাম নব্বী।

বৃত্তি-ইন্ধন-সংগ্রহকারী অজানদের প্রচারী ব্যাপার। ইস্‌লাম কী—ইস্‌লাম কথার অর্থই তা' ব'লে দেয়! প্রেরিত হজরত রসুলে আপ্রাণ, ইসলাম-পন্থী যদি কেউ থাকত—দেখতে পেতেন, তা'র কী অদ্ভুত জেল্লা!

আমাদের গ্রামেরই ধারে নাজিরপুরে এক পীর সাহেব ছিলেন। আমরা যদিও তাঁ'কে দেখিনি, তাঁর আস্তানায় মেলা লাগত,—তাঁ'র বসবার পাথরখানা, আমরাও যখন দেখেছি তখনও ছিল। হিন্দু-মুসলমান যেই হোক না কেন, সবাই তাঁ'তে এতই উদ্বুদ্ধ হ'য়ে থাকত—যা'তে তা'রা পীর সাহেব ছাড়া আর কিছুই বুঝত না! আমি যদিও তাঁকে দেখিনি—তাঁ'র action and effect যে কেমনতর তা' স্বচক্ষে দেখেছি। আমি তখন ছোট থাকলেও, সে-সমস্ত আমার শিরায় লেগে শিরাগুলি আনন্দে ঝন্‌-ঝন্ ক'রে উঠত! বহুৎ হিন্দু, বহুৎ মুসলমান এবং বহুৎ অন্যান্যরা তাঁ'র শিষ্য ছিল, admirer ছিল। সে-হিন্দুরাও মুসলমান খেতাব পড়েনি, সে-মুসলমানরাও হিন্দু খেতাব ধারণ করেনি—এখনও তা'রা যেমন ছিল, তা'দের বংশ-পরম্পরা তেমনই আছে। কৈ, কারু তো জাত যায়নি?*

প্রচার কা'কে বলে, আমি যেমনতর বুঝি,—তা' তো আগেই ব'লেছি। সমস্ত বৃত্তি চুঁইয়ে, সমস্ত বৃত্তিগুলিকে অভিষিক্ত ক'রে, অন্তঃকরণে প্রিয়-পরমকে সংবর্দ্ধনার উল্লাসে হৃষ্ট ও সন্দীপ্ত হ'য়ে অভিষিক্ত-করণের রকমারি বিকিরণী

---

*"চূণার দুর্গমধ্যে ভর্ত্তৃহরির যে সমাধি আছে তাহার নিকট হিন্দু-মুসলমান সমভাবে পূজা দিতেছে।" (ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪, পৃঃ ৮১৪)

"পশ্চিম প্রদেশের হিন্দুরা সৈয়দ সালারের পূজা করে।"

"Cultural Fellowship in India," p. 25—A. Chakravarty.

"সপ্তদশ শতকে হিন্দু মহারাজ শিবাজীর সাম্রাজ্যে মহারাষ্ট্র দেশে ব্রাহ্মণেরাও মুসলমান পীরের আরাধনা করিয়াছে।" (Servant, 8.10.25)

"এখনও উত্তর ভারতের জয়েশ্বর জাতি ও বিহারের কুর্ম্মিরা মুসলমান পুরোহিত দ্বারা মুসলমান প্রথানুসারে মুসলমান পীরের পূজা করে।"

—I. L. R. 33 Mad, p. 342

সেবাই হ'চ্ছে প্রকৃত প্রচার !* তা'-ছাড়া টোক্কর বা টেক্কা লাগান আবহাওয়ার সৃষ্টি করা—যা'তে বিরোধ ও বিচ্ছেদ আসে—তা'কে প্রচার বলে না, তা'কে বলে অপবাদ বা অভিচার !

ধর্ম্ম—যা'-নাকি জীবন, যশ ও বৃদ্ধিকে অক্ষুণ্ণ ক'রে ধ'রে রাখে—সেই আচার, ব্যবহার, চিন্তা ও চলনকে ধর্ম্মবিধি ব'লে গণ্য করা হয় ; আর, এই বাঁচা-বাড়া যে প্রতি-প্রত্যেকের পরম-স্বার্থ ! প্রতি-প্রত্যেকেই চায় ওরই হদিস, ঐ চলনারই কায়দা—যা' করলে বাস্তবপক্ষে তা' আমাদের জীবনীয়, পূরণীয়, পোষণীয় হ'য়ে পড়ে। এই নিয়ে কি কখনও বিরোধের সৃষ্টি হ'তে পারে—যা'-নাকি প্রতি-প্রত্যেকের স্বার্থ ?

এ-নিয়ে কোথাও গলদ নেই। গলদ আছে হামবড়াই, টেক্কাবাজী, বৃত্তি-স্বার্থপরায়ণ আহাম্মকী অহং-পোষ্টাই পরিবাদে। কারু বাঁচা-বাড়ার লওয়াজিমা কেড়ে নিয়ে বৃত্তি-পরায়ণতার ইন্ধন আহরণ করতে গেলেই মানুষের সাথে মানুষের বিচ্ছেদ ও বিরোধ সৃষ্টি হয়। ইস্‌লাম বাঁচতেই বলে, বাড়তেই বলে—বিরোধ সৃষ্টি করা তা'র একদম অনভিপ্রেত এবং দুঃখ ও পরিতাপের। সে আপ্রাণ চেষ্টায় তারস্বরে ঘোষণা করে, 'তোমরা কাউকে বেদনা দিও না, কারু বেদনার কারণ হ'য়ো না, ব্যথিতকে কোল দাও, কথায় এবং বাস্তব প্রচেষ্টায় তা'কে উদ্বুদ্ধ কর, আরোগ্য কর, জীবনে যশে বৃদ্ধিতে উন্নত ক'রে তুলে খোদায় ঈশ্বরে তাঁ'র প্রেরিতের ভেতর-দিয়ে আলিঙ্গনে অতুল ক'রে পবিত্র ক'রে তোল !' এই যা'র জান-নিংড়ান কলেমা—সেখানে হিংসা, বিরোধ, জাতীয়তার বিকৃত

---

* "দেখিবে—মানব-সেবার স্বর্গীয় স্পৃহা ব্যতীত, কোন রাজনৈতিক, সামাজিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থের নামগন্ধও সেখানে নাই। সেখানে কেবলই ছিল সত্য—সত্যের সহিত যুক্তি এবং যুক্তির সহিত প্রেম। বর্ত্তমানে আমাদের প্রচারে সত্য নিশ্চয়ই আছে—তবে তাহা আমাদের অকষ্টার্জ্জিত এবং বহুস্থলে আমাদেরই অজ্ঞাত। কিন্তু যুক্তি সেখানে নাই—প্রেম সেখানে নাই, আন্তরিকতা সেখানে নাই, ক্বচিৎ কোথাও থাকিলেও তাহা রাজসিক। একমাত্র এই কারণে, আমাদের এসলামপ্রচার-সংক্রান্ত সমস্ত সাধনাই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।"

—মৌলানা মোহাম্মদ আক্‌রাম খাঁ

সংস্কার, বিচ্ছেদ, বিভেদ কি কখনও স্থান পায় ?*

দুনিয়ার আদিম evolving culture-ই হ'চ্ছে আর্য্য culture. আর্য্য culture-এর ভিতর-দিয়েই—যেখানেই যেমনতরই বা যেমন-ক'রেই হোক না কেন—প্রত্যেক প্রেরিত-পুরুষেরই অভ্যুত্থান হয়েছে।† তাই, কোন prophet-ই আর্য্য culture-এর বহির্ভূত কিছু ব'লেছেন ব'লে আমি এখন পর্য্যন্ত কোথাও কিছু দেখতে পাইনি।

তা'-ছাড়া, আদিম আর্য্যদের ভিতর-থেকেই অমৃতের সন্ধান evolve ক'রে উঠেছিল ! তাঁ'দের ভিতরে জেগেছিল—জীবন, যশ ও বৃদ্ধিকে কি-ক'রে নিরন্তর ও অক্ষুণ্ণ ক'রে রাখা যায় ; আর তা'-থেকেই যত দর্শন, মতবাদের সৃষ্টি হ'য়েছে। এই জীবন-বৃদ্ধির অর্থাৎ বাঁচা-বাড়ার, সংবৃদ্ধির কথা যিনিই বলবেন, যিনিই তা'-ই মেনে চলবেন—তিনিই আর্য্যকৃষ্টির অনুসরণকারী।[১] এই আর্য্যকৃষ্টিকে অগ্রাহ্য

---

*"হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা মানবের ব্যক্তিগত বা জাতীয় জীবনের প্রত্যেক স্তরের প্রত্যেক অবস্থার জন্য চরম, পরম ও পুণ্যতম আদর্শ। ..... যে অত্যাচারের নাম করিতেও মানুষের শরীর রোমাঞ্চিত হয়—বুক কাঁপিয়া ওঠে, মোসলেম নরনারীগণ এবং স্বয়ং হজরত অসাধারণ ধৈর্য্যের সহিত সেই অত্যাচারগুলি সহ্য করিয়া লইতে লাগিলেন। এই সকল অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া কুত্রাপিও দৃষ্টিগোচর হইল না। অথচ কেহ এক মুহূর্ত্তের জন্য আপনাদিগের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন না। সকল প্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়া যাও, কিন্তু ক্রোধ, প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ-স্পৃহা যেন এক মুহূর্ত্তের জন্য তোমার ধমনীগুলিকে উত্তেজিত করিতে না পারে। পক্ষান্তরে ঐ সমস্ত সহ্য করিয়াও এক মুহূর্ত্তের জন্য আপনাদিগের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইও না—ইহাই ছিল তখনকার ব্যবস্থা !"
—মৌলানা আক্রাম খাঁ।

† "We see this most clearly in the race which was and is the carrier of human cultural development—the Aryans..... If we divide the human race into three categories—founder, manintainer and destroyer of culture, the Aryan stock can alone be considered as representing the first category."
—Adolf Hitler.

[১] "The idea underlying such an ideal we call idealism in contradistinction to egoism ; and by it we understand the capacity for self-sacrifice in the individual for the community, for his fellowmen. We see this most clearly in the race which was and is the carrier of human cultural development—the Aryans." 'My Struggle'—Adolf Hitler.

করার কিছুই কারু তফিলে নেইকো। তাই, যে-কোন মতবাদই হোক না কেন, যা'রাই ঐ পন্থী তা'দের সাথে আর্য্যকৃষ্টির বিরোধই হ'তে পারে না—বিরোধ শুধু মানুষের আহম্মকী অহং-এর কেরদানীর অটুটত্ব নিয়ে। মানুষ কিছু না-ক'রেও স্বীকার করিয়ে নিতে চায়—তা'র বাহাদুরী সবচেয়ে বেশী, সবাই তা'র কাছে নত হও ; আর বলে, আমি যে বৃত্তিপরায়ণতার কথা বলছি—আমার আহাম্মকী চলনা যতই মরণ-পথের পথিক হোক না কেন—এ সনাতন, ঈশ্বরের বাণী,—তোমরা আমার বৃত্তির ইন্ধন জোগাও, অবনত হও, তা'তে নিঃশেষ হও তা'তেও ক্ষতি নেইকো—মরলে পরে তোমাদের স্বর্গ হবে, যদিও তা'র সাক্ষী কেউ বা কিছুই থাকবে না—যদিও মানুষ জানতে শেখেনি যে, মানুষের সামনে যদি কেউ বা কিছু না থাকে, তা'র নিজের থাকা যে থাকলেও থাকে না,—সে যে তা'র সত্তা থাকলেও অচেতন হ'য়ে থাকে,—স্বর্গ-নরক কে, কি বা কোথায় তা'র কোনও উদ্ভেদ, বোধ বা হুদিস্ ইত্যাদি কা'রও চেতন এক্তেয়ারে থাকে না ! নিত্যই যদিও এটা আমরা অনুভব করি, তথাপি কেমন-ক'রে বিশ্বাস ক'রে ফেলি,—আমরা এ-জীবনে উন্নত না-হ'য়েও, মরবার পর বেমালুমভাবে স্বর্গভোগ করব, আর সে-স্বর্গভোগের চেতনাব্যঞ্জক সাক্ষীও কেউ থাকবে না ! বৃত্তিস্বার্থ-পরায়ণ অন্ধরা হামেশাই বে-এক্তেয়ারভাবে এমনতর চলনায় যদিও চলছে—আর চলনা তা'দের যতদিন এমনতর থাকবে, অন্ধ-বৃত্তিস্বার্থপরায়ণ আহাম্মকী অহং তা'র ইন্ধন-জোগানের প্রচার—মহানের বাণীর তক্‌মা-মণ্ডিত ক'রে ফক্কাবাজী প্রচার করাও ছাড়বে না ;† আর, না ছাড়লে এই বিরোধ, বিধ্বস্তি ও বিপদও কাহারও কি কখন কাটতে পারে ? তাই, ধর্ম্মে বিভেদ নেইকো, বিরোধ

---

† يايها الذين امنوا لاتتخذوا الكفرين أولياء من دون المؤ
منين *

"হে বিশ্বাসীগণ ! বিশ্বাসীদিগকে ছাড়িয়া ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না।"
(কোর-আণ—৪ সুরা নেসা ১৪৪)

নেইকো,—বিরোধ আছে বৃত্তিস্বার্থপরায়ণতার আহাম্মকী অহংএর প্রচার ও ইন্ধন-আহরণ-প্রয়াসে—এই তো আমার যা' মনে হয় বল্লাম।

প্রশ্ন। মুসলমানদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা ব'লে কিছু নাই—ইস্‌লামের ভ্রাতৃত্বে সবাই সমান—কেউ বড়, কেউ ছোট নাই। কাউকে স্পর্শ করতে পারবে না—এমন কথা ইস্‌লামের ঘোর বিরোধী! হিন্দুদের ভিতর স্পর্শ-দোষের এত আধিক্য কেন? ইহা কি ধর্ম্মের বিরোধী নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ভ্রাতৃত্বের বেলায় অস্পৃশ্যত্ব ব'লে কিছু নেই—তা' আর্য্য

কিন্তু হজরত রসুলের প্রচার কি রকম দেখুন—

"Success has not intoxicated him ; power and dominion have made no impression. He is as loyal and humble as before. There is no self-exaltation, no self-opinionation. No pleasures divert him from the pursuit of Islam, which still occupies his mind as the prime objective of his labours—to unite the diverse interests of his disciples, to extinguish ancient jealousies, to establish fraternity and concord amongst Muslims, to eradicate social evils, and to destroy every vestige of idolatry. To this end he bends his energies, resources and influence. He has thought deeply upon the shortcomings of the social systems of his time."

'The Prophet of the Desert,' p. 143—Khalid L. Gauba

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥" —উপনিষৎ।

এস্‌লামের সাম্যবাদ—

"প্রেম-প্রীতিতে মুসলমানগণ পরস্পর একটি দেহ-সদৃশ। যখন উহার কোন অঙ্গ বেদনা বোধ করে তখন সমস্ত দেহ সেই বেদনা অনুভব করে।" (শায়খান)

যীশুখৃষ্টও প্রেমে সকলকেই সমান দেখিতেন।

কিন্তু—

"Indeed, human beings are equal, but individuals are not. The equality of their rights is an illusion. The feeble-minded and the man of genious should not be equal before the law......The stupid, the unintelligent, those who are dispersed, incapable of attention, of effort, have no right to a higher education. It is absurd to give them the same electoral power as the fully developed individuals. Sexes are not equal. To disregard all these inequalities is very dangerous." 'Man the Unknown'

—Dr. Alexis Carrel, Nobel laureate.

হিন্দুরও নেই, মুসলমানেরও নেই, খৃষ্টানেরও নেই, কারুরই নেই। এমন-কি আর্য্য হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক, আর খৃষ্টানই হোক, মানুষ-হিসাবে অস্পৃশ্যত্ব নেইকো ;* অস্পৃশ্যত্বের হিসাব আছে—জীবন-চলনার প্রাণন-ব্যাপারের বেলায়, from hygienic standpoint to maintain the basic principle of existence অর্থাৎ শারীরিক ব্যাপারে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখবার আহরণ, চিন্তন ও সরবরাহ ব্যাপারে—তা' হিন্দুরও যেমন, মুসলমানদের আবার তদনুপাতিক, বৌদ্ধ-খৃষ্টানদের ভিতর আবার তেমনতরই।*

আবার, এই আচার করতে গিয়ে অজান গোঁড়ামীতে আক্রান্ত হ'য়ে অনেকে আবার এমনতর বিপরীত কাণ্ড সৃষ্টি করে যা'তে তা'দের দেখলে মনে হয়, এরা ভাবে—ছুঁৎমার্গী হ'য়ে নিজে না ছোঁওয়া এবং অন্যকে ছুঁয়ো-না-বলা ব্যাপারে কেবল লিপ্ত থাকলেই ধর্ম্ম হ'য়ে গেল ! এ সব সম্প্রদায়েই তদনুপাতিক রকমারিতে সমান রকমই দেখতে পাওয়া যেতে পারে। হারামখোর, হারাম-আচারীদের সংস্পর্শ মুসলমানদের অত্যন্ত গর্হিত—এমনি অনেক জায়গায়ই দেখতে পাওয়া যায় !† ফল-কথা, সব মতেই, সব সম্প্রদায়েই জীবন

---

*"The Holy Quran recognises some sort of relation between the physical and the spiritual conditions of man. There is not the least doubt that food plays an important part in the formation of character, and the heart and the brain powers are clearly affected by the quality of food."—Moulvi Mahammad Ali,

† يا يها الناس كلوا مما فى الارض حللا طيبا ولا تتبعوا خطوت الشيطان انه لكم عدو مبين *

"O men ! Eat the lawful and good things out of what is in the earth, and do not follow the footsteps of the devil ; surely he is your open enemy."
(Quran—Ch. II, 168)

এই হারামখোর একটি বিশেষ গালি।

"যাহা কোর-আণ শরীফের আয়তদ্বারা পরিস্কাররূপে নিষেধ প্রমাণিত হইয়াছে তাহাকে হারাম বলে। যথা সুরা, শূকর-মাংস প্রভৃতি এবং সুদগ্রহণ করা ও চুরি করা।"

'নামাজ ও মসলা শিক্ষা'—মৌলবী শেখ নূর আহমদ সন্দীপী

ও বৃদ্ধির অন্তরায় যা'—তা'-ই কোথাও অকরণীয়, কোথাও অস্পর্শনীয়,—এমন-কি অচিন্তনীয়ও অনেক জায়গায়। আর্য্যহিন্দুদের কাছে মুসলমানেরা ছুঁৎমার্গী নয় এই হিসেবে—একজন যে সমস্ত ব্যাপারে ছুঁৎমার্গী, অন্যরা আবার সে সব বিষয়ে ছুঁৎমার্গী না হ'য়ে অন্যান্য বিষয়ে ছুঁৎমার্গী—এই তো হ'ল ছুঁৎমার্গিতার বিবরণ !

তাহ'লে এর ভেতর কতখানি কোথায় কী ধর্ম্ম আছে, উচিতই বা কি, অনুচিতই বা কি—জীবন-বৃদ্ধির মাপকাঠি দিয়ে মাপলেই ঠিক পাওয়া যেতে পারে ;—আর তা'তে একমতও সবাইকে হ'তেই হবে। সব মতের সব শাস্ত্রেরই জীবন-বৃদ্ধি-ব্যাপারে ঐ একই চলনা !

প্রশ্ন। ইস্‌লাম মানে যদি ঈশ্বরে ও প্রেরিতে আত্মনিবেদন হয়, তবে ইস্‌লাম-ধর্ম্মী বলতে শুধু মুসলমান বুঝায় কেন ? হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সবাই-ই তো তবে ইসলাম-ধর্ম্মী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমি ইস্‌লামের অর্থ যা' শুনেছি, তা' হ'চ্ছে—ঈশ্বরে আলিঙ্গন, ঈশ্বরে আত্মনিবেদন, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ।* ইস্‌লাম মানে যদি এই হয়,—তো সবমতের, সব সম্প্রদায়েরই গুরুগণ প্রত্যেকেই ইসলাম-পন্থী।† তাঁ'র হয়ত ইসলাম-আখ্যা না-ও থাকতে পারে, কিন্তু ইস্‌লাম বলতে যা' বুঝায় তা'র

---

*"It is moreover a significant name ; in fact, the word 'Islam' indicates the very essence of the religious system known by that name. Its Primary significance is the 'making of peace,' and the idea of peace is the dominant idea in Islam. Peace with God implies complete submission to His will."

'Preface to the Holy Quaran'
—Moulvi Mahammad Ali, M. A., L. L. B.

"ইসলাম শব্দের অর্থ ঈশ্বরের নিকট সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন।"

"ইসলামের ইতিহাস"—কাজী আক্‌রম হোসেন, এম-এ

†"And according to the Holy Quran, Islam is the natural religion of man : "The nature made by Allah in which He has made men ; there is no altering of Allah's creation—that is the right religion. And since, according

ভিতর-দিয়েই তাঁ'রা ঋষি, man of wisdom, man of love, man of power and peace.

আমার মনে হয়, ইসলাম-আখ্যাকে হজরত রসুল মুখর ক'রে ধ'রে তাঁ'র যাজন, তাঁ'র message of 're-ligaring'† with the Superior Beloved or Ideal in an Islamic approach—যা' প্রত্যেক apostle, সদ্‌গুরু ও prophet অবলম্বন ক'রে consummation of their existence-এ উপনীত হ'য়েছিলেন—তা'-ই হ'চ্ছে হজরত রসুলের basic principle of approach and surrender to Supreme Being. তাই, Islam কথার সার্থকতা হজরত রসুলের জীবনে ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে—ইস্‌লামের মুখর যাজন হজরত রসুল থেকেই প্লাবন হাওয়ার মতন দিগ্‌দিগন্তে ছুটেছিল। তাই ইস্‌লাম বলতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি হজরত রসুলকে এবং তাঁ'র যাজিত মতবাদগুলির সমন্বয়কে। তাই, হজরত রসুলের initiated follower-দিগকে followers of Islam ব'লে থাকে।

হজরত রসুল কিন্তু বলতেন, তাঁ'র পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যত prophet সবই ইসলাম-পন্থী—কারণ, তিনি জানতেন full consummation of life হ'তে হ'লেই ঐ ঈশ্বরে আলিঙ্গন, ঐ ঈশ্বরে আত্মনিবেদন, ঐ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের ভিতর-দিয়েই অর্থাৎ Islamic approach-এর ভিতর-দিয়েই হ'তে হয়, নতুবা উপায় নেইকো। তাই, তিনি জানতেন, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব prophet-রা

---

to the Holy Quran, prophets were raised among different nations in different ages, and the religion of every true prophet was in its pristine purity no other than Islam, the scope of this religion, in the true sense of the word, extends as far back and is as wide as humanity itself, the fundamental principles always remaining the same, the accidents changing with the changing needs of humanity."

'Preface to the Holy Quran'
—Moulvi Mahammad Ali, M. A., L. L. B.

† 'Re-ligaring' কথাটা re-binding-এর অর্থে coined হইয়াছে। 'Ligare' একটি latin root—যাহা হইতে religion কথাটি হইয়াছে। ইহার অর্থ tie, bind.

—consummation of life-এ যাঁ'রা evolved হ'য়ে উঠেছিলেন—তাঁ'রা ঐ Islamic approach-এর ভিতর-দিয়েই ; তাই, তাঁ'রাও ইসলাম-পন্থী।

প্রশ্ন। হিন্দুদের জাতিভেদ, বর্ণভেদ, এই রকম কত ভেদ আছে ; তাই তো জাতির বাঁধন নেই, unity নেই—মুসলমানদের ভিতর তো ওরূপ কিছু নাই ? অথচ আবার হিন্দুদের শাস্ত্রে আছে, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি হও—এ কেমন ধারা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আর্য্য-হিন্দুদেরও যেমন শাস্ত্রের বাণী হ'চ্ছে, মানুষ-হিসাবে মানুষের সাথে কোন ভেদ নাই—মুসলান-ধর্ম্মেও তেমনই আছে, brotherhood-হিসাবে মানুষে-মানুষে কোন ভেদ নাই !*

আর্য্য-হিন্দুরা আরো বলেন, পরমপুরুষ হ'তে সৃষ্ট যা'-কিছু তা'র প্রত্যেকটি থেকে পরমপুরুষ কখনও বিচ্ছিন্ন নন,—পরমপুরুষই প্রতি-প্রত্যেক যা'-কিছুতে প্রতি-প্রত্যেক হ'য়ে, প্রতি-প্রত্যেক রকমে ব্যক্ত হ'য়ে রয়েছেন—সেই অব্যক্তই এমনতর রকমে ব্যক্তভাবাপন্ন। আবার, প্রতি-প্রত্যেকের ব্যক্ত অবস্থা প্রতি-প্রত্যেক হ'তে আলাদা—তেমনি প্রতি-প্রত্যেকের রকমও তেমনতর ; তা'দের ধাতু, রুচি, সংস্কার ও চলনা basic principle-এর দিকে এক রকমে converged হ'লেও, ব্যক্ত রকমের ভিতর-দিয়ে যে কত রকমারিতে অভিব্যক্ত—তা'র ইয়ত্তা নাই।†

---

* "জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভ্রাতা। আর সকল মুসলমানকে লইয়া এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসমাজ।" (হাকেম—মোস্তদরক, তাবরী প্রভৃতি)

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥" —শ্রীমদ্ভগবদগীতা। ৫—১৮

† "য একবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ ॥" —উপনিষদ

"এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥" —ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ। ১২

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা—
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।" —কঠোপনিষৎ।

আর, সেই হিসাব-দিয়েই এক-এক রকমের এক জাতীয় নিকট-রকমারির এক-একটা group কর্ম্ম ও গুণ-হিসাবে এক-এক বর্ণে অভিব্যক্ত হ'য়েছে। আর, যে যতগুলিকে যত রকমে fulfil ক'রে, evolving becoming-এ বিবর্দ্ধিত ক'রে তোলবার service-এ interested, তা'রই বা তা'দেরই hereditary instict-হিসাবে যা' বংশানুক্রমিকভাবে জাত-সংস্কারে অভিব্যক্ত হ'য়েছে তাই নিয়ে superior-ই বলেন,—যা'র দ্বারা যা'রা হ'চ্ছে তা'দিগকে তা'র inferior-ই বলেন—এমনতরভাবেই বর্ণ-সৃষ্টি হয়েছে।* এটা natural outcome—যা'-নাকি সব জায়গায় সব ব্যাপারেই হ'য়েই থাকে। এ আর্য্য হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান সবার ভিতরেই নানারকম রকমারিতেই† বর্ত্তমান দেখতে

---

* "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ ।।" —শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা।
অর্থাৎ বংশানুক্রমিক গুণ ও কর্ম্মবিভাগ হইতেই চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্ট হইয়াছে।

† "With regard to Persia the Zend Avesta speaks of a fourfold division of the ancient inhabitants of Iran into priests, warriors, agriculturists and artificers." —Encyclopoedia Britannica, 11th Edition.

"The division in the Zend Avesta of the followers of Ahur Mazda into Atharvas, Rathesvas and Vastrya was precisely equivalent to the three superior Indian castes."
"Tract on the Origin of Brahminism"—Hang.

"There is a legend in the Dabistan of a great conqueror Mahabad who divided the Abyssinians into the usual four castes."
Strabo mentions—
"A similar classification of the Iberians into kings, priests, soldiers, husbandmen and menials."

"In Egypt there were at least two great castes,—priests and warriors, the functions of which were transmitted from father to son, the minor professions grouped under the great castes being also subject to hereditary transmission." —Revues des deux Mondes Otfried Muller, 15 Sept., 1848.

পাবেন। একটু নজর ক'রে দেখলেই স্থান, কাল, পাত্র, আবহাওয়া ইত্যাদি হিসাবেই এক-এক দেশে, এক-এক রকমে being ও becoming-এর অনুকূল ক'রে বিধিগুলি সন্নিবেশিত হ'য়ে চলছে। আর আচার, নিয়ম, স্পৃশ্যতা, অস্পৃশ্যতা—যা'দের উদ্ভব ঐ being and becoming-এর principle-কে পোষণ ও পূরণের জন্য—সেগুলি from hygienic standpoint and from the standpoint of psychical, social and eugenic manipulation নানারকমে সব দেশে নানান্ আবহাওয়ায় যেখানে যেমনতর হ'তে পারে,—ঠিক তেমনতরই আছে। আবার, তা'র আধিক্য এবং ব্যভিচারও কোন-না-কোন রকমে সব দেশে, সব সমাজে, সব সম্প্রদায়ে নিহিত আছেই।

তা'হলেই দেখুন, একটু হিসাব ক'রে দেখতে গেলেই পরিষ্কারই দেখতে পাবেন—একের এক রকম আছে, অন্যের অন্য রকম আছে—যার যা' নেই তেমনতর রকমেই প্রত্যেকেই প্রত্যেককে ব'লে থাকে,—এর এমনতর আছে, ওর এমনতর নেই। কেমন, তাই নয় কি ? Common and general যা'-কিছু, being and becoming-এর পক্ষে তা' যে সবার সমান হ'তেই হবে—তা' না-হ'লে বাঁচা-বাড়া যে অবশ-করা পক্ষাঘাতে অসাড় হ'য়ে নিঃশেষে সর্ব্বনাশে উবে যাবে !

প্রশ্ন। হিন্দুদের ভিতর জাতিভেদ আছে। কৈ মুসলমানদের ভিতর তো নাই ? আবার, হিন্দুদের মন্দিরে পর্য্যন্ত নীচ জাতির প্রবেশ নিষেধ—দেবতার মন্দিরেও এ বৈষম্য কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আর্য্য—অন্ততঃ দ্বিজাতি যা'রা—তা'দের, এমন-কি ব্যবহারিক শূদ্র পর্য্যন্ত কোনও জাতিভেদ আছে ব'লে আমার জানা নেই ; কিন্তু বর্ণভেদ আছে তা' দেখতে পাই। শ্রেষ্ঠ—যাঁ'রা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পুরুষানুক্রমে কৃষ্টির উপাসনায় মানুষকে fulfilment-এ নিয়ন্ত্রিত ক'রে আসছিলেন, প্রত্যেক মানুষকে যাঁ'রা নিজেদের সর্ব্বতোমুখী interest ভেবে বাঁচা-বাড়ায় উন্নত করবার সেবায় আপনাদিগকে আহুতি দিয়েছিলেন,—অনুক্রমিক বর্ণ-হিসাবে তাঁ'দের শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকার করতে, শ্রদ্ধা করতে, প্রণতি-অভিবাদনে তাঁ'দিগকে সমর্থন ও

অনুসরণ করতে আজও এ-জাতি ভুলে যায় নি !* এই নীতিই তা'দের মজ্জায়-মজ্জায় অনুস্যূত,—অবশ্য বে-পরোয়া বে-বুঝে সঙ্কীর্ণতা অনেক গণ্ডীর সৃষ্টি ক'রেছে, তবুও ধাঁচ ছাড়েনি—এ-কথা ঠিক।

বিপ্র হ'তে অনুক্রমিক ও অনুলোমক্রমিক বর্ণমাত্রেরই ত' public প্রতি-মন্দিরেই ঢোকবার ও অর্চ্চনা করবার জন্মগত বিধি-মাফিক দাবী ও ক্ষমতা সবারই আছে ব'লে আমি জানি। অবশ্য personal individual prayer-house সম্বন্ধে অন্য কথা। তবে কদাচারী যা'রা—bad hygienic way-তে যা'দের জীবন নির্ব্বাহ করতে হয় কিংবা ঐ-রকম পাতিত্যকে বরণ ক'রে পূর্ব্বপুরুষ হ'তে যা'রা নিজেদের জীবন নির্ব্বাহ ক'চ্ছেন এমনতর স্থলে সব সমাজেরই বিধি অন্যরকম হ'য়েই থাকে। এই বর্ণভেদ ও এই জাতীয় restriction আর্য্যদের মাফিক না থাকলেও অন্যরকমে মুসলমান-সমাজে নেই—তা' তো আমার মনে হয় না। আমি শুনেছি, হজরত রসুল নাকি ব'লেছিলেন—যা'রা এমন-কি পেঁয়াজ, রসুন পর্য্যন্ত খায় তা'দের মস্‌জিদে ঢোকা উচিত নয়।† অধর্ম্মী আচরণ, কুৎসিত খাদ্যভোজন ইত্যাদি করলেও কি যা'রা

---

* "Manu has given us such a technique in his permanent plan of the Individual life and the Social life in combination for the whole of the Human Race—the only systematic and complete plan (acted on also for millennia in India, though very defectively and perversely) that was known to history."

"The Science of Social Organisation."

—Dr. Bhagavan Das.

"There is no doubt that caste is the main cause of the fundamental stability and contentment by which Indian Society has been braced up for centuries against the shocks of politics and cataclysms of nature. It provides every man with his place, his career, his occupation, his circle of friends."

'Vision of India 1906', Ch. XV, p. 263.

—Sidney Low.

† "বোখারী ও মোছলেম প্রভৃতি হাদিস গ্রন্থে এরূপ বহু হাদিস বর্ণিত হইয়াছে, যদ্দ্বারা স্পষ্টতঃ জানা যায় যে পিয়াজ-রসুন খাইয়া মসজিদে গমন একেবারেই নিষিদ্ধ। একসঙ্গে ঐ সকল হাদিস

সদাচারী, উদার, নিষ্ঠাবান্ তা'দের সাহচর্য্য ক'রে, তা'দিগকে contaminate করার কথা কি কোন দলিল সমর্থন ক'রেছেন ?

আর বর্ণভেদের কথা যা' বলছি—তা' আর্য্যই হউক, মুসলমানই হউক, খৃষ্টানই হউক—সব সমাজেই কি কোন-না-কোন রকমে নেই ?[১]

শ্রেষ্ঠবংশীয়দের কথা তো ছেড়েই দেন, এমন-কি আর্য্যরক্তবাহী সৎ মুসলমান ও খৃষ্টানদেরও ; তা'ছাড়া সাধারণ মুসলমান ও কলু, নিকিরি, জোলা—এদের পরস্পরের ভিতর বিবাহ-সাদী বা খাওয়া-দাওয়া সহজভাবে সব জায়গায়ই কি চ'লে থাকে ?† তেমনই আর্য্যদেরও সহজভাবে সব জায়গায় সবার ভিতর সমান চলে না।

তা'হলে কি বর্ণান্তরতা সবার ভিতরই কি নেই ? শ্রেষ্ঠদিগকে—ন্যূন যা'রা, তা'রা কি শ্রদ্ধাভক্তি ও সম্মানের চক্ষে দেখে থাকে না ? দলিল কোথাও কি এমনতর উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হ'য়েছেন ?

আবার, যে যত পতিতই হোক—সদাচারপরায়ণ হ'য়ে যখনই উপযুক্ত, শ্রেষ্ঠ, গৃহস্থ, সাধু, বৈষ্ণব, ব্রহ্মচারী, যতি বা সন্ন্যাসের সেবায় নিজেকে আহুতি দিয়েছেন, আর্য্যকৃষ্টিতে তা'দের কি কোথাও কোন restriction আছে ?* যদিও

বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয় যে পিয়াজ, রসুন ভক্ষণই হজরত রসুল কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে।"
'মোস্তাফা-চরিত', ৪৭৬ পৃঃ—মৌলানা মোহাম্মদ আক্‌রাম খাঁ।

[১] "একই মুসলমান জাতির একশ্রেণী অন্যশ্রেণীরও কন্যার পাণিগ্রহণ করে না। একই মুসলমান শ্রেণীর মধ্যেও সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ সাধারণ মুসলমানের সহিত কন্যার বিবাহ দেন না। বাঙ্গালী ও বিহারী মুসলমানগণ পরস্পরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ করেন না। সাধারণ মুসলমান, ধোপা, ধুনীয়া, নট, বাখ্‌খো ও যাহারা ঘোড়ার নাল বাঁধে, এইরূপ মুসলমান জাতি পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি করে না।"

† "আবার, হিন্দুশাস্ত্র অনুমোদন করিলেও বহু হিন্দুজাতি যেমন অপর বহু হিন্দুজাতির অন্নজল গ্রহণ করে না, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত মুসলমান জাতির মধ্যেও অনেক জাতি অনেক জাতির অন্নজল খায় না।"
'হিন্দু ও মুসলমান-ধর্ম্মের সমন্বয়'
—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী, বি-এল।

* শাস্ত্রেই আছে—
"চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।"

আর্য্যসমাজ এখন বে-বুঝে আচ্ছন্ন, অনেকেই book of experience বা দলিলাদির বিধি বোঝবার, তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করবার ক্ষমতা শীর্ণতায় পর্য্যবসিত হয়েছে,—তথাপি যেখানে বিধিনিষেধের restriction কোনদিনই ছিল না, সে-জায়গায় restricion-এ তা'দিগকে রুদ্ধ করবার সাহস এখনও গজাতে সমর্থ হয়নি। মিহি চাউনিতে কোন সমাজকেই একটু তাকিয়ে দেখলেই সবটাই কি দেখা যায় ? দেখতে হ'লেই বিবেচনা করতে হয়,—যা' দেখতে যাচ্ছি, তা'র আদি ও প্রকৃত সত্তা কি—ছিলই বা কি, কিসের অভাবে বা প্রাচুর্য্যে কেমন-ক'রে কিই-বা হ'য়েছে—আবার এই হওয়ার ভিতর-দিয়ে কেমনতর চলনায় কিই-বা হ'তে পারে, আর কতদূরই-বা কি হয়েছে ? মাথাটা এমনতর ধাঁজে না রেখে কোন শোনাই শোনা হয় না, কোন বোঝাই বোঝা হয় না ; আর যে-বুঝ হয় সে-বুঝ বাস্তবতার অনেকখানিই দূরে থাকে সাধারণতঃ, আর সে-বুঝের চলনায় চ'ল্লে বে-বুঝেই বিধ্বস্ত হ'তে হয়—এই তো যা' বুঝি।

প্রশ্ন। হাদীছে আছে, হজরত রসুল দুইটি শস্য অর্থাৎ পেঁয়াজ ও রসুন খেতে নিষেধ ক'রেছিলেন। তিনি ব'লেছেন যে-কেউ উহা খাবে তারা যেন মস্‌জেদের সমীপবর্ত্তী না হয়। মুসলমানদের পেঁয়াজ-রসুন পর্য্যন্ত খাওয়া নিষিদ্ধ কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পেঁয়াজ-রসুন বৈধানিক কোষগুলিকে বেতিয়ে এমনতর একটা অসংবদ্ধ দহনশীল চঞ্চল উত্তেজনার সৃষ্টি করে—যা'র ফলে স্নায়ুকোষগুলি বিধ্বস্ত ও অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে ওঠে। ফলে, স্নায়ুপথগুলি তা'র পারিপার্শ্বিকের সাড়া স্বাভাবিকভাবে নিতে না পেরে একটা বোধ-বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। একটু নজর করলেই বেশ দেখতে পাবেন,—যা'রা আহার্য্য-মাত্রায় বা অধিকমাত্রায় পেঁয়াজ, রসুন ক্রমাগত ব্যবহার করে, তা'দের মস্তিষ্কের বোধ-উদ্দীপনা এত কম ও এত বিশৃঙ্খল—যা'র ফলে স্বাভাবিক সহজ জ্ঞান এতখানি অবনত হ'তে দেখা যায়,

---

"গৌরাঙ্গদেবের সময় মুসলমান হরিদাস তাঁহার হরিভক্তির জন্য হিন্দুগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও মুসলমান সাহাদাৎ হোসেন বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, বৈষ্ণবের বেশ পরিধান করিয়া, হরিনামে পাগল হইয়া হিন্দুগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছেন।"

—হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয়, পৃঃ ৩১

দুনিয়ায় তা'দের জীবন-চলনা যেন বিপদসঙ্কুল হ'য়ে ওঠে। পারিপার্শ্বিকের সাড়া অমনতর বিকৃত বিক্ষুব্ধ অসংবদ্ধভাবে যদি মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করে, তবে তা'রা তা'দের পারিপার্শ্বিকগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে জীবন ও বৃদ্ধিকে পূরণ ও পোষণই করতে পারে না। ফলে, জীবন কেমন একটা নীচ, অনেকটা পশুভাবাপন্ন হ'য়ে বিচ্ছিন্নভাবে ইতস্ততঃ চলতে থাকে। যা'র জৈবিক কোষগুলির উপর মুখ্যতঃ এমনতর প্রভাব, তা'কে জীবন ও বৃদ্ধির যাত্রীদের বর্জ্জন ক'রে চলাই তো সমীচীন ব'লে মনে হয়।

আমার মনে পড়ে—আমি তখন ছোট ছিলাম। একদিন এক মেসে আস্ত আস্ত পেঁয়াজ ও আলু দেওয়া খিচুড়ী খেয়েছিলাম। তা'র ফলে কিছুক্ষণের ভিতরই আমার শরীরে এমন একটা দহনশীল ব্যতিক্রম উপস্থিত হ'ল, যা'তে ১০৫° ডিগ্রি জ্বরে অভিভূত হ'য়ে পড়লাম—continually পাঁচ-সাত দিন ভুগতে হ'য়েছিল। আমি habituated নই ব'লেই অমনতর হ'য়েছিল বোধ হয়; কিন্তু যা'রা habituated, দ্রব্যের ক্রিয়া তা'দের বিধানেও তো—ঐ আমার যেমন হ'য়েছিল—তেমনতরই হ'য়ে থাকে ? অভ্যাসের দরুণ তা'রা তা' বরদাস্ত করতে পারে, আর অনভ্যাসীরা তা' পেরে ওঠে না—এই যা' তফাৎ !

আমার মনে হয়,—পেঁয়াজ-রসুনের অমনতর গুণ আছে বলেই উহা মানুষের বিধানকে অমনতর দহন-বেতান বেতিয়ে বিকৃত, বিশৃঙ্খল ক'রে স্নায়ুকোষগুলিকে অবসন্ন ক'রে তোলে। তাই, হজরত রসুল অমনতর জোরে তা' ব্যবহার করতে নিষেধ-বাণী জারী ক'রেছিলেন।

পেঁয়াজ, রসুন কিংবা ঐ-জাতীয় উত্তেজক দ্রব্যাদির প্রতি তাঁ'দেরই ঝোঁক হয়, যেন না-খেয়ে থাকতে পারে না—যা'রা temperamentally sexual অথচ dull and inconsiderate in sexual mainpulations. তা'দের প্রায়ই দেখা যায় irritant, egoistic, short-tempered—এই মুহূর্ত্তে একরকম বুঝল, অন্য মুহূর্ত্তে তা'কে দেখতে পাবেন ঠিক অন্যরকম—যেন কোন-রকমেই তা'দের প্রতি confidence রেখে চলাই কঠিন। তা'দের ভিতরে হরদম স্রোতের মতন sexual desires চলতে থাকে—অথচ desire-মাফিক

তা'দিগকে তেমনতরভাবে fulfil করতে পারে না ব'লেই তা' পূরণ করতে ও পোষণ করার আকৃতি ও urge ভিতরে থাকার দরুণ প্রথমতঃ ওগুলি মুখরোচক না-হ'লেও ওর thrashing action-কে পাওয়ার জন্য ঐ-সমস্ত জিনিস খাওয়ার প্রলোভনকে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারে না।

অনেক সময় দেখা যায়, sexual temperament-এর যা'রা—তা'রা পেটে-সহ্য-করা-যায় এমনতরভাবে accumulation of toxin পছন্দ করে। কারণ, তা'তে পেটে ঐ toxin থাকার দরুণ nerve-centreগুলি excited হয়। তা'র ফলে sexual impulse-গুলিকে work out করতে অনেকটা সুবিধা অনুভব করে। তাই, ঐ toxin accumulated হয় যে-সমস্ত খাদ্যে, সে-সব খাদ্যের প্রতি তা'দের থাকে একটা সহজ টান। হজরত রসুলের বাণী ঐ-সমস্ত দ্রব্যগুলি ব্যবহারের নিষেধে তাই অত কঠোর ও মুখর—এই ব'লেই আমার মনে হয়।*

প্রশ্ন। হজরত যে বেহেস্তে অনন্ত সুখ, আর দোজকে অনন্ত দুঃখের বর্ণনা ক'রেছেন—তা'র তাৎপর্য্য কী? এই বেহেস্ত আর দোজক কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বেহেস্ত বলতে—আমি যা' বুঝি—আর্য্য-হিন্দুরা স্বর্গ বুঝে

---

* "ভক্তদম্পতি নিয়মিতভাবে হজরতের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দিতেন। হজরত সেই পাত্র হইতে খাদ্যগ্রহণ করার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিত, এই ভক্তদম্পতি প্রসাদ ও তাবব্রক-জ্ঞানে পরমানন্দে তাহা গ্রহণ করিতেন। ইতিহাসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, পাত্রস্থ খাদ্যের যেখানে হজরতের অঙ্গুলি-চিহ্ন দেখা যাইত, আশেকে-রসুল আবু আইউন ঠিক সেখানে অঙ্গুলি দিয়া প্রসাদগ্রহণ করিতেন।

একদা হঠাৎ আবু আইউব ও তাঁর সহধর্ম্মিণী দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন যে হজরত পাত্রের খাদ্য একটুও গ্রহণ করেন নাই। আবু আইউব ব্যস্তত্রস্ত-ভাবে হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হজরত বলিলেন—খাদ্য হইতে পিঁয়াজের দুর্গন্ধ বাহির হইতেছিল, আমি ঐগুলি খাই না।

বোখারী ও মোছলেম প্রভৃতি হাদিস গ্রন্থে এরূপ বহু হাদিস বর্ণিত হইয়াছে, যদ্দ্বারা স্পষ্টতঃ জানা যায় যে পিঁয়াজ-রসুন খাইয়া মসজিদে গমন একেবারেই নিষিদ্ধ।" —মৌলানা আক্‌রাম খাঁ।

"হজরত রসুল দুইটি শস্য অর্থাৎ পেঁয়াজ, রসুন খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, যে কেউ উহা খাইবে তা'রা যেন মস্‌জেদের সমীপবর্ত্তী না হয়।" (হাদিস্)

থাকেন।* 'স্বর্গ' কথার থেকে বুঝতে পারি—সু মানে উত্তম আর ঋজ্-ধাতু মানে গমন, স্থিতি, অর্জ্জন। যাই হোক, এর থেকে আমার এই মনে হয়—স্বর্গ মানে হ'চ্ছে উত্তমে গমন করা, উত্তমকে অর্জ্জন করা, উত্তমে থাকা। এই উত্তমে গমন করতে হ'লেই চাই—উত্তমের প্রতি অটুট ও আপ্রাণ প্রাণের টান। এই হ'লেই উত্তমের দিকে যেতে ইচ্ছা করে। আবার, এই উত্তমকে অর্জ্জন করতে হ'লে—যা'-যা' দিয়ে তা' উত্তম, তা'র পরিপূরণ ও পরিপোষণ করতে হয়। এই পরিপূরণ ও পরিপোষণ করতে হ'লেই,—নিজের দুনিয়ার যা'-কিছু প্রতি-প্রত্যেক খুঁজে ঐ পরিপূরণ ও পরিপোষণের অনুকূল যা'-কিছু তা' বের করতে একটা সহজ অনুসন্ধিৎসার আগ্রহ ও ক্ষুধা—inquisitive urge—জেগে ওঠে; আর তা'-থেকেই হয় বোধের ক্রম-উন্মেষ, চিন্তার ক্রম-উন্মেষ—আবার, এই ক্রম-উন্মেষতার ভিতর-দিয়ে আসে জানা; এই জানা-থেকে করতে পারা যায়—তা'দিগকে অনুকূল ক'রে—বাঁচা-বাড়ার পরিপোষণে নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও নিশ্চিত-প্রত্যয়ে সমাধান। তখনই আসে কৃতকার্য্যতা—আর, এই কৃতকার্য্যতা থেকে প্রাণের আকুল উল্লম্ফনশীল সম্বেগী উত্তমের পূজা, আলিঙ্গন, নিবেদন ও আত্মসমর্পণ। তখনই হয় উত্তমে বাস্তব স্থিতি—আর এই স্থিতি চলতে থাকে নিত্য-নূতন অমৃত-উপভোগের ভিতর-দিয়ে শান্তিতে, সুখে। এই সুখ চলে জীবনকে জাজ্জ্বল্যমান ক'রে সার্থকতার তুফান তুলতে-তুলতে—দ্যোতন-আলিঙ্গনে তা'র প্রতি-পারিপার্শ্বিককে উদ্বুদ্ধ, উন্নত করতে-করতে! আর, ঐ অবস্থাকেই পণ্ডিতেরা স্বর্গ ব'লে অভিহিত ক'রেছেন।

এই স্বর্গ মানুষের জীবদ্দশা হ'তেই একটা নিরন্তর-সম্বেগী হ'য়ে, বৃত্তিগুলিকে

---

* "বেহেশতের বনিয়াদ স্বর্ণ ও রৌপ্যের সারের উপর; উহার চূণ অত্যন্ত সুগন্ধি কস্তুরী এবং উহার সুরকী মুক্তা ও পদ্মরাগমণি এবং উহার চুণকাম জাফরাণের। যে ব্যক্তি উহাতে প্রবেশ লাভ করিবে সে সতত সুখে থাকিবে—কদাচ দুঃখবোধ করিবে না এবং অমর হইবে—কদাপি মরিবে না, এবং তাহার বস্ত্র জীর্ণ হইবে না এবং তার যৌবন লুপ্ত হইবে না।" (হাদিস—ছগির)

"দোজখের পথ আমোদ ও উল্লাসদ্বারা আবৃত এবং বেহেশতের পথ দুঃখ ও যন্ত্রণা দ্বারা আবৃত।" (শায়খান)

সার্থক ক'রে, পরম্পরাকে মীমাংসায় সাজিয়ে ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠা—এক-কথায় ইষ্টপ্রাণতাসূত্রে, মালাকারে, ইহকাল-পরকালকে বেষ্টন ক'রে, সম্বদ্ধ ক'রে সীমাহারা সসীমের লীলায় লীলায়িত জীবন্ত উপভোগ-উন্মাদনা।† আর, স্বর্গের সুখ ও সমৃদ্ধি-বিবরণের metaphoric বিবৃতির উদ্দেশ্যে মানুষের বৃত্তিগুলি ইষ্টপ্রাণতাসূত্রে গ্রথিত হ'য়ে মীমাংসা-পরম্পরায় যেমনভাবে সজ্জিত থেকে সেইগুলিতে arrive করতে পারে—বৃত্তির চাহিদার ভিতর-দিয়ে, প্রিয়-পরমে সার্থক হ'য়ে তা'রই কতগুলি active enhancing picturesque description.

আর দোজক* হ'চ্ছে ঠিক ওরই উল্টো ; মরণাচারীরা এই বাঁচা-বাড়াকে ভালবাসার ভিতর-দিয়েই নিজত্বকে বৃত্তিস্বার্থ-পরায়ণতার হাতে প্রলুব্ধ ও প্ররোচিত ক'রে, সেই এৎফাকের সম্বেগ-চলনায় চলতে-চলতে, যেমন-ক'রে যা'

---

† للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر
ولا ذلة أولئك أصحب الجنة هم فيها خالدون * والذين
كسبوا السيات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة * مالهم من
الله من عاصم * كانما أغشيت وجوههم قطعاً من اليل
مظلماً * أولئك اصحب النار * هم فيها خالدون *

"যাহারা সৎকর্ম্ম করিয়াছে তাহাদেরই কল্যাণ ও উন্নতি ; কালিমা ও দুর্গতি তাহাদের আনন্দকে আচ্ছাদন করে না,—এই সকল বেহেশ্‌ত-নিবাসী—ইহারা তথাকার নিত্যনিবাসী। যাহারা মলিনতা উপার্জ্জন করিয়াছে তাহাদের বিনিময়ও তাদৃশ মলিনতা এবং দুর্গতি তাহাদিগকে আচ্ছাদন করে, ঈশ্বর হইতে তাহাদের আশ্রয়দাতা কেহ নাই, তাহাদের মুখ যেন তিমিরাবৃত রজনীখণ্ডে আচ্ছাদিত হইয়াছে,—এই সকল দোজখবাসী—ইহারা তথাকার চিরনিবাসী।"

(কোর-আণ—সুরা ইয়ুনস ২৬-২৭ র, ৩)

* "তোমাদের (অর্থাৎ পৃথিবীর) আগুন দোজখের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ।"

(হাদিস শায়খান)

"যদি দোজখের এক বাল্‌তি গলিত রক্ত ও পুঁজ পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইত তবে কেহই উহার দুর্গন্ধে বাঁচিত না।"

(হাদিস তিরমিজি)

করার ফলে যেমনতর দুঃখ, অবসাদ, অশান্তির চাপনে চলতে-চলতে নিঃশেষ হ'তে থাকে—তা'রই ভীতিপ্রবণ metaphorical description. ঐ বৃত্তিপরায়ণ চাহিদাগুলিকে অস্বীকার ক'রে যা'তে বৃত্তিগুলিকে ইষ্টের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাপরায়ণ ক'রে অটুট ও আপ্রাণ ইষ্টপ্রাণ হ'য়ে লীলায়িত নূতন ও নবীন সুখ-উপভোগের সার্থকতায় জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই ঐ-সমস্ত বর্ণনা ও বাণী—এই যা' আমার মনে হয়!

প্রশ্ন। মুসলমানদের মতে সুদগ্রহণ এত পাপের কেন? আজকাল যে পৃথিবীময় ব্যাঙ্ক খুলেছে, কত সুদ নেওয়া হ'চ্ছে—এও কি পাপের?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সুদ খাওয়া শুধু মুসলমানদের বেলায় পাপের হবে কেন?

"হে মানবগণ! তোমরা কাঁদিতে থাক—যদি তাহা না পার, তবে জোর করিয়া কাঁদ, কারণ দোজখবাসিগণ কাঁদিতে থাকিবে এবং তাহাদের চোখের জল মুখের মধ্যে গড়াইয়া পড়িবে—অতঃপর তাহা শুষ্ক হইয়া রক্ত পড়িতে থাকিবে এবং তাহাদের চক্ষু নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে।"
(মেশ্‌কাত)

"তামিস্রমন্ধতামিস্রং মহারৌরবরৌরবৌ।
নরকং কালসূত্রঞ্চ মহানরকমেব চ ॥
সঞ্জীবনং মহাবীচিং তপনং সম্প্রতাপনম্।
সংঘাতঞ্চ সকাকোলং কুড্‌মলং পূতমৃত্তিকম্ ॥
লোহশঙ্কুমৃজীষঞ্চ পন্থানং শাল্মলিং নদীং।
অসিপত্রবনঞ্চৈব লোহদারকমেব চ ॥"
—মনুসংহিতা ৪—৮৮-৯০

كلا لينبذن فى الحطمة * وما ادرك ما الحطمة * نار
الله الموقدة – التى تطلع على الافئدة – إنها عليهم مؤ
صدة فى عمد ممددة *

"না, না, অবশ্য সে হোতমাতে নিক্ষিপ্ত হইবে। এবং কিসে তোমাকে জানাইয়াছে হোতমা কি হয়? ঈশ্বরের প্রজ্বলিত বহ্নি—যাহা অন্তঃকরণে প্রবল হইবে। নিশ্চয় উহা নরক—তাহাদের প্রতি দীর্ঘস্তম্ভে দ্বার অবরুদ্ধ হয়।"

(কোর-আণ—সুরা হমজা ৪-৯ র, ১)

সকলেই ওটাকে পাপ ব'লে ঘোষণা ক'রেছেন।* পাপ মানে তা'ই—যা'-নাকি পালন বা রক্ষণ থেকে পাতিত করে। আমাদের বাঁচা-বাড়ার আহরণ—যা'তে-নাকি আমাদের বাঁচা-বাড়া পরিপোষিত হয় এবং পরিপূরিত হয়—তা' ক'রে থাকি আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া থেকে। আমাদের পারিপার্শ্বিক ও তা'র আবহাওয়া যেমনতর সমৃদ্ধ হ'য়ে থাকে—তা'-থেকে সমৃদ্ধ হবার উপকরণ সংগ্রহ ক'রে আমরা জীবনে ও বর্দ্ধনে সমৃদ্ধ হ'তে পারি বা সমৃদ্ধ হ'য়ে থাকি।

তাহ'লেই, বাঁচতে গেলে ও বাড়তে গেলে আমাদের প্রতি-প্রত্যেকের একটা প্রধান কর্ত্তব্য হ'চ্ছে—যা' আমাদের environment ও আবহাওয়ার প্রতি-প্রত্যেক যা'-কিছুকে সর্ব্বতোভাবে বাঁচা-বাড়ায় সমৃদ্ধ ক'রে তুলে অনুকূল নিয়ন্ত্রণে প্রতি-প্রত্যেকের বাঁচা-বাড়াকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারে, বাস্তবভাবে তা' করা। এ যদি না করি—আমাদেরই প্রতি-প্রত্যেকের বাঁচা-বাড়া ব্যাধিগ্রস্ত হবে, অবসাদগ্রস্ত হবে, শুকিয়ে উঠবে, সর্ব্বনাশে নিঃশেষ হ'য়ে যাবে।

এই পারিপার্শ্বিককে উদ্বুদ্ধ ক'রে পরিপোষণ ও পরিপূরণে সমৃদ্ধ করতে হ'লেই চাই, প্রতি-প্রত্যেককে অটুট ও আপ্রাণভাবে ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ, আনত, আপ্রাণ ক'রে তোলার ভিতর-দিয়ে প্রতি-প্রত্যেকের বাঁচা-বাড়াকে,—মানসিক, শারীরিক, অবস্থানিক সমস্ত উপভোগগুলিকে উদ্বুদ্ধ ও উন্নত পরিপোষণে পরিপূরিত ক'রে তোলা। আর, এই করাকেই যজ্ঞ করা বলে—বলি অর্থাৎ বর্দ্ধন বা সেবা করা বলে।†

তাহ'লেই দেখুন, আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিকের কাউকে কোথাও কোন বিষয়ে উন্নত করার অভিপ্রায় বা চাহিদায় অনুকূল হ'য়ে সাহায্য করি। সেই সাহায্যের দরুণ সে যা' পেতে থাকল, তা'র অধিকাংশেরই ভাগী যদি আমরাই

---

* "পূয়ং চিকিৎসকস্যান্নং পুংশ্চল্যাস্ত্বন্নমিন্দ্রিয়ম্।
বিষ্ঠা বার্দ্ধুষিকস্যান্নং শস্ত্রবিক্রয়িণো মলম্॥"

—মনুসংহিতা ৪-২২০

† বলি অর্থ দান, সেবা বা বর্দ্ধন। বর্দ্ধনের বিরোধী যা'-কিছু তাহার নাশকেও বলি বলা হয়।

হ'তে থাকি—তাহ'লে কি যাহাকে সাহায্য করা হ'য়েছিল তা'র উন্নতি অবসাদগ্রস্ত হ'ল না ? এমনি-ক'রে যদি আমাদের পারিপার্শ্বিকের প্রতি-প্রত্যেকে অবসাদগ্রস্ত হয়, তবে আমি কেমনতর কী আহরণ ক'রে তা'দের কাছে পোষণ-পরিপূরণে সংবৃদ্ধ, উন্নত হ'য়ে থাকতে পারি ? কোন কাউকে অমনতরভাবে অবসাদগ্রস্ত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—নিজেকে এবং জাত পারিপার্শ্বিককে অবসাদগ্রস্ত ক'রে তোলা ; আর, এই অবসাদ থেকেই আসে অপ্রেম, অজ্ঞান, অকর্ম্ম ও অপকর্ম্ম—আসে দীনতা, আসে হীনতা—আসে নীচত্ব, আসে সর্ব্বনাশ—আসে অজ্ঞ-আলোকশূন্য, চির-অবসাদলোল নিকৃষ্ট মরণ ! তাহ'লেই দেখুন—সুদ খাওয়া পুণ্য, না পাপ ?

টাকা কর্জ্জ দিয়ে অন্যকে পরিবর্দ্ধিত না ক'রে, শুধু সুদশোষণী-উদ্দেশ্যমূলক যে ব্যাঙ্ক দেখা যায়, অন্ততঃ তা'-দিয়ে কখনই লোকমঙ্গল হ'তে পারে না। যে মঙ্গল দেখতে পাওয়া যায়—তা' দশজনের সর্ব্বনাশ ক'রে দু'একজনের সংবর্দ্ধন ; এই সংবর্দ্ধনার প্রত্যাবর্ত্তিত পাওনাই হ'চ্ছে একদম হাউই-বাজীর মতন জ্বলুনী নিঃশেষ ! কারণ, দশজনের সর্ব্বনাশ হ'য়ে তা'দের ভিতরকার দু'জনের সংবর্দ্ধন হ'ল—এ ব্যভিচার খোদাতায়াল্লা-উৎসৃষ্ট এই প্রাকৃতিক দুনিয়ায় সম্ভব হয়নি কো !

প্রশ্ন। সুন্নত করার প্রথা যে মুসলমানদের ভিতর চ'লে আসছে—এর তাৎপর্য্য কী ? কই, হিন্দুদের ভিতর তো ও-রকম কোন সংস্কার নেই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সুন্নত মানে যদি হজরত রসুল অথবা প্রেরিত-পুরুষ বা পুরুষোত্তম যাঁ'রা—তাঁরা যেমন অবস্থায় যা'র জন্য যা'—যা' করতেন, তাঁ'দের চলনা, বলনা, ভঙ্গী, অভিব্যক্তি ইত্যাদির ধাঁজের অনুসরণ ক'রে ও অনুকরণ ক'রে, নিজের চলন-চরিত্রে, আচার-ব্যবহারে সেগুলিকে অভিব্যক্ত করা হয়,—তাহ'লে হজরত রসুলকে অমনতর অনুসরণ করাকেই Islamic মুসলমানগণ সুন্নত ব'লে থাকেন !*

---

* "যে সকল কার্য্য মহানবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা সর্ব্বদা প্রতিপালন করিয়াছেন এবং সময় সময় ত্যাগও করিয়াছেন, ইসলামের পরিভাষায় সেই সকল কার্য্যকেই সোন্নত বলে। সোন্নত

এই সুন্নতের action and attitude-ই হ'চ্ছে—অনুসরণ ও অনুকরণ ক'রে চলার প্রথা থেকে physical manipulation ক'রে, psychical রকমটাকে তদনুরূপ রকমে বিবর্ত্তিত করার প্রচেষ্টা। Physical manipulation দ্বারা psychical uplift ঘটান, psychically অমনতর করার চাইতে অনেক সহজ ও সুবিধা। যা' করতে হবে তা'র কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী, চলনা ও কর্ম্মকে তদনুরূপে অভিনয়ের মত ক'রে চিন্তন বা thinkingকে তদনুরূপে চালিত করলেই অতি সহজেই আয়ত্ত হ'য়ে নিজের প্রকৃতিতে প্রকৃতিগত হ'তে থাকে।* আমার মনে হয়, এই সুন্নত-প্রথার ভিতর-দিয়ে

দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—সোন্নতে-মোয়াক্কেদা ও সোন্নতে-গায়ের-মোয়াক্কেদা।

যাহা হজরত রসুলে করিম সকল সময় পালন করিয়াছেন তাহাই সোন্নতে মোয়াক্কেদা। উহা করিলে পুণ্য এবং না করিলে পাপ হয়।

যাহা হজরত নবী করিম কখন করিয়াছেন, আবার কখন করেন নাই তাহাকে সোন্নতে-গায়ের-মোয়াক্কেদা বলা হয়। উহা পালন করিলে পুণ্য পাওয়া যায় এবং অপালনে পাপ হয় না।"

'নামাজ ও মসলা শিক্ষা'
—মৌলবী শেখ নুর আহমদ সন্দীপী।

* "There is accordingly no better known or more generally useful precept in one's personal self-discipline, than that which bids us pay primary attention to what we do and express, and not to care too much for what we feel. .... Action seems to follow feeling, but really action and feeling go together ; and by regulating the action, which is under the more direct control of the will, we can indirectly regulate the feeling, which is not. Thus the sovereign voluntary path to cheerfulness, if our spontaneous cheerfulness be lost, is to sit up cheerfully, to look round cheerfully and to act and speak as if cheerfulness were already there. So, to feel brave, act as if we were brave, use all our will to that end, and a courage-fit will very likely replace the fit of fear. ......To wrestle with a bad feeling only pins our attention on it, and keeps it still fastened in the mind; whereas, if we act as if from some better feeling, the old bad feeling soon folds its tent like an Arab and silently steals away. So let your emotions come or let them go, just as God pleases, and make no account of them either way. They really have nothing to do with the matter. Act faithfully and you really have faith, no matter how cold and even how dubious you may feel."

—William James.

তেমনতর রকমে শরীর ও মনকে উন্নত নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত ক'রে উন্নতিকে আলিঙ্গন করাই আসল উদ্দেশ্য।

মনে করুন, মহামনীষী কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে যেমনতরভাবে মানুষ অনুকরণ ক'রে থাকে, অনুসরণ ও চিন্তনও যদি তা'দের তদনুপাতিক হ'ত—তাহ'লে ঐ মহামনীষী কবীন্দ্র রবীন্দ্রের পথে অনেকেই কিছু-না-কিছু উন্নত হ'তে পারতই পারত। এটাও আবার নির্ভর করে—যাঁকে এমনতরভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করছি তাঁ'র প্রতি অটুট ও উদ্দাম আসক্তি বা টানের উপর। এই টান যদি না থাকে, ঐ অনুসরণ বা অনুকরণও তেমনতর হ'য়ে ওঠে না। আবার টানের চরিত্রই হ'চ্ছে—Beloved-এর পছন্দ-সই সাজসজ্জা, কথাবার্ত্তা, আচার-ব্যবহার, কাজকর্ম্ম, চলনচরিত্র ইত্যাদি করতে ভাল লাগা, আর তা'দের প্রতি একটা তৃপ্তিপ্রদ ঝোঁক। আমার মনে হয় সুন্নতও তাই-ই। হজরত রসুল যেমন জন্মেছিলেন, যেমন ছিলেন, যেমন সাজসজ্জা করতেন, যেমন বলতেন, যেমন করতেন, যেমন চলতেন—সেই সবগুলিকে নিজের চলনা ও করার ভিতরে ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যকে তদনুরূপ ক'রে প্রতিফলিত ক'রে শ্রদ্ধাভিষিক্ত তৃপ্তিপ্রদ প্রাণে তা'দেরই অনুসরণ ও অনুকরণ ক'রে চলা।*

তাহ'লে দেখুন, সুন্নত যদি এই হয়—যেখানেই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রিয়তমে অটুট ও আপ্রাণ-সম্বেগশালী সেখানেই অমনতর হ'য়ে থাকে কিনা ? ভালবাসার একটা characteristic-ই হ'চ্ছে, ঐ রকম অনুসরণ ও অনুকরণ করা,—আর যেখানে অটুট ও আপ্রাণভাবে প্রিয়তমে ভালবাসা, সুন্নতও সেখানে আছেই ! যেখানে টান নাই অথচ inferiority complex-এর দরুণ বড়ত্বের আকাঙ্ক্ষা

---

* ১৫৬ পৃষ্ঠার পাদটীকা দেখুন।

"মোসলেম জাতীয় জীবনের একমাত্র উন্মেষ—হজরতের এই পবিত্র ছুন্নত বা তাঁহার এই মহান্ আদর্শ হইতে। আবার এই ছুন্নতের অনুসরণ করিলে, মোসলমানের ভবিষ্যৎ তাহার অতীতের সহিত সমঞ্জস হইয়া যাইবে। বিশ্বাস ও কর্ম্ম এই দু'য়ের যৌগপতিক সমবায়ের নামই ঈমান, ইহাই তাঁহার শিক্ষা।"

'মোস্তাফা-চরিত' পৃঃ ৪৬০

—মৌলানা মোহাম্মদ আক্রাম খাঁ

অন্তরকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলে, সেখানে শ্রদ্ধাভিষিক্ত প্রিয়তমে অটুট ও আপ্রাণ-সম্বেগশালী টানও নেই; আর টান নেই ব'লে অনুসরণও থাকে না,—থাকে—inferiority-র হামবড়াইভাবাপন্ন অপ্রীতিকর repulsive অনুকরণ—আর, এই অনুকরণ চিরদিনই inferiority ও উপহাসকেই আমন্ত্রণ করে।

সুন্নত তাই শুধু অনুকরণেই হয় না—সে বাস করে প্রিয়তমে অটুট ও আপ্রাণ-সম্বেগশালী শ্রদ্ধাবনত মুগ্ধ আসক্তি বা টানের জেল্লায়, বাস্তব অনুসরণের সত্তায়। তাই আর্য্য হিন্দুই বলেন, বৌদ্ধই বলেন, খৃষ্টানই বলেন আর মুসলমানই বলেন—যেখানে অমনতর প্রিয়তমে সম্বেগশালী অটুট ও আপ্রাণ টান, সেইখানেই বাস্তব অনুসরণ-মুখর আত্মপ্রসাদী অনুকরণশীল সুন্নত সজাগ।

প্রশ্ন। আচ্ছা, অনেক সময় দেখা যায়, কোরাণ শরিফের বাণী ও intention যা', হাদীসে তা'র কোন support তো পাওয়া যায়ই না বরং উল্টো—এরূপ ক্ষেত্রে কী করণীয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কোরাণের বাণী ও তা'র intention যা'—তা' যখনই হাদীসের বাণীকে support করে, সেই হাদীসের বাণীই অম্লানভাবে গ্রহণীয়।* তা'-ছাড়া support যেখানে করে না, সেগুলি জীবন ও বৃদ্ধির মাপকাঠিতে মেপে তা'তে যেমনতর পাওয়া যায় তেমনতরভাবেই তা' গ্রাহ্য—এই তো আমার যা' মনে হয়।

কারণ, হাদীসের সব কথা হজরতের directly লিপিবদ্ধ বাণী নয়কো। কোন অবস্থায়, কোন সময়ে কাহারও প্রতি যেমনতর যা' বলেছিলেন, সেগুলিও তা'তে লিপিবদ্ধ আছে। তবে সেগুলি কোথায়, কোন্ অবস্থায়, কেমন-ক'রে

---

* "অতএব আমরা দেখিলাম যে বোখারীর এই হাদীসটি কোর-আণের স্পষ্ট সিদ্ধান্তের ও সর্ব্ববাদীসম্মত ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত, সুতরাং ছন্দ দুহী হওয়া সত্ত্বেও উহা অগ্রাহ্য।"

"কোর-আণে যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, কোন ইতিহাস বা চরিতপুস্তকে এমনকি হাদিসের রেওয়াতেও যদি তাহার বিপরীত কোন কথা বর্ণিত হয়, তবে কোরাণের বিপক্ষে অন্য সকল পুস্তকের বা রাবীর বর্ণনাকে আমরা অগ্রাহ্য ও অবিশ্বাস্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিব।"

কা'তে প্রযুক্ত বা apply করতে হ'বে,—তা' বিবেচনা ক'রে apply করা কি উচিত নয় ? কী অবস্থায় কা'কে কী কথা বলেছিলেন ঐ সকল বাণীতে সব জায়গায় তা' না-ও থাকতে পারে। তাই, আমি বলি তাঁ'র directly লিপিবদ্ধ বাণী যা' নয়কো—অন্যকে তিনি যা' বলেছিলেন সেগুলি শ্রদ্ধায় গ্রাহ্য ক'রে, বিবেচনার সহিত দেখে ব্যবহার করলে তা'র সার্থকতা মিলতে পারে—নতুবা যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন ক'রে তাঁ'র বাণীকে ব্যবহার করলে ব্যবহারের দোষে তা'র সার্থকতা মিলতে না-ও পারে—এই যা' আমার বিবেচনায় আসে।*

প্রশ্ন। হাদীসে আছে, হজরত রসুল ব'লেছেন, "মুশা যদি জীবিত থাকতেন এবং নবীর পদ প্রাপ্ত হ'তেন, তবুও তিনি আমার অনুবর্ত্তী হ'তেন"—তা'র মানে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা'র মানে এই বুঝি, হজরত রসুল প্রেরিত মুশারই further evolution. যদি বলি মুশা হজরত রসুলে evolved হইয়া পূর্ব্বকে পূরণ ও পোষণ করিয়া সমৃদ্ধিতে আরোতর হইয়াছেন, তা'তে আমরা এই বুঝি—ঐ মুশাই যেন আরোতরে developed হইয়া হজরত রসুলে manifested হয়েছেন।

তা'হলে দেখুন—মুশা নবী হইয়াও যদি জীবিত থাকিয়া মুশাই থাকিতেন, তবে কি অটুট ও আপ্রাণতার সহিত হজরতের অনুবর্ত্তী হ'তেন না—হজরত রসুলই যদি developed evolution of the basic principle of Moses হন ? আর্য্য-হিন্দুদের পাতঞ্জল যোগসূত্রেও আছে—"স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।" তাই, Moses-এরও further consummation হজরত রসুল—আর তিনি কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নন্।†

---

* "আল্লাহ ও তাঁহার রসুল ব্যতীত যিনি যত বড় পীর, দরবেশ, অলি বা আলেম হউন না কেন,—যুক্তি, প্রমাণ ও দলিলের বিপরীত হইলে তাঁহার কথা মানিব না, কারণ, ইহা সম্পূর্ণ অনৈসলামিক শিক্ষা। পরীক্ষা করিয়া লইবার সম্পূর্ণ অধিকার আমাদের আছে।"

—মৌলানা আক্রাম খাঁ

আর্য্যদলিলেও আছে—'শ্রুতি-স্মৃতির বিরোধ ঘটিলে, শ্রুতিই বলবত্তর।'

† তেমনই বাইবেল গ্রন্থেও আছে—

"I am before Abraham was." —St. John's Gospel.

প্রশ্ন । হাদীসে আছে, হজরত রসুল তাঁর অন্তিম উপদেশে বলেছিলেন, "আমি তোমাদের আল্লাকে ভয় করার জন্য এবং আমার পরবর্ত্তীকে শ্রবণ করার ও মানিবার জন্য উপদেশ প্রদান করছি—এমন-কি যদিও সে হাবসী ক্রীতদাসও হয়"†—এ কথার তাৎপর্য্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর । আমি আগেই ব'লেছি প্রেরিত যাঁ'রা—তাঁ'রা জাতি, বর্ণ, কাল, অবস্থা ইত্যাদি দ্বারা পরিমাপিত হন না । প্রেরিতগণ পূর্ব্ববর্ত্তীতে base ক'রে, পরবর্ত্তীতে evolution-এ আরো হ'য়ে দুনিয়ার বাঁচা-বাড়ার যাত্রীদের যে সমস্ত কর্ম্ম ও নিদেশ-বাণী দিয়ে যান, বৃত্তিস্বার্থ-পরায়ণতার হেল্লায় প'ড়ে বৃত্তিপ্রলুব্ধদিগের তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে যখন সেই বাণীগুলি বিকৃত ভাব ও বিকৃত বিবৃতি ইত্যাদিতে চলতে থাকে,—মানুষ ধর্ম্মের নামে সেই বিকৃত-তাৎপর্য্যশীল বাণীর দোহাই দিতে-দিতে, মরণের টানে, বৃত্তিপরায়ণতার শীত-অন্ধ আকর্ষণে নিজেকে আহুতি দিয়ে, মরণের দিকে চলতে থাকে ।

তখন প্রকৃতির বাঁচা-বাড়ার বুভুক্ষা আকুল চীৎকারে বলতে থাকে, "ধ'রে তোল, কে আছ কোথায় !" যতই বাঁচতে চাই, মরণ তা'র পূতিনিঃস্রাবী শীতল আলিঙ্গনে আগ্‌লে ধরে ; "ধর্ম্ম কি নেই ? বিধি কি নেই ? খোদা, কে আজ আমাদের হাত ধ'রে বাঁচা-বাড়ার অমৃত-চলনায় নিয়োজিত করবে"—এই আকুলতার বিরাট বুভুক্ষা এমনতর একটা আপ্রাণ সম্বেগ সৃষ্টি ক'রে তোলে, যা'তে-নাকি খোদার আসন ট'লে ওঠে । তখনই তিনি তাঁ'র প্রেরিতকে পাঠান তাঁ'রই প্রতীক ক'রে ।*

---

† ওম্মোল হাসিন—মেশ্‌কাত দেখুন ।

* আর্য্যশাস্ত্র গীতায়ও রহিয়াছে—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ।।" —গীতা । ৪ । ৭

الله يصطفى من الملئكة رسلا ومن الناس ان الله
سميع بصير

তিনি এসে তাঁ'র পূর্ব্ব-পূর্ব্ববর্ত্তীদিগকে পূরণে ও পোষণে যথাযথভাবে বিন্যস্ত ক'রে আরোতর উদ্বর্দ্ধনে নিয়োজিত করতে থাকেন।† পূর্ব্ব-প্রেরিতের basic principle-এর full consummation যা' তা' তাঁ'তে normally evolved হ'য়ে থাকে—যেন পূর্ব্ববর্ত্তীর প্রাণে-গড়া পরবর্ত্তী সেই ব্যক্ত-প্রতীক। এ চিরকালই থাকে, চিরকালই আছে—সৃষ্টি যা'-হ'তে উদ্ভিন্ন হ'য়ে বিসৃষ্ট হয়েছে, সেই অস্তিত্ব-অনুশায়ী হ'য়ে পূর্ব্ব-পূর্ব্বতন তাঁ'-হতে এসেছেন কিংবা তাঁ'র আবির্ভাবই পূর্ব্ব-পূর্ব্বতনের প্রকট ব্যক্তত্ব। যিনি এলেন—তথাগত যিনি—তিনি ছিলেন, তা' সে আদিম আদম-এরও পূর্ব্বে—যিনি এখন আছেন বা তখনও ছিলেন—আর আসেনও এমনতর-ক'রে। তাই বোধ হয় ভগবান Christ ব'লেছেন, "I am before Abraham was!"

তাহ'লেই বুঝুন, কেন তিনি ও-কথা ব'লেছিলেন! সেই তিনি যদি হাবসীদেরও ক্রীতদাস হ'য়ে দুনিয়ায় evolved হ'য়ে ওঠেন, তাঁ'র শেষ সনির্ব্বন্ধ বাণী ঘোষণা ক'রে গেলেন—সে যদি হাবসীদেরও ক্রীতদাস হয় তথাপি তোমরা তাঁহারই অনুসরণ করিও।

প্রশ্ন। খোদার নূর-এর কথা, আওয়াজের কথা কোরাণে আছে; আবার বাইবেলে আছে, সৃষ্টির আদিতে ছিল শব্দ, ঐ শব্দই ঈশ্বর—এই নূর আর শব্দ কী? আর ফেরেস্তা বা দেবদূতই বা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষ যখন তা'র প্রিয়-পরমে আকুল মুগ্ধ উদ্‌গ্রীবতায় তাঁ'কে পেয়ে, তাঁ'র সঙ্গ লাভ ক'রে, তাঁ'কে তৃপ্ত ও সন্দীপ্ত ক'রে, সেই উপভোগে

কোরাণেও রহিয়াছে—

"পরমেশ্বর দেবতাগণ ও মানবগণ হইতে প্রেরিত-পুরুষ মনোনীত করেন, নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোতা ও দ্রষ্টা।" (সুরা হজ ৭৫ র, ১০)

† "I have come not to destroy but to fulfil." —Bible.

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূণাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" —শ্রীমদ্ভগবদগীতা।

নিজেকে সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে, তৃপ্ত ক'রে তুলতে বুভুক্ষু-বেদনে বিপুল আগ্রহে নিরন্তরতার সহিত চকিত উদ্ব্যস্ততায়—যেন অহরহ সবের ভিতর তাঁ'কেই মনে পড়ে এমনতরভাবে তা'র সুরত অর্থাৎ libido-কে আকুল-সম্বেগশালী টানে উচ্ছল ক'রে চলতে থাকে—তখন তা'র স্নায়ুকোষের ভিতর এমনধারা একটা টানের সৃষ্টি হয়, যা'র ফলে তা'র স্নায়ুকোষগুলি যেমনতরভাবে স্বস্থ হ'য়েছিল, তা'কে তা'র সেই স্বস্থ অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে পর্য্যবসিত করতে সুরু ক'রে দেয়। আর, সেই জন্যই হয় ঐ কোষগুলির ভিতর একটা দহন-তাপের সৃষ্টি বা একটা combustion. এই দহন-তাপ বা combustion সমস্ত কোষগুলিকে এমনতরভাবে উত্তেজিত করে—যা'র ফলে ঐ-রকম শব্দ ও আলোর অভিব্যক্তি হয়।* এই আলো হ'চ্ছে তা'রই একটা indication, যা'-দিয়ে বোঝা যায় ঐগুলি কেমনতরভাবে কি পরিমাণে স্থিতি-স্থাপকতা অর্থাৎ elasticity লাভ ক'রেছে। টান যতই যেমনতর হয়, ঐ কোষগুলিও তেমনতরভাবে সংবদ্ধ থেকে

---

* "এখন হইতে সদাসর্ব্বদা তাঁহার নয়নযুগল কি যেন এক অদৃষ্টপূর্ব্ব জ্যোতি সন্দর্শন করিতে লাগিল, তাঁহার কর্ণকুহরে কি যেন এক অশ্রুতপূর্ব্ব সুরতরঙ্গ বাজিয়া উঠিত, অথচ তিনি কাহাকেও দেখিতে পাইতেন না। এই সময় অধিকাংশ সময়ই তিনি বিশেষরূপে শুচিসম্পন্ন হইয়া গভীরভাবে ধ্যান ও উপাসনায় নিমগ্ন থাকিতেন। সময় যখন আরো নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, তখন নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নযোগে—প্রভাতরশ্মির ন্যায় একটা শুভ্র আলোক তিনি অনেক সময় দেখিতে পাইতেন।

... ...

হজরত নিরবচ্ছিন্নভাবে ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন। তখন তাঁহার ভিতরে-বাহিরে কেবল নূর—কেবল জ্যোতিঃ।" —(মোস্তাফা-চরিত)

মোওয়লানা জালালুদ্দিন রুমীও ঐরূপ নূর সন্দর্শন করিতেন। বর্ণিত আছে—

"পাঁচ বৎসর বয়সেই জালালউদ্দিনের ভিতর অনেক আধিভৌতিক লীলাচাঞ্চল্য দৃষ্ট হইত। সময় সময় নানা জ্যোতিষ্মান্ অলৌকিক মূর্ত্তিকে শূন্যমার্গে বিহার করিতে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিতেন। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া সকলেই, এমন-কি তাঁহার পিতা মৌলানা বাহাউদ্দীন পর্য্যন্ত তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন।"

'পারস্য-প্রতিভা,' পৃঃ ১৬৫

—মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, এম-এ, বি-এল, বি-সি-এস্

একরকম স্থিতিস্থাপকতা লাভ করে। আমার মনে হয় এই combustion-এর effect থেকেই জ্যোতি বা আলোর উপলব্ধি হয় ; আর ঐ combustion-এর উত্তেজনা চারিয়ে গিয়ে কাণের স্নায়ু ও অন্যান্য স্নায়ুর কোষগুলিকে যেমনতরভাবে উত্তেজনা দেয় সেই মাফিকই শব্দের উপলব্ধি হ'য়ে থাকে।* ঐ কোষগুলির স্থিতি-স্থাপকতা অনুপাতিক সাড়া বা impulse-গ্রহণক্ষমতা অর্থাৎ receptivity-ও হ'য়ে থাকে। আর, এই receptivity যা'র যত তীক্ষ্ণ, সে বস্তুকেও তত finely, তত তীক্ষ্ণতার সহিত বোধ করতে পারে। এই বোধই হ'চ্ছে জানার কারণ। এই জানাগুলি স্তরে-স্তরে যত generalised হ'য়ে একত্রীকরণে—নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধানের ভিতর-দিয়ে পরম্পরা ও পর্য্যায়ক্রমে এসে উপস্থিত হয়, ততই সে হয় ঋষি, প্রজ্ঞাবান, man of wisdom.

এই প্রিয়-পরমে নিষ্ঠা, ভালবাসা বা টান—যা' তাঁ'র সেবায় আত্মপ্রসাদী

আর্য্যদলিলে এই নাদ বা শব্দের একটি পারম্পর্য্য বৈজ্ঞানিক স্তর-বিন্যাসের মত উক্ত রহিয়াছে—

"আমূর্দ্ধং বর্ত্ততে নাদো বীণাদণ্ডবদুত্থিতঃ।
শঙ্খধ্বনিনিভস্ত্বাদৌ মধ্যে মেঘধ্বনির্যথা ॥
ব্যোমরন্ধ্রগতে নাদে গিরিপ্রস্রবণং যথা।
নাদোৎপত্তিস্ত্বনৈনৈব শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভা ॥" —যোগিযাজ্ঞবল্ক্যম্।

আরো কত রহিয়াছে—

"মূলাধারেঽস্তি যৎ পদ্মং চতুর্দ্দলসমন্বিতং।
তন্মধ্যে বাগ্‌ভবং বীজং বিস্ফুরন্তং তড়িৎপ্রভম্ ॥
হৃদয়ে কামবীজন্তু বন্ধুককুসুমপ্রভম্।
আজ্ঞারবিন্দে শক্ত্যাখ্যং চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্ ॥" —শিবসংহিতা।

* এতদ্ভিন্ন বেদে রহিয়াছে—

"শব্দ এব ব্রহ্ম। জ্যোতিরেব ব্রহ্ম।"

ভারতের ঋষিগণ সকলেই এই অনাহত নাদ বা আওয়াজ ও জ্যোতিঃ বা নূর সন্দর্শন করিতেন। হিন্দু-মুসলমান-ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমন্বয়-সাধক মহাত্মা কবীর সাহেবও এই শব্দ ও নূর অনুভব করিতেন—

সন্দীপনাময়ী তৃপ্তিকে এনে দেয়—যা'র যত যেমনতর—বোধও তা'র তেমনতর,—চিন্তা, বিচার, ভাবনা ইত্যাদিও তা'র সেই মাফিক,—নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধানও তা'র তত সম্যক্।

তাহ'লেই এই টান থেকেই স্নায়ুপথে combustion সৃষ্টি হ'য়ে তা'কে তীক্ষ্ণ, সাড়াগ্রহণক্ষম ও স্থিতিস্থাপক ক'রে তোলে, বোধ-ভাবনা-বিচারে

"গীত বিয়াপিত গায়নহারা।
সবকে নিকট দূর সবহীতেঁ
জিন জৈসা মন কীন্হ বিচারা॥
সার রাগকো কো জো জন পায়ে
সো নহি করত নেম আচারা।
কহৈ কবীর শুনো ভাই সাধো
শব্দ গহৈ সো প্যার হমারা।"

আবার আছে—

"বাজত তাল মৃদঙ্গ ঝাঁফ ডফ
অনাহত ধুনকৈ ঘন ঘোরী।
আয়ত রাগ সবৈ অনুরাগী
সার সুর অন্তর মোরী॥"
"পিয়াক সুর লৌলায়
অগোচর ঘর কিয়ো।
শব্দ উঠে ঝনকার
অলখ তহঁ লখি লিয়ো।"
"তূহী বাজৈ তূহ গাজৈ
তূহী লিয়ে কর ডোলৈ।
এক শব্দমে রাগ ছতী সৌ
অনহদ বাণী বোলৈ॥"
"ঝিলমিল জোত লখে মোর বালম
উনমুনি ঘরকে বাসা॥"
"চংদা ঝলকৈ য়হি ঘট মাহি। অংধী আখন সুঝৈ নাহী॥
ইহ ঘট গাজৈ অনহদ তূর।"
"সূনি অহদকী বাণী লো।
তাহি চীন্হ হম ভয়ে বৈরাগী
পরিহর কুল কী কানী লো॥" —মহাত্মা কবীর।

নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্য-সমাধান-সমন্বিত বিবেকের সৃষ্টি করে—যা'র অভিব্যক্তি শব্দ ও আলো। মানুষ যা' তা'র ভিতরে অনুভব করে—তা'ই হ'চ্ছে সে যতখানিতে elated বা সংবর্দ্ধিত হ'য়েছে তা'রই ক্রম-নির্দ্দেশক অভিব্যক্তি—আর তিনিই হ'চ্ছেন মানুষের কাছে সেই পথ, যাঁ'র অনুসরণ ও অনুগমনে আমরা তাঁ'কে ও তাঁ'র সেই অবস্থাকে both physically and psychically approach ক'রে পেতে পারি—আমাদের অনুপাতিক রকমের ভিতর-দিয়ে।

তাহ'লেই দেখুন,—নিরাকার খোদাও ঈশ্বরের অভিব্যক্তি হ'য়ে থাকে এই মানুষের ভিতর-দিয়ে বিশিষ্ট রকমের নূর ও আওয়াজের উপলব্ধিতে, কোষগুলির elasticity ও receptivity-র ভিতর-দিয়ে—যা' হওয়ার ফলে মানুষ অমনতর দর্শন, প্রজ্ঞা ও কর্ম্মে অভিষিক্ত হ'য়ে থাকে। তাই অনেকে বলেন, খোদাকে দেখতে পাওয়া যায় না—তাঁ'র নূর ও আওয়াজকে উপলব্ধি করা যেতে পারে তাঁ'র কৃপা হ'লে।*

আর, ফেরেস্তার ভিতর-দিয়ে তাঁ'র সাথে কথাবার্ত্তার আদান-প্রদান হয়।† এই ফেরেস্তাই হ'চ্ছে, অটুট ও আপ্রাণ ইষ্টপ্রাণতায় গাঁথা ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠার

---

* আর্য্যঋষিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত সকলেই অনাহত নাদ বা আওয়াজ ওঁকার ও জ্যোতি অনুভব করিয়াছেন।

হজরত যীশুর কথা বলিতেছেন—

"In the beginning there was Word, Word was God, Word was with God."

—St. John's Gospel.

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে—These are perceptions of light and sound due to auto-stimulation of the auditory and optic centres in the cerebrum in the wake of extreme concentration.

বাইবেলেও আছে—

"And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting, and there appeared unto them cloven tongues like as of fire."

—The Acts. Ch. II, 2 & 3

† "একদা হজরত ঐ গুহায় অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় হক্ (সত্য) তাঁহার নিকটে আগমন করিল। অতঃপর তাঁহার নিকট ফেরেশতা আসিলেন এবং বলিলেন, 'পাঠ কর।' হজরত

ঝোঁকের সম্বেগোদ্দীপ্ত চলায়মান বৃত্তিনিচয়—যা'-নাকি মস্তিষ্কে বিশেষভাবে বিন্যস্ত হ'য়ে, elasticity ও receptivity-তে উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে, তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্মসাড়াগ্রাহী বোধ ও চিন্তায় নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্য-সমাধানে ত্রস্ত, দক্ষ, ক্ষিপ্র, বিবেক ও বিচার-উদ্দীপ্ত প্রকৃতি হ'য়ে সংন্যস্ত থাকে—সেই বৃত্তি-উদ্ভাবনী প্রজ্ঞা-সমন্বিত দর্শন। ফেরেস্তা ও Angel একই কথা বোধ হয়। Angel কথার মানে হ'চ্ছে messenger—অর্থাৎ impulse-কে carry ক'রে, উদ্দীপ্ত হ'য়ে অন্তঃকরণে যা' ভাব, বাক্, ও কর্ম্মের সৃষ্টি করে। অনেকে দৈববাণী, প্রত্যাদেশ ইত্যাদি শুনতে পান,—তা-ও অনেকটা ঐ-রকমের ঐ বৃত্তিগুলির ভিতর যেমনতর দর্শন, ভাব ইত্যাদি—আবহাওয়া ও environment-এর impulse-এর ভিতর-দিয়ে conceived হ'য়ে আছে—সেই দর্শন, ভাব, বাক্ ও কর্ম্মের রকমের ভিতর-দিয়ে খোদার সাথে বা কোন প্রেষ্ঠের সাথে communicated হ'য়ে থাকে ; আর ঐ impulse-এর প্রেরণা—বৃত্তিতে যা'র যেমনতর conceived, সেই মাফিক রূপ, atmosphere ও environment সৃষ্টি ক'রে ঐ নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধানের ভিতর-দিয়ে তা'র অন্তরে বিশিষ্ট প্রজ্ঞায় তেমনতরই

বলিয়াছেন, 'আমি বলিলাম—আমি পড়াশুনা জানি না।' তখন তিনি (ফেরেশতা) আমাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন, পরে ছাড়িয়া দিয়া আবার বলিলেন, 'পাঠ কর'।"

'মোস্তাফা-চরিত'
—মৌলানা আক্‌রাম খাঁ

উহাতে আরো আছে—

"অহি (inspiration), ফেরেশ্‌তা, মে'রাজ ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া দেখাইব যে উহাতে অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছুই নাই, বরং উহা প্রত্যক্ষ ও অবিসম্বাদিত বৈজ্ঞানিক সত্য।"

এই উক্তিতে এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে শ্রীশ্রীঠাকুর উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন।

মৌলানা সাহেব 'মোস্তাফা-চরিতে' আরও বলিতেছেন—

"স্বাধীন চিন্তা, ভাবুকতা ও আত্মার আলোক দ্বারা এখানে উপনীত হইতে হয়। এই স্তরে উপনীত হইতে পারিলে বিশ্বাস জ্ঞানে পরিণত হয়, তখন আর কোন শঙ্কা বা সন্দেহ থাকে না। মনস্তত্ত্বের সহিত যোগের কি গভীর সম্বন্ধ, নির্লিপ্ত ও অনাবিল ভাবুকতার সহিত পরমার্থ জ্ঞানের যে কি অভেদ্য বাধ্যবাধকতা—কোর-আণের এই প্রথম আয়াতে মানবকে তাহা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।"

communicating agent-এর সৃজন ক'রে থাকে। দেবদূত, জেব্রাইল, ফেরেস্তা, angel, dove, হংস ইত্যাদি যা'-কিছু সবই হ'চ্ছে ঐ বৃত্তি-উদ্ভাবিত, দেশকালপাত্রভেদে সংস্কার-রঞ্জিত communicator*—এই হ'চ্ছে মরকোচ্ যা' আমি বুঝতে পেরেছি।

প্রশ্ন। হাদীসে আছে, হজরত রসুল একদিন বলেছিলেন—"অনতিবিলম্বে মানবগণের উপর এক সময় আসিবে—যখন ইসলামের শুধু নাম ব্যতীত আর কিছু থাকিবে না, কোরাণের শুধু একটি চিহ্ন ব্যতীত কিছু থাকিবে না, মস্‌জেদসমূহ দালানে পর্য্যবসিত হইবে, উহার সুপথ-প্রদর্শন বিনষ্ট হইবে, উহাদের আলেমগণ আকাশের নীচে সৃষ্টজগতের নিকৃষ্ট জীব হইবে, তাহাদের মধ্য হইতে

---

* কাঁহাকেও ফেরেশ্‌তা আসিয়া দেখা দেন, কাঁহাকেও দেবদূত আসিয়া দেখা দেন, আবার কাহাকেও মা কালী আসিয়া দেখা দেন, কাহাকেও angels আসিয়া দেখা দেয়। Socrates-কে Voice of God আসিয়া বলিয়া যাইত, অনেক সাধুমহাত্মাদিগের নিকট দৈববাণী হয়। এই দৈববাণী বা revelations-এর আবার বিভিন্ন ক্রম ও স্তর রহিয়াছে। যে-ঋষি যে-শব্দ ও জ্যোতিস্তরে পৌঁছিয়াছেন, তাঁহার নিকট সেই স্তরানুপাতিক প্রত্যাদেশ আসে। তাই খৃষ্টানরা কহেন—

"There are different orders of revelations."

Bible-এ St. John-এর Revelation-এ রহিয়াছে—

"I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice, as of a trumpet—saying, I am Alpha and Omega, the first and the last......and I turn to see the voice that spake with me, and being turned I saw seven golden candle sticks."

—The Revelation of St. John the Divine, Ch. I, 10-12

এই রকমে St. John তাঁহার সংস্কারানুযায়ী কত কত angel, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, ভেরী-নিনাদ ও বজ্রধ্বনি শুনিয়াছেন ও দেখিয়াছেন—তাহা "Book of Revelation"এ নিবদ্ধ রহিয়াছে।

আমাদের সংস্কারানুযায়ী কেমন করিয়া আমরা নানাবিধ Communicator লাভ করি তদ্বিষয়ে মনোবিজ্ঞানবিৎ William James তাঁহার "Varieties of Religious Experience" পুস্তকে সুনিপুণভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

আসল কথা, ঐ নূর আর ঐ আওয়াজ। উহারা আমাদের স্নায়ুবিধানের উৎকর্ষ ও Stimulation-এরই indication. আর আমাদের আবাল্য সংস্কার ও পারিপার্শ্বিক সংঘাত-জনিত যেরূপ ছাপ মস্তিষ্কে মুদ্রিত হইয়া থাকে তদনুরূপভাবে নানাবিধ angel, দেবমূর্ত্তি, ফেরেশ্‌তা, মা কালী প্রভৃতি তত্ত্ববাহকরূপে সন্দর্শন করিয়া থাকি। ইহাই মনোবিজ্ঞানানুমত সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য।

ধর্ম্মদ্রোহিতা নির্গত হইবে, আর তাহাদের উপর উহা প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।" হজরত তো আমাদের মতে শেষ নবী—তবে তিনি আবার এমনতর অবনতির কথা ব'লে যান· কেমন-ক'রে ? ঐ যেমন দুরবস্থার কথা তিনি ব'লে গেছেন, তাঁ'রই মত প্রেরিত-ছাড়া তো ঐ অবস্থা হ'তে মানুষকে কেহই উদ্ধার করতে পারে না ? আর, বর্ত্তমানে ইসলামের অবস্থা তো প্রায় অমনতরই হ'য়েছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমি যা' বুঝি তা'তে তিনি শেষ সমন্বয়কর্ত্তা, অনুবৃত্তি-কর্ত্তা।* খোদার সৃষ্টিপ্রবাহ সেই থেকে এখনও চলছেই, চলবার আশাও আছে। আর হজরত রসুলের ওখানেই খতম হ'য়ে যাবে—এ ভাবনাও আমার কাছে একটা ঘোর বেকুবী বেসম্মানী ব্যাপার—তা' খোদাতায়াল্লার নিকটও, প্রেরিত পয়গম্বর হজরত রসুলের কাছেও !

খোদার সৃষ্টিপ্রবাহ চলবেই, কিন্তু তাঁ'রই প্রেরিত হজরত রসুলের পরিবেশনী-ভাণ্ড ওখান থেকেই নিঃশেষ হ'য়ে গেছে—এ যেন ভাবতেও ইচ্ছা করে না ! এ চিন্তা হজরত রসুলকেও যেমন খতম করে, খোদাকেও সঙ্গে-সঙ্গে তেমনি খতম ক'রে তোলে ! যে-চিন্তা খোদা ও রসুলকে কোথাও কোন-রকমে খতমে নিরুদ্ধ ও নিঃশেষ করতে চায় সেটা নিতান্তই বে-ইসলামিক ব'লে মনে হয়। দুনিয়ায় এ-পর্য্যন্ত কোথাও দেখা যায়নি—কেউ তা'র প্রিয়তমকে কোথাও সীমাবদ্ধ ক'রে সে খতম হবে, নিঃশেষ হবে এমনতর চিন্তারও স্থান দিতে ভালবাসে ; আর, এতে এমনতর একটা দোষ এসে উপস্থিত হয়, মুসলমান-জগৎ further elating elevation থেকে যেন হজরত রসুল হ'তেই খতম হ'য়ে গেছে,—আর, হজরত রসুলও যতটুকু পরিবেষণ ক'রেছেন ততটুকুই—এ চিন্তাও যেন আমার কাছে হারাম ব'লে মনে হয়।

---

* "হজরত বলিয়াছেন—সমস্ত সুনীতিকে পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ও যাবতীয় সৎকর্ম্মের পূর্ণতা-সাধনের জন্য আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।"

(জ্বাবের মেশ্‌কাত)

"সদাচার ও সুনীতি সকলকে পূর্ণ পরিণত করার একমাত্র উদ্দেশ্যে আমি প্রেরিত হইয়াছি।"

(আবু হোরায়রা—মেশ্‌কাত)

আর, ওর পাঠ যদি খাতেম না হ'য়ে খতমই হয়* তাহ'লেও আমার সহজ জ্ঞানে এই বুঝি—রসুল আর হজরত মহম্মদ-প্রতীকে আবির্ভূত হবেন না। যেমন খোদার প্রাকৃতিক বিধিই দেখতে পাই—যে বা যিনি গত হন, ঠিক সে বা তিনি আর ফিরে ঠিক তেমনতর হ'য়ে দুনিয়ার বুকে গজিয়ে ওঠেন না। তাই ব'লে খোদার প্রেরণা-প্রতীকতা নিস্তব্ধ হ'য়ে থেমে যেয়ে থাকে না। আর, তাই-ই আমরা হজরত রসুলের শ্রীমুখনিঃসৃত কোরাণ-বাণীতেও দেখতে পাই—তিনি পরবর্ত্তীদের বিষয় যা'-যা' ব'লেছেন তা'র চেয়ে প্রাঞ্জল সাক্ষ্য আর কী হ'তে পারে ?

তাই যদি না হবে হজরত রসুল কেন তবে "আমি তোমাদিগকে আল্লাকে ভয় করার জন্য আর আমার পরবর্ত্তীকে শ্রবণ করা ও মানার জন্য উপদেশ দিচ্ছি—এমন-কি যদিও সে হাবসী ক্রীতদাসও হয়"—এই বাণীর ঘোষণা করলেন ?† তিনি তো আর আমাদের মত বেকুব পণ্ডিত ছিলেন না ? আর কী

---

* হজরত মোহাম্মদ-প্রতীকে আর তিনি আবির্ভূত না হ'লেও জগতে প্রত্যাদেশ বা Revelations থেমে যাবে না—ইহা এসলামেরই বিধি। যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হবে, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হবে—তখনই তাঁহারই বিধির নূতন সমন্বয়-সাধন ও জীবনদান করিতে খোদার প্রেরণা আবার নরপ্রতীকে প্রেরিত হবেন।

কারণ, কোরাণেই রহিয়াছে—

سنة الله التى قد خلت من قبل - ولن تجد لسنة الله تبديلا *

"ঈশ্বরের সেই নিয়ম যাহা ইতিপূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। এবং তুমি ঐশ্বরিক নিয়মের কখনও কোন পরিবর্ত্তন পাইবে না।"

(কোরাণ—সুরা ফৎহ্, ২৩ র, ৩)

"প্রেরিত এসেছিলেন, প্রেরিত আসবেন, প্রেরিত জয়যুক্ত হবেন—ইহাই ঈশ্বরের চিরন্তন নিয়ম ও বিধি।"

(তফসীর হোসেনী)

ولن تجد لسنة الله تبديلا *

"ঈশ্বরের নীতিতে তুমি পরিবর্ত্তন পাইবে না।" (কোর-আণ—সুরা আহজাব ৬২ র, ৮)

† হাদিসে এই উক্তিটি রহিয়াছে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অনেকে হয়ত ইহার ব্যাখ্যা

ব'ল্লে কী বোঝা যায় তাও তিনি বুঝতে পারতেন না এমনতরও নয়কো ! আর শব্দগুলিকে উদ্দেশ্য-মাফিক অর্থ করার উদ্‌গ্রীব পাকে পাকান দড়ি নাকে বেঁধে টেনে কোথায় নিয়ে পৌঁছান যায়—কিরকমে—তাও যে বুঝতে পারতেন না, তাও ভাবা যায় না ! তবে কেন তিনি আর এক বাণীতে মুসলমানেরা একদিন কী অবস্থায় পরিণত হবে তা'র একটা বিবৃতি দিয়ে—যা' আপনি প্রশ্নের ভিতর উল্লেখ ক'রেছেন—তা' প্রকাশ ক'রে ব'লেছেন ?

তা'হলে তিনি কি মুসলমান-জগৎকে ঐ পরিণতিতেই খতম ক'রে দিয়েছেন ? এ ভাবাটা কি পাগলামী নয়কো ? আর মুসলমানদের যদি শেষ পরিণতি ঐ হবে—হজরত আর প্রেরিত হ'য়ে ব্যক্ত-জীবনে তেমনি আরো আলিঙ্গনে মানুষ ও মুসলমানদিগকে তুলে' নেবেন না—বাঁচা-বাড়াকে উদ্বুদ্ধ ক'রে আর অমৃত-নিয়ন্ত্রণে অভিষিক্ত ক'রে দেবেন না ? যতটুকু যা' দিয়ে গেছেন খোদার তহবিল থেকে তিনি এনে—সেই শেষ ! খোদার তহবিল থেকে প্রেরিতের মারফৎ জীবন-বৃদ্ধি জাহান্নম-শায়ী হ'লেও আর সে অমৃত-মন্ত্র কাউকে অমরণে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবে না—এও কি একটা কথা ? এ-কথা তো মানুষের জীবন-বৃদ্ধির অমৃত-চলনার অনন্ত-পথের খতম-করা কথা—কেমন তা' নয় কি ?

তিনি জানতেন, মানুষ আজ যা' তাঁ'র কাছে পেল—তাঁ'র প্রতি তাঁ'র নিয়ন্ত্রণে জীবন ও বৃদ্ধিতে সমৃদ্ধ হ'য়ে বা হওয়ার আশায় মানুষ যেমনতর উন্নত-চলনায় চলতে সুরু ক'রে দিলে—মানুষের মস্তিষ্ক তখন যা' ধরতে পারে তা'র মাফিক ক'রে তিনি যা' ব'লেছেন, তিনি যা' দিয়েছেন—যা'র ফলে তাঁ'তে

দেন—এই পরবর্ত্তী হইতেছেন আমীর বা খলিফাগণ। কিন্তু হজরত রসুলের পরবর্ত্তী যিনি, তিনি খোদারই প্রেরিত হইবেন তো ? আর পূর্ব্ববর্ত্তীকে অধিকার করিয়াই পরবর্ত্তীর আবির্ভাব। এই প্রেরণা-প্রতীকতা খোদার। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্—তাঁ'র সর্ব্বশক্তিমত্তা কি চলিয়া যাইবে ? সৃজন ও বর্দ্ধনের খোদ বা মূলবিধি এই প্রেরণা-প্রতীকতা, জগদ্বিবর্ত্তনের এই fundamental principle কি কখনও অপসারিত, বিলুপ্ত হইতে পারে ?

কোরাণেও আছে—"ঈশ্বরের সৃষ্টির পরিবর্ত্তন হয় না, ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম, কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য বুঝিতেছে না।" (সুরা রুম ৩০ র, ৪)

সবাই অটুট ও আপ্রাণ হ'য়ে আবেগোন্মুখ উদ্গ্রীব আসক্তিতে আসক্ত ও নিয়োজিত হ'য়েছিল—অনেকেরই বৃত্তিগুলি তা'-হতে পূরণ ও পোষণ পেতে-পেতে উন্নত উপভোগের উল্লম্ফনে তঁৎস্বার্থ ও তঁৎপ্রতিষ্ঠাপরায়ণ হ'য়ে ইস্লামের জয়গানে ভর-দুনিয়াটা মুখরিত ক'রে তুলেছিল, তাঁ'র তিরোধানে কিছুদিন আরো হ'য়ে উন্নত-চলনে চলবে মানুষ। তারপরই মানুষের বৃত্তিগুলি পাবে না উন্নত পূরণ ও উন্নত পোষণের ভিতর-দিয়ে উন্নত উপভোগ ও তা'র উন্মাদনা। তখন বৃত্তিগুলি তা'দের শ্রেষ্ঠহারা হ'য়ে আপন-আপন উপভোগী খোরাক আহরণের জন্য ব্যক্তিকে আবিষ্ট ক'রে তা'র চাহিদার মতনই তা'কে ক'রে তুলবে। তখন তাঁ'র বাণীগুলি হবে বৃত্তিপ্রাধান্যের অন্তরায়—তখন ঐ বৃত্তিসম্বেগী আবিষ্ট মানুষ তাঁ'র বাণীগুলিকে বিকৃত ক'রে, বৃত্তি-উপভোগের সহায়ক ও সমর্থক ক'রে নিয়ে বৃত্তিরই সামর্থ্যবৃদ্ধি করতে থাকবে। ফলে, আসবে ইষ্টপ্রাণতার জায়গায় বৃত্তিপ্রাণতা—আর তা'-থেকেই, তিনি মুসলমানদের যে পরিণতির কথা ঐ-বাণীতে প্রকাশ ক'রেছেন, তা'র বাস্তবতা উপস্থিত হবে।

সেইজন্যই মানুষকে আশা-ভরসায় উদ্দীপ্ত ক'রে, সংস্কারাবদ্ধ হ'য়ে, বৃত্তিপরায়ণতার খোরাক-সরবরাহীরূপে বিকৃত করা হজরত-বাণীকে হজরত রসুলেরই দোহাই দিয়ে অনুসরণ না ক'রে পরবর্ত্তী প্রেরিতের অনুসরণ করার মানসে তিনি ঘোষণা করলেন, "আমি আমার পরবর্ত্তীকে শ্রবণ করার ও মানিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতেছি—এমন-কি যদিও সে হাবসী ক্রীতদাসও হয়!" দেখুন, কেমন পরিষ্কার, কেমন উদার, কত সুন্দর আশার বাণী! মুসলমানদের দুর্দ্দশা অমনতর হবে তা' জেনেও তিনি তা'দিগকে ঐ দুর্দ্দশায়ই কায়েম ক'রে রেখে গেলেন—এও কি হয়?

মানুষ যখন অমনতর দুর্দ্দশার চরম অবস্থায় এসে জীবন ও বৃদ্ধির পথে নাজেহাল হ'তে থাকে, তা'র আকুল-উৎক্ষিপ্ত মরণান্ধকার-মথিত বাঁচা-বাড়ার আকৃতি নির্ব্বাক নিস্তব্ধ-বেদনার বিরাট ঝঙ্কারে দিগ্‌বলয় ঝাঁঝিয়ে প্রকৃতিকে নাড়া দিতে-দিতে খোদার সিংহাসন আত্মনিবেদনে কাঁপিয়ে তোলে,—তা'রই প্রেরণায়

প্রকৃতিই* তখন আপন চাহিদার আকুল আকর্ষণোন্মত্ততার ভিতর-দিয়ে পরিমিত ক'রে দেয় মহান্ প্রেরিত পুরুষোত্তমের ব্যক্ততাকে—আর, তিনিই হন সেই দুরপনেয় দুর্দ্দশার উদ্ধাতা, আর আরোতরের পরম-উদ্গাতা ! এ তিনি ভালভাবেই জানতেন, আর জানতেন ব'লেই তাঁর প্রেরণা থেকে ঐ জাতীয় সমস্ত আশার বাণী কত রকমের ঝাঁক ধ'রে যে নিঃসৃত হ'য়েছে, তা' একটু চিন্তা ক'রে দেখলেই সবাই সহজেই বুঝতে পারবে !

প্রশ্ন। আমাদের শাস্ত্রে আছে—নামাজ, রোজা করলেই লোক পরকালে বেহেস্তি হয় ; কিন্তু দেখা যায়, যে-লোক আজীবন নামাজ পড়ে, রোজা রাখে—তা'রও তো কামক্রোধাদি রিপু পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। এরূপ লোক কি বেহেস্তি হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রথমতঃ হ'চ্ছে কামেলপীরকে অবলম্বন ও শ্রদ্ধাবনতহৃদয়ে তাঁ'র নির্দ্দেশ-মাফিক নিজেকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে প্রেরিত হজরত রসুল—যাঁ'কে তিনি ভাব, ভাষা, আচার, ব্যবহার, আদব, কায়দা, সেবা, সম্বর্দ্ধনার ভিতর-দিয়ে আমার কাছে বহন ক'রে এনেছেন—তাঁ'র প্রতি অটুট আপ্রাণতার সহিত অনুরক্তিতে আকৃষ্ট হ'য়ে† বিধি-মাফিক বোধের সহিত নামাজ ও রোজা করলে প্রথমতঃ মানুষ

---

* তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় রহিয়াছে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥"
"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"
"প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥"
"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥"

বাইবেলগ্রন্থেও আছে, যীশু বলিতেছেন—

"I shall come again."

† "পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ, জুমার নামাজ, এক রমজান হইতে অন্য রমজান মধ্যস্থিত যাবতীয় মহাপাপের বিনিময় হয়।" (হাদিস—মুসলিম)

অবনতি হ'তে রক্ষা পেতে থাকে। তারপর, ইষ্টানুরক্তির অনুধাবনে যতই আমাদের বৈধানিক কোষের স্থিতি-স্থাপকতা এবং সাড়াপ্রবণতা বাড়তে থাকে, ততই আমাদের বোধ ও বিবেচনার পাল্লাও বাড়তে থাকে ; আর, এই বাড়ার সাথে-সাথে অনুসন্ধিৎসার বিকিরণী দ্যোতনাও প্রিয়পরমকে তৃপ্ত ও সন্দীপ্ত করার উপভোগ আত্মপ্রসাদের আকাঙ্ক্ষায় চিন্তা-চলনের নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্য-সমাধানের ভিতর-দিয়ে প্রজ্ঞারূঢ় হ'য়ে থাকে,—উন্নত পন্থা, উন্নত চলনা আরোতরের জন্য আকুল উদ্‌গ্রীবতায় অনুসন্ধিৎসা-সম্বেগী হ'য়ে আহরণ করতে থাকে। এমনি-ক'রেই বাঁচা-বাড়ার ক্রম-সম্বর্দ্ধনে মানুষ উন্নত হ'য়ে আরোতরে উন্নতির দিকে চলতে থাকে।

বিধি-মাফিক রোজায় মানুষকে তা'র আহার-বিহার, চাল-চলনের দরুণ প্রায়-সম্ভবী যে বিষাক্ততা বিধানে জমায়েত হয়, তাহাকে শোষণ ও নিঃস্রাবে বের ক'রে দিয়ে বৈধানিক কোষগুলিকে সুস্থ ও স্বস্থ ক'রে দিয়ে নবীন উদ্যমের সৃষ্টি ক'রে থাকে। রোজা বা উপবাস এই জন্য বিধিমাফিক-ভাবে প্রায় সব ধর্ম্মমতেই অপরিহার্য্য।

মানুষ নমাজের ভিতর-দিয়ে চিন্তায় ও চলনে এমনতর impetus পায় যা'তে বৈধানিক কোষগুলি ঐ tension-এ নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে একটা

"যে মুসলমান বান্দা খোদার সন্তুষ্টিলাভের জন্য নামাজ পড়ে, তাহার নিকট হইতে পাপগুলি এইরূপভাবে ঝরিয়া পড়ে যেরূপ এই গাছটি হইতে পাতাগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে।" (মেশকাত শরীফ)

"নামাজ যাহাকে অসৎকার্য্য হইতে বিরত রাখে না, তাহার নামাজ নামাজই নহে—কারণ উহা তাহাকে খোদার নিকট হইতে দূরে রাখে।" (হাদিস)

"ঈশ্বরপ্রেরিত মোহাম্মদ বলিয়াছেন—কোন ব্যক্তি নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ ও আর সমুদয় সৎকার্য্য করিলেও ভক্তির অনুপাত ব্যতীত পুরস্কৃত হইবে না।"

—Islamic Review

"কোর-আণ বলেন, তোমার মুখ পূর্ব্বদিকে বা পশ্চিমদিকে ফিরাইলেই ধর্ম্ম হয় না, কিন্তু কেবল ঈশ্বরে বিশ্বাস ও সৎকার্য্য করিলে হয়।"

—Spirit of Islam, p. 133.

পরিবর্ত্তন-সামঞ্জস্য এনে দেয়—যা'তে-নাকি মানুষ ক্রমে-ক্রমে সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর বোধগুলিকে অনায়াসে ধ'রে তা'র নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্য-সমাধান ক'রে বস্তু ও বিষয়-সমূহের বাস্তব-রূপনির্ণয়ে, প্রজ্ঞায় সমারূঢ় হ'য়ে, ক্রম-উন্নত চলনায় ও উপভোগে নিজেকে নিরন্তর ক'রে তুলতে পারে। দেখা যায়, প্রার্থনার ভিতর-দিয়ে যা'রা অন্ততঃ সহজ-বিশ্বাসী, তা'দের কত যে দুরারোগ্য শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি আরোগ্য হ'য়ে, আরো উন্নত-চলনায় নিয়োজিত হ'য়েছে তা'র ইয়ত্তা নেই। আর সেই জন্যই সবের ভিতরই নামাজ, রোজার অত প্রাধান্য—এই যা' বুঝি!*

বেহেস্ত কা'কে বলে তা' তো আগেই ব'লেছি—আর কামক্রোধাদি সবারই আছে। যা'রা নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, কামক্রোধাদির প্রলোভন-মাফিক—তা'রাই হীন বৃত্তিস্বার্থপর হ'য়ে নিজেকে ক্রমে ছোট করতে-করতে মরণ-নিঃশেষের বিশেষ চলনায় চলতে থাকে ; আর, কামক্রোধাদি যা'দের অটুট ও আপ্রাণ ইষ্টপ্রাণতার মুগ্ধ সন্দীপনায় তাঁ'রই স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার জন্য আকুল উদ্‌গ্রীবতায় অনুসন্ধিৎসার সহিত প্রেষ্ঠের পূরণ ও পোষণ-মানসে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চলতে থাকে, সেই বৃত্তিগুলি তো মানুষকে নিত্য-নবীন উপভোগে উন্নত-সর্ব্বর্দ্ধনায় উদ্দীপ্ত করতে-করতে অনন্ত চলনার অমৃতযাত্রী ক'রে নিরন্তরতায় চালাতে থাকে—আর মানুষ চায়ও তাই-ই। হজরতে অটুট ও আপ্রাণ—যাঁরা নামাজ, রোজায় অনুরক্ত—তাঁ'দের সহিত আর বাতকে বাত নামাজ-রোজাকারীদের সহিত এই যা' ফারাক্ ;† আর, হজরত রসুল ও তাঁ'র

---

* "যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সহিত ও পুণ্যলাভের আশায় রমজানের রোজা পালন করে তাহার অতীত পাপ মাফ হয় এবং যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সহিত ও পুণ্যলাভের আশায় রমজানের মাসে নামাজে দাঁড়াইয়া থাকে তাহার অতীত পাপ মাফ হয়।" (হাদিস—শায়খান)

আর্য্য-দলিলেও এই প্রার্থনা, সন্ধ্যা-বন্দনা ও উপবাস-ব্রতের বহু বিধি রহিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

† "যে ব্যক্তি রোজা রাখিয়া মিথ্যা কথা বা কুকার্য্য ত্যাগ করে না, সে পানাহার ত্যাগ করিয়াছে কিনা আল্লাহ তাহার সংবাদ রাখা আবশ্যক বোধ করেন না।"

(বুখারী, আঃ দায়ুদ ও তিরমিজি)

নিদেশ-অনুপাতী নামাজ-রোজার ধারও ধারে না অথচ মুসলমান—তা'দের কথা তো আর বলবারই নয়কো।†

প্রশ্ন। হাদীসে আছে, হজরত রসুল ব'লেছেন, "সম্ভবপর হ'লে তুমি আপন স্ত্রী ও কন্যা ব্যতীত কাহারও চুল পর্য্যন্ত তোমার দৃষ্টিতে এনো না।" আরো ব'লেছেন, "তোমরা কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে একলা দেখা করতে যাবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা'র নিকট-আত্মীয় সঙ্গে না থাকে।"* যা'দের আদর্শ এমনতর, সেই মুসলমানদের ভিতর ব্যভিচার ঢুকল কেমন-ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আচারকে উদ্দীপ্ত করে প্রেষ্ঠে আপ্রাণ অনুরক্তি। ঐ আপ্রাণ অনুরক্তি যেখানে যেমনতর প্রেষ্ঠের নিদেশগুলি মেনে চলবার আত্মপ্রসাদী

"হিজরীর দ্বিতীয় সনে রমজানের রোজা ফরজ হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। এই রোজা এসলামের একটা মহত্তম ব্রত এবং শ্রেষ্ঠতম সাধনা। এই ব্রতকে কোর-আণে 'ছিয়াম' নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। ইহার অর্থ—আত্মসংবরণ বা আত্মসংযম। শরীরের সকলপ্রকার গ্লানি এবং মনের সকলপ্রকার পাপবৃত্তিকে শাসিত ও সংযত করিয়া লওয়ার জন্য, দীর্ঘ ত্রিশ দিবারাত্রি ব্যাপিয়া মুসলমানকে এই ব্রত পালন করিতে হয়। ক্রোধ, হিংসা, মিথ্যাকাজ, মিথ্যাকথা এবং ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত বা ছোব্‌হে ছাঁদেক্ হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পানভোজনাদি দ্বারা এই ব্রত ভঙ্গ হইয়া যায়। এমন-কি এই ব্রতকালে কেহ গালাগালি দিলে বা প্রহার করিলেও সাধক তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিবে না—ইহা শাস্ত্রের অলঙ্ঘনীয় বিধি।"

"মোস্তাফা-চরিত," পৃঃ ৫৫৫—মৌলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ

কোথায় হজরত রসুলের বিধান—আর কোথায় প্রবৃত্তিমুখী মুসলমান আমরা—আজ তাঁহার বিধানকে কালিমালিপ্ত করিতেছি!

† و ذر الذين اتخذوا دينهم لعباً و لهواً و غرتهم الحيوة الد
نيا و ذكر به أن تبسل نفس بماكسبت *

"যাহারা আপনাদিগের ধর্ম্মকে একটা খেলার জিনিস বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে এবং পৃথিবীর এই অকিঞ্চিৎকর জীবন যাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে—তাহাদিগকে তুমি ত্যাগ কর, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি আপন কর্ম্মফলের জন্য বিপদগ্রস্ত হইবে, ইহা তাহাদিগকে কোরাণের উপদেশ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।"

(কোর-আণ—সুরা এনাম ৭০ র, ৮)

* হাদিস আদবুল মোফরাদ ও বোখারীতে আছে।

উন্মাদনাও সেখানে তেমনতর। আর, বৃত্তিপরায়ণতা যখন প্রিয়পরমের চাহিদাগুলিকে মোচড় দিয়ে, তাঁ'র দোহাই দিয়ে বৃত্তির খোরাক-মাফিক চলনায় চলন-প্রয়াসী হয়, তখনই ব্যভিচার অট্টহাস্যে লোলুপদৃষ্টিতে এক-পা, আধ-পা ক'রে এগুতে থাকে ; আর এমনতর যেখানে, অবস্থাও সেখানে তেমনতর।†

প্রশ্ন। হাদিসে আছে—হজরত রসুল বলিয়াছেন, "যে-ব্যক্তি ধনসম্পদ ভালবাসে না তা'র কল্যাণ নাই।"* কিন্তু হিন্দুরা তো বলেন, "অর্থমনর্থং ভাবয়

---

† "শের্কের পর ব্যভিচার অপেক্ষা গর্হিত পাপ আর নাই। নর-নারীর অবৈধ সম্মিলনের নামই ব্যভিচার।"

'হাদীছের আলো'
—মৌলবী মোহাম্মদ আজাহার উদ্দীন, এম-এ

"একমাত্র ব্যভিচার সত্তর বৎসরের এবাদত ধ্বংস করে।"

(হাদিস)

"যখন মানুষ ব্যভিচার করে, তখন ঈমান তাহাকে ত্যাগ করে।"

(আঃ দায়ুদ ও তিরমিজি)

"ব্যভিচার দারিদ্র্য সৃষ্টি করে, মুখের জ্যোতি হরণ করে এবং আয়ু হ্রাস করে।"

(ছগির)

"হজরত রসুলুল্লাহ লম্পট পুরুষ ও রমণীকে অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিতে বলিয়াছেন।" (বুখারী)

"হে আলী! যদি দৈবাৎ কোন রমণীর প্রতি তোমার দৃষ্টি পড়ে তবে দ্বিতীয়বার তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিও না ; কারণ প্রথম দৃষ্টি শুভ হইলেও দ্বিতীয় দৃষ্টি বৈধ নহে।" (আঃ দায়ুদ ও তিরমিজি)

আর্য্যদলিল মনুসংহিতায় রহিয়াছে—

"বৈরিণং নোপসেবেত সহায়ঞ্চৈব বৈরিণঃ।
অধার্ম্মিকং তস্করঞ্চ পরস্যৈব চ যোষিতম্ ॥
ন হীদৃশমনায়ুষ্যং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে।
যাদৃশং পুরুষস্যেহ পরদারোপসেবনম্ ॥"

(চতুর্থ অধ্যায়, ১৩৩-১৩৪)

* "আনাস বলিতেছেন—যে ব্যক্তি ধনসম্পদ ভালবাসে না তাহার কল্যাণ নাই। উহাদ্বারা সে আত্মীয়-স্বজনের উপকার করিতে পারে, নিজের আমানৎ পরিশোধ করিতে পারে, আর অবস্থা স্বচ্ছল হইলে লোকের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না।"

(হাদিস কাঞ্জল ওম্মাল)

নিত্যং”—এই দু’য়ের সামঞ্জস্য কোথায় ? আবার কৃপণতাই বা দোষের কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর । অটুট ও আপ্রাণ ইষ্টপ্রাণতার উদ্দীপনায় তাঁ’র স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার প্রলোভনে সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের ভিতর-দিয়ে পারিপার্শ্বিককে উদ্বুদ্ধ করার অভ্যস্ত চলনা যেখানে সেই প্রয়োজনকে পূরণ করার অনুসন্ধিৎসা ও আকুলতায় ধন-সম্পদের আহরণ-মুখতাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে, সেই ধন-সম্পদের চাহিদা ও চলনা মানুষকে জীবনে, যশে ও সংবৃদ্ধিতে সার্থক ক’রে তোলে। তা’-ছাড়াও নিজের জীবন ও বৃদ্ধির পূরণীয়, পোষণীয় যা’-কিছু আহরণ তা’ অন্যের মুখাপেক্ষিতায় নির্ভর না ক’রে, অন্যকে তদ্দরুণ ভারাক্রান্ত না ক’রে জীবন-বৃদ্ধির লওয়াজিমা যিনি সংগ্রহ ক’রে থাকেন—তাঁ’র ধর্ম্ম অবনতি ও অবসাদের পথে অবসন্ন হ’য়ে ওঠে না।

ঐ পরমুখাপেক্ষিতা—যা’-নাকি অন্যকে পোষণ ও পূরণে বর্দ্ধন না ক’রে, নিজের জীবন ও বৃদ্ধির লওয়াজিমা সংগ্রহ করবার দুরাগ্রহ অভিসন্ধি লইয়া অন্যকে অযথা ভারাক্রান্ত, দুর্ব্বল ও অবসন্ন করিতে প্রচেষ্টাপরায়ণ—তা’ নিজের সর্ব্বনাশ তো করেই,—আরো, সে তা’র যা’রা পারিপার্শ্বিক—ঐ অযথা অপূরণীয় ও অপোষণীয় আহরণ দ্বারা, এৎফাকের ফাঁকিবাজী চলনায়, না-ক’রে পাওয়ার বুদ্ধির সংস্কারের সৃষ্টি ক’রে—প্রতি-প্রত্যেকেরই সর্ব্বনাশ ক’রে থাকে। আর এই সর্ব্বনাশা, না-ক’রে পাওয়ার বুদ্ধির সংস্কার সহজেই বংশানুক্রমিকতা লাভ ক’রে বংশ ও জাতিকে ক্রম-সর্ব্বনাশে নিশ্চিত ক’রে তোলে। হাদীসের ঐ বাণীর সার্থকতাই হ’চ্ছে—ঐ দুরপনেয় সর্ব্বনাশা না-ক’রে-পাওয়ার বুদ্ধি যা’তে বংশ ও সমাজকে আক্রমণ না করতে পারে।†

---

† وأحل الله البيع وحرم الربو *

“এবং আল্লাহতায়ালা বাণিজ্যকে বৈধ (হালাল) ও সুদকে অবৈধ (হারাম) করিয়াছেন।”
(কোর-আণ—২ সুরা বকর ২৭৫ র, ৩৮)

ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحر لتبتغوا من
فضله انه كان بكم رحيماً *

আর "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং" এ কথা সেখানেই প্রযোজ্য, বৃত্তি যেখানে তা'র ভোগ-ইন্ধন সংগ্রহের জন্য ব্যক্তিকে অন্ধস্বার্থ অর্থাৎ বৃত্তিস্বার্থপরায়ণ ক'রে তুলে ইষ্টপ্রাণতাকে অবশ ও হতচ্ছাড়া ক'রে সর্ব্বনাশের সাবাড়-ইঙ্গিতের প্রলুব্ধ চলনায় চলতে থাকে। সেই অন্ধবৃত্তি-স্বার্থপরায়ণতার ধন ও ঐশ্বর্য্যের আহরণ থেকে নিবৃত্ত করার মানসেই পণ্ডিতদের ঐ "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং" সাবধান-বাণী—এই যা' ও-সব কথার তাৎপর্য্য আমার মনে হয়।

আবার, কৃপণতা এত নিন্দনীয় কেন ? কারণ, কৃপণ-স্বভাব ছলে-বলে-কলে-কৌশলে শুধু আহরণবুদ্ধি-সম্পন্নই হ'য়ে থাকে। তা'তে সেবাবুদ্ধি ক্রম-অবশতায় একদম সুপ্ত হ'য়ে যায়—আর, যে অমনতরভাবে আহরণ করে, এই আহরণে তা'র অন্তঃকরণের টান এত প্রবল হ'য়ে ওঠে, যা'র দরুণ সে আহরণ-করা অর্থদ্বারা নিজেও পূরণ ও পোষণে জীবনকে পুষ্ট ও বর্দ্ধনপর ক'রে তুলতে পারে না—অথচ ঐ সেবা না-ক'রে বা না-ক'রে-পাওয়ার বুদ্ধি তা'র পুত্র-পরিজনে চারিয়ে যায়। তা'দের ভিতরে আহরণীয় টান অমনতর তর্‌তরে না থাকার দরুণ বৃত্তিগুলি অন্ধস্বার্থপর হ'য়ে বংশ ও পারিপার্শ্বিকের প্রতিব্যক্তিকে তা'র ইন্ধন-সংবাহী ক'রে তোলে।

"তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য সাগরে নৌকোসকল সঞ্চালিত করেন, যেন তোমরা তাঁহার প্রসাদে ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা অন্বেষণ কর—নিশ্চয় তিনি তোমাদের সম্বন্ধে দয়ালু।" (কোর-আণ—সুরা বনি এস্রাইল ৬৬ র, ৭)

"আনাস বলিয়াছেন—তিনি (হজরত রসুল) এইরূপ প্রার্থনা করিতেন, 'হে আল্লাহ ! আমি অলসতা হইতে, কাপুরুষতা হইতে এবং বার্দ্ধক্য ও কৃপণতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি'।" (মালেক—আদব)

হাদিসে রহিয়াছে—

"ধনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পরহেজগারীর সাহায্য করিয়া থাকে।"

(জাবের—কাঞ্জল ওম্মাল)

"রসুলুল্লাহ বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি নিজের বোঝা পরের ঘাড়ে না চাপায় অর্থাৎ স্বাবলম্বী হয়, সেই ব্যক্তিই উত্তম।" (আনেস্—কাঞ্জল ওম্মাল)

"হজরত বলিয়াছেন—উপবাস আমার সহচরগণের জন্য কল্যাণজনক, কিন্তু আখেরী জমানার মোসলমানদিগের জন্য ধনসম্পদই কল্যাণজনক।"

(এবনে মাস্‌উদ—কাঞ্জল ওম্মাল)

তা'র ফলে, ঐ জমান ধনৈশ্বর্য্য ক্রমে নিঃশেষ হ'য়ে ওঠে। সেবা না-ক'রে অর্থাৎ অন্যকে উদ্বুদ্ধ, পূরণ ও পোষণ না-ক'রে, পাওয়ার বুদ্ধি এমনতরভাবে মস্তিষ্ককে অবলেপিত ক'রে তোলে যা'র ফলে তাহারা আহরণবিমুখ হ'য়ে ওঠে, বৃত্তিপরায়ণতা ব্যক্তিকে তা'র চাহিদার ইন্ধন সংগ্রহ করিয়ে খরচে নিঃশেষ করতে থাকে—আর, সেবা না-ক'রে পাওয়ার বুদ্ধি ধন ও ঐশ্বর্য্য-আহরণে দুর্ব্বল ও বিমুখ ক'রে এক কিংবা দুই পুরুষের ভিতরই বংশকে রাস্তার ফকির ক'রে ছেড়ে দেয়। আমি অনেক দেখেছি, আপনারাও দেখবেন—কৃপণের পরিণতি এমনতরই হ'য়ে থাকে।†

প্রশ্ন। হাদিসে আছে, হজরত ব'লেছেন—"পরলোকে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত

---

† ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتهم الله من فضله هو خيرالهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة *

"যাহাদিগকে আল্লাহ নিজ কৃপায় ধন দিয়াছেন, এবং ধন সম্বন্ধে যাহারা কৃপণতা করে, তাহারা যেন ইহা মনে না করে যে উহা তাহাদিগের জন্য কল্যাণকর হইবে ; বরং ঐ ধন তাহাদের জন্য অকল্যাণকর হইবে—তাহাদের ঐ কৃপণতা-লব্ধ ধন কেয়ামতের দিনে তাহাদিগের গলার বেড়ী হইবে।"

(কোর-আণ—৩ সুরা আল্ এমরান ১৮০ র, ১৮)

فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغنى وانتم الفقرآء وان تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لايكونوا أمثالكم *

"অনন্তর তোমাদের মধ্যে অনেক লোক আছে তাহারা কৃপণতা করে এবং যে ব্যক্তি কৃপণতা করে সে আপন আত্মার প্রতিই কৃপণতা করে—এতদ্ভিন্ন নহে এবং আল্লাহতায়ালা নিরাকাঙ্ক্ষা সম্পৎশালী ও তোমরা কাঙ্গাল। যদি তোমরা অবাধ্য হও, তবে তিনি তোমাদের বদলে অন্য এক জাতিকে আনয়ন করিবেন, তাহারা তোমাদের ন্যায় হইবে না।"

(কোর-আণ—সুরা মোহাম্মদ ৩৮ র, ৪)

"হজরত বলিয়াছেন—প্রতারক, কৃপণ এবং যে উপকার করিয়া খোঁটা দেয় ইহারা কখনই স্বর্গে প্রবেশ করিবে না।"

—আবুবেকর।

ব্যবসায়িগণ পয়গম্বর, সত্যপরায়ণ সিদ্দিক ও ধর্ম্মার্থে নিহত শহীদদিগের সহচর হইবেন। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হালাল সেই উপজীবিকা, যা' মানুষ নিজে কামাই করে,—আর সততার সহিত ব্যবসায়। তোমাদের অবশ্য ব্যবসায় অবলম্বন করা চাই-ই—যেহেতু দশ ভাগের নয় ভাগ উপজীবিকা ব্যবসায়ের মধ্যে নিহিত আছে।"* হজরত ব্যবসায়কে জীবিকার্জ্জনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা ব'লে নির্দ্দেশ ক'রেছেন কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সত্যবাদিতা অর্থাৎ যা'তে মানুষ অন্য কাহারও অপলাপ না ঘটিয়ে, নিজের থাকা বা বাঁচা-বাড়াকে উদ্বুদ্ধ ক'রে পূরণ ও পোষণে বর্দ্ধিত হ'তে পারে এমনতর বলা—যে-বলায় মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়, যা'-শুনতে আগ্রহান্বিত হ'য়ে আদরে অভিষিক্ত ক'রে দেবার প্রয়াস অন্তঃকরণে স্বতঃই উপ্‌চে' ওঠে এমনতর তৃপ্তিময়ী, সন্দীপ্তি-মাখান, উন্নতি-উদ্বোধনী, জীবন-বৃদ্ধিকে পূরণ-পোষণে সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারে এমনতর পথ-নির্দ্দেশক ভরসা-ব্যঞ্জক বাস্তব কথার অনুসরণে বাস্তবভাবেই ঐগুলিকে অনুভব করতে পারা যায়।

তাই, সত্য কথা বলতে গেলেই,—শুশ্রূষার ভিতর-দিয়ে মানুষকে নন্দিত ক'রে, পাঁতি-পাঁতি ক'রে খুঁজে বের করতে হয়—তা'র যা'-কিছু দুর্ব্বলতা যেখানে-যেখানে অন্তঃকরণ ও চলনে লুক্কায়িত আছে। তারপরে, তা'কে আশায়-ভরসায় উদ্দীপ্ত ক'রে জীবনীয় হস্তে সেই দুর্ব্বলতাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে উদ্বুদ্ধতায় তা'কে এমনতর প্রেরণাপূরিত করতে হয়—যা'তে তা'র বাস্তব প্রচেষ্টা স্নায়ু ও মাংসপেশীকে আলোড়িত ক'রে কর্ম্মে নিয়োজিত ক'রে তোলে।

তা'হলেই দেখুন, সত্যবাদী হওয়া কত বড় সেবা ! আর, এতে এ' যে করে, সেও অজ্ঞাতসারে এত উন্নত হ'য়ে ওঠে যা'তে সে নিজেই অবাক হ'য়ে যায়—এত অনুগ্রহ কোন্ কৃপা উপ্‌চে' আমাকে প্লাবন-পরিচর্য্যায় পুষ্ট ক'রে তুলছে ! এই অবাক্ দয়ায় খোদাতে সে আপনিই সহজ-প্রাণে আত্মনিবেদন ও আলিঙ্গন ক'রে থাকে।

---

* হাদিস—আবুসয়িদ খায়রুল মওয়ায়েজ এবং এহ্‌য়াউল ওলুম দ্রষ্টব্য।

আর, ব্যবসাতে যে মানুষকে তা'র প্রয়োজনপূরণ ক'রে, উদ্বৃত্ত ক'রে তা'-হ'তে লাভ সংগ্রহ করতে পারে— তা'কেও ঐ-রকমেই দেখতে হয় কি-ক'রে, কি পন্থায় তা'র প্রয়োজনকে পূরণে অভিনন্দিত ক'রে তুলে' উদ্বৃত্ততায় তা'কে আরো পুষ্ট করা যায়। আর এই থেকেই,—সেই ব্যবসায়েই অনুসন্ধিৎসা ও প্রয়োজনপূরণ ক'রে, ক্রেতাকে উদ্বৃত্ত ক'রে আরোতরে বর্দ্ধিত করার ক্ষুধিত প্রচেষ্টায় এবং তা'-থেকে লাভের আশায় অন্তরের সম্পদ পূর্ব্বোক্ত রকমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'তে থাকে, কর্ম্মপ্রাণতাও উপ্‌চে উঠে এত তুখোড়-ভাবে চলতে থাকে—যা'তে-নাকি সে সহজেই সকল বিষয়ে অজচ্ছল হ'য়ে নিরন্তর উন্নতিতে, পূরণে ও পোষণে প্রত্যেককে পুষ্ট ক'রে নিজেকে পুষ্ট ও পূরিত ক'রে তোলে। আর, এর থেকে সেও দেখতে থাকে, খোদা কী করুণাময়—আমার যা' হবার নয় তাও কি-ক'রে উন্নতিতে উপ্‌চে উঠছে।

এমনি ক'রে সে তাঁ'র চরণে আনত হয়, আত্মনিবেদন করে। এটা বলাই বাহুল্য—এগুলি যদি আপ্রাণ ইষ্টপ্রাণতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হ'য়ে অভিষিক্ত হ'য়ে থাকে, সেখানেই পূর্ব্বোক্ত রকমের সম্ভবতা অজ্ঞাতসারে আত্মবিস্তার ক'রে থাকে,—নতুবা বৃত্তিপরায়ণতা-পোষণীয় ইন্ধন-অনুসন্ধিৎসা ও-হ'তে অনেক দূরে অবস্থিতি করে।* তাহ'লেই ঐ-রকম যাঁ'দের প্রতিষ্ঠা ও পুরস্কার, তাঁ'দিগকে যে ইহকালেই ওদের সহচর ক'রে তোলে তা' তো নিয়তই দেখা যাচ্ছে—পরকাল তো দূরের কথা!

তা'-ছাড়া, আরো কথা হ'চ্ছে—মানুষ যদি সেবাবুদ্ধিসম্পন্ন হ'য়ে,

* "নিষ্ঠাবান্, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী ব্যবসায়িগণ ব্যতীত পরকালে অপর সকল ব্যবসায়ীরই উত্থান চরিত্রহীন, নির্লজ্জ, মিথ্যাবাদীদিগের সহিতই হইবে।"

(হাদিস—ওবায়েদ-এবনে-রাফায়া—থায়রূল মাওয়ায়েজ)

"হজরত বলিয়াছেন যে—আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, ব্যবসায়ের জন্য যখন দুই ব্যক্তি মিলিত হয় তখন তৃতীয়রূপে আমি তাহাদের মধ্যে থাকি....কিন্তু যখন তাহাদের মধ্যে কেহ কাহারও ক্ষতি-সাধনের ইচ্ছা করে তখন আমি তাহাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া যাই।"

(আবুহোরেরা—মেশকাত)

ইষ্টপ্রাণতাকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে, তাঁ'রই স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠায় অর্থ ও ঐশ্বর্য্যের আহরণ-আকাঙ্ক্ষী হ'য়ে ব্যবসায় করতে থাকে,—তা'তে মানুষ ইষ্টানুরক্ত, আত্মবিশ্বাসী, সেবাপটু, বহুদর্শী, বিবেকী, নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্য-সমাধান-পটু, কর্ম্মপ্রবণই হ'তে থাকে। আর তা'-ছাড়া, সহজ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন হ'চ্ছে চাকুরী। এই চাকুরীতে মানুষের প্রারম্ভ যেমনতরই হোক না কেন, মনিবের তুষ্টির জন্য তা'র বৃত্তিস্বার্থ-পরায়ণতার অভিসন্ধি-নিবদ্ধ ইচ্ছাকে পরিপূরণ-প্রয়াসে নিজের বোধ, বিবেক, কর্ম্ম ও চলনকে তদনুপাতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ ও নিরোধ করতে-করতে অন্তর্নিহিত উন্নত যা'-কিছু অন্তঃকরণে জ্বলন্ত হ'য়েছিল—হয়ত কর্ম্মে উপ্‌চে উঠে বাস্তবতায় পরিণত হ'য়ে যা' পারিপার্শ্বিক ও নিজের জীবন-বৃদ্ধিকে উপ্‌চে তুলত, তা'র ক্রমশঃই খতম হ'তে থাকে ! ঐ-রকম নিরোধে অন্তঃকরণ ক্রমশঃ দুর্ব্বল, সম্বেগহীন হ'য়ে থাকে—আর, এ-থেকে স্নায়ুর বিবশতার উদ্ভব হ'য়ে বংশকে আক্রমণ ক'রে দুর্ব্বল, সেবাবিমুখ ক'রেও যা'তে বাঁধাবাঁধিভাবে পাওয়া যেতে পারে এমনতর ফক্কিকারী ফন্দিবাজী অন্ধবৃত্তি-স্বার্থপরায়ণতা ইত্যাদির অভিব্যক্তি-স্বরূপ ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি ক'রে, অনবরত চ'লে সমাজ, জাতি ও দেশকে চেষ্টাবিমুখ, পূর্ব্বোক্ত-গুণসম্পন্ন ক'রে জাহান্নমের দিকে ঠেলতে থাকে। তাই, হজরত রসুল ব্যবসায় সম্বন্ধে অমনতরভাবে ব'লেছেন।

তাই, আমার মনে হয়, কোথাও যদি কাহারও উন্নতিকল্পে তাহার সাহায্যের দরুণ চাকুরীই নিতে হয়—তাহ'লে বেতন না নিয়ে, শুধুমাত্র নিজের বা নিজের পরিবারের পোষণ চলতে পারে এমনতর সম্মানজনক বৃত্তি লওয়া যেতে পারে। তা'তে মানুষের মানুষকে সাহায্য ও সেবায় উন্নত করার উন্মাদনাই প্রধান হ'য়ে থাকে ;—আর, তা'তে নিজের অন্তঃকরণের উন্নত-চিন্তাগুলিকে নিরোধ ক'রে, নিরেট ক'রে ফেলার বাধ্য-করা প্রবৃত্তিও কমই মাথাতোলা দেয়—শুভেচ্ছাকে কর্ম্মে বাস্তবতায় পরিণত ক'রে, ব্যক্ত ক'রে, মানুষের জীবন-বৃদ্ধির পোষণ ও পূরণে উন্নত হবার যা'-কিছু চিন্তা ও চলন কমই ক্ষুণ্ণ হ'য়ে থাকে। এক-কথায়, পারিপার্শ্বিক`ক সেবায় উদ্বুদ্ধ ক'রে ইষ্টপ্রতিষ্ঠা করাই যা'র জীবনে স্বার্থ হ'য়ে

দাঁড়িয়েছে, তা'র জীবন ও বৃদ্ধির স্বার্থ যে পারিপার্শ্বিক হ'তে নিঃস্বার্থভাবে পরিপুষ্ট হ'তে থাকে—সে-বিষয়ে আর কইবার কিছু নেইকো।

তাই, এই বুদ্ধিসম্পন্ন লোক নিরোধ করতে জানে না, নিয়ন্ত্রণ ক'রে উন্নতি-চলনায় চলতে জানে—তা'দের পক্ষে ন্যায্য, অন্যায্য কি, তা' তা'দেরই সাধ ও স্বভাব নিজেই ঠিক ক'রে নিতে পারে। ব্যবসায় যাই হোক, আর যেমনতরই হোক—জীবিকা-নির্ব্বাহের পক্ষে মানুষের প্রয়োজন পূরণ ক'রে, তা'কে উদ্বৃত্ত ক'রে যে অর্থ আহরণ করা যায়, সব দিক দিয়ে হিসেব করলে তা' যে অন্যান্য অনেক-থেকেই শ্রেষ্ঠ—সে-বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে ? হজরত রসুলের বাণী যে মানুষকে ব্যবসায়ের দিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছে, তা'র সার্থকতা যে ঐখানেই—তা' স্পষ্টই বোঝা যায়।

প্রশ্ন। রসুলুল্লাহ ব'লেছেন, "যদি কেউ কাহাকেও কাফের বলে আর সে যথার্থই উহার যোগ্য না হয়, তবে সে নিজেই কাফের হ'য়ে যায়।"* তবে তো অনেক মুসলমানই বিনা বিচারে অনেককে কাফের ব'লে কাফেরত্বই প্রাপ্ত হ'য়েছেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' তো ঠিকই। ঈশ্বরে যা'র আপ্রাণ সহজ-টান—সে যে-নামেই হোক না কেন—একমাত্র ঈশ্বরকে লক্ষ্য ক'রেই যে জীবন-যাত্রার চলনা ও নিজের পরিবার, পারিপার্শ্বিক ও আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে, সে নিজেকে তাঁ'রই পথে তা'র বিবেক-বুদ্ধিতে যেমনতর যা' আবির্ভূত হ'চ্ছে তেমনি-ক'রেই চলছে।

প্রেরিত, নবী, পীর, সাধু-সজ্জন—এক-কথায়, যা'রা ঈশ্বরকে নতি-আলিঙ্গনে আঁক্‌ড়ে ধ'রে জীবন-চলনাকে সপারিপার্শ্বিক সেবায় উদ্বুদ্ধ ক'রে পোষণ ও পূরণে সংবর্দ্ধিত ক'রে চলছে—তা'দের চরণে নতি ও উপাসনা-সহকারে তাঁদের নিদেশগুলিকে ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠার অনুকূলে জীবনে সংবুদ্ধ ক'রে, চলনাকে যতদূর সম্ভব নিয়ন্ত্রিত ক'রে, চরিত্রকে অমৃত-চলনায় চালিয়ে চলছে এমনতর

* হাদিস—আবুজার···মেশকাত দ্রষ্টব্য।

কাহারও ভাষা ও সংস্কার-মাফিক রকমারি দেখে যে তাঁ'কে কাফের বলে ও অবিশ্বাস করে,—সে তাঁর অন্তর্নিহিত খোদা-প্রাণতাকেও কি অস্বীকার ক'রে খোদাকে অস্বীকার করে না ?

যে এমনতর অন্যকে কাফের বলে, সে প্রথমে কাফেরত্বে অবনত হ'য়ে নিজেকে তদনুরূপ ক'রে তবেই অন্যকে কাফের বলতে পারে ! অপরকে নিন্দা করতে হ'লেই—নিন্দনীয় চিন্তায় নিজেকে সিক্ত ক'রে, আবিষ্ট ক'রে তবেই অপরের নিন্দা করতে হয় বা করা যেতে পারে। ঐ নিন্দনীয়-ভাবাভিষিক্ত ও ঐ নিন্দনীয়-ভাবাবিষ্ট যে, সে অতি-সত্বরই নিন্দনীয় কর্ম্মে নিয়োজিত হ'য়ে নিন্দনীয় চিন্তা ও চলনা যা' তা'কে চরিত্রগত ক'রে ফেলে—এ' একদম পাকা কথা ! তেমনি কাফের নয় এমনতর কাউকে কাফের ব'লে ব'লে কাফেরী চিন্তায় নিজেকে নিয়োজিত ক'রে, তা'তে আবিষ্ট হ'য়ে, চিন্তা-চলনে কাফেরী অভিব্যক্তি দ্বারা কাফের-চরিত্রে উপনীত হ'তে হয়-ই। এমনতর সংস্রবে অনেকেই যে কাফেরী চরিত্রে অবনত হ'য়ে পড়ে, তা' একদম হক্ কথা।

তাই, না জেনে, না বুঝে, না শুনে কাউকেই নিন্দা করতে নেই, কাফের বলতে নেই—বরং কাউকে নিন্দা না করাই ভাল, কাফের ব'লে কাউকে কাফেরী বুদ্ধিতে সজাগ ক'রে কাফেরত্বে অবনত না করাই উচিত। বরং যা'রা অনেকটা কাফেরী চলনায় চলে, তা'দিগকে উচিত প্রশংসার ভিতর-দিয়ে বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ ও উন্নত করাই নিজের দিক দিয়ে বা অন্যের দিক দিয়ে, উভয়তঃই উত্তম—এই আমার যা' মনে হয় !*

প্রশ্ন। হাদীসে আছে, হজরত রসুল ব'লেছেন, "যে ব্যক্তি আমার অনুগত হবে, সে আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগত হবে ; আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হবে, সে

---

* "হজরত বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি কাফেরকেও কাফের অথবা 'খোদার শত্রু' বলিয়া সম্বোধন করে এবং যাহাকে সম্বোধন করা হইল যদি সে বাস্তবিক তদ্রূপ না হয় তবে ঐ কথা যে বলে সেই-ই কাফের হয়।"

(আবুজার—আদবুল মোফরাদ)
(ঐ—মেশকাত)

আল্লাহতায়ালারও অবাধ্য হবে।"†—এ-কথার তাৎপর্য্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। খোদা বা ঈশ্বর নিরাকার। মানুষ সুরতের টানে অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি তা'র আপ্রাণ অনুরাগে ঈশ্বরে উদ্বুদ্ধ তা'র অন্তর ঐ ঈশ্বরত্বে অভিষিক্ত হ'য়ে—সেই ভাব তা'র অন্তরকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে যখন একটা বিশেষ বাহ্যিক অভিব্যক্তি নেয়, সেই ব্যক্তি হয় তা'র প্রতীক।

মনে করুন, দয়া সব-সময়েই নিরাকার। দয়া যেখানে মুখর হ'য়ে উঠেছে, সেখানে মানুষ তা'র অন্তরকে উদ্বুদ্ধ ক'রে সেই দয়া-ভাবে অভিষিক্ত হ'য়ে—সেই ভাবের নিয়ন্ত্রণে তা'র একটা বাহ্যিক অভিব্যক্তি ফুটে উঠে সেই রকম কর্ম্মে তা'কে নিয়োজিত করে,—তখন সে হয় দয়ালু ব্যক্তি কিংবা দয়ার প্রতীক।

তাহ'লেই বুঝুন, দয়াকে পেতে হ'লেই দয়ার প্রতীক যিনি—তাঁ'র অনুসরণ-ছাড়া দয়াতে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে তা' অনুভব করা কিছুতেই হ'য়ে উঠতে পারে না। তাহ'লেই দেখুন, ঈশ্বরের প্রেরিত কিংবা প্রেরণাভিষিক্ত ব্যক্ত-প্রতীক হজরত রসুলকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরের অনুভূতি কি প্রকারে সম্ভব ? সেই জন্যই হজরত ঈশা ব'লেছিলেন, "আমি আর আমার স্বর্গস্থ পিতা একই।" এই বাণীর ভিতর বৈশিষ্ট্যই ঐ স্বর্গস্থ পিতৃত্বের। পিতা বা প্রভুকে বাদ দিলে সন্তানত্ব বা দাসত্বের অস্তিত্বের কোন অস্তিত্বই থাকে না—তাই, তা'র দামও নাই। দয়ার ব্যক্ত-প্রতীক বাদ দিয়ে

يايها الذين امنوا اذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ولا
تقولوا لمن ألقى اليكم السلم لست مؤمنا ... ...
كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم *

"হে মোসলমানগণ ! যখন তোমরা আল্লার পথে যুদ্ধে গমন কর, তখন যাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে, তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান লইও এবং যে ব্যক্তি তোমাদিগকে ছালাম করে তাহাকে বলিও না যে 'তুমি মোসলমান নহ' ...তোমরাও প্রথমে এইরূপ ছিলে, পরে আল্লাহতায়ালা তোমাদের উপর দয়া করিবেন।"

(কোর-আণ—৪ সুরা নেসা ৯৪ র, ১৩)

† আবুহোরায়রা—মেশ্‌কাত দ্রষ্টব্য।

দয়াকে যে উপলব্ধি ক'রে থাকে,—সে হয় মিথ্যাবাদী, না হয় অনুভূতি তা'র বিকৃত—কেমন তা' কি নয় ? মানুষ দয়া নয়কো, কিন্তু মানুষে দয়ার অভিব্যক্তি হয়। তখনই দয়াকে ব্যক্তভাবে অনুভব করা যেতে পারে—সেই ব্যক্ত-প্রতীকের নিকট থেকে দয়ার সাড়া পেয়ে আমাদের ভিতরেও দয়া উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। তাই, ঈশ্বর বা খোদা ও হজরত আলাদা হ'য়েও ওতপ্রোতভাবে একই সত্তায় অবস্থিত—খোদার অভিব্যক্ত প্রতীকই হ'চ্ছেন হজরত রসুল। প্রেরিত, অভিব্যক্ত ঈশ্বর বাদ দিয়ে নিরাকার ঈশ্বরের কোন সার্থকতা মানুষের প্রয়োজনে আসে না—সন্তান ও সেবক এই হিসাবেই এক ও আলাদা।

তেমনই হজরত রসুলকে বা তাঁ'র আর-কোন প্রেরিতকে বাদ দিয়ে যে ঈশ্বরকে ভজনা করে, সে তো প্রথমেই কাফের বা অবিশ্বাসী !* প্রতীক বাদ দিয়ে প্রতীকের অস্তিত্বকে ভালবাসে, সে-ভালবাসা সম্ভব কেমন-ক'রে—তা' কি কেউ কইতে পারে ? তাই, হজরত রসুলকে অগ্রাহ্য ক'রে ভগবানকে ভালবাসা মানেই ভগবানকে অগ্রাহ্য ক'রে একটা অব্যক্ত অজানা আত্মাভিমানী অহংকেই ভালবাসা—এ-ছাড়া আর কিছুই নয়কো।

আমি বলি—হজরত রসুল ও খোদাকে যে আলাদা করতে শিখেছে ও আলাদা ক'রে নতি করতে শিখেছে, তা'র ইসলাম মুখ ফিরিয়ে যে কোন্ সুদূরে চ'লে গেছে—তা'র ইয়ত্তা করাই যায় না।† তাহ'লেই বুঝুন, হজরত রসুলের যে বাণী, তা' কতদূর কাঁটায়-কাঁটায় নিখুঁতভাবে সত্য ! তাই apostles, খলিফা, পীর, আচার্য্য, পুরোহিত, ঋত্বিক্, আর যিনিই হোন না কেন—তাঁ'রা যখন প্রেরিত

---

* "সাময়িক প্রেরিত-পুরুষকে মান্য করিলে ঈশ্বরকে মান্য করা হয়। তদ্ব্যতীত ঈশ্বরের আদেশ মান্য করা মিথ্যা।"

(তফসীর শাহ)

"প্রেরিতগণের বিরোধী হইয়া শুদ্ধ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী হইলে বিশ্বাসের পূর্ণতাই হয় না।"

(তফসীর হোসেনী)

† "Say if you love Allah, then follow me, Allah will love you." (Quran Ch. III) "The Last Members of a Chosen Race"

—Moulvi Mahammad Ali.

পুরুষোত্তমকে আপ্রাণ অনুরাগে যজন, যাজন ও বহন না করেন কিংবা তাঁ'দের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠায় আপ্রাণ বাস্তব অনুরাগে অভিষিক্ত না হ'য়ে তাঁ'দের ভিতর-দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার আপ্রাণতা যেখানে এমনতর,—তাঁ'দিগকে কখনই অনুসরণ করতে নেই ;—করলে অধর্ম্মের মরণালিঙ্গনে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির নির্য্যাতন ও নিঃশেষ অবশ্যম্ভাবী।†

প্রশ্ন। হজরত রসুল ব'লেছেন, "যখনই কোন জাতির মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পায়, আল্লাহ্‌তায়ালা তখনই সেই জাতির অন্তরে কাপুরুষতা সৃষ্টি করেন ; আর যে জাতির মধ্যে ব্যভিচার বিস্তৃতি লাভ করে, তা'দের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা বাড়তে থাকে"‡—এ কথার তাৎপর্য্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বৃত্তিস্বার্থ-পরায়ণতা পারিপার্শ্বিক ও মানুষের বাঁচা-বাড়ার ও চেতন থাকার প্রধান ও বিশেষ অন্তরায়—তা' বৃত্তি-মুগ্ধতার বেহুঁস্ আবেশে হারিয়ে গিয়ে বা ভুলে গিয়ে বৃত্তি-প্রণোদিত অহংকে প্রবল ক'রে, অন্যের বাঁচা-বাড়াকে ব্যাহত ক'রে বৃত্তি-পরিপোষণের ইন্ধন সংগ্রহ করতে থাকে। আর, যতই এমনতর করতে থাকে তা'র অস্তিত্ব-পোষণে অতৃপ্ত ও অবশ হ'য়ে তেমনতরই সাড়া দিতে থাকে। তখনই সে অন্যকে পরিপুষ্ট না-ক'রেও, অন্যের পরিপোষণের লওয়াজিমা সরবরাহ করা নিজের বাঁচা-বাড়ার যে একটা পরমস্বার্থ—ভুলে তা'তে দৃকপাত না-ক'রেও, তা'দের ফাঁকি দিয়ে, তাদের

"পয়গম্বর ব্যতীত যাহারা কেবল খোদাতায়ালাকে মান্য করে—তাহারা মুসলমান নহে।"

'নামাজ শিক্ষা'—মুন্সী শেখ আবদর রহিম

† "আবুদুল্লার পুত্র হারির বলিয়াছেন যে, আমি হজরতকে বলিতে শুনিয়াছি—যদি কোন জাতির এক ব্যক্তি পাপ কার্য্য করে এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি সে জাতি তাহাকে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত না করে, তবে তাহার সেই পাপকার্য্যের জন্য তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে সে জাতির প্রতি আল্লার শাস্তি অবতীর্ণ হইবে।"

(মেশকাত)

"রসুলুল্লাহ বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি বা জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান্ হইতে ইচ্ছা করে, সে যেন আল্লার উপর নির্ভর করে।"

(এবনে আব্বাছ্—কাঞ্জল ওম্মাল)

‡ হাদীস দ্রষ্টব্য।

বাঁচা-বাড়া ও উপভোগের লওয়াজিমা হরণ ক'রে, নিজের বৃত্তিরই উপভোগের পূরণ ও পরিপোষণ করতে থাকে।

যতই বৃত্তিগুলি তা'দের খেয়ালমত খোরাক পেয়ে পরিপুষ্ট হ'তে থাকে, অস্তিত্বও ততই হাল্‌সে-বেহালে জব্দ হ'তে-হ'তে ক্রমদুর্ব্বল-চলনে চলতে থাকে। এই বৃত্তিস্বার্থ-পরায়ণতায় লোলুপ ও মুগ্ধ হ'য়ে অন্যের বাঁচা-বাড়াকে ক্ষুণ্ণ করবার প্রয়াস থেকে যে ফাঁকিবাজীর অভ্যুত্থান হয় তা'কেই বলে বিশ্বাসঘাতকতা। যে আশ্রয় ক'রে বাঁচতে চায়, বাড়তে চায়,—বাঁচা-বাড়ার ভিতর-দিয়ে দুনিয়াটাকে উপভোগ ক'রে আরো চলনায় চলতে চায়,—যে বেঁচে থাকলে, বাড়তে থাকলে, উন্নত উদ্বোধনায় চলতে থাকলে, প্রত্যেক সত্তাই সেই সাড়া ও সরবরাহে সন্দীপ্ত ও স্বস্থ হ'য়ে উন্নত-চলনায় চলবেই,—প্রকৃতি যেখানে এমনতরভাবেই বিন্যস্ত,—প্রতি-সত্তার উন্নতি যেখানে প্রতি সত্তারই পরমস্বার্থ,—যে প্রয়োজনের টানে নির্ভর ক'রে পূরণমুখাপেক্ষী হ'য়ে আশা-মুগ্ধতার সহিত অপেক্ষা ক'রে তাকিয়ে থাকে—তা'কে ভরসাদীপ্ত ক'রে, ভরসা দেখিয়ে তা'র চাহিদা থেকে বঞ্চিত ক'রে বৃত্তি-পরিপুষ্টির অহং-তৃপ্তিকে পোষণ ও পূরণ করাই হ'চ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা।

আর, ঐ-ব্যাপারে সত্তা ক্রমশঃ নিস্তেজ হ'তে থাকে ব'লে, অন্যকে ফাঁকি দিয়ে বৃত্তির খোরাক জোটানোর চলনায় চলতে থাকে ব'লে—কাপুরুষতা বান্ধব হ'য়ে তা'কে আগ্‌লে ধরে। আবার, এই রকমটা আবহাওয়ার ভিতর-দিয়ে পারিপার্শ্বিকে সংক্রামিত হ'তে থাকে—হ'য়ে, সমাজ ও জাতির ভিতর বিশ্বাসঘাতকতা প্রবল হ'য়ে চলতে থাকে। তা'র ফলে, সমাজ ও জাতি দুর্ব্বল হ'তে থাকে, কাপুরুষ হ'তে থাকে—জঘন্য অবস্থায় শিয়াল-কুকুরের মত নির্য্যাতিত হ'য়ে মরণ-নিঃশ্বাসে সাবাড় হ'তে থাকে।

আবার, এর থেকেই আসে ব্যভিচার। দুর্ব্বল সত্তা বৃত্তি বাদে কিছুকে আলিঙ্গন ক'রে, আত্মনিবেদন ক'রে, আত্মসমর্পণ ক'রে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে আত্মপ্রসাদে উন্নত হ'তে পারে না। সে চলে তেমনতর—যে তা'কে চেপে ধ'রে ঝিলিক-প্রলোভনে ধাঁধিয়ে দিয়ে, বাধ্য ক'রে আপন খেয়ালে চালায়। তাই, যা'

করলে জীবন, যশ ও বৃদ্ধিকে ধ'রে রাখতে পারে, যা'তে তা' অটুট ও উন্নত হ'য়ে নিরন্তর হ'তে পারে—বাঁচা-বাড়ার প্রেরণা তা'কে অতটুকু চেতিয়েই তুলতে পারে না, যে চেতন-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে সে ধর্ম্ম অর্থাৎ জীবন, যশ ও বৃদ্ধিকে যা' ধ'রে রাখে—সেই চলনায় চলতে পারে।

এই ব্যভিচার বিশ্বাসঘাতকতাকেই অনুসরণ করে ব'লে ঐ বিশ্বাসঘাতকতারই মতন পারিপার্শ্বিকে চারিয়ে যেতে থাকে, সংক্রামিত হ'তে থাকে। তা'রই ফলে, ধর্ম্মের চলনায় মানুষ যদি না চলে—তাহ'লে মরণ-চলনা বৃত্তির ভোগ-লোলুপতার ভিতর-দিয়ে লোলুপ ও মুগ্ধ ক'রে যেমন-ক'রে আক্রমণ ক'রে থাকে, মানুষ তেমনিভাবেই মরণাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে। অতএব অমনতর হ'লেই, অবসাদ ও মৃত্যুসংখ্যা যে অবাধে বেড়ে যাবে—সে-বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে ?*

তাই, যদি কোন পাপ থাকে, সে বিশ্বাসঘাতকতাই। শাস্তি যদি বা শান্তি যদি কোনরকমে এই বিশ্বাসঘাতকতাকে নিরোধ ক'রে, তা'র আলিঙ্গন থেকে মানুষকে বাঁচাতে পারত,—হয়ত একদিন মানুষ জীবন, যশ ও বৃদ্ধির নিরন্তর চলনার অমৃত-উপভোগে অভিষিক্ত হ'য়ে খোদা বা ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে উঠতে পারত !

প্রশ্ন। হজরত ঈশার পরে যে হজরত রসুল এলেন, তিনি কী rectify ক'রে হজরত ঈশার থেকে নূতন কী দিয়ে গেলেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হজরত ঈশা যা' দিয়ে গিয়েছিলেন, তা' rectify করার কিছু ছিল না। হজরত রসুল rectify ক'রেছিলেন মানুষের বৃত্তি-অনুপাতী বাঁকান হজরত ঈশার বাণীর ধারণা বা conception—যা' বৃত্তির চাহিদানুপাতিক কদর্থে অনুরঞ্জিত ক'রে মর্ম্মার্থ হ'তে উল্টো সুদূর ব্যতিক্রমে চ'লে গিয়েছিল ;—আর, তিনি ক'রেছিলেন পূর্ব্ব-পূর্ব্ব নবী ও প্রেরিতদের বাণীগুলির দর্শন-তাৎপর্য্য ও সমন্বয়ের একটা উন্নত অনুপূরণ।

প্রেরিত যাঁ'রা আসেন, তাঁ'রা সত্যকে অর্থাৎ মানুষের জীবন ও বৃদ্ধির পোষক

---

* ব্যভিচারে আয়ুহ্রাস সম্বন্ধে পূর্ব্বের ১৭৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

ও পূরক যা'-কিছুকে ভাঙ্গতে আসেন না—বরং সেগুলির একটা উন্নত সমন্বয় ও অনুপূরণ নিয়ে আরোতে নিরন্তর করবার যা'-কিছু সব দিতে আসেন। একটু বিশেষভাবে অনুধাবন করলেই দেখতে পাবেন—আর, তৃপ্তিতে অবাক হ'য়ে মাথা আপনিই নত হ'য়ে পড়বে তাঁ'দের চরণে !*

প্রশ্ন। হজরত ব'লেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেহ বিশ্বাসী নয়—যে-পর্য্যন্ত-না আমি তা'র পিতা, সন্তান এবং অন্যান্য মানববর্গ হ'তে তা'র কাছে অধিকতর প্রিয়"।†—এ-কথার তাৎপর্য্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষের প্রিয়-পরমে আসক্তি, অনুরাগ বা টান—সমস্ত বৃত্তি, এক-কথায় জীবনের যা'-কিছু চাহিদা সবগুলি উপ্‌চে যদি তাঁ'তে সংন্যস্ত না হয়, তবে তাঁ-হ'তে যে-কোন বৃত্তিরই প্রাধান্য অন্তরে থাকুক না কেন,—সেই বৃত্তিই প্রিয়-পরম হ'তে কোন-না-কোন প্রকারে বিচ্ছিন্ন ক'রে তা'রই চাহিদা-মাফিক তা'কে নিয়ন্ত্রণ করবেই করবে। তাই, অনুরাগ যখন জীবনের যা-কিছু বৃত্তির চাহিদাকে উপ্‌চে উঠে, উচ্ছল হ'য়ে, প্লাবনের মতন প্রিয়-পরমে সার্থকতা-মণ্ডিত না হ'য়ে ওঠে,—বৃত্তির প্রাধান্য যতখানি যেমনতর রকমের, তদনুযায়ী তেমনতর প্রকারেই প্রিয়-পরমকে দূরে রাখবেই রাখবে। তাই, মানুষ ততখানি প্রিয়-পরমের চাহিদা দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত থেকেই যায়, যতদিন পর্য্যন্ত সেই তাঁ'র অনুরাগ বৃত্তিকে উপ্‌চে উঠে প্রিয়-পরমের স্বার্থ-প্রতিষ্ঠার আকুল-সম্বেগে লেগে আত্মপ্রসাদী সন্দীপনাময়ী তৃপ্তিকে লাভ না করে। তাই, হজরত রসুলের ঐ বাণী।‡

---

* "সদাচার ও সুনীতি সকলকে পূর্ণ পরিণত করার একমাত্র উদ্দেশ্যে আমি প্রেরিত হইয়াছি।"

(আবু হোরায়রা—মেশকাত)

"I have come to fulfil, not to destroy." —Bible

"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" —গীতা।

† হাদীস—ছাহাবা আনাসের উক্তি।

‡ "তোমাদের কেহই সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী হইতে পারিবে না, যে পর্য্যন্ত আমি তোমাদের পিতা, মাতা, সন্তান, সন্ততি এবং সমস্ত মনুষ্যের চেয়ে তোমাদের নিকট অধিকতর প্রিয় না হইব।"

(হাদীস—শায়খান)

প্রশ্ন। কোরাণে 'সুরা মায়দা'য় আছে, "যাহারা বলিয়াছে সেই মরিয়মের পুত্র ঈশাই নিশ্চয় ঈশ্বর, তাহারা কাফের"।*—এরই বা মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মনে করুন, পূর্ব্বে যেমন ব'লেছি সেই দয়ার কথা! দয়ালু মানুষকেই যদি কেবল দয়া ব'লে অভিহিত করা যায়, তাহ'লে দয়ালুর খতমের সঙ্গে-সঙ্গেই দুনিয়া হ'তে দয়ারও একদম খতম হ'য়েই যাওয়া উচিত। কিন্তু যখনই কোন মানুষ দয়াতে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে, তখনই তাঁর ঐ ব্যক্তিত্ব দয়াতে অভিষিক্ত হ'য়ে আচারে, ব্যবহারে, কথায়, বার্ত্তায়, কাজে, কর্ম্মে দয়া বিচ্ছুরিত করতে থাকে,—আর, সেই অভিব্যক্তির সাড়া মানুষে সঞ্চারিত হ'য়ে তা'র একটা উদ্বোধনাকে উদ্দীপ্ত ক'রে, দয়ার বোধ মানুষের ভিতর চেতিয়ে তুলে দয়ার অনুভূতি এনে দেয়। মানুষ সেই মানুষের ভিতর-দিয়ে দয়াকে অনুভব করে, দয়ায় আকৃষ্ট হয়।

কিন্তু মানুষ যদি দয়াভিষিক্ত ঐ দয়ালুকে বাদ দিয়ে কখনও দয়াকে অনুভব করতে যায়, তাহ'লে তা' কি পারে কখনও? দয়া তো চিরদিনই এমনতর নিরাকার—যা'তে মানুষ উদ্বুদ্ধ হ'লে, অন্তর উপ্চে' বোধ ও ভাবকে উত্তেজিত ক'রে, ভঙ্গী ও কর্ম্মে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে সমস্ত ব্যক্তিত্বটাকে তা'রই মানুষ ক'রে তোলে,—যদিও ঐ ব্যক্তিত্ব-অভিব্যক্ত দয়া ছাড়া দয়াকে কোনমতেই ইন্দ্রিয়গোচর করা যায় না। দয়াভিষিক্ত ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য ক'রে, বিচ্ছিন্ন ক'রে যদি কেহ এই দয়াকে উপলব্ধি করতে চায়, তাহ'লে সে কখনই তা' পাবে ব'লে ধারণা করা যায় না। অমনতর খোঁজের ভিতর-দিয়ে সে চিরদিনই বঞ্চিতই হ'তে থাকবে।

আবার, এই দয়াকে যে আলিঙ্গন করতে চায়, আত্মসমর্পণ করতে

"যাহার মধ্যে তিনটি গুণ থাকিবে সে ইমানের মিষ্টতা পূর্ণরূপে ভোগ করিবে। (১) সমস্ত জিনিসের চেয়ে আল্লাহ ও তাঁহার রছুল তাহার নিকট অধিকতর প্রিয় হইবে; (২) আল্লাহর উদ্দেশ্য ব্যতীত সে অন্য কারণে কাহারও সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে না; (৩) আগুনে পতিত হওয়াকে সে যেরূপ ভয় করে, কুফ্‌রীতে ফিরিয়া যাইতে সে সেইরূপ ভয় করিবে।" (বুখারী)

"ফরজগুলি পালন না করা পর্য্যন্ত ঈমান পূর্ণ হয় না।"

(লবাবুল আখবার)

* কোর-আণ—সুরা মায়দা ১৭ আয়াত, ৩ রূকু।

চায়—দয়ালু হ'তে দয়াকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বা অগ্রাহ্য ক'রে—তাহ'লে লক্ষ-লক্ষ জীবন ঐভাবে কাটালেও তা' কখনই হ'য়ে উঠবে না ! তাই, দয়াকে যদি ভালবাসতে হয়, তাহ'লে দয়ালুকেই ভালবাসতে হবে—তবেই সে-ভালবাসা বোধ-উপভোগে সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে। তেমনি দয়ালুকে যে অনুসরণ করে, সে দয়াকেই অনুসরণ ক'রে থাকে—কারণ, দয়ালুই হ'চ্ছে দয়ার অভিব্যক্ত-প্রতীক।

এই দয়ালু হ'তে যে দয়াকে বিচ্ছেদ করতে ইচ্ছা করে, আর বিচ্ছেদ ক'রে যে অনুসরণ করতে চায়,—সে কি দয়াতে বিশ্বাসী, সে কি কাফের নয় ? তাই, হজরত রসুল বলেছেন, "যারা ঈশ্বরকে ও তাঁর প্রেরিতগণকে বিশ্বাস করে ও তাঁদের মধ্যে কা'কেও বিচ্ছিন্ন করে না, সত্বরই আমি তাদের পুরস্কার প্রদান করব।"* আবার দেখুন, যারা বিচ্ছেদ বা বিভেদ ক'রে দেখে, তাদের সম্বন্ধে কী বলেছেন,—"যারা ঈশ্বরের ও তাঁর প্রেরিতগণের মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন করতে ইচ্ছা করে—তারাই প্রকৃত কাফের।"†

তারপর আবার দেখুন, বৈষ্ণব মনীষীরা ব'লেছেন—তা' একটা চল্‌তি কথার মত চ'লে গেছে—যদিও এই বাণীর দোহাই দিয়ে অনেক রকমেরই ব্যভিচার বৃত্তিস্বার্থ-পরায়ণতার মোচড়ান ও বিকৃত পাণ্ডিত্যের অর্থ সার্থক ক'রে এক-রকম অবাধ চলনায় চলছে, তা' হ'চ্ছে—"গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে, সে পাপী নরকে মজে।" আরো আছে—"গুরু কৃষ্ণ অভেদ হয় শাস্ত্রের প্রমাণে।" এই সব কথার তাৎপর্য্য দয়া ও দয়ালুর মতই নয় কি ?

তাই, হজরত রসুলও হজরত ঈশার কথা—যা' মানুষ বিকৃত ক'রে নিয়ে তদনুপাতিক চলনায় চলছিল—সেই হিসাবেই ব'লেছেন, "যা'রা ব'লেছেন সেই মরিয়মের পুত্র ঈশাই নিশ্চয় ঈশ্বর, তাহারা কাফের।" তাহ'লে এখানে ঈশার ব্যক্তিত্বকে ঈশ্বর ব'লে স্বীকার ক'রে, সেই অব্যক্ত যিনি—যাঁ'তে অভিষিক্ত হ'য়ে

---

* কোর-আণ—সুরা নেসা ১৫২ আয়াত, ২১ রূকু।
† কোর-আণ—সুরা নেসা ১৫০ আয়াত, ২১ রূকু।

হজরত ঈশা তাঁর পুত্র ব'লে নিজেকে পরিচিত ক'রেছিলেন—যাঁ'র অস্তিত্বই ছিল, তিনি যাঁ'কে স্বর্গস্থ পিতা ব'লে অভিহিত করতেন তিনিই,—যিনি নিজেকে জানতেন সেই স্বর্গস্থ পিতারই প্রতীক ব'লে—তাঁ'কে অগ্রাহ্য করা হ'ল না ? তাহ'লে ঈশা থেকেই কি ঈশ্বরত্বের একদম খতম হ'য়ে গেছে ? হজরত ঈশা যাঁ'র পুত্র ব'লে নিজেকে পরিচিত ক'রেছেন, তিনি কি আর ব্যক্ত-প্রতীকে প্রকট হ'তে পারেন না বা হবেন না ? তাঁ'র ব্যক্ত-প্রতীকত্বের খতম হওয়াও কি সম্ভব ? তা'তে ঈশ্বরত্ব কি সীমায়িত ক'রে দেখা হ'ল না ?

প্রশ্ন। কোরাণে ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাসের কথা বারবার বলা আছে। ঐ বিশ্বাসের এত মাহাত্ম্য কেন ? বিশ্বাস কা'কে বলে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বিশ্বাস বলতে আমার ধারণা, নির্দ্বন্দ্ব হওয়া—যথার্থতাকে স্বকীয় বা স্বীকার ক'রে নেওয়া। মানুষ যখন এমনতর হ'য়ে নির্দ্বন্দ্ব ও প্রশ্নশূন্য হ'য়ে দাঁড়ায়, তখনই তা'র সুরত অনুকূল তদবস্থাতে যথাযথভাবে আসক্ত হ'য়ে বা অনুরক্ত হ'য়ে বস্তু ও ব্যাপারের যথাযথ বোধ-উপভোগে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে পারে—আর অমনতর যখনই হয়, তখন থেকেই তা'র ঐ অনুরাগ বা আসক্তির টানে বৃত্তিগুলি বোধ ও চিন্তন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে সমাধান-সামঞ্জস্যের ভিতর-দিয়ে একীকরণে উপস্থিত হ'য়ে, সার্থকতায় উপ্‌চে উঠতে থাকে। তাই-ই বিশ্বাসের কথা আমার মনে হয়, অত জায়গায়, অত রকমে, অত কায়দায় বলতে হ'য়েছে*—কেমন তাই নয় কী ? আপনারা কি বলেন ?

প্রশ্ন। কোরাণে আছে, "বল, ঈশ্বর যাহা চাহেন তদ্ভিন্ন আমি তোমার জন্য

---

* "Those who believe and do good is the ever-recurring description of the righteous as given in the Quran. Right belief is the good seed which can only grow into a good tree if it receives nourishment from the soil in which it is placed."

—Moulvi Mahammad Ali, M. A., L. L. B.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসে ও আল্লাহর উদ্দেশ্যে হিংসা করে এবং আল্লাহতায়ালার জন্য দান করে অথবা আল্লাহতায়ালার জন্য নিষেধ করে, সে তাহার ইমানকে পূর্ণ করিয়াছে।"

(আঃ দায়ুদ, তিরমিজি)

হিত ও অহিত করিতে সক্ষম নই।"† ঈশ্বরের কথা ব্যতীত হিতও করিব না—এ-কথার তাৎপর্য্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যিনি সৃষ্টির প্রতি-প্রত্যেকের অস্তি ও বৃদ্ধির-উৎস—যাঁ-হ'তে যা'-কিছু হ'য়েছে, আছে ও চলছে—যিনি তাঁ'র করুণাস্রোতে বিচ্ছুরিত হ'য়ে প্রতি পৃথক-অভিব্যক্তির ভিতরেও পূর্ণতায় তদনুপাতিক শক্তি ও সামর্থ্য হ'য়ে প্রকট চলনায় চলায়মানতায় চালাচ্ছেন, সেই চলৎশীল অস্তি ও বৃদ্ধিই যা'র বৈশিষ্ট্য—তা'র যা'-কিছু চাহিদা ঐ চলৎশীল অস্তি ও বৃদ্ধিতেই। মানুষ যা'কে বৃত্তিপরায়ণতার আবেষ্টনের ভিতর-থেকে হিত ব'লে মনে ক'রে থাকে,—বৃত্তির চাহিদা-মাফিক প্রয়োজনের টানে, তা' হয়ত ঐ চলৎশীল অস্তি ও বৃদ্ধির একদম প্রতিকূলও হ'তে পারে। তা'তে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি হয়ত সর্ব্বনাশ-সম্বেগী হ'য়ে, মরণসঙ্কুলতায় প্রবেশ করতে-করতে একদম জাহান্নমে গিয়ে উপস্থিত হ'তে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের চাহিদা সব-সময়েই ঐ চলৎশীল অমৃতনিষ্যন্দী অস্তি ও বৃদ্ধিতেই।

তাই, মানুষের বৃত্তিমুগ্ধ চাহিদার প্রয়োজনানুপাতিক হিতকে অগ্রাহ্য ক'রেও

"তোমরা বিশ্বাস না করা পর্য্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করিবে না এবং তোমরা পরস্পরকে না ভালবাসা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিবে না।"

(মুসলিম, আঃ দায়ূদ ও তিরমিজি)

"বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।"

"Faith is the evidence of things not achieved." —Bible

† আরো আছে—

مالكم من دونه من ولى ولا شفيع *

"পরমেশ্বর ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নাই ও সুপারিশকারী নাই।"

(কোর-আণ—সুরা সেজ্দা ৪ র, ১)

* কোর-আণ—২ সুরা বকর ১৭।১৮

ان الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا

... ... الذين يتخذون الكفرين أولياء من دون المؤ

منين - أيبتغون عندهم العزة *

ঈশ্বরের নির্দেশ বাস্তবে পরিণত ক'রে মানুষের জীবন-বৃদ্ধিকে চলৎশীল অমৃতাভিষিক্ত করণোদ্দেশ্যেই হজরত রসুলের ঐ বাণী—এই আমার ধারণা।

প্রশ্ন। কোরাণে কপটদের কাফেরের সঙ্গে তুলনা ক'রেছে—উভয়ই শয়তানের দাস।* কপটতা এত দোষের কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কপট যা'রা—বলে এক-রকম, চলে তা'র অভিসন্ধি মতন, অন্য-রকমে—যেন তা'র অভিসন্ধি কারু কাছে ধরা না পড়ে—তা'র কোন রকম বাধার কারণ কেউ না হয়। এই লোকগুলি প্রায়ই বৃত্তির চাহিদা-লোলুপতার প্রয়োজন-সরবরাহের উদ্দেশ্যে ঐ বৃত্তিতে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ব্যক্তিত্বকে সেই মোতাবেকে চালাতে থাকে—আর সেই জন্য কোন বাধা হ'তে দূরে সরে থাকতে চায়, বাধাকে এড়িয়ে চলতে চায়। ওদের কোন principle থাকে না। সত্তায় তা'দের এমনতর দুর্ব্বলতা বৃত্তিপরতার অভিসন্ধিৎসা থেকেই জন্মে থাকে। তাই, তা'রা নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধানের সীমানায়ই যেতে চায় না। তাই, পারিপার্শ্বিককে তা'রা অনুকূল-নিয়ন্ত্রণে পোষণ ও পূরণানুপাতিক ক'রে তা'দিগকে উদ্বর্দ্ধিত ক'রে নিজের স্বতঃপোষণ ও পূরণ করার ঝঞ্ঝাট বইতেই গর্‌রাজি।

বৃত্তিপরতার আধিপত্য মানুষের অন্তরের উপর প্রায়ই মাথাতোলা দিয়েই থাকতে দেখা যায়। কিন্তু যা'দের সুরত বা libido বা রূহ জন্মসংস্কার-হিসাবে strongly impressed, তা'দের স্বভাবেই এমনতর একটা চাপ ও গতির আধিক্য দেখা যায়—যা'তে তা'রা কোন-বিষয়ে determined হ'লেই ঐ determined যা'-কিছু তা'র চাপ থেকে এমনতর চলনাকে সেই-মাফিক উদ্বুদ্ধ ও সম্বেগশালী ক'রে তোলে, যা'তে সে তৎ-মাফিক কাজে বা ব্যাপারে নিজেকে নিযুক্ত ক'রে, যা' করতে হয় বাস্তবতায় তা' না-ক'রেই থাকতে পারে না—দেখে মনে হয় যেন সে determined to do so.

"নিশ্চয় ঈশ্বর নরকে কাফের ও কপটদিগের সংগ্রহকারী।"

"তাহারা (কপট লোকেরা) বিশ্বাসীদিগকে ছাড়িয়া কাফেরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহাদের নিকট কি তাহারা সম্মান আকাঙ্ক্ষা করে?"

(কোর-আণ—৪ সুরা নেসা ১৩৯, ১৪০ র, ২০)

এমনতর যা'রা তা'রা যদি কোন Superior Beloved-কে নিজের principle ক'রে, তাঁ'তে অমনতর অটুট ও আপ্রাণ অনুরক্ত হ'য়ে, তাঁ'র wish fulfil করার সম্বেগে উদ্দীপ্ত হ'য়ে চলতে থাকে, সে-মানুষগুলিকে হঠাৎ যেন দেখা যায় কেমনতর একটা superior move নিয়েছে।

কিন্তু ঐ-রকম মানুষ—দুর্ব্বলতা যা'দের সত্তাকেই আক্রমণ ক'রেছে—তা'দের জীবনে অমনতর tendency কমই দেখতে পাওয়া যায়। বৃত্তির চাহিদা-মাফিক চলনায় চলতে তা'রা বাধ্য হয় কিন্তু দুর্ব্বলতা-বশতঃ পারিপার্শ্বিককে তদনুপাতিক নিয়ন্ত্রণ করতে চায় না ও যায় না। তা'র ফলে, তা'র উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য বলে এক-রকম, করে এক-রকম—আস্তে-আস্তে একটা ফাঁকিবাজীর গুদোম হ'য়ে দাঁড়ায়। কেউ তা'র উপর কোন-রকম আস্থাই রাখতে চায়ও না, পারেও না। এমনতর লোকেরাই কপট ব'লে অভিহিত হয়। তা'হলেই দেখুন, কপটরা কাফের কিনা? শয়তানের কপটালিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করেছে কিনা? তা'রা শয়তানের দাস কিনা?†

---

† ان المنفقين فى الدرك الاسفل من النار ولن تجدلهم نصيراً *

"নিশ্চয় কপট লোকেরা নরকাগ্নির নিম্নতম প্রদেশবাসী, তুমি তাহাদের জন্য কদাচ সাহায্যকারী পাইবে না।"

(কোর-আণ—৪ সুরা নেসা ১৪৫ র, ২১)

ان المنفقين يخدعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلوة قاموا كسالى يراؤن الناس ولايذكرون الله الا قليلا *

"নিশ্চয় কপট লোকেরা ঈশ্বরকে বঞ্চনা করে, ঈশ্বরও তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন, যখন তাহারা নামাজের প্রতি দণ্ডায়মান হয় তখন শিথিলভাবে দণ্ডায়মান থাকে—তাহারা লোককে প্রদর্শন করে, ঈশ্বরকে অল্প ব্যতীত স্মরণ করে না।"

(কোর-আণ—৪ সুরা নেসা ১৪২ র, ২১)

صم بكم عمى فهم لايرجعون *

"ইহারা বধির, মূক, অন্ধ—অপিচ ইহারা পরিবর্ত্তিত হয় না।"

(কোর-আণ—২ সুরা বকর ১৮ র, ২)

প্রশ্ন। কোরাণে আছে—"নিশ্চয় যা'রা আমার সাক্ষাৎকারের আশা রাখে না ও পার্থিব জীবনে সন্তুষ্ট আর তা'-দিয়েই সুখবোধ করে এবং যা'রা আমার নিদর্শনগুলির প্রতি উদাসীন, তা'দের স্থান নরকাগ্নি।"—এ-কথার মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বৃত্তির আধিপত্য যা'দের অন্তরে এতই প্রবল যা'তে তা'র বৃত্তির চাহিদার প্ররোচনাকে এড়াতে বা ignore করতে কিছুতেই চায় না বা পারেও না—যা'কে ধরলে বা যাঁ'তে অনুরক্ত হ'লে ঐ এড়ানগুলি এড়ালাম ব'লে কোন প্রশ্নই জাগে না, তা'রাই পার্থিব বৃত্তির চাহিদা মেটাবার ব্যক্ত আপ্রাণতায় ভোগেন্ধনের আপ্রাণ সরবরাহকারী হ'য়ে পার্থিবতায় মত্ত হ'য়ে থাকে। জীবন-বৃদ্ধির দুঃস্থ ক্রন্দন বুক ফেটে বেরুলেও যেন তা'দের এমন কোন শক্তি নাই, সেই সাড়ার অনুরাগে দু'চার পা এগিয়ে যেতে পারে। এমনতর মানুষ অন্তরখানা অবসাদে পূর্ণ ক'রে অবোধ নতজানুতার ভিতর-দিয়ে বাঁচা-বাড়ার দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে চেয়েই চ'লে মুখ্যতঃ শয়তান-প্রেমিকতার সরঞ্জামী চলনায় চলতে থাকে।

তখন প্রেরিত পয়গম্বর হজরত রসুল এলে তাঁ'র ডাকে এতটুকু সতর্কিতদেরও জীবন প্রাণশক্তিতে উপ্‌চে ওঠে। কিন্তু ওরা তা'তে উল্টো সাড়াই দিয়ে থাকে। ওরা আরো যেন জীবন্ত হ'য়ে মরণোন্মুখ চলনাকেই উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে! নিন্দুক, ষড়যন্ত্রকারী, ভণ্ড,—তাঁ'র নিদেশগুলিকে শয়তানী রংএ রঙ্গিয়ে মানুষের সমক্ষে ধ'রে তাঁ'র কুৎসিত-রটনাকারী,—হাস্যাস্পদের মতন তাঁ'র বাণীগুলিতে মুচ্‌কি হেসে ভারিক্কির মতন innocently ignore করার চালবাজ ইত্যাদি রকমের নানা রকম মহরায় চলতে থাকে তা'রা! আর সেইজন্যই হজরত রসুল অমনতর ক'রে তাঁ'র সতর্কবাণী মানুষের কাছে পরিবেষণ ক'রেছেন। ভেবে দেখুন—অমনতর যা'রা দুর্ব্বলতার উপাসক, তাদের হক্ পাওনী কী ? মানুষ যেমন কাজ করে, তা'র ফল তো ইহকাল-পরকাল হিসাব না-ক'রেও সঙ্গে-সঙ্গেই চলতে থাকে ?*

---

*"হে মোহাম্মদ! তুমি লোকদিগকে নিজ প্রতিপালকের পথের পানে আহ্বান কর—জ্ঞান ও

প্রশ্ন। কোরাণে আছে, হত্যা অপেক্ষা ধর্ম্মদ্রোহিতায় অধিকতর পাপ†—কৈ মানুষের আইনে তো তা' বলে না? ধর্ম্মদ্রোহিতায় অধিকতর পাপ কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হত্যাকারী যে, সে দুই-একটা বা কতগুলি জীবনকে হত্যাই করল—তা'র দ্বারা জনগণ affected না-ও হতে পারে। কিন্তু ধর্ম্ম—যা' মানুষের বেঁচে থাকা, বৃদ্ধি-পাওয়ার উৎস ও চলন,—যে-বিধিমাফিক না চ'ল্লে বাঁচা-বাড়া স্বতঃই শুকিয়ে নিঃশেষ হ'য়ে যায়—তা'র বিরুদ্ধতা, তা'কে বিকৃত ক'রে রটনা করা, আবার অমনতর রটনা ক'রে যে-চলনায় মানুষকে মৃত্যুপন্থী হ'তেই হয়—বৃত্তিগুলি পুষ্ট হ'য়ে তা'দের চাহিদার সরঞ্জাম ও সমারোহে মানুষকে অবাধ্য ও উদ্ব্যস্ত ক'রে তুলে বাঁচা-বাড়াকে ক্ষুণ্ণ ক'রে শুধু তা'দেরই পরিপোষণ ও পূরণ-প্রয়াসী ক'রে তোলে—এমনতর কুসংস্কার-বৃত্তিপরতার কুহেলিপূর্ণ চাহিদা ইষ্ট ও আদর্শ—যাঁ'রা মানুষের বাঁচা-বাড়ায় চলনার জীবন্ত অমৃতোৎসারণী ভিত্তি অর্থাৎ ধর্ম্মের ভিত্তি তাঁ'দের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ অনুৎসাহী বিদ্রূপাত্মক রটনা বা প্রচার—যা'তে তাঁ'দের বাণী মানুষের বাঁচা-বাড়াকে উৎসবমণ্ডিত না করতে পারে এমনতর রকমের ভিতর-দিয়ে বৃত্তি-উপভোগের aristocracy-র বাহাদুরী ও চলনাকে সংবর্দ্ধিত করতে থাকা ইত্যাদি—যে-চলনে লাখ-লাখ জীবন ক্রমে শুকিয়ে নিঃশেষ হ'য়ে যায়,—তা' কি হত্যার চেয়ে বেশী পাপ নয়কো?

আর্য্যদের রামায়ণে আছে—শম্বুক শূদ্ররাজ শূদ্রবর্ণ ও বর্ণাচারকে অবহেলা ক'রে ঐ বর্ণাচারের বৈশিষ্ট্য—যা' সমাজ ও জাতিকে পরিপোষণ দিয়ে কৃষ্টিকে উদ্দীপ্ত ক'রে বাঁচা-বাড়াকে পোষণ ও পূরণে অধিক ক'রে তুলত—তা'কে অবহেলা ক'রে, যে-বিধির ভিতর-দিয়ে কৃষ্টির অনুসরণে শূদ্র ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হয় তা'র ভিতর-দিয়ে কৃষ্টিকে পরিপুষ্ট ক'রে না তুলে' হীনত্ব-বোধোদ্দীপ্ত বৃত্তিগুলি

সদুপদেশ দ্বারা এবং তাহাদিগের সহিত সৎভাবে তর্ক-বিতর্ক করিও।.....নিশ্চয় জানিও যাহারা ধর্ম্মভীরু এবং যাহারা সৎকর্ম্মশীল—আল্লাহ তাহাদের সঙ্গে আছেন।"

(কোর-আণ—সুরা নামাল ১২৫-১২৮)

('এস্‌লামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য' পুস্তক হইতে গৃহীত)

† কোরাণ—২ সুরা বকর ১৮৮ আয়ত ও ২১৭ আয়ত।

দ্বারা প্ররোচিত অহং-এর দ্যোতনায় প্রলুব্ধ হ'য়ে ব্রাহ্মণোচিত চলনায় পারিপার্শ্বিককে উত্তেজিত ক'রে, নেতা হ'য়ে, সেই আচরণে নিজে চ'লে তা'র আওতার প্রতি-পারিপার্শ্বিককে ঐ-রকমে উন্মাদ ক'রে তুলে মানুষের জীবন-বৃদ্ধির চলনার যা'-যা'-কিছু যা'রা-যা'রা করত—সেই সব কর্ম্ম হ'তে বহুসংখ্যককে বিরত ক'রে তোলায় সেই রাজত্বে মহামারী, অত্যাচার, দুর্ভিক্ষ, অকালমৃত্যু ইত্যাদি দেখা দিয়েছিল। শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্রীসভায় নানারকম তদারক ক'রে শম্বুক মুনির ঐ ধর্ম্মদ্রোহিতা অর্থাৎ যে-যে চলনার ভিতর-দিয়ে মানুষের বাঁচা-বাড়া পূরণে ও পোষণে পুষ্টি পেতে থাকে তা'রই বিদ্রোহিতা, বিকৃত প্রচার ও তা'তে জনগণকে convince ক'রে, বুঝিয়ে তদনুপাতিক চলনায় তা'দের নিয়োজিত করা ইত্যাদি যা'-কিছুর বিচার হ'য়ে তা'র প্রাণদণ্ডের আদেশ স্থিরীকৃত হ'য়েছিল। আরো স্থিরীকৃত হয়েছিল—এই প্রাণদণ্ড ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের হাতেই করতে হবে, কারণ রামচন্দ্রের প্রতি তা'র শ্রদ্ধা নিবদ্ধ ছিল। যা'র প্রাণদণ্ড হ'চ্ছে—সবচেয়ে শ্রদ্ধা করে এমনতর কারু হাতে যদি আকুল সম্বেগের উদ্দীপনায় তা' হয়, আর তা'তে যদি সে মৃত্যুতেও তৃপ্তি লাভ করে—রামচন্দ্রে অনুরক্তি থাকার ধারণায় তা'র প্রাণদণ্ডাদেশের ভিতরও অতটুকু elating consideration ছিল। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রই তা'কে হত্যা ক'রেছিলেন। এই হত্যার মূল ব্যাপারই হ'চ্ছে ঐ ধর্ম্মদ্রোহিতা। তা'হ'লেই দেখুন, ধর্ম্মদ্রোহিতা হত্যা করার থেকে কত বেশী পাপের! হজরত রসুলও তাঁ'র বাণীতে তাই-ই ঘোষণা ক'রেছেন।

প্রশ্ন। হজরত মহম্মদ তালাকের কথা বলেছেন, ওর চেয়ে বড় পাপ আর কিছু নেই*—বহু চেষ্টায়ও যদি একত্র থাকা একান্ত অসম্ভব হয়, তখনই শুধু

---

* "বিবাহ কর কিন্তু তালাক দিও না, কারণ উহাতে আরশ কম্পিত হয়।" (ছগির)

"And the Holy Prophet's memorable words, 'of all the things which have been permitted to men divorce is the most hated by Allah,' will always act as a strong check on any loose interpretation of the words of the Holy Quran. There are cases on record in which he actually pronounced divorce to be illegal." (Bokhari)

তালাক করণীয়—তা' কেন ? আজকাল তো কথায়-কথায়ই আমাদের সমাজে তালাক দেওয়া হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। বিবাহের প্রাকৃতিক পদ্ধতিই হ'চ্ছে—মেয়েরা শ্রদ্ধা-উচ্ছল অবনতচিত্তে তা'দের চাইতে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ এমনতর কোন পুরুষকে বরণ ক'রে তা'কে সর্ব্বতোভাবে বহনপ্রাণা হ'য়ে জীবনের শ্রেষ্ঠস্বার্থ-স্বীকারে মহিমার সহিত ইষ্ট ও ধর্ম্মের সেবা-সঙ্কল্পে তা'কে আত্মনিবেদন করা। এই উদ্দেশ্য যেখানে যত অন্যথায় পরিণত হয়, সেখানে তত তেমনতর বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি তো হ'তেই থাকবে ! আর, এই বিপর্য্যয় যেখানে যত বেশী রাক্ষসীমূর্ত্তি ধারণ ক'রে বাঁচা-বাড়াকে বিধ্বস্ত ও আহত করতে চায়, তেমনতর স্থলেই শুধু তালাকের প্রয়োজন হ'তে পারে। তাই, হজরত রসুল তালাককে অমনতর পাপ ব'লে আখ্যাত ক'রেও অমনতর সঙ্কোচের সহিত মত দিয়েছেন।

এই তালাক যেখানেই সংঘটিত হয়, সেই নারী স্বাভাবিক পবিত্রতা হ'তে অনেকখানি দুষ্ট হ'য়েই থাকে।† তা'কে যে-কোন পুরুষই বিবাহ করুক না কেন, তা'র গর্ভজ সন্তান মা'র মস্তিষ্কের ঐ দুষ্ট বিকৃতির কিছু-না-কিছু পেয়েই থাকে। এই বিকৃতির প্রধান লক্ষণই হ'চ্ছে—ইষ্ট বা প্রেষ্ঠপ্রাণতায় সদাচারে বিরক্তি ও শৈথিল্যভাব, শৈথিল্যশীল সন্দেহ, বিচ্ছিন্ন বৃত্তিপরায়ণতা, সৎ বা শ্রেষ্ঠে আপ্রাণ অনুরক্তির বদলে অস্বাভাবিক সমীচীন যুক্তি-প্রবণতার সহিত বিরক্তি ও বিরোধ-ভাবাপন্নতা ইত্যাদির ঢেকুর—সে যত বড় লোকের ঔরসজাতই হোক না

"In a saying of the Holy Prophet, divorce is called the most hateful to Allah of all things allowed."

—Moulvi Mahammad Ali, M. A., L. L. B.

† "যে রমণী বিনা কারণে তাহার স্বামীর নিকট তালাকের জন্য প্রার্থনা করে, বেহেস্তের সৌরভ তাহার জন্য হারাম।"

(আঃ দায়ূদ, তিরমিজি, ইঃ মাজা ও মিঃ)

"বৈধ হওয়া সত্ত্বেও যাহা আল্লার নিকট অত্যন্ত অপ্রিয়, তাহা তালাক।"

(আঃ দায়ূদ)

"বিশেষ কোন অপ্রিয় কারণ না থাকিলে স্ত্রীদিগকে তালাক দিও না—কারণ, আল্লাহ স্বাদগ্রহণকারী পুরুষ বা স্বাদগ্রহণকারিণী স্ত্রীলোককে ভালবাসেন না।" (ছগির)

কেন—একটু-না-একটু থাকবেই থাকবে! তাই, হজরত রসুল ওকে অমনতরভাবে পাপ ব'লেই ঘোষণা ক'রেছেন।

প্রাণের যে উচ্ছলতা বিবাহকে আমন্ত্রণ করে সেই প্রাণহীন বিবাহে,—পুরুষের যে মর্য্যাদায় অনুরঞ্জিত হ'য়ে মেয়েরা শ্রদ্ধাবনত উচ্ছলচিত্তে গৌরব-গরিমার সহিত পুরুষকে বরণ করে, আত্মনিবেদন করে—সেই অনুরঞ্জিনী-আবেগহীন পরিণয়ের পরিণতি যা' হবার, সমাজে তা' তো হ'চ্ছেই। তাই, এমনতর হ'চ্ছে ব'লে আজ সমাজ ইষ্টহারা, কৃষ্টিহারা, পারিপার্শ্বিক-সম্পদহারা! যেদিন থেকে ইষ্টনন্দিত, মর্য্যাদা-প্রাণ আবেগ-নিয়ন্ত্রিত আত্মনিবেদনী বিবাহ সমাজে আবার প্রতিষ্ঠালাভ করবে, সুস্থ জননে ইষ্ট ও কৃষ্টি-সৌধশালিনী হ'য়ে সমাজ আবার অমর আলোকে খিল্‌খিল্‌ ক'রে হাসতে থাকবে।

প্রশ্ন। পুরুষের চারটে পর্য্যন্ত বিয়ের কথা কোরাণে আছে।† বহু-বিবাহ হজরত সমর্থন ক'রেছেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সহন ও বহনযোগ্য উপযুক্ত বহু-বিবাহে পুরুষের শ্রদ্ধাবনত স্তুতি-উদ্দীপ্ত সেবা ও প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসোদ্বুদ্ধ বহুনারী-গ্রহণে ঐ উপযুক্ততা-মাফিক সংস্কার বা instinct-বাহী প্রজননও বেশীই হ'তে থাকে। তা'র ফলে, সুপ্রজাত জনগণের বহুসৃষ্টি হ'য়ে সমাজ ও জাতিকে উন্নত-নিয়ন্ত্রণে অক্ষুণ্ণ ও অবাধ উন্নতিতে চ'লে চালাতে থাকে।‡

---

† فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع
فان خفتم الا تعدلوا فواحدة *

"যদি আশা কর যে অনাথাদের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে তোমাদের যেরূপ অভিরুচি তদনুসারে দুই, তিন ও চারি নারীর পাণিগ্রহণ করিতে পার। পরন্তু যদি আশঙ্কা কর, ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না তবে এক নারীকে বিবাহ করিবে।"

(কোর-আণ—৪ সুরা নেসা ৩ র, ১)

‡ "The adoption of polygyny is necessary for the preservation of the Aryan race."
—Professor Von Ehrenfels.

আরও, সমাজে অমনতর বিবাহ-পদ্ধতি থাকার দরুণ নারীর উন্নতিতে আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস থাকায়, সে উন্নত-ব্যক্তিকেই বিবাহ ক'রে থাকে। তা'র ফলে, অনুন্নতরা সহজে বিবাহোপযুক্ত মেয়ে না পেয়ে তদনুপাতিক নারীসংগ্রহে ব্যস্ত ও উদ্দৃপ্ত হ'য়ে ওঠে এবং অন্য হ'তে নারী সংগ্রহ ক'রে থাকে। তা'র ফলে—ঐ culture-এর যতটুকু হোক না কেন, instinct ও tendency-কে বহন ক'রে সন্তান-সন্ততির প্রজনন হ'য়ে জাতি ও সমাজকে আদর্শ ও কৃষ্টিপ্রাণ জনগণ-বহুল ক'রে তোলে।* আরো হয়— যা'রা অনুন্নত, তা'রা বিবাহে মেয়ে পাওয়ার প্রলোভনে আদর্শ ও কৃষ্টিতে ঝুঁকে বড় ও নামজাদা পদে দাঁড়াতে স্বতঃ-প্রয়াসশীল হ'য়ে ওঠে—আমার মনে হয়, ঐ বাণীর এই যা' মরকোচ্।

প্রশ্ন। আচ্ছা, এ-জন্মে পুণ্য করলে পরকালে তা'র ফল হয় যে প্রবাদ আছে—তা'র মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এ-জন্মে পুণ্য করলে—পুণ্য করলে যা' হয়, তা' তখন থেকেই আরম্ভ হ'তে থাকে। আর, ঐ পুণ্য করার চলনে যে চলতে থাকে, প্রতি-পুণ্যের ফল প্রতিপরের অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে-করতে ক্রমোন্নতিতে উপ্‌চে উঠে পরকালকে পরিমাপিত করে। তাই, ইহকালের করাই পরকালকে পরিমাপিত ক'রে সৃষ্টি ক'রে থাকে।

প্রশ্ন। হজরত রসুল যে ব'লেছেন, "অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে জ্ঞানদান শূকরের গলে মণিমুক্তা আর সোনার হার ঝুলিয়ে দেওয়ার সমরূপ।"*—তা'র মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাহার মস্তিষ্কের কোষগুলি যতটুকু elastic এবং যতটুকু receptive—বস্তুর সাড়ায় তা'রা ততটুকু finely আন্দোলিত হ'য়ে বোধের

---

* "Professor Wieth Knudsen has rightly pointed out that the Germanic tribal streams of former centuries would never have come into existence had it not been for polygamy, and this is as much as to say that all the preconditions of Western culture would have been lacking."

—Alfred Rosenberg,
Philosophical Director of Nazi Party.

* এব্‌নে মাজাহ, বায়হাকী বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, এই হাদীস জইফ।

উদ্রেক করে, আর সে তেমনতর impulse-কে receive করতে পারে ও বোধ করতে পারে। কিন্তু যাঁ'দের কোষগুলি grossly tough—তেমনতর elastic-ও নয়, receptive-ও নয়—তাঁ'রা আবার fine impulse-গুলিকে তেমনতর receive করতে না পেরে, সেই বোধে উদ্দীপ্ত না হ'তে পেরে, নিজের জমায়েত বোধমাফিক তা'দিগকে বিকৃতভাবে বুঝে নিয়ে তেমনতর চলনায়ই চলতে থাকে।

এই মস্তিষ্কের কোষগুলি স্থিতিস্থাপক ও সাড়াপ্রবণ তাঁ'দেরই তত বেশী ও তর্‌তরে—যাঁ'দের libido, সুরত বা রূহ যত strongly sexed বা impressed. Superior Beloved-এ এই সুরত যে-ব্যক্তিত্বে যেমনতর impressed বা sexed—তেমনতর রকমেই স্বতঃ-অনুপাতিকভাবে অনুরক্ত বা আসক্ত হ'লে, তা'র শারীর-বিধান ও মস্তিষ্ক-কোষগুলি সেই অনুরাগ বা আসক্তি-মাফিক Superior Beloved-এর wish fulfilment-এর আত্মপ্রসাদী আগ্রহ-চলনার ভিতর-দিয়ে পরিবর্ত্তিত হ'তে-হ'তে ক্রম-স্থিতিস্থাপকতায় ও ক্রমসাড়াপ্রবণতায় উদ্বোধিত হ'য়েই চলতে থাকে। আর, তা'র বোধ ও জ্ঞানের তীক্ষ্ণত্ব ও সূক্ষ্মত্ব ততই বাড়তে থাকে।

তাই, অমনতর রকমে যাঁ'দের জীবন অনুরাগ-সন্দীপ্ত হয়নি, যাঁ'রা বৃত্তির হাতে ক্রীড়নক হ'য়ে ব্যক্তিত্বকে সেই অহংএর দ্বারা পরিচালিত ক'রে তেমনতর উপভোগ-অনুসন্ধিৎসায় দুনিয়ায় ঘুরতে থাকে—তা'দের কাছে তা'দের মাফিক ক'রে না ধরলে তীক্ষ্ণ-অনুভূতিলব্ধ, সূক্ষ্মসাড়া-উদ্দীপ্ত বোধ-দর্শনের কথা কি-ক'রে বুঝবে? আর, তেমনতর ক'রে তা'দের কাছে বলায়, তা'রা বরং সেগুলিকে তা'দের অনুপাতিক ক'রে নিয়ে বিকৃত চলনায় চ'লে আরোই বিধ্বস্ত হ'য়ে উঠবে। তাই, গীতায় পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব'লেছেন—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ।।"*

* মনুসংহিতার বিধানেও রহিয়াছে—
"নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্‌ব্রূয়ান্ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ।

হজরত রসুলও ব'লেছেন, "অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে জ্ঞানদান শূকরের গলে মণিমুক্তা এবং সোনার হার ঝুলিয়ে দেওয়ার সমরূপ।"

প্রশ্ন। হাদীসে আছে, "যে নিজেকে চিনেছে, সে খোদাকে চিনেছে।"—এ-কথার তাৎপর্য্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এক খোদার বিভিন্ন বিশিষ্ট যা'-কিছু—প্রত্যেকেই তদনুপাতিক ব্যক্ত ব্যক্তি বা manifestation. সেই manifested being বা ব্যক্তি যখনই প্রেরিতে ব্যক্ত খোদাকে তা'র অনুরাগোদ্দীপ্ত, সম্বেগশালী, আগ্রহমুখর উপাসনার আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধ'রে আত্মনিবেদনে নিজেকে উদ্ভিন্ন ক'রে, আত্মসমর্পণে সেই জীবনে জীবিত হ'য়ে থাকে—তখনই তা'র প্রতি-component যা'-কিছু বিনিয়ে-বিনিয়ে তাঁ'র আলিঙ্গনে উদ্বুদ্ধ ক'রে আরো প্রাণবান্ হবার দুরাগ্রহ-সম্বেগে প্রিয়-পরমের দিকে এগুতে থাকে। এমনি-ক'রেই যা'-যা' দিয়ে সে, সবগুলিকেই unfold ক'রে তৎসার্থকতায় প্রাণবান্ হ'য়ে উঠতে থাকে—আর, বোধও তেমনতরভাবেই গজাতে থাকে। এমনি করতে-করতে সে একদিন দেখতে পায়, খোদা-ছাড়া তা'তে আর কিছুই নেইকো। এই যে সে, এমনি তা'র জগৎ, যা'-কিছু প্রতি-প্রত্যেক, সবই সেই খোদারই বিভিন্ন বিসৃষ্ট ব্যক্ত-প্রতীক—আর, তা'তে তা'র সব কাণায়-কাণায় খোদাই অনুস্যূত,—তথাপি তা'র এবং তা'র যা'-কিছু একদম সবই খোদার—খোদা এই অধিগম্য যা'-কিছু হ'য়েও আরো হ'য়ে আছেন তা'র কাছে ! যা'দের এই অবস্থায় একটা অকাট্য fatigue আসে, তা'-ছাড়া খোদা যে আরও—এ-ধারণা লুটপাট হ'য়ে গিয়ে সেই fatigue-এর ফলে, সে-ই যে খোদা—এই দর্শন ও ধারণার গ্রথিতজ্ঞান-সম্পন্ন হ'য়ে উঠে বলে থাকে,—আমি

জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ ॥
... ...
বিদ্যয়ৈব সমং কামং স্মর্ত্তব্যং ব্রহ্মবাদিনা।
আপদ্যপি হি ঘোরায়াং ন তেনামিরিণে বপেৎ।"

(২য় অধ্যায়। ১১০।১১৩)

সত্য, সোঽহং—আমি-ছাড়া আর কিছু নাই, কিছু হ'তে পারে না, তোমরা কেউ ভুল ক'রো না—বল, "আয়্‌নল্ হক্, আয়্‌নল্ হক্, আয়্‌নল্ হক্ !"* আবার, যখনই ঐ fatigue কেটে যায়, তখন সে দেখতে পায় সে এবং তা'র যা'-কিছু জগৎ সব ছাপিয়ে আরো হ'য়ে খোদা আগ্‌লে ধ'রে আছেন। তা'র রূপালী জগতের super-illuminated egoistic explosion—যা'র দরুণ সে নিয়তই ভাবছিল ও দেখতে পাচ্ছিল, একমাত্র সে-ছাড়া আর-কোন-কিছুর অস্তিত্বই এক-রকম ফক্কিবাজী—তা' থেমে গিয়ে অস্তিত্ব এবং তা'র conception একটা normal balance-এ ফিরে এসে বোধ-সামঞ্জস্যে ধরতে গেল, দেখতে পেল, বুঝতে পেল—"ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং···ত্বমেব জগৎকর্ত্তৃ-পাতৃপ্রহর্ত্তৃ।" যা'-কিছুরই সম্ভব হ'য়েছে তা' জানার পাল্লায়ই থাক আর না-জানার পাল্লায়ই থাক—তা' একমাত্র খোদা-থেকেই।

তাই, যে নিজে নিজেকে জেনেছে, তা'র জানার পাল্লা সাবাড় ক'রে খোদাকে যেমন জানা যেতে পারে তা' যে সে জেনেছে। এক-কথায়, তা'র কাছে খোদা-ছাড়া আরও ব'লে আর-কিছু নেইকো !

---

* "তা লা ল্লাহ, চে দৌলত দারাম এম্‌শব
কে আমাদ নাগাহ্ আঁ দেলদারম্ এম্‌শব।
... ...
কাশাদ নক্‌শে 'আনাল হক' বর জমী খুন
চুঁ মন্‌সুর আর কোশী বর দরম এমশব।" —(কবি হাফেজ)

অর্থাৎ, আজ যদি কেহ আমায় নিধন করে, আমার শোণিত-ধারাও মন্‌সুর হাল্লাজের ন্যায় জমির উপর "আনাল হক্" চিত্র আঁকিতে আঁকিতে প্রবাহিত হইবে। অর্থাৎ আমি এখন আল্লাহময় হইয়াছি।

"সাধক মন্‌সুর হাল্লাজ আল্লাহতে আত্মনিবিষ্ট হইয়া নিজকে "আনাল হক" অর্থাৎ আমিই 'আল্লাহ' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহাতে মুসলিম জগতে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পাছে জগতে তাঁহার পূজা প্রবর্ত্তন হয়, এই আশঙ্কায় কাজীশ্রেষ্ঠ ইউসুফ তাঁহার এই বাল্যবন্ধুকে সতর্ক করিয়া দেন। কিন্তু মন্‌সুরের তখন আত্মসংবরণের সাধ্য ছিল না। এই কাজীর নিরপেক্ষ বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। কথিত আছে, তাঁহাকে বধ করিলে তাঁহার শোণিত-ধারা যেভাবে আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল তাহাতেই 'আরবী' 'আনালহক' বাক্য অঙ্কিত হইয়াছিল।"

'পারস্য-প্রতিভা', ১৫৪ পৃঃ—মহম্মদ বরকতুল্লাহ, এম-এ, বি-এল

প্রশ্ন। কোরাণ ও বাইবেলে সপ্ত আকাশের কথা আছে†—আকাশ তো একটাই, সাতটা আবার কেমন-ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষের প্রিয়-পরমে অটুট ও আপ্রাণ অনুরাগের সন্দীপনায় তা'র জগৎখানার যা'-কিছু প্রতি-প্রত্যেক নিয়ে সে যখন Superior Beloved-এর wishes-গুলিকে নিজ জীবন দিয়ে পূরণ ক'রে, পোষণে তাঁ'কে তৃপ্ত ও সন্দীপ্ত ক'রে তাঁ'কে উপভোগের সম্বেগশালী আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রে ক্রমশঃই প্রাণবান্ চলনায় চলতে থাকে—তখন হ'তেই সেই সুরত, libido বা রূহের টান-অনুপ্রাণিত মানুষের অন্তরবাহী চেতনা ও বোধের ধারক মস্তিষ্ক ঐ-রকম অমনতরভাবে প্রণোদিত চলনায় চলতে-চলতে, বোধ ও ধারণার একটা অবসন্নতা এসে চেতনাকে আবৃত ক'রে ফেলতে থাকে। এক-কথায়, মস্তিষ্ক fatigued অবস্থায় উপনীত হয়। কিন্তু অন্তর্নিহিত সুরত প্রিয়-পরমে নিবিড়ভাবে আসক্ত থাকায়, বিচ্ছিন্নতা এনে ব্যক্তিত্বকে নিবিয়ে দিতে পারে না। ঐ fatigued অবস্থার ভিতরও fulfilment-এর একটা active ও energetic tension চলতে থাকে ; এই fatigue* অবস্থার ভিতর-দিয়েই আবার ঐ রূহের

---

† ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غفلين *

"সত্য সত্যই আমি তোমাদের উপরে সপ্ত স্বর্গ সৃজন করিয়াছি এবং আমি সৃষ্টি সম্বন্ধে উপেক্ষাকারী ছিলাম না।"

(কোর-আণ—সুরা মুমেনুন ১৭ র, ১)

"সেই পরমেশ্বর যিনি সপ্ত স্বর্গ ও তৎসদৃশ পৃথিবী সম্পর্কে সৃজন করিয়াছেন।"

(সুরা তলাক ১২ র, ২)

"এবং তোমাদের উর্দ্ধে 'দৃঢ়সপ্ত'কে নির্ম্মাণ করিয়াছি।"

(আমপারা—সুরা নাবা ১২)

"I was in the spirit ; and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne."

'Revelation,' Ch. IV, 2 Verse
—St. John

* "That amount of fatigue is an efficacious obstruction on this side of

টানে মস্তিষ্ক-কোষগুলির newer adjustment হ'য়ে more tenacity and resisting capacity আহরণ ক'রে থাকে। তা'র ফলে, ঐ fatigue অবস্থা কেটে চেতনা যেন নব-বলে বলীয়ান্ হ'য়ে উদ্যত চলনায় তুখোড় আরো তর্তরতায় স্বাস্থ্যমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে।†

ঐ-রকম হওয়ার প্রাক্কালেই মানুষের অন্তশ্চক্ষুর সম্মুখে আকাশ ফুটে ওঠে! এ যেন জানা ও ধারণার এক-একটা dimension! এই এমনতরভাবেই fulfilment-এর ক্রমচলনায়, ঐ-রকম স্তরে-স্তরে আকাশ প্রতীয়মান হয়—এই এমনতরই dimension-indicating সপ্ত আকাশের কথাই বোধ হয় বলা হ'য়েছে।

প্রশ্ন। আপনি সুরত, রূহ বা libido—এই কথাগুলি অনেক জায়গায়ই একই অর্থে ব্যবহার ক'রেছেন—ওদের মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমি যখন ঐ অর্থবোধক কোন term-ই জানতাম না, তখন ওকে আমার মনগড়া একটা term দিয়েছিলাম—ব'লতাম tendency of unification, কখনও বলতাম urge of unification.

প্রত্যেক সত্তার ভিতরেই একটা অন্তর্নিহিত আদিম টান আছে—যা-দিয়ে জীব যথোপযুক্তরূপে শরীর গ্রহণ ক'রে ব্যক্ত হয়। আবার, তাই-দিয়ে সে কিছুতে eager এবং attentive হ'য়ে তা'র impulse-গুলি নিয়ে নিজেকে আমি ব'লে

---

which our usual life is cast. But if an unusual necessity forces us to press onward, a surprising thing occurs. The fatigue gets worse up to a certain critical point, when gradually or suddenly it passes away, and we are fresher than before. We have evidently tapped a level of new energy, masked until then by the fatigue obstacle usually obeyed. There may be layer after layer of this experience."

"The Energies of Men"—William James

† "In exceptional cases we may find, beyond the very extremity of fatigue distress, amounts of case and power that we never dreamed ourselves to own—sources of strength habitually not taxed at all, because habitually we never push through the obstruction, never pass those early critical points."

'Selected Papers of Philosophy'—William James.

বোধ করে। এই libido-টা* যেন সত্তাতেই অনুস্যূত থেকে সত্তাকে সত্তানুপাতিক শরীরী ক'রে, তা'কে সেই ব'লে দুনিয়ায় বাঁচন-বাড়নের ভিতর-দিয়ে ভোগ-সন্দীপ্ত ক'রে রেখেছে।

মনে করুন, বাজারে বিক্রি হয় Eveready battery. একটা দস্তার কৌটোর ভিতরে কতগুলি মশলাকে সমবেত ক'রে, ভিতরে—ঠিক মধ্যস্থলে একটা অঙ্গারের শলাকা ঢুকান আছে। এই এতগুলির সমাবেশে তা'র ভিতর যে electricity বা বিদ্যুৎ অনুস্যূতভাবে র'য়েছে—তা' তখনই বুঝতে পারা যায়, ওকে resist করতে পারে এমনতর কোন resistance-এর সঙ্গে মিলিত হ'লেই। তেমনতরই মনে করুন, এই ব্যক্তসত্তায় অনুস্যূত—ঐ Eveready battery-র মতনই একটা energising tension—যা' থাকার দরুণ অন্যের অনুপাতিকভাবে ব্যক্তিত্বকে বোধ ক'রে তা'র পোষণ ও পূরণের যা'-কিছু লওয়াজিমা অনুকূল ও প্রতিকূল-হিসাবে সংগ্রহ ক'রে নিয়ে অস্তিত্বকে চালাচ্ছে—সেই urge of unification বা tendency of unification-কেই মানুষের কাছে শুনে বুঝে আমি সুরত বা libido ব'লে থাকি,—ঐ তা'কেই আবার আমি রূহ-সংজ্ঞায় অভিহিত ক'রেছি।† ওরই অনুকূল

বাহিরের যা'-কিছু আমাদের মস্তিষ্কে মুদ্রিত র'য়েছে তার পিছনে একটা আকাশ থাকেই—কারণ বাহিরের আকাশটা আমাদের ঘিরেই রয়েছে—এর ছাপও মাথায় আছেই। আর, ঐ fatigue layer pass করতে গিয়ে সংস্কারের চাপগুলি যখন অপসৃত হয়, তখন তা'দের পিছনের ঐ আকাশটা অন্তশ্চক্ষুর সম্মুখে স্বতঃই উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। এ-সাধনায় একটু অগ্রসর হ'লেই মানুষের প্রতীতিতে আসে।

* Libido মানে—আমাদের সত্তায় অনুস্যূত যে ঝোঁক বা টান—craving—যা'-দিয়ে আমাদের সমগ্র সত্তাটা কোন-কিছুর উপরে ঝুঁকে' পড়ে। কোরআণে আর একটি কথা আছে—"আল'ক্"। অভিধানে ইহার অর্থ প্রেম, আসক্তি বা প্রেম-সহকারে আকর্ষণ। আমপারার সুরা আল'ক্ আছে। তাহাতে আছে—"যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন—'আল'ক্' হইতে।" এই 'আল'ক্' হয়ত ঐ libido-রই অনুকূল অভিব্যক্তি।

† " 'রূহ'—ইহার আভিধানিক অর্থ নিশ্বাস-প্রশ্বাস। ইহা হইতে আত্মা বা প্রাণ অর্থে উহা ব্যবহৃত হয়। কোর-আণের বিভিন্নস্থানে জিব্রিল ফেরেশতা, হজরত ঈশা, কোর-আণ এবং অহি বা inspiration অর্থেও 'রূহ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।"

'আমপারা'—মৌলানা আক্‌রাম খাঁ

অভিব্যক্তি হ'চ্ছে—অনুরাগ, আসক্তি, স্নেহ, মমতা, কাম, লালসা, ভালবাসা বা প্রেম ইত্যাদি। এদের উল্টো যা' তা'-ই হ'চ্ছে ওরই প্রতিকূল অভিব্যক্তি—যেমন ক্রোধ, হিংসা, নিন্দা, অশ্রদ্ধা ইত্যাদি।

প্রশ্ন। কোরাণে আছে, "আমি কতক প্রেরিতকে পাঠিয়েছি তা'দের বিবরণ তোমার কাছে ব'লেছি—আর কতক প্রেরিতকে পাঠিয়েছি, তা'র বিবরণ তোমার কাছে বলিনি।"†—এ-কথার তাৎপর্য্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। খোদার কথার মানে খোদাই—তিনি ছাড়া মানুষ আর কি বলতে পারে, তা' তো আমার ধারণায় নেইকো। তবে এই জানি—যা'-কিছু সবের অস্তিত্ব ও বিকাশের কারণই খোদা ! আবার, খোদাই সর্ব্বতোভাবে অস্তিত্বে অনুস্যূত থেকে বিকাশে ব্যক্ত হ'য়ে র'য়েছেন। তাই বুঝতে পারি, অস্তিত্ব ও বিকাশের একমাত্র যা'-কিছু সবই খোদা। অস্তিত্ব ও বিকাশের প্রয়োজন যা'-কিছু সব-সময়ই খোদা থেকেই পেয়ে থাকি। তিনি তৎকালিক প্রয়োজনানুপাতিক যা'-কিছু প্রেরণা হজরত রসুলে দেওয়া উচিত, তাই-ই দিয়েছিলেন। অন্যান্য স্থানে বা অন্য-কোথাও তাঁ'র প্রেরিতদিগের বর্ণনায় হজরত রসুল যে আবহাওয়ায় খোদার বাণীকে পরিবেষণ ক'রে মানুষকে অমৃতপন্থী ক'রে তুলছিলেন, সেখানে সে-সময়ে সে-সবের কোনই প্রয়োজন ছিল না। খোদা তাই হজরত রসুলকে তাঁ'দের কোনই বিবরণ দেননি ; কিন্তু প্রেরিতগণ সবই যে খোদারই ব্যক্ত-প্রতীক, শুধু তা'-ই হয়ত জানিয়ে দিয়েছেন।

প্রেরিতের ভিতর খোদার চিহ্ন যেখানে তাঁর বাণীকে পরিবেষণ ক'রে জীবনকে অমরণ-যাত্রী ক'রে তুলছে, সেই চিহ্ন বর্ত্তমানে তা'দিগকে কেউ অবজ্ঞা না করেন,—এই নিদেশের সার্থকতা যেন হজরত রসুলে ও তাঁ'র বিবৃত বাণীতে ও পরিবেষিত চলনায় স্বতঃই বর্ত্তমান থাকে—এই হ'চ্ছে আমার ধারণা, হজরত রসুলের প্রতি খোদার যে নিদেশ হ'য়েছিল মানব-জীবনে তা'র সার্থকতা সম্বন্ধে।*

† কোর-আণ—সুরা মুমেন ৭৮ আয়াত ৮ রুকু।

* খোদা যে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই তাঁহার প্রেরিতকে পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের কথা

প্রশ্ন। তবে খোদার চিহ্ন কী ? প্রেরিতকে চিনব কী ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। খোদার চিহ্নই হ'চ্ছে ইস্‌লাম—অর্থাৎ খোদায়, খোদার প্রতীক, প্রেরিত বা Superior Beloved-এ অনুরাগ-অভিষিক্ত আকুল আলিঙ্গন, অনুরাগোদ্দীপ্ত আত্মনিবেদন ও আত্মসমর্পণ—যা'-থেকে আসে যা'-কিছুতে খোদার অনুভূতি—আর সেই প্রত্যয়-মাফিক তা'দের অবস্থা ও অবস্থান-মাফিক সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের ভিতর-দিয়ে তৎস্বার্থ-প্রণোদিত হ'য়ে তৎপ্রতিষ্ঠা-সম্বেগের স্বভাবসিদ্ধ বাস্তব সহজ ব্যবহার ও চলনা—যা'-দিয়ে প্রতি-প্রত্যেককে জীবনে, যশে ও বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ ও উন্নত করার স্বার্থপ্রণোদিত হ'য়ে নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্য-সমাধানে প্রতি-প্রত্যেককে অমরণ-যাত্রী ক'রে তোলে।*

প্রশ্ন। হজরত মহম্মদ খোদার নূর দেখতেন ও শব্দ শুনতেন। বাইবেলেও আছে—সৃষ্টির প্রারম্ভে ছিল শব্দ, শব্দই ঈশ্বর, সেই শব্দ থেকেই যা'-কিছু সবের সৃষ্টি হ'ল। আবার আর্য্যশাস্ত্রেও ঐ-রকমই আছে শুনতে পাই।† ঐ অনুভূত শব্দ হ'তে সৃষ্টি হ'ল—তা'র অর্থ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আগে ব'লেছি—উদ্দীপ্ত সুরতের Superior Beloved-এ

কোর-আণেই রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু প্রভৃতি সকল প্রেরিতের বাণীই ভগবদ্বাণী। তাঁহাদের অনুসরণকারীদের যা'রা কাফের বলে, তাহারাই কাফের হইয়া যায়—ইহাও কোরাণ ও হাদিসেরই বাণী ; সাময়িক প্রেরিত-পুরুষকে অমান্য করিয়া যাহারা ঈশ্বরকে মান্য করে তাহা মিথ্যা—ইহাও এসলাম শাস্ত্রেরই নির্দ্দেশ। আর, আল্লার সৃজন-বিধি অপরিবর্ত্তনীয় এবং তাঁহার নিয়ম চিরন্তন—ইহাও আল্লারই কালাম। পরবর্ত্তী ঈশ্বরানুগৃহীতগণকে অস্বীকার করিয়া মোসলমানগণ এসলাম হইতে চ্যুত না হন—ইহাই এই কোরাণবাণীর তাৎপর্য্য।

* যাঁহার মধ্যে এই এস্‌লাম অর্থাৎ ঈশ্বরে আত্মনিবেদন, আত্মসমর্পণ ও ঈশ্বরকে আলিঙ্গন—যত জীবন্ত, যত সত্য, যত সর্ব্বানুপূরক তিনিই বর্ত্তমানে পূর্ব্ববর্ত্তীগণের অনুপূরক, তাঁহাতেই খোদার চিহ্ন বর্ত্তমান। পূর্ব্ববর্ত্তীগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়া যিনি সকল প্রেরিতগণেরই অনুপূরক, তাঁহাতেই খোদার চাপরাশ বর্ত্তমান।

†"শব্দ এব ব্রহ্ম।" —উপনিষদ

"In the beginning, there was Word, Word was God, Word was with God."

—St. John's Gospel.

অনুরাগোচ্ছল টানে তাঁকে তৃপ্ত ও সন্দীপ্ত ক'রে তুলে, তাঁর ইচ্ছাকে নিজের জীবন দিয়ে পূরণ ক'রে, পোষণে পুষ্ট ক'রে তোলবার আত্মপ্রসাদী উপভোগাকাঙ্ক্ষায় মানুষ যখন তা'র জগতের প্রতি-প্রত্যেক যা'-কিছুকে আহরণ-অনুসন্ধিৎসু আকুল প্রচেষ্টায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন, বোধ ও অনুভব ক'রে, তা'কে তা'র অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ ক'রে, অর্থাৎ উদ্দেশ্য-মাফিক শৃঙ্খল-পরিচালনায় mould ক'রে, তা'কে সমীচীন বিবেচনায় মিল ক'রে, তা'কে সম্যকপ্রকারে অনুকূলে নিয়ে ধারণ ক'রে, অর্থাৎ সমাধানে এনে পূজায় পরিতৃপ্ত হওয়ার মানসে তা'র Superior Beloved-কে নিবেদন করতে থাকে, তা'র এই রকম চলনায় অন্তঃকরণে উদ্দীপ্ত সুরতের টানে যে বৈধানিক উন্নত পরিবর্ত্তন চলতে থাকে—তা'তে তা'র মস্তিষ্কের কোষগুলি এমন স্থিতিস্থাপক ও সাড়াগ্রহণক্ষম হ'য়ে ওঠে, যা'র ফলে বস্তু ও তা'র সাড়া মস্তিষ্কে গিয়ে যে প্রতিফলন (impression) সৃষ্টি করে তা' গ্রহণে মস্তিষ্কে তদ্বিষয়ে অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বোধ ও অনুভূতি উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে। তা'তে তা'র প্রতি কাণায়-কাণায় যে সমাবেশ হ'য়ে ঐ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বে তা'র উদ্ভেদ হ'য়েছে, তা'র একটা আমান (integrated) দর্শন হ'য়ে থাকে।

আর, এমনতর রকম হ'তে-হ'তেই কোষগুলির ঐ বৈধানিক পরিবর্ত্তনানুপাতিক পরিবর্ত্তন-নিবন্ধন তাপের সৃষ্টি হ'য়ে জ্যোতির বিকাশ হ'তে থাকে, আর সেই উত্তেজনা হ'তেই বিভিন্ন প্রকার শব্দেরও অভিব্যক্তি প্রতীয়মান হয়। এই রকম চলনায় চলতে-চলতে চেতনা যখন কেবল হ'য়ে ওঠে, চেতনবৃত্তির উপকণ্ঠে থেকে যা' বোধ করা যায়—সেই শব্দ, জ্যোতি ও অনুভূতির বিষয় যা' বলা আছে, তা' তা'-ই।

আদিতে শব্দ ছিল, তা'-হ'তে জ্যোতির বিচ্ছুরণ হ'তে লাগল—ইত্যাদি যে-

---

* يوم يسمعون الصيحة بالحق

"সেই দিন তাহারা সত্য মহাধ্বনি শ্রবণ করিবে।"

(কোর-আণ—সুরা কা ৪২ র, ৩)

সমস্ত বিবৃতি দেওয়া আছে, সেগুলি সবই ঐ-রকম অনুভূতিরই কথা। ঐ-সব অনুভূতির বিষয় আমি—আমার যা' হ'য়েছিল—সংক্ষেপে যতদূর বলতে পেরেছি, তা' আপনাদের ব'লেছি।*

প্রশ্ন। আচ্ছা, তক্‌দির অর্থাৎ অদৃষ্ট, আর তদ্‌বির অর্থাৎ পুরুষকার—এদের মধ্যে সম্বন্ধ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ব্যক্তির ব্যবহার ও কর্ম্ম তা'র নিজেতে এবং পারিপার্শ্বিকে চারিয়ে গিয়ে রকমারি পরিবর্ত্তনের ভিতর-দিয়ে যেমন সাড়া নিয়ে তা'র কাছে উপস্থিত হয়, যে রকমারিগুলি তা'র চিন্তা ও দর্শনের বাইরে রকমারি হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল—তাই তা'র কাছে অদৃষ্ট। জাতি ও সম্প্রদায়ের অবস্থা ও চলন-হিসাবেও এই অদৃষ্ট ব্যক্তিগত জীবনেও ক্রিয়াশীল হ'য়ে থাকে। 'অদৃষ্ট' কথার মানে হ'চ্ছে—যা' দেখা যায়নি।†

আর, ব্যক্তি-বোধের উদ্দীপনায় জমায়েৎ সংস্কারের উপর দাঁড়িয়ে, বিবেকের অনুবর্ত্তী হ'য়ে নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধানের দ্বারা যে অনুকূল-প্রতিকূল রকম সৃষ্টি ক'রে থাকে—তাই হ'চ্ছে পুরুষকার। পুরুষকার মানেই হ'চ্ছে—পুরুষের করা বা চেষ্টা।

প্রশ্ন। কোরাণে আছে, দুর্বৃত্তগণের কার্য্যলিপি সেজ্জিনে লিপিবদ্ধ থাকিবে আর সৎলোকের কার্য্যলিপি ইল্লিনে থাকিবে। এই সেজ্জিন আর ইল্লিন কেউ

---

* শ্রীশ্রীঠাকুরের শব্দ ও জ্যোতির অনুভূতি ও তাহার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে "কথাপ্রসঙ্গে" তিনি তাহার বিস্তৃত বিবরণ দান করিয়াছেন। তাহা বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে এবং "সৎসঙ্গী" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বৎসরাধিককালে প্রকাশিত হইয়াছে।

† 'অদৃষ্ট' মানে—ন-দৃষ্ট। যা' দেখিনি তাই অদৃষ্ট।

"সাধনা যদি মূলে সিদ্ধির মুখাপেক্ষী হইতে অভ্যস্ত হয়, কর্ম্ম যদি প্রথম হইতে আপনাকে ফলাফলের প্রভাবাবিষ্ট করিয়া বসে, তাহা হইলে সাধনাও হইতে পারে না, সিদ্ধিও আসিতে পারে না। কারণ, ইহাতে সাধকের আত্মসত্যের প্রতীতির অভাবই সূচিত হয়।… এই কথা পূর্ণভাবে শিক্ষা দিবার জন্যই মোহাম্মদ মোস্তফা ধর্ম্ম-জগতের শ্রেষ্ঠতম ও মহত্তম আলেখ্য এবং সাধকের কর্ম্ম-জীবনের পুণ্যতম আদর্শরূপে প্রেরিত হইয়াছেন।"

'মোস্তাফা-চরিত', পৃঃ ৩৪৪—মৌলানা আক্‌রাম খাঁ।

বলেন দুই লিপিবদ্ধ পুস্তিকা—আবার কেউ সেজ্জিনকে বলেন নীলবর্ণ প্রস্তর, আর ইল্লিনকে বলেন নীলকান্তমণি। এই সেজ্জিন আর ইল্লিন কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষের যে কর্ম্মগুলি অন্তঃকরণকে সঙ্কোচ-সঙ্কীর্ণ ক'রে, মরণসঙ্কুল ক্ষীণসাড়াশীল অহংএর সৃষ্টি ক'রে ঐ-রকম সম্বেগশালী ক'রে তোলে—সেইগুলি ক্রমস্তরীভূত হ'তে-হ'তে মস্তিষ্কের নীলবর্ণ বা ধূসরবর্ণ পদার্থে তচ্চিন্তা ও করণের যাবতীয় দৃশ্যসহ হুবহুভাবে প্রতিফলকে পর্য্যবসিত হ'য়ে থাকে। সেইগুলি নিয়ন্ত্রণ করে তজ্জাতীয় বোধ-বিবেকের নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে—মানুষের চলনা, বলনা ও করণাকে। এই প্রতিফলকায়িত, প্রকৃষ্টরূপে স্তরীভূত মস্তিষ্কের নীল বা ধূসরবর্ণ পদার্থকে ইঙ্গিত করিয়া মুসলমান পণ্ডিতেরা নীলবর্ণ প্রস্তরে অর্থাৎ stratified layers-এ লিপিবদ্ধ ব'লে থাকবেন—এ'কেই হয়ত তাঁ'রা 'সেজ্জিন' বলে অভিহিত ক'রে থাকবেন।

আর, যে-সমস্ত কর্ম্ম প্রিয়-পরমে অনুরাগ-প্রতুলতার ভিতর-দিয়ে জীবন ও বৃদ্ধিকে উচ্ছল ক'রে তুলে থাকে—যা'র ফলে মস্তিষ্কের কোষগুলি সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণভাবে স্থিতিস্থাপক ও সাড়াপ্রবণ হ'য়ে উঠে বস্তুর দর্শনকে প্রকৃষ্ট ক'রে দেয়—fatigue-এর ক্রম-স্তরের ভিতর-দিয়ে অনুরাগের আকুল উন্মাদনা যখন আরো হ'তে আরোতরে সূক্ষ্ম ও সম্বেগশালী হ'তে-হ'তে ক্রমান্বয়ের সপ্তম স্তরে উপনীত হ'য়ে একটা perfection-এ হাজির হয়—এই রকমগুলির প্রতি-প্রত্যেকের ক্রম-জমায়েৎ রকম,—যা' মস্তিষ্ক-কোষগুলির অমনতর রকমারির ভিতরের প্রতিফলকে পর্য্যবসিত হ'য়ে থাকে, ঐ স্থিতিস্থাপকতা ও সাড়াপ্রবণতার উদ্বোধনার ভিতরে তাপসংক্ষুব্ধ শব্দ ও জ্যোতির উচ্ছলতার সৃষ্টি হ'য়ে থাকে—তা'কেই বোধ হয় পণ্ডিতগণ 'ইল্লিন' ব'লে অভিহিত ক'রে থাকেন। আর, অমনতরভাবে লিপিবদ্ধ থাকে ব'লে কেহ তাহাকে পুস্তিকা ব'লেছেন—অমনতর ধূসরবর্ণ পদার্থে প্রকৃষ্টরূপে স্তরীভূত হ'তে-হ'তে শব্দ ও জ্যোতির লহরে নন্দিত অবস্থানে আনন্দাভিষিক্ত সংবেদনায় লেখা থাকে ব'লে তা'কে নীলকান্তমণি ব'লেও অভিহিত ক'রেছেন। 'ইল্লিন' ও 'সিজ্জিন' সম্বন্ধে

শুনে যা' আমার মনে হ'চ্ছে, তাই আমি বল্লাম।*

প্রশ্ন। আপনাকে যা'-যা' প্রশ্ন করলাম আর তা'তে আপনি যা'-যা' ব'ল্লেন, তা'তে তো মুসলমান, আর্য্যহিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ—যা'রাই ঈশ্বরকে এবং প্রেরিতকে বিশ্বাস করে, তা'দের মধ্যে ধর্ম্মের নামে যে বিরোধ চ'লে আসছে তা' আর থাকেই না—সর্ব্বধর্ম্ম বাস্তব সমন্বয় লাভ ক'রে এক অভূতপূর্ব্ব সামঞ্জস্যে এসে দাঁড়ায়! আর, এদের মধ্যে ধর্ম্মান্তর-গ্রহণেরও তো কোন মানেই থাকে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' তো ঠিকই। যাঁ'রা সাধু—প্রকৃতভাবে ঈশ্বর ও প্রেরিতে অনুরক্ত,—কামেলপীর যাঁ'রা,—যাঁ'রা মহাপুরুষ—এঁদের ভিতর কি কখনও ধর্ম্মান্তর ব'লে কিছু দেখেছেন, না শুনেছেন? না এঁদের ভিতর কোন বিরোধ বা বিভিন্নতা কিংবা ব্যতিক্রম জানা গেছে—সম্প্রদায় বা community ব'লে কোন রকমারি এঁদের ভিতর কিছু আছে? বাঁচা-বাড়া যা'দেরই কামনা—বিধিনিয়ম-মাফিক চলনার আকুলতা তা'দের প্রতি-প্রত্যেকেরই যে একই; তাই, তা'দের ধর্ম্মান্তর কি-ক'রে হবে?

ঐগুলি যেখানে আছে—তা'রা যত ছোটই হোক আর যত বড়ই হোক—তা'দের ভিতর বৃত্তিস্বার্থপরতা তা'দের অহঙ্কারকে আবিষ্ট ক'রে, তা'রই পোষণ-আহরণ-পরায়ণ ক'রে তা'রই অনুপ্রাণতায় তা'রা ইতস্ততঃ চলেছে! আর, এই আহরণ-পরায়ণ চলনার প্রধান আকর্ষণী চুম্বকই হ'চ্ছে—প্রেরিতদের বাণীর ভিতর-দিয়ে, বাঁচা-বাড়ার প্ররোচনায় মানুষকে ভুলিয়ে, জমায়েৎ ক'রে, তা'দিগকে

---

* তফসীর হোসেনী বলিতেছেন—

"সেজ্জিন শয়তান ও তাহার অনুচরবর্গের নিবাসভূমি অথবা শয়তান ও পাপীদিগের কার্য্যলিপি।

উচ্চতম স্বর্গের স্থান-বিশেষের নাম এল্লেয়িন, অথবা সাধুদিগের কার্য্যলিপি এল্লেয়িন।"

কোর-আণে সুরা তৎফিফে আছে—

"না, না, নিশ্চয় দুর্বৃত্তলোকদিগের কার্য্যলিপি সেজ্জিনেতে হইবে এবং কিসে তোমাকে জানাইয়াছে যে সেজ্জিন কি? লিপিবদ্ধ এক পুস্তিকা।...না, না, নিশ্চয় সাধুদিগের কার্য্যলিপি এল্লেয়িনে হইবে। এবং কিসে তোমাকে জানাইয়াছে এল্লেয়িন কি? লিপিবদ্ধ এক পুস্তিকা।"

(৭, ৯, ১৮, ২০)

পূরণ ও পোষণে ফাঁকি দিয়ে তা'দের নিকট হ'তে বৃত্তিপূজার উপকরণ-সংগ্রহ !

দেখতে পাবেন—প্রতি-পারিপার্শ্বিকের জীবন ও বৃদ্ধি তা'দের স্বার্থ হ'য়ে ওঠেনি, তা'দের বৃত্তিনিচয় প্রতি-প্রত্যেকের জীবন-বৃদ্ধির সেবায় নিয়োজিত হ'য়ে তা'দের স্বকীয় রকমে নিয়োজিত করেনি—এক-কথায়, তা'রা বলে এক-রকম, চলে অন্য-রকম। আর, প্রেরিতের প্রতি অনুরাগোদ্দীপনার জন্য তাঁকে বহন করার, পূরণ করার, পোষণ করার হিসাবনিকাশ, এৎফাক-ফন্দী,—ভ্রান্তিতে অনুতাপ বা যা'-কিছু সবকে একাগ্র-করণের অর্থাৎ sincere-করণের ঝোঁক বা tendency,—মানুষের কাছে, পারিপার্শ্বিকের কাছে বৃত্তিগুলির প্ররোচনা ধ'রে প্রকাশ করবার সৎসাহস ইত্যাদি কিছুই তা'দের নেইকো। তাই, তা'রা যা' বা যেমনতর, ক'রেও থাকে তা' বা তেমনতর !

কিন্তু বাস্তবতা যেখানে আছে—সেখানে বাক্, ব্যবহার, চলনা বিচ্ছুরিত হ'য়ে অমরণ-উদ্বোধনায় প্রতি-পারিপার্শ্বিককে উদ্বুদ্ধ ক'রে, সেবা, সাহচর্য্য ও সহানুভূতির আমন্ত্রণে ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্ট-প্রতিষ্ঠার ন্যাক্ দেখলেই প্রতীয়মান হয়,—তা' তা'র মহাশত্রু যা'রা, অনুসন্ধান করলে তা'দের ভিতরেও তা'র ছাপ দেখা যায়—এই হ'চ্ছে আমার কথা ! সম্প্রদায় বা community ইত্যাদি তা'দিগকে কোন-রকমেই বৃত্তিস্বার্থ-ফন্দীতে গণ্ডীবদ্ধ করতে পারে না—আলিঙ্গন ও গ্রহণ প্রতি-প্রত্যেকের জীবন ও বৃদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে, নিয়ন্ত্রণে উন্নত ক'রে চলতেই থাকে !

প্রশ্ন। আচ্ছা, শুনেছি মহাত্মা কবীর, মৈনুদ্দিন চিস্তি, জলালুদ্দীন

"ছিজ্জিন—ছেজ্‌ন হইতে গৃহীত, উহার অর্থ কারাগার। ছিজ্জিন ইহার আতিশয্য-বোধক শব্দ, ইহার অর্থ কঠিন কারাগার। আলোচ্য আয়তে ছিজ্জিন শব্দের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে তফসীরকারগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়।

এল্লেইনের ধাতুগত অর্থ উচ্চ হওয়া। তফসীরকারগণ ইহার নানা প্রকার অর্থ কল্পনা করিয়াছেন।"

'আমপারা', পৃঃ ১৫৩-১৫৪—মৌলানা মোহাম্মদ আক্‌রাম খাঁ।

রুমী*—এঁরা নাকি আপনাদের পূর্ব্বতন গুরু ছিলেন—তা' কি সত্যি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, এঁদের মহান্ জ্যোতিই গুরু-পরম্পরায় অবতরণ ক'রে চলেছে—আর চলতেও থাকবে !

* "জননীর দিক দিয়া তাঁহার ধমনীর ভিতর মহাত্মা আলী ও হজরত মোহাম্মদের পবিত্র শোণিত প্রবাহিত ছিল। পিতৃকুলের দিক দিয়াও তিনি ন্যূন ছিলেন না। বল্‌খের রাজবংশের সহিত তাঁহার পিতৃবংশের রক্তগত সম্পর্ক ছিল। এই বংশেও অনেক প্রসিদ্ধ তাপস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। Mystic ধর্ম্মবাদের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য হইলেন এই মৌলানা রুমী ; এই কারণে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য তাঁহাকে সমভাবে বরণ-ডালায় নন্দিত করিয়াছে। জলালউদ্দীন রুমী সাধনার সৌকর্য্যার্থে সঙ্গীতের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।"

'পারস্য-প্রতিভা'—মোহম্মদ বর্‌কতুল্লাহ, এম-এ, বি-এল।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র